ফুটবলের রেফারী

রবি চক্রবর্ত্তী
[জাতীয় রেফারী]

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৫৩

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : হৃষিকেশ মুখার্জী

মুদ্রাকর : অজিত কুমার সামই : ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

পেপার ব্যাক : পনেরো টাকা
বোর্ড বাঁধাই : সতেরো টাকা

ফুটবল আইনকে জানার বা বোঝার আকুতি আছে যাদের, আইনের গতিপ্রকৃতির

সাথে যাঁরা সাগ্রহে মিশতে ইচ্ছুক, আইনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে

সজাগ থাকতে যাঁরা সদা ব্যগ্র—এই বই সেইসব উৎসাহী,

আগ্রহী এবং উৎসুকদের প্রতি নিবেদিত হল।

Nurul Amin, M. A. LL. B.
President, A. I. F. F.

Monıram Dewan Road
(Cotton Road)
Nowgong
ASSAM

MESSAGE :

I am happy to learn that the National Football Referee Shri Rabi Chakrabarty is bringing out an illustrated book entitled 'Football Referee' dealing with Laws of the game and questions and answers on the same. I understand that the book is a rare one of the kind and Shri Rabi Chakrabarty deservs credit for the hard labour he has undertaken for compiling the book for publication. I am sure the book has enough materials to help educating all those who are interested in the game in evaluating matters relating to the Laws of the game in their proper perspective. I hope the book will have wide circulation to achieve the purpose for which it is written.

I wish all success to Shri Rabi Chakrabarty's efforts.

Nurul Amin
President,
All India Football Federation.

INDIAN FOOTBALL ASSOCIATION

(WEST BENGAL)

11/1, SOOTERKIN STREET, CALCUTTA-13

Patron : THE GOVERNOR OF WEST BENGAL
President : SHRI GOURI MITTER, Bar at-Law, Advocate General, West Bengal.
Vice-Presidents : Sarbashri SAMARENDRA CHANDRA SEN, Bar-at-Law & NIHAR DUTT
Hony. Secretary : SHRI ASOKE KUMAR GHOSH
Hony. Jt. Asstt. Secretaries : Sarbashri DILIP GHOSH, A. ROY CHOUDHURY & CHANDI CHARAN DAS
Hony. Treasurer : SHRI SUBIR GHOSH

শ্রীরবি চক্রবর্তী—বর্তমান বাঙলার একজন অগ্রগণ্য রেফারী। ওর সদ্য-প্রকাশিত "ফুটবলের রেফারী" বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। বাঙলা ভাষায় ফুটবল বিষয়ক আইনের ওপর এমন আকর্ষণীয় এবং কার্যকর বই আমার চোখে খুব কম পড়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস—বইটি রেফারী সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করবে। আমি বইটির ব্যাপক প্রচার এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

অশোককুমার ঘোষ
সম্পাদক
ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন

২৪শে এপ্রিল, শনিবার

Calcutta Referees' Association

WEST BENGAL

TENT MAIDAN, CALCUTTA-700013

['সি, আর, এ'-র বর্তমান সম্পাদক এবং সর্বভারতীয় পরীক্ষক শ্রীরবীন্দ্রকুমার দত্তের—আশীর্বাণী]

জাতীয় রেফারী শ্রীরবি চক্রবর্তী আমাদের সংস্থার একজন বহুল পরিচিত এবং অতি নির্ভরশীল রেফারী। ওর প্রয়াসটি ("ফুটবলের রেফারী") কেবলমাত্র রেফারীদের জন্য রচিত হয়েছে তা আমি বলবো না। এই বইটি সকল ফুটবল দরদীদের প্রভূত সাহায্য এবং উপকার করবে বলে আমার ধারণা। এ ধরনের বই লেখার মধ্যে ফুটবল সেবার দরদী রূপ প্রকাশ পায় বৈকি? আমি বইটির বহুল প্রচার এবং সাফল্য কামনা করছি।

২২শে এপ্রিল,

রবীন্দ্রকুমার দত্ত

[ওয়েস্ট-বেঙ্গল স্টেট্ কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের সম্পাদক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়ের আশীর্বাণী]

আমার পরম স্নেহভাজন—শ্রীরবি চক্রবর্তী ফুটবলের সাথে যুক্ত আছে বহুদিন ধরে। কলকাতার মাঠে শ্রেষ্ঠ রেফারীদের মধ্যে রবি যে অন্যতম একজন—সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফুটবলের আইন প্রচারের ব্যাপারে ওর যে এতখানি ভাবনা-চিন্তা ছিল সেটা জানতাম না। আইনের উপর সুনির্দিষ্ট আলোচনা এবং যথার্থ বিশ্লেষণ রেখে ও আমাকে বিস্মিত করেছে। বইটি রচনা করে ও এক নিদারুণ অভাব দূর করেছে বলতে হবে। রবির প্রচেষ্টা সফল হোক—সেটাই আমার অন্তরের কামনা।

উপেন্দ্রনাথ রায়

[ঐতিহ্যবাহী সংগঠন, 'ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাবের' সম্পাদক
শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তীর আশীর্বাণী]

রবি যেভাবে, বাঙলায় ফুটবলের আইনের কথা জানিয়েছে—সে উদ্যমকে অভিনন্দিত না করে উপায় নেই। সমস্ত ফুটবলারদের জানা দরকার কি কি আইনে সমুদয় ফুটবল খেলাটা আবদ্ধ। আরো বেশী করে উপলব্ধি করা দরকার কোন কোন নিয়ম মেনে চললে খেলাটা সুষ্ঠুভাবে শেষ হবে।

মাতৃ-ভাষায়, রবি সহজ-সরল পদ্ধতিতে যে সুযোগ ছড়িয়ে দিয়েছে—তাকে আমি সর্বান্তকরণে সাধুবাদ জানিয়ে বলবো—"অয়ম আরম্ভ শুভায় ভবতু"।

পরিতোষ চক্রবর্তী

[সর্বভারতীয় রেফারীস্ বোর্ডের বহুবছরকার সম্পাদক
শ্রীসি, বি, চ্যাটার্জির আশীর্বাণী]

ভাবতে পারি নি, রবি এমন একটি অনুপম সৃষ্টির রূপকার হবে। প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে ফুটবল আইনের খুঁটিনাটি সব বিষয়গুলিকে যে সাজানো এবং বোঝানো হয়েছে—বাঙলা ভাষায় তার তুলনা মেলা ভার। আমি বইটির সকল রকমের সাফল্য আশা করছি।

সি, বি, চ্যাটার্জি

[অতীতের দিকপাল রেফারী শ্রীসুশীল ঘোষের আশীর্বাণী]

"ফুটবলের রেফারী" বইটি পড়ে আমি দারুণভাবে অভিভূত হয়েছি। রবির শ্রম নিষ্ঠা আর একাগ্রতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। পর্যাপ্ত প্রশ্নোত্তরের সমারোহে, রকমারিত্বের বৈচিত্র্যে ও আকর্ষণীয় পরিবেশনায় বইটি হয়েছে অনবদ্য। আশা রাখি বইটি জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে যেতে দেরী করবে না।

সুশীল ঘোষ

[কালজয়ী রেফারী ও সর্বভারতীয় পরীক্ষক
শ্রীঅলোক রায়ের আশীর্বাণী]

রবির সদ্য-প্রকাশিত—"ফুটবলের রেফারী" বইটি আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে। বাঙলা ভাষায় এ ধরনের সার্থক প্রয়াস আর নেই বললেই চলে। রবি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এক মহৎ কর্তব্য সম্পন্ন করেছে বলতে হবে। আইন জানার বা বোঝার আকুতি আছে যাদের—এই বই তাদের কাছে হবে—পরম এক সম্পদ। আমি বইটির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সমর্থন করি।

অলোক রায়

[ভারত-গৌরব রেফারী ও সর্বভারতীয় পরীক্ষক
শ্রীপ্রতুল চক্রবর্তীর আশীর্বাণী]

"ফুটবলের রেফারী" রচনা করে রবি জানিয়ে দিল যে, সে রেফারীং করতে এসে শুধু নিজের কথাই কেবল ভাবে নি, ভেবেছে আগামী রেফারীদেরও কথা। বরাবর লক্ষ্য করেছি, শুরু থেকেই ওর আইন জানার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম—শুধু জানার নয়, জানানোর স্পৃহাটিও ওর খুব প্রবল। বইটির গঠন বৈশিষ্ট্য ও উপস্থাপনার আঙ্গিক আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি কায়মনে বইটির সার্বিক সাফল্য আশা করছি।

প্রতুল চক্রবর্তী

লেখকের বক্তব্য

যে অঞ্চলের মাটি বুক ঠুকে বলতে পারে—"আমি হচ্ছি ভারতীয় ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র," যে স্থলের ফুটবল ঐতিহ্যকে বলা হয়—"জাতীয় ফুটবলের পথিকৃৎ," যে স্থানে খেলবার সুযোগ পেলে ভারতবাসী মাত্রই গর্বিত কণ্ঠে বলতে পারবে "আমি খেলেছিলাম কোলকাতার মাঠে" অর্থাৎ ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থানে,—সেখানে বাঙলা ভাষায় ফুটবলের আইন সম্পর্কীয় বইয়ের প্রকাশনা এত সীমিত কেন?

ওপরকার ভাবনাটি আমাকে উদ্দীপিত করলেও আমি বিশেষভাবে উজ্জীবিত হয়েছিলাম, অন্য আরেকটি কারণে। কোলকাতার একজন রেফারী হিসেবে,

বহুবিধ পরীক্ষার বিভিন্নতর গণ্ডী ডিঙোতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছিলাম, তারই অনুভূতির প্রেরণায় এমন ধরনের একটি প্রয়াসের জন্মদাতা হতে চেয়েছিলাম বহু আগে থেকে। কিন্তু পশ্চাতে তখন উপযুক্ত ছাপ না থাকার দরুন সে কাজে এতকাল ব্রতী হতে পারিনি। এখন একজন জাতীয় রেফারী হিসেবে আমি মনে করি, আমার এই প্রয়াসটি "ছোট মুখে বড় কথা" বলার সামিল হবে না।

পাঠক সমাজের দরবারে, যে কোন ধরনের আইন বইয়ের আকর্ষণ বা প্রাধান্য খুবই সীমাবদ্ধ। আইনকে জানার বা বোঝার তেমন কৌতূহল বা আগ্রহ না থাকলে সহজে কেউই তার গভীরে যেতে বা রসাস্বাদন করতে চায় না। আইনকে পড়ে যত না বোঝা যাবে বা আয়ত্বে আনা যাবে, তার চাইতে ঢের বেশী উপলব্ধি করা যাবে মত বিনিময়ের মাধ্যমে আলোচনা করে। এই বইতে তাই, সেই উদ্দেশ্যকে ব্যাপকহারে চরিতার্থের চেষ্টা রাখা হয়েছে। এখানে আইনের আক্ষরিক ব্যাখ্যা বা কেবলমাত্র তার হুবহু বঙ্গানুবাদের প্রাধান্য থাকবে খুবই স্তিমিত। এর সারা বয়ান জুড়ে একচেটিয়া ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে নানান তথ্যসমৃদ্ধ এবং আলোচনামূলক প্রশ্নোত্তরের সম্ভার। ফুটবল-আইনের প্রতিটি ধারা এবং উপধারাকে কেন্দ্র করে আজ পর্যন্ত যত ধরনের প্রশ্নের অবতারণা হতে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের নানান প্রশ্নমালায়—এখানে তারই আঙ্গিক এবং অভিনবত্বের একটা সামগ্রীক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমার উদ্ধত কলমের জানা নেই, এর আগে, পৃথিবীর আর কোন

ভাষাতে, একটিমাত্র বইয়ের মধ্যে একত্রে, এত বেশী সংখ্যক (প্রায় সাড়ে সাত শো) প্রশ্নোত্তরের সম্ভার সাজিয়ে আর কোন বই প্রকাশিত হতে পেরেছে কিনা ? আমার বিশ্বাস—যাঁরা রেফারীর কালো জামা পরতে ইচ্ছুক এবং পরার অধিকার পেয়েও আরো কয়েকটি গণ্ডী ডিঙোতে যাঁদের বাকি আছে এই বই হবে তাঁদের কাছে একান্ত "আপনজন"।

প্রসঙ্গান্তরে জানানো প্রয়োজন—এখানকার যাবতীয় প্রশ্নমালার সমাধানগুলি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে ছিয়াত্তর সনের নির্দেশকে ঘিরে। কাজেই পরবর্তী অধ্যায়ের সমুদয় পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং পরিবর্জনকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দায়িত্ব থাকলো আমারই। বইটির কোন অংশের বা অধ্যায়ের সাথে একমত হতে না পারলে, লেখককে জানাতে দ্বিধা করবেন না। পরিশেষে জানাই—যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা, পরামর্শ ও উপদেশ এবং প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করে এই প্রয়াসটি ধন্য হল—তাদের প্রতি জমা থাকলো লেখকের অফুরাণ কৃতজ্ঞতা ও অপরিশোধ্য ঋণভার।

যে বইগুলির বক্তব্যবিষয়, উদ্ধৃতি ও ছাপানো ছবি আমার প্রয়াসকে আশাতীতভাবে সাহায্য যুগিয়েছে এবং নিদারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

(১) রেফারীজ্ চার্ট—দি ফুটবল এসোসিয়েশন। (২) এসোসিয়েশন ফুটবল লজ—ষ্ট্যানলী রোভার। (৩) এফ এ গাইড ফর দি রেফারীজ্ অ্যাণ্ড লাইন্সমেন—এফ, এ, পাবলিকেশন। (৪) দি অফিসিয়াল হিষ্ট্রি অফ দি এফ এ—জি, জিওফ্রি। (৫) সকার রেফারীং—এইচ ডেনিস। (৬) অল অ্যাবাউট ফুটবল—ই. জোসেফ। (৭) নো দি গেম্—এসোসিয়েশন ফুটবল। (৮) দি এন্সাইক্লোপেডিয়া অফ এফ এ—গোলেস ওয়ার্দি। (৯) ফুটবলের আইন কানুন—শ্রীমুকুল দত্ত। (১০) সিলভার জুবিলী সুভিনিয়র '৫৭—সি, আর, এ,।

॥ যাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ॥

শ্রীনীরদ ভট্টাচার্য ● শ্রীকেশব চক্রবর্তী ● শ্রীসৌধেন বসু
শ্রীরবীন্দ্রকুমার দত্ত ● শ্রীসন্তোষ সেনশর্মা ● শ্রীসন্তোষ কুণ্ডু ● শ্রীনৃসিংহ চ্যাটার্জি
শ্রীপ্রলয় সেন ● শ্রীবিজনকুমার ঘোষ ● শ্রীদিলীপ মিত্র ● শ্রীপ্রবীর মিত্র
শ্রীঅপরেশ ভট্টাচার্য ● শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্তী ● শ্রীফণী দাসগুপ্ত

ও

ক্যালকাটা রেফারীজ্ এসোসিয়েশনের (সি, আর, এ,) সভ্যবৃন্দ।

নানা-প্রসঙ্গ

ফুটবলের আকর্ষণ ও পরিচিতি

দুনিয়ার বিভিন্ন সেরা খেলাগুলির মধ্যে ফুটবল নিঃসন্দেহে এক অন্যতম খেলা। শুধু সেরা বা অন্যতম নয়। সবচাইতে সহজবোধ্য এবং জনপ্রিয়ও। সমাজের সকল স্তরের মানুষের সাথে এর ঘনিষ্ঠতা অতি নিবিড়। সাধারণ মাঠে, অল্প খরচে, যে কোনরকম আবহাওয়ায়, অনাড়ম্বর পরিবেশে, মাত্রাতিরিক্ত সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ না থেকে এ খেলা স্ব-মহিমাতেই উদ্ভাসিত হয়ে আছে সারা পৃথিবীময়।

ফুটবলে আছে সব কিছুই। এ খেলায় যেমন হাতাহাতি, তেমনি মাতামাতি। এ খেলায় যতই ঠেসাঠেসি, ততই রেষারেষি। এ খেলার বল যেমন গোল, তেমনি বাধেও নানান গণ্ডগোল। ফুটবল শুধু শত্রুতা বাড়ায় না, বন্ধুত্বও গড়ায়। ফুটবলে যেমন আছে চরম উন্মাদনা ও পরম আনন্দোচ্ছ্বাস, তেমনি আছে ঘোরতর অরাজকতা এবং ঘোরতম বিষাদময়তা। ফুটবল নিয়ে যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেনদেন চলে, খেলোয়াড় তোয়াজের বহর দেখা যায়, প্রশিক্ষণের নানান কৌশল অবলম্বিত হয়ে থাকে এবং বিচারকদের প্রতি যত ধরনের ব্যাপক উষ্মা পরিলক্ষিত হয় তার অর্ধেকও অন্য কোন খেলাতে হয় বলে মনে হয় না। ফুটবলে যেমন আছে একক প্রতিভার অভাবনীয় ক্রীড়াকীর্তি, তেমনি আছে দলগত সংহতির অভূতপূর্ব একাত্মতার নিদর্শন। ফুটবলের শিক্ষা শুধু প্রতিরোধ গড়ার নয়—প্রতিপক্ষকে আক্রমণে বিধ্বস্ত করারও। একটা দেশের ফুটবল প্রসিদ্ধি সে দেশের যে কোন কীর্তির চেয়ে কম নয় কখনো। একটি দেশ জনপ্রিয়তার চরম শিখরে পৌঁছতে পারে তার ফুটবলেব পরিচিতি নিয়ে। ব্রেজিলের জন্য পেলের নাম, না পেলের জন্য ব্রেজিলের নাম—কোনটা বলুন তো? সমগ্র ক্রীড়াধারার ডালা থেকে ফুটবল ফুলটি হাতে তুলে নিয়ে সোচ্চার কণ্ঠে বলা যেতে পারে—"ফুটবল তুমি রাজার খেলা না হতে পার, কিন্তু তুমি অনিবার্যভাবে "খেলার রাজা"।

আইন বস্তুটি কি এবং ফুটবলে সেটা থাকার অর্থ কি?

আইন হচ্ছে কতগুলি বিধিবদ্ধ অনুশাসনমালা। অর্থাৎ যে কোন একটি ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে গেলে, সেই ব্যবস্থার সার্বিক সমন্বয়কে ভিত্তি করে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমভাবে কেন্দ্রীভূত করে, অবশ্য পালনীয় নির্দেশ হিসেবে, যে সমস্ত বিধিবদ্ধ আচরণমালাকে একমাত্র গণ্ডী বা পন্থা হিসেবে মেনে নিতে হয়, সেটাই হবে সেই ব্যবস্থার আইনকানুন। তাই আইনের কাজ হবে পথনির্দেশনার, আইনের

উদ্দেশ্ত হবে পথপ্রদর্শকের। ফুটবলকে আইনে বেঁধে রাখার মূল উদ্দেশ্তগুলি হল (১) কি ভাবে, কোন পন্থায়, এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতি পরিহার করে খেলায় অংশ নিতে হবে সেটাকে জানার বা বোঝার একমাত্র মাধ্যম। (২) আইন থেকে, উভয় দলের প্রাপ্য থাকছে সমান সমান (৩) একমাত্র আইনের জন্তই খেলার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারছে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা, দর্শক সাধারণের আমেজ ও আনন্দ এবং খেলার যাবতীয় সৌষ্ঠব, পরিপূর্ণতা, বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য। তাই আইনের মধ্যস্থতা ফুটবলের ক্ষেত্রে একান্তভাবে অপরিহার্য।

আইন রচনা করে কে বা কারা ?

সাধারণভাবে আইন রচনা করে থাকেন তাঁরা, যাঁরা বিশেষ কোন বিষয়ে সবিশেষভাবে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী। তবে আইন রচনার ক্ষেত্রে একক প্রয়াসের প্রাধান্ত দেখা যায় খুব কম। তাই সন্মিলিতভাবে, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার ভিত্তিতে আইন রচিত হয়ে থাকে সর্বত্র। ফুটবলের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট সংস্থার নাম হল 'ফিফা'। 'ফিফার' পুরো নাম হল 'ফেডারেশন, ইণ্টারন্যাশন্যাল দ্য ফুটবল এসোসিয়েশন'। সেই 'ফিফা'ও কিন্তু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এককভাবে সব কিছু করার অধিকারী নয়। তাই প্রসঙ্গান্তরে জানাচ্ছি, ফুটবলের সমুদয় আইনগুলি রচিত হচ্ছে দুটি ভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার যুগ্মদায়িত্বে। সংস্থা দুটির একটি হল—ইণ্টারন্যাশন্যাল রেফারীজ্ এসোসিয়েশন বোর্ড এবং অপরটি হল সেই 'ফিফা'রই রেফারীজ্ কমিটি। এদের প্রবর্তিত যাবতীয় আইনমালাকে সমর্থন যোগাচ্ছে বা কর্তৃত্বদানের অধিকার দিচ্ছে ইণ্টারন্যাশন্যাল ফুটবল এসোসিয়েশন বোর্ড। এই সংস্থা গঠিত হবার একমাত্র কারণ হল দুনিয়ার সর্বপ্রান্তের, সর্বস্তরের প্রতিযোগিতায় যাতে একই নিয়ম প্রবর্তিত থাকে এবং সর্বত্র যাতে একই ধারায় বা সম-নির্দেশানুসারে খেলাগুলি পরিচালিত হতে পারে তার সমতা রক্ষা করা। ফুটবল আইনের যা কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিবর্জন তা একমাত্র এরা ছাড়া আর কারুর কিছু করার অধিকার নেই। প্রতি বছর, উদ্ভূত সমস্তাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আইনকে সংস্কার করার জন্য এরা একটি সভা ডেকে থাকে। সেই সভার অনুমোদনের ওপরেই নির্ভর করে থাকে আইনের যাবতীয় গতিপ্রকৃতি।

ফুটবল আইনের ইতিকথা ও তার গতিপ্রকৃতি :

ফুটবলকে আইনে বেঁধে রাখার প্রথম প্রয়াস দেখা গিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় আইন রচনার ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রণীর

ভূমিকা রেখেছিল কেম্‌ব্রীজ কর্তৃপক্ষ। তাদের সেই প্রয়াস সূচিত হয়েছিল ১৮৪৬ সালের পর। তখন ফুটবলের প্রসার বা ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ ছিল পাবলিক স্কুলগুলিকে ঘিরে। বিভিন্ন স্কুলগুলি তখন খেলে থাকতো নিজস্ব নিয়ম ধারায়। সুতরাং আইনের সমন্বয় বা সমতা রক্ষার ঘটনাটি ছিল একেবারেই নিস্তেজ। ঐ সময় ফুটবলের পাশাপাশি রাগবী খেলারও চল ছিল এবং জনপ্রিয়তা ছিল। রাগবীর সাথে ফুটবল আইনের খুব-একটা রকম-ফের ছিল না তখন। কাজেই রাগবীর প্রাধান্য যাতে খর্ব না হয়, তারজন্য ফুটবলকে স্বতন্ত্রভাবে একটা সার্বিক কাঠামোয় দাঁড় করিয়ে সকলের সমর্থন লাভ করার ব্যাপারটি ছিল খুব কষ্টসাধ্য অধ্যায়। তবুও সমতা রক্ষার চেষ্টা বা কাজ থেমে থাকেনি কখনো। মাঝে মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে এবং সংস্থাগত ভাবে কয়েকটি প্রচেষ্টা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও ব্যাপক সমর্থনের অভাবে সেগুলি তেমন ফলপ্রসূ হতে পারেনি। ১৮৬২ সাল অ্যাপিংহাম স্কুলের শিক্ষক মিঃ জে. সি. থ্রীঙ্‌ এক সেট আইন প্রণয়ন করে বেশ কিছুটা চমক সৃষ্টি করলেও তার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সর্বস্তরে সাড়া জাগাতে পারেনি। ঐ প্রয়াসটির পরবর্তী বছরে সংস্থাগতভাবে

'এফ, এ' – সংস্থা এই বাড়ীতেই ফুটবলের প্রথম আইনের খসড়া তৈরী করেছিল। বাড়ীটি ফুটবলারদের কাছে তীর্থক্ষেত্র হয়ে আছে।

কেম্‌ব্রীজ কর্তৃপক্ষকে আবার দেখা গেল আইনের আঙিনায়। সেই আইনমালা ক্রমশই জনপ্রিয় হতে থাকলে সেই বছরের একেবারে শেষভাগে পৃথিবীর অন্যতম এবং প্রাচীনতম ফুটবল সংস্থা, ইংল্যাণ্ডের 'এফ-এ' কেম্‌ব্রীজ প্রণীত আইনগুলিকে কিছুটা বদলে নিয়ে, তাতে নূতন কিছু সংযোজন চালিয়ে সমগ্র দুনিয়ার বুকে এক সাড়া

জাগালো। তাদের নবতম অবদান দিকে দিকে বিপুলভাবে সমর্থিত হতে থাকলে রাগবী প্রেমিকেরা খুব চটে উঠলো। ফুটবলের সাথে তারা সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে সরে দাঁড়ালো। এতে ফুটবল স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং তার জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠলো দ্বিগুণ।

তারপর ? তারপর বহু ভাঙ্গাগড়া আর অদলবদলের মধ্য দিয়ে আইনের বিভিন্ন সমস্যার সাথে মোকাবিলা চালাতে চালাতে, বাস্তব অবস্থার সাথে তাল ঠুকতে ঠুকতে আইনের রথ এসে পৌছলো আধুনিক ফুটবল ছুনিয়ার দুয়ারে। আইনের অস্তিত্ব এইভাবেই এসে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল সর্বজনস্বীকৃত এবং সর্বদেশে সমাদৃত আন্তর্জাতিক ফুটবল এসোসিয়েশন বোর্ডের কাছে।

খেলায় রেফারী নিয়োগের প্রয়োজন হয় কেন ?

শিক্ষক ছাড়া স্কুল, ডাক্তার ছাড়া হাসপাতাল, পুরোহিত ছাড়া পূজানুষ্ঠানের কথা যে কারণে ভাবা যায় না, সে কারণেই কল্পনা করা যায় না রেফারী ছাড়া কোন ফুটবল আসরের কথা। বিনা রেফারীতে প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে এমন কথা বোধকরি পাগলেও বলতে পারবে না।

'রেফারী' এই বিশেষ কথাটি এসেছে ইংরেজির 'রেফার শব্দ থেকে। অর্থাৎ প্রদত্ত আইনের ক্ষমতার ভিত্তিতে, মাঠে নেমে যিনি সেই আইনগুলিকে 'রেফার' করার অধিকারী হচ্ছেন তিনিই হবেন রেফারী। রেফারী নিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য বা কারণগুলি হল, খেলার মধ্যে স্বাভাবিক কারণে এমন কতগুলি জটিল সমস্যার উদ্ভব অথবা বিতর্কিত অধ্যায়ের সূচনা হতে দেখা যায়, যেগুলিকে প্রশমিত করার জন্য কিছু একটা তাৎক্ষণিক সমাধান না দিয়ে উপায় থাকে না। কাজেই এ ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ নিরপেক্ষের হস্তক্ষেপ বা মধ্যস্থতা না থাকলেই নয়। খেলার সার্বিক বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য এবং মাধুর্যকে বজায় রাখার জন্য রেফারীর ভূমিকা তাই একান্তভাবে অপরিহার্য।

রেফারীরা কি ভাবে মাঠের মধ্যে স্থান করে নিলো ?

আদিতে ফুটবল খেলা পরিচালিত হোত দুজন আম্পায়ার দিয়ে। ঐ দুজন আম্পায়ার মাঠে নামতেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পক্ষ থেকে। তাদের নির্বাচন করে দিতেন দলীয় অধিনায়কেরাই। ওরা আবার মাঠে নামবার আগে, একমত হয়ে মনোনীত করে দিতেন একজন তৃতীয় পক্ষকে। সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে বলা হতো রেফারী। রেফারীরা কিন্তু কোন সময়ে মাঠের মধ্যে থাকতে পারতো না।

তাদের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হতো মাঠের বাইরে থেকে। তাই বলে সর্ব ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করতে পারতো না। মাঠের ভিতরকার আম্পায়াররা কোন সিদ্ধান্তে একমত হতে না পারলে, সেই রেফারীকে তখন হস্তক্ষেপ করতে হতো মূল বিচারক হিসেবে। মোটামুটিভাবে এটাই ছিল তখনকার একটি চিত্র।

এরপর এলো 'এফ-এ'-র প্রভাব। ওরা প্রথম ঠিক করলো আম্পায়াররা আর কোন পক্ষের হতে পারবে না। তারপর ১৮৯১ সালে ধরনটা আরও কিছু বদলে নেয়া হল। ওরা এবারে আম্পায়ার দুজনের স্থান নির্দিষ্ট করে দিল মাঠের বাইরে, টাচলাইনের ধারে। তাদের নূতন নামকরণ করা হল—লাইন্সম্যান হিসেবে। মাঠের বাইরের রেফারীকে নিয়ে আসা হলো মাঠের ভিতরে। রেফারীর ওপর নূতনভাবে ক্ষমতা দিয়ে, ঘোষনা করা হল, কোন রকম আবেদন ছাড়া, তারা যে কোন সময় তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে পারবে।

দু'জন রেফারীর ভূমিকা :

দু'জন রেফারী দিয়ে, খেলা যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় সে চেষ্টার অবতারণা হয়েছিল একাধিকবার। এই প্রস্তাব বোর্ডের সভায় তোলা হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। বোর্ডকে তার জন্য দুটি 'স্পেশাল ইণ্টারন্যাশন্যাল' খেলার আয়োজন করতে হয়েছিল। প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐ সালেরই ২৭শে মার্চে। সে খেলায় অংশ নিয়েছিল—ইংল্যাণ্ড একাদশ ও অবশিষ্ট বাছাই একাদশ। দ্বিতীয় ট্রায়াল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৮ই মে। তারপর আলোচনা সভা বসানো হলে প্রস্তাবটি ৩১—১৮ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে, ১৯৩৭ সালে আবার সেই প্রস্তাব উত্থাপিত হলে, সেবারও সেটি 'পাশ' হতে পারে নি।

মেঠো গোলমালের দায়ী কে বা কারা ?

সেরা এবং জনপ্রিয় খেলাগুলির মধ্যে ফুটবলেই বেধে থাকে সবচেয়ে বেশী এবং বড় ধরনের গোলমাল। কেন বাধে, কি জন্য বাধে এবং তার মূলে আছে কে বা কারা—সে প্রসঙ্গ কেউই তলিয়ে ভাবতে চায় না। এ ব্যাপারে দর্শকমহলের চিরন্তন নালিশ বা অভিযোগ হচ্ছে কেবলমাত্র রেফারীদের বিরুদ্ধে। আমার আপত্তি কেবলমাত্র রেফারীদের কেন্দ্রীভূত করায়। রেফারীরা যে দুর্বল পরিচালনা করে না তা আমি বলি না। তাই বলে সমস্ত কিছু ইন্ধনকে ছাপিয়ে গিয়ে এবং কারণগুলিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র রেফারীদের দোষী করাটা মোটেও যুক্তিযুক্ত হবে না।

গোলমাল বেধে থাকে নানা কারণে। কারণ যতই থাকুক না কেন, গোলমাল

বাধার মূল সূত্র একটাই। সেটা হচ্ছে খেলার 'ষ্টেক্'। যে খেলায় যত বেশী 'ষ্টেক্', সে খেলায় উৎপত্তি হয় তত বেশী অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা, উত্তেজনা, উগ্রতা এবং উন্মত্ততা। ঐ সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলি চরমে ওঠে তখন, যখন দেখা যায় বিশেষ কতগুলি মুহূর্তে রেফারীর বাঁশী তাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে তাই মুহূর্ত বিশেষে রেফারী মাত্রই হয়ে পড়েন চক্ষের শূল এবং অসহ্যের প্রতিমূর্তি। এর পাশাপাশি, বিপরীত চিত্রের দিকে তাকান, অর্থাৎ যে খেলায় কোনরকম ষ্টেক্ থাকে না, যে খেলা নিতান্তই প্রীতি বা প্রদর্শনীমূলক ও যে খেলার গতিপ্রকৃতির সাথে দর্শকমহলের যোগাযোগ নেই বললে চলে—সে খেলার রেফারীরা কি কখনো তাড়া খায় বা ধিক্কার কুড়োয় কোথাও? তাহলে দেখা যাচ্ছে যেঠো গোলমালের মূল ইন্ধন হচ্ছে খেলার 'ষ্টেক্' এবং সেই ষ্টেকের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নানা মহলের নানান অনভিপ্রেত বহিঃপ্রকাশ।

যে সমস্ত কারণগুলির জন্য মাঠে গোল বেধে থাকে তার মধ্যে পড়ছে (১) দর্শকদের আইন জ্ঞানের অভাব (২) দলীয় প্রীতির অন্ধতা ও মোহাচ্ছন্নতা (৩) দলগুলি অদক্ষ এবং অসংযত ক্রিয়াকলাপ (৪) নিজ ব্যর্থতা ঢাকবার চেষ্টায় নামী-দামী খেলোয়াড়দের মাঠ তাতানো অভিব্যক্তি প্রকাশ এবং সর্বশেষে যোগ করা যেতে পারে (৫) রেফারীদের দুর্বল পরিচালনার প্রসঙ্গ।

কোন রেফারী ইচ্ছে করে দুর্বল পরিচালনার জন্য মাঠে নামেন না। বিভিন্ন পরিস্থিতির চাপ থেকেই জন্ম নেয় দুর্বলতা। যে খেলার মেজাজ খুব চড়া ধরনের এবং অখেলোয়াড়ীচিত প্রকৃতির সে খেলার রাশ টেনে রাখা যে কোন রেফারীর পক্ষে দুর্বিসহ কাজ। অনেক সময় ভাগ্য বিরূপ হলে দুর্বলতা বেড়ে যায়। তবে যে রেফারী ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দিয়ে, অশুভ প্রভাবের কাছে নতিস্বীকার করে মহান ও পবিত্র কর্তব্য থেকে বিচ্যুত থেকে রেফারী-কূলে কলঙ্ক লেপন করে থাকেন তার বিরুদ্ধে কঠোর দণ্ডাদেশ বলবৎ রাখা একান্ত আবশ্যক।

রেফারীর মান প্রসঙ্গে ঃ

রেফারীর মান বিচার করবে কে বা কারা? প্রসঙ্গটি খুবই ভাববার। আমি মনে করি রেফারীর মান বিষয়টি একেবারেই আপেক্ষিক। কারণ রেফারীর মান বলে কোন কিছু একটা স্থিতিশীল ব্যবস্থা বলবৎ নেই কোথাও। কোন পরিস্থিতিতে রেফারীর সিদ্ধান্তগুলি কোন পথে মোড় নেবে এবং কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই রেফারীং এর ভাল-মন্দ, উত্থান-পতন সব কিছুই নির্ভর করে খেলার ঘটনা প্রবাহের ওপর। সেই ঘটনাগুলি কখনো আসে

সহজ ও স্বাভাবিক পথে, কখনো বা ভয়াল ও ভয়ঙ্কর রূপে। সুতরাং ভাগ্য যার সহায় থাকবে সে মন্দ খেলিয়েও ম্যাচ উৎরোবার পুরস্কার পেতে পারে আর ভাগ্য যার সহায় থাকবে না সে ভাল খেলিয়েও ম্যাচ হাতছাড়া করার তিরস্কার কুড়োবে।

যে দেশে ফুটবল নিয়ে যত বেশী মাতামাতি, সে দেশের রেফারীদের নিয়েও ততবেশী কথাকাটাকাটি না থেকে পারে না। কখনো কি শুনেছেন যে, অমুক-দেশের 'রেফারীং'-এর মান একটা স্থিতিশীল পর্যায়ের মধ্যে বিরাজিত আছে অনেক-কাল। অর্থাৎ কি না সে দেশের মান এমনই উঁচু কিম্বা নীচু পর্যায়ের যে, সে দেশের রেফারীরা কখনো সমালোচনায় পড়ে না বা সর্বদাই ধিকৃত থাকে। না তা হবার নয় মোটেও। কারণ রেফারীদের সবকিছু সর্বদাই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ার ওপরেই নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে দেখা যায় আইনের অনুশাসন যে দলের বিরুদ্ধে কথা বলে সে দলের অসন্তুষ্টি বাড়ে ততই। আইন থেকে সুযোগ পায় কম যে দল, সে দলেব উষ্মা ততই বেশী। কাজেই দলীয় প্রীতিতে অন্ধ থেকে এবং দলীয় প্রাপ্তির ঘাটতিতে ক্রুদ্ধ থেকে দলের কর্মকর্তা, খেলোয়াড়, কোচ, ট্রেনার এবং সমর্থক সমাজ যদি রেফারীর মান নিয়ে আলোচনা চালায় বা তাকে সমালোচনা করে সেটা কোনমতেই যথার্থ পথ বলে মেনে নেয়া যায় না। যে সমালোচনার মূল্যায়নে স্বচ্ছতা নেই বা নিরপেক্ষতা নেই তাকে কখনো ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না।

তাই আমি মনে করি, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব পরিষ্কার, যাবা দলীয় প্রীতির তোয়াক্কা রাখে না, যাদের দৃষ্টি কোন নিরপেক্ষতায় ভরপুর এবং সর্বোপরি যাদের সাথে ফুটবলের সাম্প্রতিকতম আইনের ঘনিষ্ঠতা আছে তারাই হবে একমাত্র রেফারীদের মান বিচারের বা তাদের সমালোচনা করার প্রকৃত অধিকারী। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রেফারীদের গুণানুসারে যে 'প্যানেল' তৈরীর ব্যবস্থা আছে, সেটা হয়ে থাকে জনমতের বা দলমতের ভিত্তিতে নয়, সেটা হয় একমাত্র রেফারী বিশেষজ্ঞের দ্বারাই। গঙ্গা জল দিয়ে, গঙ্গা পুজো করার মতো কেবলমাত্র রেফারীদের দিয়েই রেফারীর মান নির্ণয় করা সম্ভব যথার্থভাবে। অন্যদের দিয়ে নয়।

সূচীপত্র

রেফারীদের কাছে যেটা 'প্রথম পাঠ' হওয়া দরকার এবং যেটা হওয়া উচিত সর্বপ্রথম প্রশ্ন—সেটা দিয়েই শুরু হোক প্রশ্নোত্তরের অভিযান

প্রঃ (১) ফুটবল খেলায় মোট কতগুলি আইন আছে এবং সেইসব আইনে কোন কোন বিষয়ের অবতারণা রাখা হয়েছে বলুন তো ?

ব মিলিয়ে ফুটবল খেলায় আইন আছে মোট সতেরটি। তার সাথে আছে বেশ কিছু উপ-আইন। সেই সব উপ-আইনের পরও আছে বহুধরণের সিদ্ধান্ত এবং সর্বশেষে জুড়ে দেয়া হয়েছে নানা ধরণের উপদেশ। ফুটবল আইন ঐ সবের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে।

কোন আইনে কিসের ব্যাখ্যা রাখা হয়েছে সেটা লক্ষ্য করুন :

(১) এক নম্বর আইন :—খেলার মাঠ।
(২) দুই নম্বর আইন :—খেলার বল।
(৩) তিন নম্বর আইন :—খেলোয়াড়দের সংখ্যা।
(৪) চার নম্বর আইন :—খেলোয়াড়দের সাজ-সরঞ্জাম।
(৫) পাঁচ নম্বর আইন :—রেফারী।
(৬) ছয় নম্বর আইন :—লাইন্সমেন।
(৭) সাত নম্বর আইন :—খেলার সময়।
(৮) আট নম্বর আইন :—খেলার আরম্ভ।
(৯) নয় নম্বর আইন :—বল খেলার মধ্যে ও বাহিরে।
(১০) দশ নম্বর আইন :—গোলের পদ্ধতি।
(১১) এগার নম্বর আইন :—অফ-সাইড।
(১২) বার নম্বর আইন :—ফাউল এবং অসদাচরণ
(১৩) তের নম্বর আইন :—ফ্রি-কিক্।
(১৪) চোদ্দ নম্বর আইন :—পেন্যাল্টি-কিক্।
(১৫) পনের নম্বর আইন :—থ্রো-ইন।
(১৬) ষোল নম্বর আইন :—গোল-কিক্।
(১৭) সতের নম্বর আইন :—কর্ণার-কিক্।

এক নম্বর আইন

খেলার মাঠ

মাঠের ধারাবাহিক বিবর্তন লক্ষ্য করুন ঃ
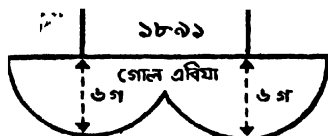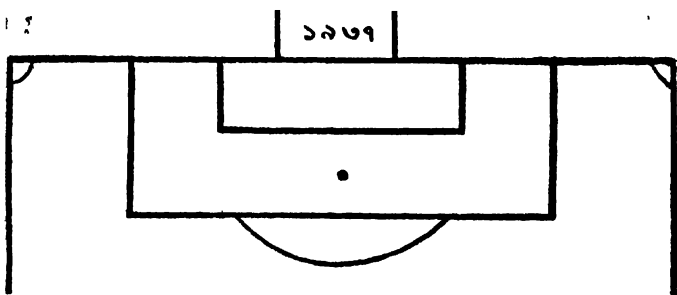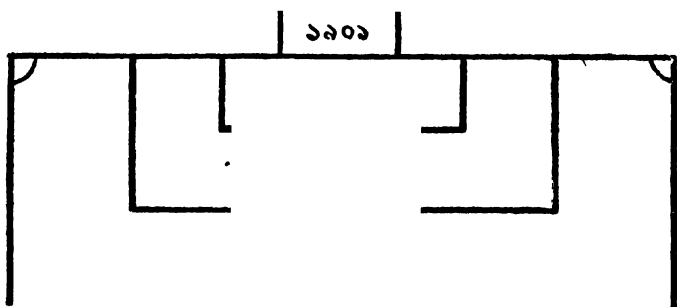
এই আইনের সংক্ষিপ্তসার ঃ

[মাঠের দৈর্ঘ সর্বদাই প্রস্থের চাইতে বড় থাকবে। তাই মাঠকে হতে হবে আয়তক্ষেত্রের মত, কোন মতেই পুরোপুরি চৌকো নয়। মাঠের যাবতীয় রেখাগুলি টানতে হবে খুব স্পষ্ট করে। সেগুলি অস্পষ্ট হলেই রেখাগুলি আবার টেনে নিতে হবে। কোনমতেই সেগুলি মাটি খুঁড়ে টানা যাবে না। মাঠের চার কোনে আবশ্যিক ভাবে থাকবে চারটি কর্ণার পতাকা দণ্ড। অনুরূপ দুটি পতাকা দণ্ড মাঠের সামান্য বাহিরে মধ্যরেখা বরাবর পোতা চলতে পারে। সমগ্র গোল লাইনটির ঠিক মাঝখানে থাকবে গোল পোষ্ট। তাতে বাক্সবন্দীর মত করে কেবলমাত্র এক মুখ খোলা রেখে জাল লাগান যেতে পারে। মাঠ কখনো বিপদজনক ধরণের হতে পারবে না। মাঠে কোনরকম বাধা থাকা নিষিদ্ধ। মাঠ উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত সেটা বিবেচনার একমাত্র দায়িত্ব অর্পিত আছে রেফারীর ওপরে।]

প্রঃ (২) ফুটবল মাঠের ও তার যাবতীয় উপকরণগুলির পরিমাপকে মিটারে প্রকাশ করুন তো ?

(১) ১৩০ গজ = ১২০ মিটার
(২) ১২০ „ = ১১০ „
(৩) ১১০ „ = ১০০ „
(৪) ১০০ „ = ৯০ „
(৫) ৮০ „ = ৭৫ „
(৬) ৭০ „ = ৬৪ „
(৭) ৫০ „ = ৪৫ „
(৮) ৪৪ „ = ৪০'৩২ „
(৯) ২০ „ = ১৮'৩২ „
(১০) ১৮ „ = ১৬'৫০ „
(১১) ১২ „ = ১১ „
(১২) ১০ গজ = ৯'১৫ মিটার
(১৩) ৮ „ = ৭'৩২ „
(১৪) ৬ „ = ৫'৫০ „
(১৫) ১ „ = ১ „
(১৬) ৮' ফুট = ২.৪৪ „
(১৭) ৫' „ = ১'৫০ „
(১৮) ২৮" ইঞ্চি = ০'৭১ „
(১৯) ২৭" „ = ০ ৬৮ „
(২০) ৫" „ = ০'১২ „
(২১) ১/২" „ = ১২'৭ মি. মি.
(২২) ৩/৮" „ = ১০ „

(২৩) 'জেনারেল সাইজ' মাঠের মাপ দেয়া আছে ১১৫ গজ × ৭৫ গজ। এই মাপকে ওপরকার মত মিটারে রূপান্তরীত করেনি আন্তর্জাতিক বোর্ড। তবে হিসেব করলে দাঁড়াবে ১০৫ × ৭০ মিটার।

প্রঃ (৩) পরিমাপ ও পরিচিতি সমেত মাঠের একটা নক্সা আঁকুন তো ?

প্রঃ (৪) মোট কত ধরণের মাঠ আছে বলুন তো, এবং কি কি ধরণের ?

● মূল আইনে মোট তিন ধরণের মাঠের কথা বলা হয়েছে। যথা—(১) সবচেয়ে ছোট ও বড় আয়তনের মাঠ। (২) আন্তর্জাতিক খেলার মাঠ। (৩) সাধারণ পরিমাপের মাঠ। ঐ মাঠগুলি ছাড়া আইন পুস্তিকার শুরুতেই আরেক ধরণের

মাঠের আভাস দেওয়া হয়েছে। যে মাঠে স্কুল ছাত্রদের খেলার সুবিধা হবে। সেখানে মাঠের আয়তন, গোলপোস্টের উচ্চতা ও ব্যবধান কমানোর সুপারিশ আছে।

প্রঃ (৫) সবচেয়ে ছোট ও বড় আয়তনের মাঠের পরিমাপ কি?

● লম্বায় ১৩০ গজের বেশী নয় এবং ১০০ গজের কম নয়। চওড়ায় ১০০ গজের বেশী নয় এবং ৫০ গজের কম নয়। তাই বলে, মাঠ কখনোই ১০০ গজ × ১০০ গজের হতে পারবে না। মাঠের দৈর্ঘ সর্বদাই প্রস্থের চাইতে বড় থাকতে হবে।

প্রঃ (৬) মাঠ যদি পুরোপুরি বর্গক্ষেত্রাকার হয় কিছু ক্ষতি হবে কি?

● হ্যাঁ হবে। আগেই বলা হয়েছে মাঠ কখনো পুরোপুরি চৌকোণ বিশিষ্ট হতে পারবে না। ওর যে কোন দুটি সমান্তরাল বাহু অপর দুটি সমান্তরাল বাহু থেকে ছোট কিম্বা বড় করে টানতে হবে। মোট কথা মাঠ হবে—'রেক্‌ট্রাঙ্গুলার'।

প্রঃ (৭) আন্তর্জাতিক খেলার মাঠের আয়তন কি বলুন তো?

● লম্বায় ১২০ গজের বেশী নয় এবং ১১০ গজের কম নয। চওড়ায় ৮০ গজের বেশী নয় এবং ৭০ গজের কম নয়।

প্রঃ (৮) 'জেনারেল সাইজ' মাঠের আয়তন কি দেওয়া আছে বলুন তো?

● এই মাঠের পরিমাপ একটিই। সর্বত্র যাতে এই পরিমাপকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে তার জন্য এই মাঠকে পরম উপযোগী বলে মনে করা হচ্ছে। এর পরিমাপ হল ১১৫ গজ × ৭৫ গজ।

প্রঃ (৯) মাঠের টাচ্‌ লাইন থেকে মাঠের বেড়ার দূরত্ব কতখানি হবে?

● আইনে এ সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা নেই ধাবিত খেলোয়াড়েরা অল্পেতেই যাতে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে বা কিক্‌ নিতে পরিমিত স্থানের অভাব না ঘটে সেরকম একটা সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার মাঠের বেষ্টনী জুড়ে।

প্রঃ (১০) কোন মাঠ ইণ্টারন্যাশন্যাল খেলার পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত হবে?

● যে মাঠ সার্বিকভাবে মসৃন এবং বিপদমুক্ত, যে মাঠের যাবতীয় রেখাগুলি এবং অন্যান্য উপকরণগুলি যথার্থই আইনানুগ, যে মাঠ যাতায়াত,যানবাহন ও নিরাপত্তা নেবার ও দেবার পক্ষে খুবই কার্যকর, যে মাঠের ভিতরে ও বাহিরের যাবতীয় পরিবেশগুলি যথোপযুক্ত, যে মাঠের সমগ্র ব্যবস্থাবলী খুবই আধুনিক ও উন্নত-মানের, যে মাঠের প্রতি জাতীয় সংস্থার শুধু আস্থা নয়, পূর্ণ সমর্থন আছে এবং সর্বশেষে যে মাঠ সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের এবং নিযুক্ত রেফারীর কোনরকম আপত্তি থাকবে না সেই মাঠই হবে ইণ্টারন্যাশন্যাল খেলার পক্ষে যথোপযুক্ত।

প্রঃ (১১) পাশাপাশি দুটি মাঠ তৈরী করতে হবে জুনিয়ার ও সিনিয়ার ন্যাশন্যাল ফুটবলের জন্য। একটি মাঠ ছোট করে, অপরটি সবচেয়ে বড়

আকারের মাপে তৈরী করা হল। এখন বলুন তো ভিতরকার দাগ, স্পট্, এরিয়া, আর্ক এবং সার্কেলের কোন তারতম্য চলবে কি না ?

● না চলবে না। মাঠ 'মিনি' হোক বা 'ম্যাক্‌সী' হোক ভিতরকার সমস্ত পরিমাপগুলি একই মাপের হতে হবে।

প্রঃ (১২) খেলা শুরু হয়ে যাবার দশ মিনিট পরে দেখা গেল একদিকের পেন্যাল্টি এরিয়া মাত্রাতিরিক্তভাবে বড়। কি করবেন রেফারী ?

● এ জন্য প্রতি রেফারীকে খেলা শুরুর আগে খুব ভাল করে মাঠ 'চেক' করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যিনি করেন না নিঃশন্দেহে তিনি ভুল করে থাকেন। এবং এ ধরণের ভুল করাটা হবে 'ব্যাড রেফারীং'। এ ক্ষেত্রে তিনি খেলাটি থামিয়ে সময়সাপেক্ষভাবে মাঠে নতুন করে দাগ টানার ব্যবস্থা করবেন। কোন কারণে দাগ টানার অসুবিধা থাকলে খেলাটি বন্ধ করে তাকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

খেলাটি যদি সাধারণ পর্যায়ের হয় এবং সেদিনের মধ্যেই যদি খেলাটি শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকে তাহলে রেফাবী উভয় দলপতিকে জানিয়ে পাযেব মাপ নিযে বুটের সাহায্যে এরিয়ার দাগ ঠিক করে নিতে পারেন।

প্রঃ (১৩) মাঠের অবস্থা বৃষ্টিতে শোচনীয় হবার দরুণ উভয় দলপতি পাশের খালি মাঠে খেলবার আবেদন জানাল, কি করবেন রেফারী ?

● রেফারীর উপায় নেই সে আবেদনে সাড়া দেবাব। একমাত্র টুর্নামেণ্ট কমিটির জরুরী নির্দেশ ছাড়া অন্য মাঠে খেলা স্থানান্তবের কোন অধিকাব নেই রেফারীর।

প্রঃ (১৪) এক পশলা বৃষ্টির দরুন, কেবলমাত্র মাঠের দুটি ঢালু জায়গা জুড়ে জল জমে উঠলো অসম্ভব রকমে। সেখানকার জমা জল কোন মতেই আর সরানো সম্ভব হচ্ছে না। স্থান দুটি যদি হয় 'কর্ণার-এরিয়া' এবং 'পেন্যাল্টি-স্পট্', তাহলে রেফারী কি করবেন যদি বাকি মাঠ শুকনো অবস্থায় থাকে ?

● ঐ স্থানে যদি বল ভেসে থাকার মত জল দাঁড়ায় এবং বল গড়ানোর যদি বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা না থাকে এবং সেই জল অপসারণের কোনরকম ব্যবস্থা যদি নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে রেফারী খেলা বন্ধ কবে দেবেন ও পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

প্রঃ (১৫) প্রবল বর্ষণে হঠাৎ দাগ মুছে গেলে রেফারী কি করবেন ?

● খেলা চালু থাকলে খেলা বন্ধ করে দেবেন। মাঠে সময়সাপেক্ষভাবে নতুন করে দাগ টানার সম্ভাবনা না থাকলে খেলা শুরু করা যাবে না।

প্রঃ (১৬) প্রচণ্ড বর্ষার দরুন রেফারী খেলাটা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন এবং সদলবলে চলে এলেন টেণ্টে। মিনিট পনের পর বৃষ্টি থেমে গেল এবং আকাশও পরিষ্কার হয়ে গেল এবং ঐ অবসরে মাঠের জল সরে গিয়ে মাঠ খেলার উপযুক্ত হয়ে উঠলো, তখন কি করবেন রেফারী ঐ পরিস্থিতিতে ?

● রেফারী টেণ্টে ফিরবার মুখে যদি দলপতিদের জানিয়ে থাকেন "খেলাটি আজকের মত পরিত্যক্ত হল", তাহলে আর কিছু করবার থাকতে পারে না। আর যদি তিনি বরাবরের জন্য খেলাটি পরিত্যক্ত না করে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে বলে থাকেন, তাহলে তিনি খেলাটি আবার শুরু করতে পারেন অবশ্য যদি সময়ের অভাব না ঘটে।

প্রঃ (১৭) চট্ করে বলুন তো সেণ্টার সার্কেলের মোট ব্যাস কত ?

● ব্যাস হবে ২০ গজ অর্থাৎ ১৮·৩০ মিটার।
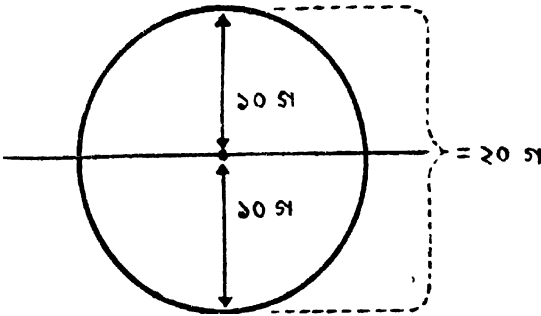
প্রঃ (১৮) বলুন তো গোল পোস্ট কোন দিকে পুঁতে হবে ?

● মাঠের চারদিককার সীমানার যে দুটি সমান্তরাল বাহু অপেক্ষাকৃত ছোট অর্থাৎ যে লাইনকে বলা হয় গোল লাইন, সেই গোল লাইনেরই ঠিক মাঝ বরাবর পুঁততে হয় গোল পোস্ট।

প্রঃ (১৯) কার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে গোল হবার মত সার্বিক আধার ?

● দুটি পোস্ট, একটি ক্রশবার, ৮ গজ লম্বা গোল লাইন এবং তাতে নেট জুড়ে দিয়ে কেবলমাত্র এক মুখ খোলা একটি আবদ্ধ অঞ্চলকে জুড়ে।

প্রঃ (২০) বলুন তো ক্রশবারের পরিবর্তে মোটা দড়ির ব্যবহার চলবে কি ?

● প্রথম শ্রেণীর খেলায় বা কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা ছাড়া, অন্যান্য যে কোন গুরুত্বহীন খেলায় চলতে পারে। এমন কি দড়ি না থাকলেও চলবে।

প্রঃ (২১) একদিককার 'গোল পোস্ট' লোহার পাইপের অপরদিককার গোল পোস্ট কেবলমাত্র কাঠের—কিছু দোষের হবে কি ?

● না হবে না। কারণ গোলপোস্ট ধাতুর বা কাঠের হতে বাধা নেই।

প্রঃ (২২) এক দিককার পোস্ট চৌকোণা অপর দিককার পোস্ট গোল—কিছু দোষের হবে কি ?

● না হবে না।

প্রঃ (২৩) এবারে বলুন এক দিককার পোস্ট গোল এবং ক্রশবার অর্দ্ধ গোল—কিছু দোষের হবে কি ?

● না হবে না। যদি মাপে মাপে বা খাজে খাজে মিলে থাকে।

প্রঃ (২৪) তিন কোণ, ছ' কোণ বা আট কোণ বিশিষ্ট কাঠের গোল পোস্ট চলবে কি ?

● না চলবে না। কারণ গোলপোস্টের যে পাঁচ রকমের ধরণ আছে তার সাথে ওগুলির মিল নেই।

প্রঃ (২৫) গোল পোস্ট কি রঙের হবে বলুন তো ?

● আইন বলছে সাদা রঙ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রঃ (২৬) গোল পোস্ট এবং ক্রশবারের আকার, পদার্থ এবং পরিমাপ কি হবে বলুন তো ?

● আকার হতে পারবে পাঁচ রকমেব। যথা—গোল, অর্ধগোল, চৌকোন ডিম্বাকৃতি এবং আয়ত ক্ষেত্রাকারের (রেকট্রাঙ্গুলার) মতো।

পদার্থ হতে 'পারবে—দু রকমের। যথা—ধাতু বা কাঠেব। এছাড়া কোন অনুমোদিত পদার্থেরও হতে পাবে। এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র গ্লাস ফাইবার পোস্টকেই অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

পরিমাপ হবে :—কোন দিকেই পাঁচ ইঞ্চির বেশী নয। কি ঘনত্বে কি প্রসস্থতায়। তবে উভয়ের প্রসস্থতা সমান সমান ধরনের হতে হবে।

প্রঃ (২৭) গোল লাইন কিভাবে টানতে হবে ?

● সব লাইনগুলির চেয়ে এই লাইনটি টানার মধ্যে সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে দুই পোস্টের মধ্যকার গোল লাইনটুকু। গোলপোস্ট এবং ক্রশবারের ঘনত্ব (Depth) এবং প্রসস্থতার (Width) সমান করে, বেশ স্পষ্টভাবে গোল লাইন টানা দরকার। ঐ রেখা কোনমতেই পাঁচ ইঞ্চির বেশী পুরু হতে পারবে না। সেই রেখা টানতে হবে এমন ভাবে যাতে করে গোল লাইন এবং গোলপোস্টের অন্তর্মুখ এবং বহির্মুখ সমান সমান থাকে।

প্রঃ (২৮) সব কিছু মিলিয়ে গোল পোস্টের দূরত্ব কত ?

● পোস্টের একদিককার ভিতরাংশ থেকে অপর দিককার ভিতরাংশের দূরত্ব হবে—৮ গজ অর্থাৎ ২৪ ফুট। মিটারে হবে ৭'৩২। দুই পোস্টকে ধরে নিয়ে মাপতে গেলে অর্থাৎ এ পোস্টের বহিরাংশ থেকে ও পোস্টের বহিরাংশের দূরত্ব সবচেয়ে বেশী হতে পারবে ২৪' ফুট-১০" ইঞ্চি।
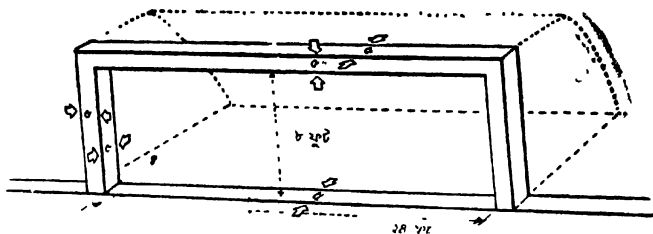
প্রঃ (২৯) এবারে বলুন, মাটি থেকে ক্রশবারের উচ্চতা কত হতে পারবে ?

● ক্রশবারেব নীচের দিককার অংশ থেকে মাটি পর্যন্ত হতে হবে ৮' ফুট। কোনমতেই কম বেশী নয়। মিটারে হবে ২'৪৪ মিটার। আর ক্রশবারের উপরি ভাগ থেকে মাটি পযন্ত হতে পাবরে ৮' ফুট-৫" ইঞ্চি। তার বেশী কখনো নয়।

প্রঃ (৩০) মাঠের সব কিছু উপকরণ সামগ্রী যথার্থ অবস্থাতেই আছে। কেবলমাত্র জাল নেই। এই অবস্থায় একটি দল খেলতে গররাজি হলে, রেফারী কি করবেন ?

● আইনে কোথাও জালকে আবশ্যিক করা হয় নি। কাজেই জাল না থাকলে কোন দল দাবী তুলতে পারে না খেলবো না বলে। ঐ দলেব দলপতিকে বুঝিয়ে দিতে হবে যেন তারা অযথা আইন হাতে তুলে না নেয়।

প্রঃ (৩১) মাঠে জাল না থাকার দরুন একটি দল 'গোল জাজ' রাখার দাবী জানালো। কি করবেন রেফারী ?

● তাদের দাবী নাকচ করে দিতে হবে। কারণ, ও দাবী একেবারেই অযৌক্তিক। ফুটবল আইনে কোথাও গোল জাজের কথা বলা নেই।

প্রঃ (৩২) গোল 'নেট' কি ধরনের এবং কোন বস্তুতে তৈরী হবে ?

● বল লেগে প্রতিহত হয়ে ফিরে যেতে পারে এমন কোন শক্ত ধরনের বস্তুতে 'নেট' তৈরী হতে পারবে না। আবার নেট এমন সরু ধরনের হতে পারবে না যাতে ঘষা লাগলেই কেটে যেতে পারে। বল সহজেই গলে যেতে পারে এমন ধরনের বুননও চলবে না। নেট কেবলমাত্র Cotton, Hemp, Jute, এবং Nylon-এর হতে পারবে।

প্রঃ (৩৩) গোলপোস্টে লাগানো 'নেট' কিভাবে পরীক্ষা করতে হবে ?

● (১) নেট 'বার' বা 'পোস্টের' সাথে যথার্থভাবে যুক্ত করা আছে কিনা। (২) মাটির সাথে নেটের বন্ধন অটুট আছে কিনা। (৩) বিশেষ করে, পোস্টের পাশে নেটের বাঁধন মামুলী পর্যায়ের বা দায়সারা গোছের আছে কিনা। (৪) নেটের কোন অংশ ছেঁড়া বা আলগাভাবে বাঁধা আছে কিনা। (৫) জাল টেনে বাঁধবার জন্য গোলের ৮ ফুট × ৮ গজের কোন অংশ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কিনা। (৬) গোলীর কিম্বা কিকারের চলাফেরা করতে কোনরকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা।

প্রঃ (৩৪) অনেকের ধারণা নেট দিয়ে ঢাকা একমুখ খোলা আবদ্ধ জমিটুকু মাঠেরই অংশ। সে ধারণা কি ঠিক ?

● মোটেই ঠিক নয়। ঐ অঞ্চলটুকু সর্বদাই মাঠের বাইরের অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

প্রঃ (৩৫) টাচ লাইনটি টানা হয়েছে কেন বলুন তো ?

● ঐ লাইন দুটি মাঠের দীর্ঘতম রেখা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। ঐ লাইন দিয়ে বল অতিক্রান্ত হলেই রেফারীকে খেলা থামাতে হবে এবং শুরু করাতে হবে—থ্রো-ইন্ দিয়ে। কোন খেলোয়াড়কে মাঠে প্রবেশ করতে হলে ঐ টাচ লাইন দিয়েই তাকে মাঠে ঢুকতে হবে। টাচ লাইনের ধারে দাঁড়িয়েই লাইন্সম্যানদের কাজ সারতে হয়। বল টাচ লাইন পেরিয়ে গেলে বলকে আর খেলার মধ্যে গণ্য করা যায় না।

প্রঃ (৩৬) গোল লাইন টানার বিশেষত্ব কি ?

● এই লাইন মাঠের প্রস্থের সীমানাকে নিদৃষ্ট করছে। ঐ লাইন ছাপিয়ে বল অতিক্রান্ত হলেই বলকে খেলার বাইরে ধরতে হবে। গোল লাইন দিয়ে বল অতিক্রান্ত হলেই, নয় গোল ধার্য করতে হবে, নয় গোলকিক্ বসাতে হবে, আর না হয় কর্ণার দিতে হবে। পেন্যাল্টির কালে গোলীকে ঐ লাইনের ওপর পায়ের পাতা অনড় রাখতে হবে। রক্ষণকারীরা কোনরকম ব্যবধান না রেখেই দুই পোস্টের মধ্যকার গোল লাইনে দাঁড়াতে পারে এবং ঐ লাইনের ঠিক মধ্যস্থলেই পুঁততে হবে গোল-পোস্ট।

প্রঃ (৩৭) এবারে বলুন তো পেন্যাল্টি এরিয়ার উদ্দেশ্য কি ?

● (১) ঐ এরিয়ার মধ্যে গোলী হাতে বল খেলবার অধিকারী। (২) একমাত্র গোলীর হ্যাণ্ডবল ছাড়া ঐ এরিয়ায় কোন রক্ষণকারী, "নাইন পেন্যাল অফেন্সের" কোন একটি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে আক্রমণকারীর ভাগ্যে জুটবে পেন্যাল্টি কিক্। (৩) পেন্যাল্টির কালে কিকার এবং প্রতিপক্ষ গোলী ছাড়া সবাইকে ঐ এরিয়ার বাইরে দাঁড়াতে হবে। (৪) ঐ এরিয়া থেকে মারা, রক্ষণকারী দলের যে কোন কিক্ পেন্যাল্টি-সীমানা ছাড়ালে খেলার মধ্যে গণ্য হবে না। (৫) রক্ষণকারীর

যে কোন কিকের কালে, প্রতিপক্ষরা এরিয়ার বাইরে থাকবে এবং কিক্‌টি নিয়মমতো ভাবে না নেওয়া পর্যন্ত তারা ঐ এরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

প্রঃ (৩৮) গোল এরিয়া টানার অর্থ কি ?

● গোলকিক্‌ নেবার কালে ঐ এরিয়ার মধ্যে বল বসিয়ে কিক্‌ মারতে হয় এবং বল ধরে থাকা অবস্থায় অথবা প্রতিপক্ষকে বাধা দেয়া ছাড়া কেউই ঐ অঞ্চলে গোলীকে চার্জ করতে পারে না।

প্রঃ (৩৯) পেন্যাল্টি আর্কের বিশেষত্ব কি ?

● পেন্যাল্টির কালেও যাতে বল থেকে কম করে দশ গজ দূরে দাঁড়ান যায় তার জন্যই সীমার মাথায় দশ গজের ব্যবধান রেখে ওভাবে একটা চাপের (আর্কের) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রঃ (৪০) কর্ণার কোয়ার্টার সার্কেলের উদ্দেশ্য কি ?

● একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকেই যাতে কর্ণার কিক্‌টি মারা সম্ভব হয় তার জন্যই ঐ এরিয়া টানা হয়েছে। কিকের কালে বলটিকে তাই ঐ এরিয়ার মধ্যে বসিয়ে মারতে হয়।

প্রঃ (৪১) হাফওয়ে লাইনের তাৎপর্য কি ?

● ঐ মধ্যরেখার মাধ্যমেই মাঠকে সমান দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর ফলে যে যার অর্ধাংশ যথার্থভাবে রক্ষা করার সুযোগ পাচ্ছে। ঐ লাইন রক্ষণভাগ ও আক্রমণভাগকে নির্দিষ্ট করতে পারছে। অফসাইড নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও ঐ লাইনটি অপরিহার্য। কোন বদলি খেলোয়াড় যখন মাঠে নামবে তাকে ঐ লাইন ধরেই মাঠে নামতে হবে। ডায়গন্যাল পদ্ধতিতে খেলা চালাতে গেলে ঐ লাইনের মাধ্যমেই লাইন্সম্যানদের 'জোন' ঠিক করা যাচ্ছে।

প্রঃ (৪২) সেণ্টার-সার্কেলের গুরুত্ব কি ?

● কিক্‌-অফ বা প্রেস কিকের কালে দশ গজ দূরত্বের ব্যবধান রাখতে সাহায্য করছে এবং টাই-ব্রেকের কালে, উভয় গোলী এবং কিকার ছাড়া বাকি সকলকার অবস্থান-স্থলকে নির্দিষ্ট করছে।

প্রঃ (৪৩) পেন্যাল্টি এরিয়ার ঠিক দাগের ওপর ব্যাক হ্যাণ্ডবল করলো এবং গোল এরিয়ার কোন একটি রেখার ওপর গোলীকে অবৈধ চার্জ করা হল—রেফারী কি করবেন ?

● যে কোন এরিয়ার যে কোন দাগ-ই হবে সেই সেই এরিয়াভুক্ত অঞ্চলের

অংশ বিশেষ। কাজেই ব্যাকের হ্যাণ্ডবল হলে, হবে পেন্যাল্টি আর আক্রমণকারীর অবৈধ চার্জ হলে হবে ইনডিরেক্ট কিক্ সেই লাইন থেকেই। সেই অবৈধ চার্জ যদি পেন্যাল অফেন্সভুক্ত অপরাধ হয় তাহলে হবে ডিরেক্ট কিক্।

প্রঃ (৪৪) পেন্যাল্টি এরিয়ার ভিতরে দাঁড়িয়ে সীমার বাইরের একটি বল ব্যাক হাতে থামালো। আবার পেন্যাল্টি এরিয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে সেই ব্যাকই এবারে সীমার ভিতরকার একটি বল থামালো হাতে করে —কি করবেন রেফারী উভয়ক্ষেত্রে ?

● এখানে বলের সাথে হাতের সংযোগ স্থলটিকেই অপরাধ বিচারের উপযুক্ত-স্থল হিসেবে গণ্য করতে হবে। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রে হবে ডিরেক্ট কিক্-সীমার বাহিব থেকে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হবে পেন্যাল্টি-কিক্।

প্রঃ (৪৫) বল, মাঠের ভিতরে প্রসারিত গাছের ডালে লেগে গোলে ঢুকলো—কি দেবেন রেফারী ?

● প্রথম শ্রেণীর কোন খেলার মাঠে এ ধরনের প্রসারিত ডালের বাধা-থাকা একেবারেই নিষিদ্ধ। তবে স্থান বিশেষে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব না হলে, যতবার প্রসারিত ডালে বল লাগবে ততবারই সেখানে ড্রপ দিতে হবে। কারণ বলের সাথে বহিরাগত কোন বস্তুর সংযোগ ঘটলেই ড্রপ দেবার নিয়ম প্রচলিত আছে। তবে, এ ব্যাপারে চিরাচরিত প্রথা হিসেবে—বরাবর টুর্ণামেন্ট কমিটি যে ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে সেই প্রতিযোগিতায় সে নির্দেশও রেফারী মেনে নিতে পারেন।

প্রঃ (৪৬) মাঠে সর্বমোট কটি পতাকা দণ্ড থাকবে ?

● মোট ছ'টি।

প্রঃ (৪৭) ছ'টি পতাকা দণ্ডের বৈশিষ্ট কি এক ধরনের ?

● না। ছ'টির মধ্যে, চার কোণের চারটি আবশ্যিক এবং তারা মাঠের লাইনের ওপরেই স্থিতিশীল থাকবে। বাকি দুটি হচ্ছে অফশন্যাল ফ্লাগ। সেগুলি আবশ্যিক নয় এবং তাদের অবস্থিতি ঠিক করা হয়েছে মাঠের এক গজ বাহিরে। কর্ণার ফ্লাগ তুলে ফেলে বা হেলিয়ে দিয়ে কিক্ করা যায় না। অফশন্যাল ফ্লাগের বেলায় সে বাধ্যবাধকতা থাকবে না।
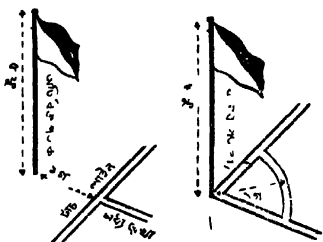
প্রঃ (৪৮) ফ্লাগ পোস্টের বিশেষত্ব কিছু আছে কি ?

● আছে বৈকি। যে কোন ফ্লাগ পোস্টই মাটি থেকে কম করে ৫ ফুট উঁচু

থাকতে হবে। সেগুলি কখনোই এমন ধরণের হতে পারবে না, যাতে সেগুলিকে বিপদজনক মনে হতে পারে। পোস্টগুলির অগ্রভাগ সুঁচালো ধরনের থাকতে পারবে না।

প্রঃ (৪৯) লোহার মোটা 'রড', 'জয়েষ্ট', 'বীম্' বা নারকেল গাছের গুঁড়ি দিয়ে কর্ণার দণ্ড প্রস্তুত চলবে কি?

● মোটেই না। সেগুলি হবে বিপদজনক।

প্রঃ (৫০) কর্ণার দণ্ড ঠিক-ই আছে। কেবলমাত্র তাতে পতাকা লাগানো নেই। কি করবেন রেফারী?

● খেলা চালিয়ে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন যদি চলতি খেলার মধ্যে ওরকম পরিস্থিতি দেখা যায়। শুরুতেই ওরকম দেখা গেলে পতাকা লাগিয়ে নিতে হবে।

প্রঃ (৫১) ফ্লাগের রঙ্ কি ধরনের হবে বলুন তো?

● আইনে রঙের কোন বালাই নেই। তবে যাদের মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্লাবেব রঙ সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রঃ (৫২) ফ্লাগ পোলগুলি কেন পাঁচ ফুটের কম হতে পারবে না?

● কম হলেই, ধাবিত খেলোয়াড়দের পক্ষে সেটা বিপদের কারণ হতে পারে। যে কোন মুহূর্তে খেলোয়াড়ের দেহে সেই পোলের আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে।

প্রঃ (৫৩) চট্ করে বলুন তো 'গোল এরিয়ার' এবং 'পেন্যাল্টি-এরিয়ার' আয়তন কত?

● গোল এরিয়া :—৬ × ২০ গজ অর্থাৎ ৫'৫০ × ১৮'৩২ মিটার।

পেন্যাল্টি এরিয়া :—১৮ × ৪৪ গজ অর্থাৎ ১৬'৫০ × ৪০'৩২ মিটার।
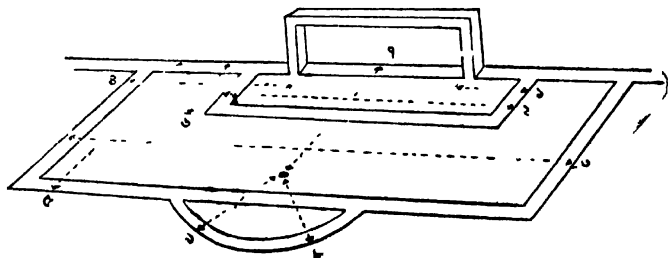
প্রঃ (৫৪) মাঠের প্রস্থ সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে বড় করে টানা হল। এখন বলুন তো পেন্যাল্টি এরিয়ার সাইড লাইন দুটি অর্থাৎ যে দুটি

বাহু টাচ লাইনের সমান্তরালভাবে মাঠের মধ্যে ঢুকে এসেছে লম্বভাবে, তাদের দূরত্ব কি দাঁড়াবে সেই টাচ লাইন থেকে ?

● নীচের ছবি দুটি লক্ষ্য করুন :

১। সবচেয়ে বড হলে, দূরত্ব হবে=২৮ গজ।

২। সবচেয়ে ছোট হলে, দূরত্ব হবে=মাত্র ৩ গজ।
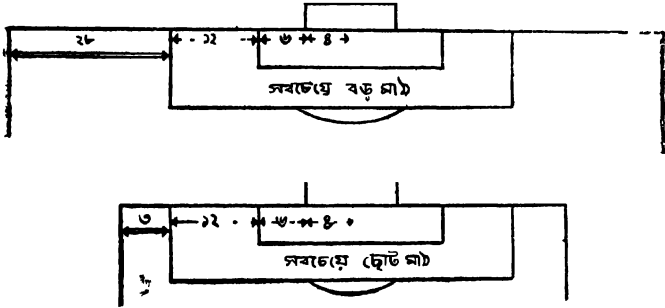
প্রঃ (৫৫) গোল কিক্ নেওয়া হচ্ছে। ঐ অবস্থায় জনাকয়েক আক্রমণকারী সীমার মধ্যে থাকলে খেলা শুরু করতে বাধা থাকে কি ?

● আইনত ঐ সময় থাকতে পারে না। তবে বেফারী যদি মনে করেন কিকৃটি নিতে গেলে ঐ খেলোয়াডদের অবস্থানেব জন্য কোন বাধা সৃষ্টি হবে না বা ওরা কোনবকম সুযোগ পাবে না, তাহলে খেলা শুরু করতে অযথা বিলম্ব না করাই শ্রেয়।

প্রঃ (৫৬) গোল লাইন মাত্র আড়াই ইঞ্চি পুরু। পোস্ট এবং বারের প্রসস্থতা হল পাঁচ ইঞ্চি। কি করবেন রেফারী ?

● আড়াই ইঞ্চি লাইনকে যে কবেই হোক না কেন পাঁচ ইঞ্চিতে পবিণত করে তবে খেলাটি শুরু করতে হবে। লাইনেব প্রসস্থতা, পোস্টেব প্রসস্থতার সমান থাকতে হবে সর্বক্ষেত্রে।

প্রঃ (৫৭) 'কিক্-অফের' কালে মধ্যরেখাটি কার অনুকূলে থাকবে বলুন তো ?

● কারুর অনুকূলেই নয়। উভয় দল তখন লাইন ছেড়ে যে যার অর্দ্ধাংশে দাঁড়াবে।

প্রঃ (৫৮) ঠিক গোল লাইনের ওপর গোলী একটি অপরাধ করলো, তারজন্য বলটি কোথায় বসাতে হবে বলুন তো ?

● ঠিক অপরাধের স্থলে।

প্রঃ (৫৯) ঐ অবস্থায় রক্ষণকারীরা কোথায় দাঁড়াবে বলুন তো ?

● দুই পোস্টের মধ্যকার গোল লাইনে অথবা বল থেকে দশগজ দূরে।

প্রঃ (৬০) ঐ অবস্থায় আক্রমণকারী খেলোয়াড় কিভাবে কিক্‌টি মারতে পারবে ?

● বল তার আপন পরিধি গড়তে পারে এমনভাবে।

প্রঃ (৬১) প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল মাঠ তদারক করতে চাইছে এবং সেই মাঠে অনুশীলন করতে চাইছে, কি করবে উদ্যোক্তারা ?

● মাঠ তদারক করতে বাধা দেয়া যাবে না কোনমতেই। তবে, অনুশীলন করতে গেলে, মাঠ খারাপ হয়ে যেতে পারে এই শঙ্কা থাকলে নাও দিতে পারে।

প্রঃ (৬২) মাঠের গোল লাইন পাঁচ ইঞ্চি, কিন্তু টাচ লাইন টানা হয়েছে চার ইঞ্চি করে কিছু আটকাবে কি ?

● [illegible]টি কথা কোন লাইনই পাঁচ ইঞ্চির বেশী হতে পারবে না। মাঠের সমস্ত লাইনের প্রস্থ এক ধরণের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে শুধুমাত্র টাচ লাইন ওধরণের হলে খুব একটা আটকাবে না।

প্রঃ (৬৩) মধ্যরেখাটি যদি মাঠকে ছাপিয়ে অফশন্যাল ফ্লাগ পর্যন্ত চলে গিয়ে থাকে তাতে দোষের কিছু হবে কি ?

● হ্যাঁ হবে বৈকি। যে করেই হোক না কেন বাড়তি রেখা মুছবার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ যে কোন লাইন হবে সেই সেই এরিয়ার অংশভুক্ত অঞ্চল। কাজেই ঐ বাড়তি অংশকে কি ভাবে মাঠের মধ্যে ধর[illegible]বে—সেটা মীমাংসা করা মুশকিল হবে। তাই মাঠের কোন লাইনই ওভাবে বাড়িয়ে ট[illegible]ার ব্যবস্থা করা হয় নি।

প্রঃ (৬৪) মাটি খুঁড়ে ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মত করে রেখা টানতে বারণ করা হচ্ছে কেন ?

● ওভাবে দুপাশ থেকে মাটি কেটে লাইন টানা হলে—মাঠ জুড়ে টানা-গর্তের মত অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং বেকায়দামত পা পড়লেই বিপদ হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

প্রঃ (৬৫) মাঠের যাবতীয় দাগগুলির প্রস্থ কতখানি 'ম্যাক্‌সী' এবং 'মিনি' হতে পারে বলুন তো ?

● 'ম্যাক্‌সী'—কোনমতেই পাঁচ ইঞ্চি[illegible] বেশী হবে না। 'মিনি' কতখানি পর্যন্ত হতে পারবে আইনে তা বলা নেই।

প্রঃ (৬৬) টাচ লাইনের সাথে গোল লাইনের তুলনামূলক পার্থক্য দেখান।

● (১) মাঠের চারদিককার সীমানার মধ্যে যে দুটি রেখা বড় তাকে টাচ লাইন আর যে দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট তাকে বলা হয় গোল লাইন।

(২) টাচ লাইন অতিক্রম হলেই কেবলমাত্র থ্রোইন হবে, আর গোল লাইন ছাড়ালে, নয়-গোল, নয়-গোলকিক্, আর না হয় কর্ণার হবে।

(৩) গোল লাইনের মাঝখানে পুঁততে হয় গোল পোস্ট আর টাচ লাইনের মাঝে অথচ বাইরে পুঁততে হয় অফশন্যাল ফ্লাগ পোল।

(৪) টাচ লাইনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে—গোল লাইন, হাফওয়ে লাইন আর কর্ণার এরিয়া। গোল লাইনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে টাচ লাইন, গোল এরিয়া পেন্যাল্টি এরিয়া ও কর্ণার এরিয়া।

(৫) খেলা শুরু হয়ে গেলে খেলোয়াড়দের প্রবেশ করতে হবে টাচ লাইন দিয়ে। গোল লাইনে কোনরকম দূরত্ব বজায় না রেখে রক্ষণকারীরা দাঁড়াবার অধিকারী হবে আক্রমণকারীর কিকের কালে। পেন্যাল্টির কালে গোলীকে গোল লাইনেব ওপর পা অনড় রাখতে হয়।

(৬) ক্যামেরাম্যানরা মাঠের বাইরে যেখানে খুশী বসতে পারলেও গোল লাইনের ক্ষেত্রে লাইন ছেড়ে ২ মিটার থেকে ১০ মিটারের মধ্যে বসতে হবে। খেলা পরিচালনার সময় লাইন্সম্যানদের টাচ লাইনের ধারেই দাঁড়াতে হয় বেশী করে তবে গোল লাইনের সমান্তরাল লাইনকে কল্পনা করেই তারা সর্বদা সেকেণ্ড ডিফেণ্ডারকে অনুসরণ করে যাবে।

(৭) যেখানে গিয়ে দুটি লাইন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে সেখানেই পুঁততে হবে—কর্ণার ফ্লাগ পোল।

প্রঃ (৬৭) মাঠকে কেন্দ্র করে মোট কতগুলি বৃত্ত বা বৃত্তের অংশ আছে বলুন তো?

● (১) সেণ্টার সার্কেল = ১টি
(২) কর্ণার কোয়ার্টার সার্কেল = ৪টি
(৩) পেন্যাল্টি আর্ক = ২টি

বিঃ দ্রঃ—পেন্যাল্টি স্পট্ বা সেণ্টার স্পট্‌কে যদি বৃত্ত হিসেবে ধরা যায় তাহলে আরও তিনটি।

প্রঃ (৬৮) বৃত্ত বা বৃত্তাংশ ছাড়া, মাঠের অন্যান্য রেখাগুলি কিভাবে টানা আছে বলুন তো?

● নয় টাচ লাইনের সমান্তরাল, আর না হয় গোল লাইনের।

প্রঃ (৬৯) স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে বলুন তো মাঠে মোট কতগুলি এরিয়া আছে?

● (১) সমগ্র মাঠের এরিয়া (২) আক্রমণ ভাগের এরিয়া

(৩) রক্ষণভাগের এরিয়া (৪) পেন্যাল্টি এরিয়া

(৫) গোল এরিয়া

বিঃ দ্রঃ - কর্ণারের জন্য যে কোয়াটার সার্কেল টানা আছে তাকেও কর্ণার এরিয়া বলা হয়ে থাকে।

প্রঃ (৭০) পেন্যাল্টি মার্ক বা স্পটের কিছু পরিমাপ দেয়া আছে কি?

● আইন বইতে এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না থাকলেও, 'এফ, এ'-র এক পরামর্শে বলা আছে—তার ব্যাস হওয়া উচিত ৯" ইঞ্চি।

প্রঃ (৭১) 'পোস্ট' বা 'বার' হওয়া উচিত—কাঠের বা ধাতুর। এছাড়া অন্য কোন অনুমোদিত পদার্থের হতে পারে কি? সেই পদার্থটির নাম কি?

● পারে। সেই পদার্থটির নাম—'গ্লাস ফাইভার'।

পঙ্কজ গুপ্তের একটি স্মরণীয় উক্তি ঃ

রেফারীরা প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন বা নিজের মান উন্নয়ন করতে পারেন শুধুমাত্র অপরের সমালোচনা, · ভিমত অথবা পরামর্শ শুনে নয়, সেটা সম্ভব কেবলমাত্র আত্মোপলব্ধি বা আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা।

দুই নম্বর আইন

খেলার বল

লেসের বল

ভাল্‌ব্‌ টিউবের বল
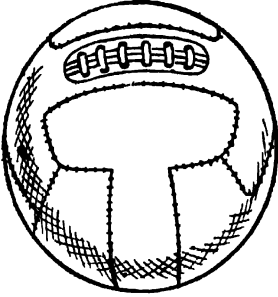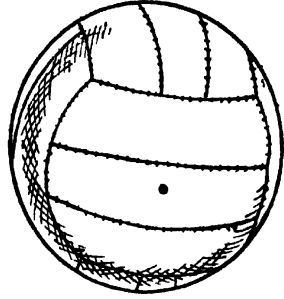
এই আইনের মূল বক্তব্য :

[বলকে হতে হবে সম্পূর্ণভাবে গোলাকার। বলের বহিরাংশকে হতে হবে চামড়ার অথবা কোন অনুমোদিত পদার্থের। বল বানাতে এমন কিছু পদার্থের ব্যবহার চলতে পারবে না যেটা খেলোয়াড়দের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে। বলের পরিধি কোন মতেই ২৮″ ইন্‌চির বেশী এবং ২৭″ ইন্‌চির কম থাকতে পারবে না। বলের ওজনকেও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে ১৪ থেকে ১৬ আউন্সের মধ্যে। ওজন গণ্য হবে খেলা সুরুর মুখে। বলে বায়ুমণ্ডের চাপ ঠিক করা হয়েছে প্রতি স্কোয়ার ইন্‌চিতে ০·৬—০·৭ পাউণ্ড যেটা সী-লেভেলের সমতায় দাড়াচ্ছে ৯ ·—১০·৫ পাউণ্ড অর্থাৎ (=600—700 gr/cm²) খেলা একবার শুরু হয়ে গেলে সেই বল পরিবর্তিত হতে পারবে না—কেবলমাত্র রেফারীর অনুমোদন ছাড়া।]

প্রঃ (৭২) বলের আকার ও বৈশিষ্ট কি ধরনের হবে বলুন তো ?

● বলের আকার হবে সম্পূর্ণভাবে গোলাকার। বল কখনো নীরেট ধরনের হতে পারবে না। বলের ভিতরাংশ ফাঁপা অবস্থায় বায়ুপূর্ণ থাকতে হবে।

প্রঃ (৭৩) বলের বাহিরাবরণ কি পদার্থের হবে ?

● বলের বহিরাবরণ হবে চামড়ার অথবা ঐ জাতীয় কোন অনুমোদিত পদার্থের। বলের বহিরাবরণে এমন কিছুর ব্যবহার চলবে না যেটা বিপদজনক বলে মনে হতে পারে।

প্রঃ (৭৪) বলের পরিধির পরিমাপ কি হবে ?

● বলের পরিধি হবে ২৭″ ইঞ্চি থেকে ২৮″ ইঞ্চির মধ্যে।

মিটারে হবে—০·৬৮ থেকে ০·৭১-এর মধ্যে।

প্রঃ (৭৫) আইনমাফিক ওজন কি হবে বলের ?

● খেলা আরম্ভের কালে বলের ওজন থাকতে হবে ১৪ থেকে ১৬ আউন্সের মধ্যে। গ্রামে দাঁড়াবে ৩৯৬ থেকে ৪৫৩ গ্রামের মধ্যে।

প্রঃ (৭৬) বলে কতখানি 'পাম্প' দিতে হবে বা বায়ুর চাপ থাকবে বলুন তো ?

● অল্প তো নয়ই, আবার বেশীও চলবে না। বলে বায়ুর চাপ নির্দ্ধারণ করা হয়েছে প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চিতে ০'৬—০'৭ পাউণ্ড। যেটা সী-লেভেলের সমতায় দাঁড়াবে ৯'০—১০'৫ পাউণ্ড।

প্রঃ (৭৭) বল কে বদল করতে পারে এবং কখন ?

● রেফারীর অনুমোদন ছাড়া বল বদলানো যাবে না। রেফারী যখন মনে করবেন তখনই বদলাতে পারবেন।

প্রঃ (৭৮) বলে কত ধরণের লেসের ব্যবহার চলতে পারে বলুন তো ?

● আইনে তা কিছু বলা নেই। নমনীয় পদার্থের অথচ বিপদজনক নয় এমন ধরনের লেস হলেই চলবে। সাধারণভাবে লেস হয়ে থাকে পাটের, সুতীর, চামড়ার এবং নাইলনের।

প্রঃ (৭৯) বলে কি ভাবে লেস বাঁধতে হবে ?

● বেশ টান করেই বাঁধতে হবে বলের লেস। লেসের সামগ্রিক বাঁধনে কোন-রকম খুঁত থাকলে চলবে না। কাজেই আলগাভাবে বা বেশ টান টান করে বাঁধার দরুন বলের আকারে যেন বিকৃতি না ঘটে। বিশেষ করে মুখের কাছটায়। কোন মতেই লেসের বাড়তি অংশ বাঁধন পরিপাটিকে ছাপিয়ে বেরিয়ে থাকতে পারবে না। লেসের স্থানে স্থানে কোনরকম গিঁট যেন না থাকে।

প্রঃ (৮০) খেলায় বলের যোগান দেবে কে বা কারা ?

● এ সম্পর্কে আইনে কিছু বলা নেই। তবে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী দেখা যায়—উভয় দলকে একাধিক বল আনতে, যে ক্লাবের মাঠে খেলাটি হচ্ছে তাদের বল যোগান দিতে এবং টুর্ণামেন্ট কমিটিকেও খেলার আগে রেফারীর হাতে বল যুগিয়ে দিতে দেখা যায়।

প্রঃ (৮১) আইনে 'বলবয়ের' প্রয়োজনীয়তা বা আবশ্যকতা সম্পর্কে কিছু বলা আছে কি ?

● না, নেই। কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সুবিধাকে সাহায্য দেবার জন্য এই প্রথার প্রচলন দেখা যায় অনেক স্থানে। কোলকাতার মাঠে এই প্রথার প্রথম প্রবর্তক বলা যেতে পারে—মোহনবাগান ক্লাবের স্বর্গীয় বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে।

প্রঃ (৮২) আচ্ছা বলুন তো—একটি বলে কতগুলি চামড়ার প্যানেল থাকতে পারে?

● আইনে এ সম্পর্কে কোনরকম বিধি-নিষেধ নেই। বলের আকারে বিকৃতি ঘটবে না, এমন অবস্থায় যত কম-বেশী ইচ্ছে চামড়ার প্যানেল ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রঃ (৮৩) মাঠে মোট তিনটি বল আনা হল। একটি 'টি সেপ', আরেকটি 'ওয়াই সেপ' এবং শেষেরটি ছ' কোণাকৃতি ছকের। কোনটা গ্রহণ-যোগ্য বলে বিবেচিত হবে বলুন তো?

● বলে, যে কোন অক্ষরের বা আকৃতির ছক চলতে পারে। 'এ সম্পর্কে আইনে কোন বাধা নেই। শুধু লক্ষ রাখতে হবে বলের আকার, পরিধি, ওজন এবং ভিতরকার হাওয়া ঠিক আছে কি না।

প্রঃ (৮৪) বল কি কি রঙের হতে পারবে?

● বলের রঙ সম্পর্কে আইনে কিছু বলা নেই। সুতরাং দেখতে বা অবলোকন করতে অসুবিধা হবে না এমন যে কোন রঙের বল গ্রহণ করা যেতে পারে। সাধারণ ভাবে বলের রঙ হয়ে থাকে সাদা, ব্রাউন ও কমলা। এক পরামর্শে বলা হয়েছে—সবুজ মাঠে সবুজ বল গ্রহণ না করাই শ্রেয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে 'ফ্লাড লাইটে' বা অন্য যে কোন ধরনের আলোতে সাদা-কালোর ছক্ কাটা বল খুব কার্যকর।

প্রঃ (৮৫) উভয় দলপতি তাদের নিজ দলীয় বলে খেলবার দাবী তুললে—রেফারী কি করবেন?

● কোন বলে খেলা হবে—তা ঠিক করে দেবেন স্বয়ং রেফারী। কাজেই রেফারীর মনোনয়ণের কাছে কোন দলপতির দাবী চলবে না।

প্রঃ (৮৬) কিছুক্ষণ খেলা চলার পর, উভয় দলপতি বলের ব্যাপারে আপত্তি তুলে, সেই বল বদলানোর জোরালো দাবী তুললো। কি করবেন রেফারী?

● তাদের আপত্তি পরখ করে দেখবার মতো না হলে, সাথে সাথে তাদের আপত্তি নস্যাৎ করে দিতে হবে। বল বদলানোর ব্যাপারে রেফারীর অনুমোদনই হবে সবকিছু। দলপতিদের কোনরকম এক্তিয়ার নেই এ ব্যাপারে।

প্রঃ (৮৭) বৃষ্টিতে বল ভিজে খুব ভারী হয়ে উঠলো এবং দলপতিরা সেই সুযোগে আপত্তি তুললে রেফারী কি করবেন?

● খেলা শুরুর মুখে বলের ওজন ঠিক থাকলেই হল। তবে খুব বেশী ভারী হয়ে উঠলে এবং খেলাতে সত্যসত্যই খুব অসুবিধা হলে রেফারী নিজ বিবেচনা মত সেটা
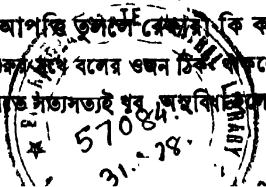
পরিবর্তন করে দিতে পারেন। রেফারী কারুর আদেশের চাপে পড়ে বা অনুরোধের অনুকম্পায় বল বদলাতে বাধ্য থাকবেন না।

প্রঃ (৮৮) বলের বহিরাবরণে পুরু ধরনের পলিথিন বা রাবার জুড়ে দেয়া হল বৃষ্টির মাঠে ভারী হয়ে ওঠার হাত থেকে বাঁচবার জন্য—কাজটা কি দোষের হবে ?

● হ্যাঁ হবে। বলের বহিরাবরণ চামড়া অথবা অন্য কোন অনুমোদিত পদার্থের হতে পারবে, অন্য কিছু তো নয়। পলিথিন অথবা রাবারকে যখন অনুমোদন দেয়া হয়নি—তখন কি করে তাকে সমর্থন করা যাবে? তবে চামড়ার অস্তিত্বকে কোনমতেই বিপন্ন না করে যদি বলের ওপরে খুব পাত্‌লা করে রাবারের আবরণ লেপে দেয়া হয়, তাতে কিছু দোষের হবে বলে মনে হয় না। কাজেই আপত্তিটা নির্ভর করছে বস্তুর ঘনত্ব এবং বলের বহিরাবরণের অস্তিত্বের তারতম্যের ওপর।

প্রঃ (৮৯) বল গোলে ঢুকবার আগেই লেস খুলে গিয়ে বারে জড়িয়ে গেল। এই অবস্থায় বলটি যদি দোলক ঘড়ির মত দোল খেতে খেতে একবার গোলে ঢোকে এবং পর মুহূর্তেই আবার বেরিয়ে আসতে থাকে তাহলে রেফারী কি করবেন ?

● লেস খুলে যাবার সাথে সাথেই বলটি অকেজো প্রতিপন্ন হবে। যেখানেই বল অকেজো হবে—সেখানেই বল ড্রপ করাতে হবে। অকেজো বল গোলে ঢুকলে গোল হতে পারে না।

প্রঃ (৯০) খেলাটি শেষ হবার সাথে সাথে রেফারী এক ঝামেলার মধ্যে পড়লেন। কারণ উভয় দলপতি তখন বলের দাবীদার হিসেবে বলটি গ্রহণের জন্য হাত বাড়াতে থাকলো, কি করবেন রেফারী ঐ পরিস্থিতিতে ?

● কোন্ দলের বল সেটি স্মরণ করা সম্ভব না হলে, রেফারী দুজনকেই নিরাশ করে বলটি জমা দেবেন—হোম ক্লাবের-মাঠ-সম্পাদকের হাতে। কারণ যে বলেই খেলা হোক না কেন, সেই বলকে সর্বদাই হোম-ক্লাবের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

প্রঃ (৯১) খেলা শেষ হবার সাথে সাথে রেফারীর অন্যতম কর্তব্য কি হবে বলুন তো ?

● সর্বাগ্রে তিনি যথাস্থানে বলটি ফেরৎ দিয়ে দেবেন।

প্রঃ (৯২) খেলার জন্য মনোনীত বলটি যে মুহূর্তে মাঠ ছেড়ে বাইরে যাবে, সেই মুহূর্তেই কি মনোনীত অতিরিক্ত বলে খেলা শুরু করতে হবে ?

এই ভাবে যতবার বল বাইরে যাবে ততবারই কি ভিন্ন ভিন্ন বল গ্রহণ করতে হবে খেলা শুরু করার জন্য ?

● সর্বক্ষেত্রে করা যাবে না। তবে রেফারী যদি মনে করেন মনোনীত প্রথম বলটি মাঠে ফিরে আসতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়ে যেতে পারে সে ক্ষেত্রেই কেবল তিনি অপর মনোনীত বলটি চেয়ে নিতে পারেন। সামান্য বিলম্বের জন্য বার বার অন্য বল বদলে নেয়াটা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে যে মুহূর্তে প্রথম মনোনীত বলটি মাঠে ফিরে আসবে প্রথম সুযোগেই সেটিকে মাঠে আনিয়ে খেলা শুরু করা দরকার।

প্রঃ (৯৩) বল গোলে প্রবেশ করলো। সেই বল জাল থেকে কুড়িয়ে আনতে গিয়ে দেখা গেল বলে হাওয়া নেই মোটেও—কি করবেন রেফারী এক্ষেত্রে ?

● রেফারী যদি মনে করেন, বল গোলে ঢুকবার আগেই বলের হাওয়া বেরিয়ে গিয়েছিল এবং সেই হাওয়াহীন বলটি গোলে প্রবেশ করেছিল তাহলে তিনি গোল বাতিল করে, যেখানে বলের হাওয়া বেরিয়ে অকেজো হয়ে পড়েছিল—সেখানে ড্রপ দেবেন।

আর যদি রেফারী ভেবে থাকেন, গোল হবার পর বলের হাওয়া নির্গত হয়েছিল তাহলে তিনি গোল-ই দেবেন। এখানকার সিদ্ধান্তটি সার্বিক ভাবে নির্ভর করবে—রেফারীর মনে করার ওপর।

প্রঃ (৯৪) রেফারী হিসেবে কি সিদ্ধান্ত নেবেন বলুন তো ?

(ক) বল বারে লেগে ফিরে এলো :	১। সাধারণ সময়ে খেলা চালু থাকবে।
	২। বর্ধিত সময়ের পেন্যাল্টির কালে খেলা সেখানেই শেষ হয়ে যাবে।
(খ) বল বারের নীচে লেগে ফাটলো	১। সাধারণ সময়ে বারের তলায় ড্রপ।
	২। বর্ধিত সময়ের পেন্যাল্টির কালে খেলা সেইখানেই শেষ হয়ে যাবে।
(গ) বল কর্ণার ফ্লাগে লেগে ফিরে এলো মাঠের দিকে।	১। খেলা চালু থাকবে।
(ঘ) বল রেফারীর গায়ে লাগলো	১। লেগে মাঠে থাকলে খেলা চালু থাকবে। আর বাইরে গেলে যে ভাবে শুরু হবার কথা সেইভাবেই খেলা শুরু হবে।

(ঙ) বল অফিশিয়াল ফ্ল্যাগে লেগে মাঠের ভিতরে চলে এলো। ১। খেলা বন্ধ করতে হবে এবং চালু করতে হবে থ্রো-ইন দিয়ে।

(চ) বল বারের নীচে লেগে গোল লাইনের ওপর ড্রপ খেলো। ১। খেলা চালু থাকবে।

(ছ) বল মাঠের ভিতর চলে আসা :

কোন দর্শকের গায়ে লাগলে ...... খেলা বন্ধ হবে ও ড্রপ হবে।
লাইন্সম্যানের গায়ে লাগলে ...... খেলা চালু থাকবে।
উড়ন্ত পাখির গায়ে লাগলে ...... খেলা বন্ধ হবে ও ড্রপ হবে।
ছুড়ে মারা ছাতায় বা ইটে লাগলে ...... খেলা বন্ধ হবে ও ড্রপ হবে।

রেফারীকে তোমরা সম্মান দিও, মান্য কর এবং শ্রদ্ধা জানিও—অবশ্য সর্বসময়ের জন্য নয়, এমন কি সেই দিনটুকুর জন্যও নয়—শুধুমাত্র খেলার সময়টুকু পর্যন্ত।

ভিক্টর রে
ইন্টারন্যাশন্যাল রেফারী
ইংল্যাণ্ড

তিন নম্বর আইন

খেলোয়াড়দের সংখ্যা

খেলোয়াড়দের সংখ্যায়—আমরা স্মরণ করছি সেইসব অবিস্মরণীয় বাঙালী খেলোয়াড়দের—যাঁরা মোহনবাগানের পক্ষে ভারতীয় ফুটবলের ভিত এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ১৯১১ সনে সুমহান —আই, এফ, এ শীল্ড জয়লাভ করে—

এই আইনের মূল বক্তব্য :

[খেলা হবে—দুটি দলকে নিয়ে। কোন দলে ১১ জন খেলোয়াড়ের বেশী অংশ নিতে পারবে না। সেই ১১ জনের মধ্যে একজন হবে গোলরক্ষক। গোলী ছাড়া খেলা শুরু বা চালু থাকতে পারে না। খেলার অতিরিক্ত (সাব্‌ষ্টিটিউট্‌) খেলোয়াড় অংশ নিতে পারবে কিনা সেটা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার ঘোষিত নীতির ওপর। খেলার আগে থেকে—উভয় দলের মধ্যে কোনরকম চুক্তি নির্ধারিত না থা কলে এবং সেই চুক্তি মত রেফারীকে কিছু বলা-কওয়া না থাকলে, কোন পক্ষই দুজনের বেশী খেলোয়াড় বদলাতে পারবে না। এর জন্ম খেলার আগে—পাঁচ জনের নাম (তার বেশী নয়) জমা করতে হবে। রেফা রী সেই সব নাম জানতে না পারলে বা কোনদল জানাতে অকৃতকার্য হলে সেই দল বদল করার সুযোগ হারাবে। দলের প্রয়োজনে যে কোন 'পজিশনের' খেলোয়াড় দলীয় গোলীর সাথে স্থান পরিবর্তন করে নিতে পারে, অবশ্য পরিবর্তনের আগে সে-কথা রেফারীকে জানাতে হবে এবং একমাত্র সাময়িক বিরতিতে সেই কাজ সমাধা করতে হবে। বদলের উদ্দেশ্যে মাঠ ছাড়তে হলে—(ক) মাঠ ছাড়ার পর (খ) রেফারীর সম্মতিতে (গ) খেলার সাময়িক বিরতির কালে (ঘ) টাচ লাইনের মধ্যস্থল দিয়ে অর্থাৎ হাফ্‌ওয়ে লাইন দিয়ে অতিরিক্ত খেলোয়াড়কে মাঠে ঢুকতে হবে।]

প্রঃ (৯৫) একটি খেলায় মোট কতজন খেলোয়াড় খেলতে পারে ?

● কোন রকম বদলী না নেয়া হলে, উভয় দল মিলিয়ে মাঠে মোট বাইশ জনের বেশী থাকতে পারবে না। সেই বাইশ জনের মধ্যে উভয় দলে একজন করে গোলকীপার থাকতে হবে।

প্রঃ (৯৬) একটি দলের পক্ষ হয়ে, সবচেয়ে কম ও বেশী কতজন খেলতে পারে ?

● কমের ঘটনাটি নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট সংস্থার ঘোষিত নিয়মের ওপরে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বোর্ডের পরামর্শ হল—কোন দলে যদি সাত জনের কম খেলোয়াড় থাকে বা কমে যায়, তাহলে সেই খেলা নিয়মমাফিক বলে গণ্য করা যাবে না। আর বেশীর ব্যাপারে, কোনমতেই এগার জনের বেশী নয়। অবশ্য সেই সাতজন এবং এগারজনের মধ্যে, একজনকে গোলী হতে হবে।

প্রঃ (৯৭) কতবার করে একজন খেলোয়াড়, দলের অপরের সাথে স্থান বদল করে খেলতে পারে ?

● যতবার ইচ্ছে ততবারই পারবে; তবে গোলীর ক্ষেত্রে সেটা জানিয়ে করতে হবে। তাই বলে এমন বেশীবার হবে না, যেটা প্রহসনে দাঁড়াতে পারে।

প্রঃ (৯৮) দলের খেলোয়াড় পরিবর্তন হবে অথবা গোলীর সাথে স্থান বদল হবে একথা জানাবে কে ?

● দলের যে কেউ জানাতে পারে। এমন কি মাঠের বাহিরে থাকা কোচ বা ক্লাব লাইন্সম্যানও জানাতে পারে। মোট কথা, রেফারীকে জানানোটাই আসল পন্থা। প্রথম শ্রেণীর খেলায়, চতুর্থ রেফারীর ব্যবস্থা থাকলে তাকেই আগে জানাতে হবে লিখিতাকারে।

প্রঃ (৯৯) পাশাপাশি দুটি মাঠে খেলা চলছে। একমাঠ থেকে একজন খেলোয়াড় রেফারীর অনুমতি নিয়ে হঠাৎ বাইরে চলে এসে পাশের মাঠে খেলবার আবেদন রাখলো—রেফারী সে আবেদনে সাড়া দেবেন কি ?

● পাশের মাঠ ছেড়ে চলে এসেছে—এ ঘটনার কথা জানা থাকলে, রেফারী ততক্ষণ অনুমতি দেবেন না, যতক্ষণ সেই মাঠের খেলাটি শেষ হচ্ছে। আর, ঘটনার কথা জানা না থাকলে রেফারীর আর করবার কিছু থাকবে না।

প্রঃ (১০০) বিনা অনুমতিতে মাঠ ছাড়লেই কি, পরবর্তী অধ্যায়ে সেই খেলোয়াড় সতর্কিত হবে ?

● সর্বক্ষেত্রে নয়। যেমন :—(১) খেলতে খেলতে মাঠের বাহিরে গেলে।
(২) আহত হবার দরুণ মাঠ ছাড়লে।
(৩) খেলা পুনরারম্ভ করার জন্য যদি মাঠের বাইরে যেতে হয়। (যথা :—কর্ণারকিক, গোলকিক বা থ্রোইন নিতে গেলে)

প্রঃ (১০১) প্লেয়ার লিষ্টে মোট ১৮ জনের নাম আছে, রেফারী কি করবেন?

● লিষ্টে কখনো ১৬ জনের বেশী নাম থাকতে পারবে না। কাজেই দলপতিকে ডেকে কোন দুজনের নাম বাদ যাবে সেটা জেনে নিতে হবে। লিষ্টে কাট ছাট্ করতে হলে বিপক্ষ দলপতির সামনে সেটা সেরে নেয়া ভাল।

প্রঃ (১০২) "প্লেয়ার-লিষ্ট জমা দিতেই হবে"—এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি?

● আইনে, প্লেয়ার লিষ্টের বাধ্যবাধকতা নেই কোথাও। তবে বলা আছে অতিরিক্তদের নাম জানাতে হবে আবশ্যিকভাবে। শুধুমাত্র অতিরিক্তদের নাম জানানো হলে লিষ্টটি আবার পূর্ণতা পেতে পারে না। কাজেই এটাই ধরে নিতে হবে যে, যেখানে সাবষ্টিটিউট নীতি গৃহীত আছে সেখানেই পরিপূর্ণ লিষ্ট জমা দেওয়াটা একটা আবশ্যিক অধ্যায়।

প্রঃ (১০৩) একটি দল অতিরিক্তদের নাম জানালো না, কি করবেন রেফারী?

● সে দল, খেলোয়াড় বদলের সুযোগ হারাবে একথা জানিয়ে দিতে হবে।

প্রঃ (১০৪) 'লিষ্ট' জমা দেবার সময় তিনজনের নাম কেবল জানান হল। পরে বিরতির কালে সেই দল আরো দুটি নাম যোগ করতে চাইলে —রেফারী কি করবেন?

● আর যোগ করতে দেবেন না। যা কিছু যোগ বা সংশোধন করার, তা করতে হবে খেলা শুরু করার আগে। কাজেই কোন দল ভুল করলে তার জন্য মাশুল গুণতে হবে সেই দলকেই।

প্রঃ (১০৫) সব মিলিয়ে অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী কতজন পর্যন্ত অতিরিক্ত খেলোয়াড়ের নাম লিপিবদ্ধ করা যায়?

● পাঁচ জন পর্যন্ত। তার বেশী নয় কোন সময়।

প্রঃ (১০৬) বদলীর ঘরে ছয় জনের নাম রেখে নিয়মিতের ঘরে দশ জনের নাম রাখা হলে—কি করবেন রেফারী?

● বদলীর ঘরে কোন মতেই পাঁচ জনের বেশী থাকতে পারবে না। কাজেই সে ঘর থেকে যে কোন একজনের নাম স্থানান্তর করে দিতে হবে নিয়মিতের ঘরে। সংশোধন উভয় দলপতির সামনে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রঃ (১০৭) একটি দলে চারজন বদলী হতে পারে কি? পারলে কিভাবে?

● হ্যাঁ পারবে। খেলা শুরু হবার আগেই রেফারী বাধ্য হয়েছিলেন একই দলের দুজনকে তাড়াতে। যেহেতু তখন খেলাটি শুরু হয়নি সেহেতু তাদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য অতিরিক্তের ঘর থেকে আসতে হয়েছিল দুজনকে। এই দুজন এলেও কিন্তু সেই দলের ভাগ্যে জুটবে আরো দুজন সাব্‌স্টিটিউট্। তবে যারাই মাঠে আসুক না কেন তাদের নাম লিপিবদ্ধ থাকা চাই অতিরিক্তের ঘরে।

প্রঃ (১০৮) দলের দুজন বহিষ্কৃত হল। সেই দুজনের স্থানে দুজন অতিরিক্ত খেলোয়াড় নামতে পারবে কি?

● পারবে, যদি খেলাটি শুরু না হয়ে থাকে। এবং সেই দুজনের নাম যদি লিষ্টে লিপিবদ্ধ করা থাকে।

প্রঃ (১০৯) বদলী হবার জন্য চার নম্বর খেলোয়াড় মাঠের বাইরে চলে এলো। তার স্থানে নামলো সতের নম্বর খেলোয়াড়। রেফারী লিষ্ট তদারক করে দেখলেন সতেরোর নাম নেই—এই অবস্থায় সেই চার নম্বর খেলোয়াড় কি আবার মাঠে নামতে পারে?

● সে মাঠ ছেড়ে চলে গেলেও যেহেতু বদলী ব্যবস্থায় গলদ ছিল এবং যথার্থ-ভাবে বদলী হতে পারে নি সেহেতু চার নম্বরকে মাঠে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

প্রঃ (১১০) দলের নির্ভরশীল ব্যাক আহত হয়ে মাঠের বাইরে চলে এলো। ব্যাকের ধারণা ছিল, কিছু পরেই সে আবার মাঠে নামবে খেলতে। ইতিমধ্যে কোচ কোনরকম পরামর্শ না করেই অপর আরেকজনকে মাঠে নামিয়ে দিলেন। সেই খেলোয়াড়টি রেফারীর কাছে রিপোর্ট করার পর কোচের সম্বিত ফিরে এলো। সে তখন ভুল শুধরে নেবার জন্য রেফারীর কাছে আবেদন রাখলে কি করবেন রেফারী?

● রেফারীর আর করার কিছু নেই। খেলোয়াড় যথার্থভাবে মাঠ ছাড়ার পর, কেউ যদি যথার্থভাবে তার কাছে রিপোর্ট করে তাহলে সেটা আর প্রত্যাহার করে নেয়া যাবে না।

প্রঃ (১১১) লিষ্টে ষোল জনেরই নাম আছে। তবে মাঠে নেমেছে মাত্র আট জন। রেফারী কি খেলা শুরু করবেন?

● হাতে সময় থাকলে সৌজন্যতা বশতঃ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেন।

অপেক্ষা সম্ভব না হলে, যারা যারা আসে নি সে নামগুলি নোট করে নিয়ে খেলাটি চালু করে দিতে পারেন—অবশ্য সেই আট জনের মধ্যে যদি গোলী থাকে।

প্রঃ (১১২) এবার বলুন তো, কমপড়া সেই তিনজন খেলোয়াড় যদি যথাক্রমে খেলার ২০ মিনিট, ৬০ মিনিট এবং ৮৮ মিনিটের (৯০ মিনিটের খেলা) মাথায় নামতে চায়, তাহলে নামতে পারবে কি?

● ইতিমধ্যে তাদের স্থলে যদি কোন বদলী গ্রহণ করা না হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় পারবে। এমনকি অতিরিক্ত সময়ের শেষ মিনিটেও।

প্রঃ (১১৩) ওপরকার পরিস্থিতিতে একজন মাত্র ফিরে এলো ২০ মিনিটের মাথায় বাকি দুজন আর আসতে পারবে না বলে জানা গেল, কি হতে পারবে পরবর্তী অধ্যায়?

● সেক্ষেত্রে সাব্‌ষ্টিটিউটের ঘর থেকে দুজন নামতে পারবে।

প্রঃ (১১৪) ঐ পথে দুজনে নামার পর, আরো দুজন কি পরবর্তী প্রয়োজনে সাবষ্টিটিউট হতে পারবে?

● হ্যাঁ পারবে। কোন বাধা নেই।

প্রঃ (১১৫) কি কারণে পারছে বলুন তো? এর ভিন্ন কিছু ব্যাখ্যা দিতে পারেন কি?

● দুটি ক্ষেত্রকেই সাব্‌ষ্টিটিউট্ বলা গেলেও, প্রথমটিকে বলতে হবে—রিপ্লেস্‌মেণ্ট। কারণ প্রথমটা পারা যাচ্ছে এগারজনকে পূর্ণ করার দাবীতে। আর দ্বিতীয়টি পারা যাচ্ছে—সাব্‌ষ্টিটিউটের অধিকারে।

প্রঃ (১১৬) খেলা শুরুর মুখে জানা গেল একটি দলে পাঁচজন অবৈধ খেলোয়াড় খেলতে নেমেছে। রেফারী এ ব্যাপারে দলপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, লজ্জিত দলপতি যদি তাদের বার করে দিয়ে খেলোয়াড় লিষ্ট সংশোধণের আবেদন জানায়, রেফারী সেক্ষেত্রে কি করবেন?

● খেলাটি যখন শুরু হয় নি, তখন আপত্তি না করাই শ্রেয়। কাজেই নতুন করে আবার লিষ্ট চেয়ে নিয়ে তবে খেলাটি শুরু করতে হবে।

প্রঃ (১১৭) এই অবস্থায় কোন দলের পক্ষে যদি নতুন করে লিষ্ট জমা দেবার কোনরকম সুযোগ না থাকে—তাহলে রেফারী কি করবেন?

● রেফারী তখন, সেই পাঁচজন অবৈধ খেলোয়াড়ের পরিবর্তে লিষ্টে নাম থাকা পাঁচজন সাবষ্টিটিউটকে মাঠে নামতে দেবেন।

প্রঃ (১১৮) সেই পাঁচজন সাবষ্টিটিউট্ মাঠে নামবার পর দলের প্রয়োজনে আরো দুজন কি পরে মাঠে নামতে পারবে ?

● না, আর অধিকার থাকবে না।

প্রঃ (১১৯) খেলা শুরু হয়ে যাবার পর পুরো দল থেকে তিনজন খেলোয়াড় কি বদল হতে পারবে ?

● না, পারবে না।

প্রঃ (১২০) খেলোয়াড় বদলের যাবতীয় তদারকগুলি কি কি ধরনের হবে বলুন তো ?

(১) সর্বাগ্রে জেনে নিতে হবে, সেই প্রতিযোগিতায় বদলের নীতি গৃহীত আছে কিনা। (২) খেলার যে কোন সময়. প্রতি দল থেকে দুজন করে খেলোয়াড় বদল করা চলবে। (৩) খেলা শুরু হবার আগেই বদলীদের নাম রেফারীকে জানাতে হবে বা জমা করতে হবে। (৪) নামের তালিকায় পাঁচজনের বেশী নাম থাকতে পারবে না। (৫) কারুর নাম লিখতে ভুলে গেলে বা পাঁচজনের স্থলে যদি কম নাম লেখা হয়, তাহলে পরে কোনমতেই সেই নাম আর যোগ করা যাবে না। (৬) খেলার সাময়িক বিরতিতেই তারা মাঠে নামতে পারবে, অন্য সময়ে নয়। (৭) তাদের মাঠে প্রবেশ করতে হবে টাচ লাইনের—মধ্যস্থল অর্থাৎ মধ্যরেখা দিয়ে। (৮) রেফারীর অনুমতি এবং সম্মতি ছাড়া তারা মাঠে ঢুকতে পারবে না। (৯) অনিচ্ছুক বা অক্ষম খেলোয়াড় মাঠ না ছাড়লে, বদলী মাঠে ঢুকতে পারবে না। (১০) অন্যকে ঢুকবার সুযোগ করে দেবার জন্য একবার যে খেলোয়াড় মাঠ ছেড়ে বাইরে চলে আসবে, সেই খেলোয়াড় পরবর্তী অধ্যায়ে সক্ষম হয়ে উঠলেও আর মাঠে নামতে পারবে না। (১১) অপেক্ষমান বদলীরা মাঠের বাইরে থাকলেও—সব সময়ের জন্য তারা রেফারীর আয়ত্বাধীনে থাকবে। কাজেই—মাঠে ঢুকে বা মাঠের বাইরে বসে কোন কিছু অপরাধে লিপ্ত হলে—রেফারী তার জন্য সমুচিত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। (১২) খেলা শুরুর আগে, এক বা একাধিক খেলোয়াড় বহিষ্কৃত হলে, সেই স্থানে তত জনই মাঠে নামতে পারবে। যারাই নামুক না কেন তাদের সকলের নাম—তালিকাবদ্ধ থাকা চাই। এই পন্থায় দুজন নামলেও, পরবর্তী অধ্যায়ে সেই দল আরো দুজনের বদলের অধিকার
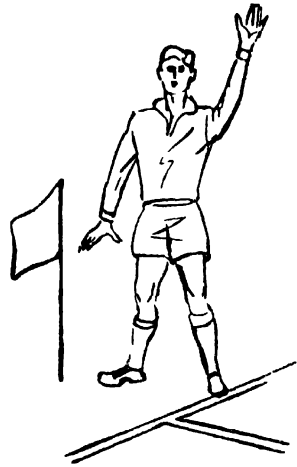
পাবে। (১৩) সকল বদলী খেলোয়াড়ের সাজ-পোশাক যথার্থ থাকতে হবে। (১৪) প্রতিযোগিতায় চতুর্থ রেফারীর ব্যবস্থা থাকলে, বদলকারীকে একটি চিরকুট পূরণ করে, তাতে যথার্থ স্বাক্ষর দিয়ে চতুর্থ রেফারীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। তারপর সেই রেফারী, খেলার সাময়ীক বিরতিতে, ব্লাক্ বোর্ডে খেলোয়াড়ের নম্বর দেখিয়ে মূল রেফারীর নজর কাড়বেন—বদলীর জন্য।

প্রঃ (১২১) প্লেয়ার-লিষ্টের একটা নমুনা উপস্থিত করুন তো?

● দক্ষিণ কলিকাতা স্পোর্টস ফেডারেশন

রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়াম

প্রতিযোগিতা......................

.... বনাম ....

মাঠ .... তারিখ... ... .

দলের নাম......................

সংখ্যা	খেলোয়াড়দের নাম	জার্সির নম্বর	বাহির হচ্ছে যারা		সতর্ক/বহিষ্কার	
			১ম অর্ধ	২য় অর্ধ	১ম অর্ধ	২য় অর্ধ
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						
১১						

সংখ্যা	অপেক্ষমান বদলী খেলোয়াড়দের নাম	জার্সির নম্বর	ভিতরে আসছে যারা		সতর্ক/বহিষ্কার	
			১ম অর্ধ	২য় অর্ধ	১ম অর্ধ	২য় অর্ধ
১						
২						
৩						
৪						
৫						

ফলাফল·

লাইন্সম্যানদের নাম { ১· ২·

রেফারীর নাম

তারিখ ....

অধিঃ বা ক্লাব কর্মকর্তার স্বাক্ষর·

তারিখ

প্রঃ (১২২) 'সিক্স-এ-সাইড' অথবা 'সেভেন-এ-সাইড' খেলায় আমন্ত্রণ পেলে রেফারী কি করবেন ?

● এ ধরনের খেলা, কখনো শ্রেণী পর্যায়ভুক্ত খেলা হিসেবে গণ্য হয় না। কাজেই কোন নামী রেফারী সংস্থার সভ্যদের পক্ষে এসব খেলা পরিচালনা না করাই শ্রেয়ঃ। আইনেও তাই রেফারীদের এসব খেলা থেকে দূরে সরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

প্রঃ (১২৩) কখন খেলোয়াড়েরা বল থেকে, দশ গজের আরো বেশী দূরে এবং দশ গজের আরও অনেক ভিতরে দাঁড়াতে পারবে ?

● যখন গোলকিক নেয়া হবে, তখন বিপক্ষের খেলোয়াড়দের আবশ্যিক ভাবে দাঁড়াতে হয় সেদিককার পেনাল্টি সীমার বাইরে যার দূরত্ব দশ গজের চেয়েও অনেক বেশী। আবার আক্রমণকারী দল প্রতিপক্ষের গোল লাইনের কাছাকাছি যখন কোন ইনডিরেকট কিক পাবে, যার দূরত্ব দশ গজের অনেক কম, সেক্ষেত্রে রক্ষণকারীরা দুই গোলপোষ্টের মধ্যকার স্বীয় গোল লাইনের ওপর দাঁড়াতে পারবে।

প্রঃ (১২৪) গোলীর হ্যাণ্ডবল হবে কি ?

● হ্যাঁ হবে, যখন তার হাতে ধরা বা স্পর্শ করা ঘটনাটি ঘটবে পেনাল্টি সীমার বাইরে।

প্রঃ (১২৫) এবার বলুন তো, গোলী সীমনার মধ্যেই হাতে বল ধরলো অথচ রেফারী হ্যাণ্ডবল দিতে বাধ্য থাকবেন কখন ?

● এ পক্ষের গোলী, কোন কারণে, ওপক্ষের সীমার ভিতরে গিয়ে যদি হ্যাণ্ডবল করে বসে। (যদিও এমন ঘটনা ঘটে খুবই কম)

প্রঃ (১২৬) ড্রপ দেবার কালে, বলকে ঘিরে উভয়পক্ষের কতজন খেলোয়াড় এবং কিভাবে দাঁড়াতে পারে ?

● কতজন পারবে এবং কিভাবে দাঁড়াবে তা আইনে পরিষ্কার ভাবে কিছু বলে দেয়া নেই। কাজেই রেফারীর ড্রপ দিতে অসুবিধা হবে না এমন দূরত্বে যেভাবে খুশী এবং যতজন খুশী দাঁড়াতে পারবে। দাঁড়াবার কালে ঠেলাঠেলি নিষিদ্ধ।

প্রঃ (১২৭) দেখা গেল, একটি দলের হয়ে খেলতে নেমেছে মাত্র সাতজন খেলোয়াড়। হঠাৎ একজন খেলোয়াড় যদি রেফারী কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়, কিম্বা আহত হয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যায় অথবা নিজ দায়িত্বে না বলে-কয়ে মাঠ ছেড়ে আর ফিরে না আসে, তাহলে রেফারী কি করবেন ?

● দলে সাতজন থাকলেও সেই দলে গোলী থাকা চাই-ই। না থাকলে খেলা শুরু হবে না। গোলী সমেত সাতজন থাকলেও, সাতজনের কম খেলোয়াড় থাকলে

খেলা বাতিলের যে নির্দেশ দেয়া আছে তা সেই প্রতিযোগিতায় গৃহীত আছে কিনা জানা দরকার। যদি থাকে তাহলে উপরোক্ত ঘটনায় রেফারী সাথে সাথে খেলা বন্ধ করে দেবেন এবং পরে সেই ঘটনার রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

প্রঃ (১২৮) মাঠে ঢুকবার জন্য, টাচ লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে পরিবর্ত খেলোয়াড় রেফারীর অনুমতি চেয়ে নিল, চাইবার পর মুহূর্তেই একটি টিটকারী শুনতে পেয়ে সেই খেলোয়াড় মাঠে না ঢুকে মাঠের পাশে বসা জনৈক দর্শকের মুখে প্রচণ্ড ঘুষি চালাল। রেফারী ঘটনাটি দেখলেন। এবারে বলুন তিনি কি কি ব্যবস্থা নেবেন?

● প্রথমেই তিনি সেই খেলোয়াড়ের কাছে যাবেন। তার 'ভায়োলেণ্ট' আচরণের জন্য তাকে বহিষ্কার করা হল বলে জানিয়ে দেবেন। তার আর মাঠে ঢোকার কোন সুযোগ থাকবে না। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। যে কোন খেলোয়াড়, মাঠের বাইরে হোক বা ভিতরে হোক যেখানেই অপরাধ করুক না কেন সেইসব খেলোয়াড়েরা সর্বদাই রেফারীর আওতায় থাকবে।

প্রঃ (১২৯) মাঠে প্রবেশ না করে কোন খেলোয়াড় গোল করতে পারে কি?

● হ্যাঁ পারবে। খেলার শেষ ৩০ সেকেণ্ডের মাথায় একজন খেলোয়াড় বদলী হল। বদলী খেলোয়াড় মাঠে ঢোকার সম্মতি পেলো। পেয়েই সে মাঠে না ঢুকে ছুটলো কর্ণার নেবার উদ্দেশ্যে। কারণ ঐ মুহূর্তে তাদের ভাগ্যে জুটেছিল একটি কর্ণার। খেলোয়াড়টি কর্ণার এরিয়ায় বল বসিয়ে সুন্দর এক শোয়ার্ব করান সটে সরাসরি গোল দেবার পরই খেলাটি শেষ হয়ে গেল। তার আর মাঠে ঢুকবার প্রয়োজন হল না।

প্রঃ (১৩০) ফুটবল আইন থেকে, কোন্ স্থানের খেলোয়াড়টি সবচেয়ে বেশী সুযোগ পেয়ে থাকে এবং কি ভাবে?

● গোলীরাই সবচেয়ে বেশী সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। যেমন:

(১) অন্যান্য সকল খেলোয়াড়ের মত যাবতীয় সুযোগটুকু পাওয়া সত্ত্বেও বাড়তি সুযোগ হিসেবে গোলীর'ই কেবলমাত্র হাত দিয়ে বল খেলতে পারে।

(২) শুধু খেলা নয়, হাতে ছুঁড়ে অপর প্রান্তের গোলে সরাসরি গোলও করতে পারে। অবশ্য স্বীয় সীমা থেকে।

(৩) গোলীর ক্ষেত্রে 'নাইন পেন্যাল অফেন্স' প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রযোজ্য হবে আটটি অপরাধ। অর্থাৎ হ্যাণ্ডবল বাদ থাকবে অবশ্য স্বীয় সীমাটুকু ছাড়া।

(৪) বল ধরা বা প্রতিপক্ষকে বাধা দেয়া অবস্থা ছাড়া গোল-এরিয়ায় গোলীকে চার্জ করা যায় না।

(৫) গোলীর হাতে বল থাকলে সেই বলে কেউ পায়ের ব্যবহার করতে পারে না।

(৬) বলটি ধরে খেলার মধ্যে দেবার কালে গোলীকে কোন আক্রমণকারী অবরোধ করতে পারে না।

প্রঃ (১৩১) খেলা শুরু করার আগে তিন নম্বর আইনে, রেফারীর অবলোকন কি হবে?

● (১) দলীয় গোলীরা মাঠে নেমেছে কিনা।

(২) কোন দলে ১১ জনের বেশী বা ৭ জনের কম আছে কিনা।

(৩) কোন 'সাস্‌পেণ্ড' খেলোয়াড় বা অবৈধ খেলোয়াড় খেলায় অংশ নিচ্ছে কিনা।

(৪) প্লেয়ার-লিষ্ট জমা পড়েছে কিনা।

(৫) অংশগ্রহণকারী দলীয়রা গোল লাইনের কাছাকাছি বসে থেকে পরিচালন কার্যে অসুবিধা ঘটাচ্ছে কিনা।

(৬) যে যার অর্দ্ধাংশে ঠিক মতো অবস্থান করছে কিনা।

(৭) খেলোয়াড়দের সাজ-পোশাক যথার্থ আছে কিনা। বিশেষ করে গোলীর।

প্রঃ (১৩২) খেলাতে গিয়ে দেখলেন একদলে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলতে নেমেছেন জনৈকা সেরা মহিলা অ্যাথলেট্‌। রেফারী কি ভুমিকা নেবেন যদি প্রতিপক্ষ দল আপত্তি তোলে?

● সর্বাগ্রে রেফারীকে টুর্ণামেণ্টের নিয়মাবলীগুলি জেনে নিতে হবে। সেই টুর্ণামেণ্টে যদি ঘোষণা থাকে—এই প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র 'পুরুষদের জন্য' বা 'মহিলাদের জন্য' অথবা 'পুরুষ মহিলা একত্রে খেলা নিষিদ্ধ' তাহলে সেখানে অনায়াসেই হস্তক্ষেপ চলবে। আর যদি কোনরকম কিছু নির্দেশ না দেওয়া থাকে তাহলে রেফারীর কিছু করণীয় থাকতে পারে না। যেমন, আজকাল বহুস্থানে মহিলা ফুটবলের প্রচলন দেখা যাচ্ছে। মহিলা বা প্রমীলা ফুটবল মানেই হল—কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য সীমাবদ্ধ যে প্রতিযোগিতা। মহিলা কথাটি উল্লেখ থাকা মানেই হল, পুরুষের আবির্ভাব সেখানে নিষিদ্ধ। কাজেই টুর্ণামেণ্টের নির্দেশাবলীতে মহিলা বা পুরুষের কোনরকম নামগন্ধ না থাকলে কোনমতেই সেই মহিলা ফরোয়ার্ডকে বিরত করা যাবে না খেলা থেকে। কারণ, 'প্লেয়ার' এই বিশেষ কথাটির উৎপত্তি হয়েছে—ইংরেজীর 'প্লে' শব্দ থেকে। অর্থাৎ যে খেলে, সে-ই হবে সেই খেলার-ই খেলোয়াড়। ফুটবল আইনে, তিন নম্বর ধারায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—খেলাটি হবে দুটি দলের মধ্যে এবং কোন দলে এগার জনের বেশী খেলোয়াড় অংশ নিতে পারবে না। উভয় দলের সেই এগারো জনকেই যে কেবলমাত্র পুরুষ হতে হবে বা মহিলা হতে

পারবে না—তা কিন্তু বলা নেই কোথাও। কাজেই সেই মহিলা অ্যাথলেটের সাজ-সরঞ্জাম এবং অন্যান্য বিষয়গুলি যদি আইনানুগ থাকে তাহলে রেফারীকে বিপক্ষের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও খেলবার অনুমতি দিতে হবে।

প্রঃ (১৩৩) খেলোয়াড় মাঠে নেই। অথচ রেফারী তার ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন কি?

● হ্যাঁ পারেন। খেলোয়াড় মাঠে ঢুকুক বা না ঢুকুক, সমস্ত খেলোয়াড়েরাই সর্বদা রেফারীর এক্তিয়ারভুক্ত কর্তৃত্বের আওতায় থাকবে। তারা মাঠের বাইরে ভিতরে বা বিরতিরকালে কিছু নিয়মলঙ্ঘনীয় কাজ করলে রেফারী তার সমুচিত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

প্রঃ (১৩৪) মাঠে সর্বমোট আঠার জন খেলোয়াড় নামলে রেফারী খেলা শুরু করতে পারবেন, কি পারবেন না?

● (১) খেলাটি যদি ৯ জনের খেলা হয় এবং উভয় দলে যদি গোলী সমেত (৯+৯=১৮) ১৮ জনই থাকে তাহলে শুরু করতে বাধা নেই।

(২) কেবলমাত্র এক দলের হয়েই যদি ১৮ জন মাঠে নামে—তাহলে রেফারী খেলাটি শুরু করতে পারবেন না। কারণ, কোন দলেই ১১ জনের বেশী মাঠে থাকতে পারে না।

(৩) আন্তর্জাতিক সংস্থা ৭ জনের কম হলে খেলাটি বাতিলের যে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে তা যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতায় অনুমোদিত থাকে—তাহলে কোন দলে ৭ জনের কম থাকলেই খেলাটি শুরু হতে পারবে না।

৪) উভয় দলের খেলোয়াড়দের গড় সংখ্যা যদি গোলী সমেত নিম্নরূপ দাঁড়ায় তাহলে খেলাটি শুরু হতে বাধা থাকবে না। যথা (৭+১১), (৮+১০) এবং (৯+৯)।

প্রঃ (১৩৫) যথা সময়ের মধ্যে একদলের হাজির হল মাত্র ছ'জন খেলোয়াড়, বাকিদের কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় ঐ দল সময়ের আবেদন জানালে—রেফারী কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন?

● যতক্ষণ পর্যন্ত টুর্ণামেণ্টের নির্দেশ দেওয়া আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রেফারী বাধ্য থাকবেন মাঠে অবস্থান করতে। তারপর সৌজন্যতাবশতঃ তিনি কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবেন সেটা নির্ভর করবে তার মর্জির ওপর। অবশ্য কখনোই তিনি এমন মর্জি দেখাবেন না যাতে করে খেলা শেষ করতে তার পক্ষে অসুবিধা হবে।

প্রঃ (১৩৬) রেফারীর অনুমতি ছাড়া, কোন খেলোয়াড় কি মাঠে ঢুকতে বা মাঠের বাইরে যেতে পারে?

● হ্যাঁ পারে। টাচ লাইন ঘেঁষে দ্রুতগামী কোন আউট দৌড়বারকালে যদি গতি সামলাতে না পেরে মাঠের সীমা ছাড়িয়ে বাইরে চলে এসে আবার সেই বলটিকে খেলবার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি মাঠে ঢুকে পড়ে।

গোলকিক, কর্ণারকিক, যে কোন লাইনের ওপরে বসানো কোন ফ্রি-কিক অথবা থ্রোইন নেবার কালে, যদি সেই খেলোয়াড়কে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে কাজ সমাধা করার জন্য মাঠের বাইরে গিয়ে আবার মাঠে ঢুকতে হয়, তাহলে কোনরকম অনুমতির দরকার হবে না।

প্রঃ (১৩৭) রেফারীর অনুমতি না নিয়েই জনৈক খেলোয়াড় মাঠ ছেড়ে বাইরে চলে গেল আর ফিরে এলো না—রেফারী কি করবেন?

● খেলোয়াড়টি যদি আহত হয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আর বলার কিছু থাকতে পারে না। তবে রেফারীকে অমান্য বা অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি বেরোয়, তাহলে যে করেই হোক না কেন, তার নামটি সংগ্রহ করে নিয়ে পরে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দিতে হবে।

মনে রাখা দরকার—বিনা অনুমতিতে ওভাবে মাঠ ছাড়লে তার স্থলে বদলী নামবার অবকাশ থাকতে পারবে না।

প্রঃ (১৩৮) রেফারীকে খেলা শুরুর আগেই খেলোয়াড় তাড়াতে দেখে, তৎপর কোচ তাড়াতাড়ি করে একজনকে ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন—ঠিক হল কি কাজটা?

● হতে পারে। যদি, (১) তার নাম থাকে লিষ্টে। (২) তার সাজপোশাক ঠিক থাকলে। (৩) খেলোয়াড়টি বেরিয়ে আসার পর যথাস্থান দিয়ে, যথার্থভাবে অনুমতি চেয়ে নিয়ে মাঠে নামলে।

প্রঃ (১৩৯) দলের প্রয়োজনে একজন গোলী কি কর্ণার-কিক, গোলকিক, পেন্যাল্টি-কিক, থ্রোইন এবং যে কোন ফ্রি-কিক নিতে পারে?

● হ্যা পারবে। কোন বাধা নেই।

প্রঃ (১৪০) 'কিক অফ' করা হচ্ছে। ঐ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে এক দলের সবাই সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যরেখার কাছাকাছি। আর, আরেক দলের মাত্র দুজন ছাড়া সবাই দাঁড়িয়ে আছে তাদের গোল

লাইনের কাছাকাছি। খেলাটি শুরু হতে পারবে কি—ওভাবে দাঁড়ালে ?

● হ্যাঁ, হতে পারবে। কারণ আইন বলছে, কিক্ অফের কালে খেলোয়াড়রা যেন যে যার অর্ধাংশে অবস্থান করবে। কি ভাবে, কোন ছকে দাঁড়াবে তা কিছু বলা নেই আইনে। কাজেই খেলোয়াড়েরা নিজ অর্ধাংশের যেখানে খুশী সেখানে দাঁড়াতে পারে।

প্রঃ (১৪১) সকলের অগোচরে একজন বহিষ্কৃত খেলোয়াড় হঠাৎ মাঠে ঢুকে (১) একটি গোল করে বসলো (২) স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে ঢুকে হাতে করে একটি অনিবার্য গোল রুখে দিল—কি করবেন রেফারী ?

● রেফারী সাথে সাথে খেলা থামাবেন। বহিষ্কৃত খেলোয়াড়কে আবার মাঠ থেকে তাড়াবেন। পরে তার নামে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি গোলটি বাতিল করে দেবেন এবং যেখান থেকে সট মেরে গোল দেয়া হয়েছিল—সেখানে বসাবেন ইনডিরেক্ট কিক্। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আগের প্রাথমিক পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করার পর পেন্যাল্টি বসাবেন।

প্রঃ (১৪২) একটি উত্তেজনাপূর্ণ খেলায়, পেছিয়ে থাকা দলের সবচেয়ে নির্ভরশীল খেলোয়াড় সেণ্টার ফরোয়ার্ড হঠাৎ মাথায় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হল। শুশ্রূষার পর রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ পরে সেই ফরোয়ার্ড খেলবার অনুমতি চাইলো। রেফারী দেখলেন তখনো তার ব্যাণ্ডেজ ভেদ করে রক্ত ঝরে পড়ছে। সম্পূর্ণভাবে নিরাময় না হবার জন্য রেফারী তাকে অনুমতি দিতে না চাইলে, নাছোড়বান্দা সেই ফরোয়ার্ড কিছুতেই সে আদেশ মানতে চাইলো না ; সে তখন জানালো, যতই তার বিপদ হোক না কেন দলের ঐ অবস্থায় তাকে মাঠে না থাকলেই নয়। কাজেই সে খেলবেই। এরকম পরিস্থিতিতে রেফারী কি করবেন ?

● অনুপস্থিতির জন্য দলের মধ্যে নিদারুণ এক অভাব সৃষ্টি হবার দরুণ এবং সেই সঙ্গে দলীয় অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে ওঠার জন্য যে উগ্র মমত্ববোধ জেগে ওঠে—সেটা যতই স্বাভাবিক হোক না কেন বা স্বতঃস্ফূর্ত হোক না কেন রেফারীকে সব সময় সেই সব উদ্বুদ্ধতার বিরোধীতা করতে হবে বৃহত্তর নিরাপত্তার জন্য। কাজেই, রেফারী কোনমতেই নিছক সেন্টিমেণ্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন কিছু করতে

যাবেন না, যাতে করে কোন খেলোয়াড়ের পরবর্তী অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে উঠতে পারে বা ভয়ানক কিছু একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। সুতরাং রেফারী যতক্ষণ মনে করবেন খেলোয়াড় সার্বিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি বা খেললে তার বিপদ বাড়বে বই কমবে না, সে সব ক্ষেত্রে রেফারী কিছুতেই অনুমতি দেবেন না।

প্রঃ (১৪৩) খেলা শুরু হয়ে যাবার সাত মিনিট পর জানা গেল একদলে ১২ জনে খেলে চলেছে—কি করবেন রেফারী?

● খেলা শুরু হতে যাবার মুখে রেফারীর উচিত খেলোয়াড়দের সংখ্যা গুণে নেয়া। সেই কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করার পর যদি দেখা যায় কোন দলের হয়ে বারজন খেলছে, তাহলে রেফারী সেইখানেই খেলাটি বন্ধ করে দেবেন এবং পরে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

(বিঃ দ্রঃ—উভয় দল সমস্ত কিছু সুবিধা-অসুবিধার বিনিময়ে, কোনরকম সর্ত আরোপ না করে, একমত হয়ে যদি রেফারীকে খেলাটি চালিয়ে যেতে অনুরোধ করে, তাহলে রেফারী সেই সাত মিনিটকে ছাটাই করে, নূতনভাবে খেলাটি শুরু করতে পারেন বলে এক পরামর্শ দেয়া আছে।)

প্রঃ (১৪৪) রেফারীর অনুমতি না নিয়ে দলীয় গোলী স্বীয় দলের ব্যাকের সাথে স্থান বদল করে নিল। শুধু স্থান নয় জামাও। কিছুক্ষণ পর আগের গোলী অর্থাৎ যে এখন ব্যাকে খেলছে, সে যদি স্বীয় সীমার মধ্যে (পেন্যাল্টি) হাতে করে বল খেলে ফেলে—রেফারী কি দেবেন?

● রেফারী কোনরকম দ্বিধা না করে—পেন্যাল্টি বসাবেন। কারণ না বলে-কয়ে স্থান বদল করার চাইতে হ্যাণ্ডবল করাটা আরো অধিক গুরুতর অপরাধ—তাই পেন্যাল্টি দেবেন। উপরন্তু না বলে-কয়ে স্থান বদলের জন্য সতর্ক করতে হবে ও পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (১৪৫) অবস্থা এবারে ঠিক বিপরীত ধরনের। অর্থাৎ ভূতপূর্ব ব্যাক যে এখন গোলীর জামা পরিধান করে নিয়ে, মিনিট সাতেকের মত খেলে নিয়েছে সে যদি পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে হাত দিয়ে বল ধরে—কি দেবেন রেফারী?

● এ ক্ষেত্রে কিন্তু আর পেন্যাল্টি দেয়া যাবে না। বিনা অনুমতিতে স্থান পরিবর্তন করে এভাবে খেলার জন্য বর্তমান গোলীকে সতর্ক করে দিতে হবে এবং পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। আইন এই পরিস্থিতিতে খেলার মাঝপথে কোনরকম হস্তক্ষেপ না চালাবার পরামর্শ দিয়েছে। কাজেই বল বাহিরে গেলে

গোলীকে সতর্ক করার পর যে ভাবে খেলাটি শুরু হবার কথা ছিল সে ভাবেই শুরু করতে হবে।

প্রঃ (১৪৬) আগেকার প্রশ্নটির পরিপ্রেক্ষিতে কেন পেন্যাল্টি দেয়া যাবে না—বলুন তো ?

● কোন দলই কখনো গোলী ছাড়া খেলতে পারে না। দলে গোলী না থাকলে, সে দলকে সম্পূর্ণ দল হিসেবে মানা যায় না মোটেও। যায় না বলেই রেফারীর পক্ষে খেলাটি শুরু করা বা চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া গোলরক্ষকতা করতে হলে তার গায়ে থাকতে হবে ভিন্ন রঙের জামা, যাতে তাকে স্বতন্ত্রভাবে বুঝে নেওয়া যায়। এখানে ভূতপূর্ব ব্যাক গোলীর যথার্থ পোশাক পরে যখন মিনিট সাতেক খেলে নিয়েছে তখন সেই অধ্যায়কে বা সেই দলের গোলীর অস্তিত্বকে কোন মতেই আর অস্বীকার করার পথ থাকে না। অস্বীকার করতে গেলেই ধরে নিতে হবে সেই দলে ততক্ষণের জন্য কোন গোলী ছিল না। কাজেই সেই অংশকে যখন বাদ রাখা যাচ্ছে না, তখন সেই সময়টুকুর জন্য ভূতপূর্ব ব্যাককেই মেনে নিতে হবে দলীয় গোলী হিসেবে। মেনে নিতে গেলে তার প্রতিষ্ঠিত অধিকারকেও স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কাজেই পেন্যাল্টির কোন অবকাশ থাকতে পারছে না। তবে না বলে কয়ে স্থান বদল করার জন্য তাকে সতর্ক করতে হবে ও পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (১৪৭) রেফারী একজন খেলোয়াড়কে ভুল করে হলদে কার্ড দেখাতে গিয়ে লাল কার্ড দেখিয়ে ফেললেন, তার জন্য সেই খেলোয়াড় মাঠ ছাড়তে বাধ্য থাকবে কি—যদি রেফারী তার ভুল বুঝতে পারেন ?

● রেফারী যদি ভুল শুধরে নিতে চান তাহলে আর সেই খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে যেতে হবে না। তবে এ ধরনের ভূমিকা হবে নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কাজেই খেলোয়াড়কে কার্ড দেখানোর সময়ে রেফারীকে খুব সচেতন থাকতে হবে।

প্রঃ (১৪৮) খেলার সাময়িক বিরতিতে, বাটা দলের ব্যাক্ মাঠ ছাড়ার অনুমতি চেয়ে নিল। মাঠ ছাড়ার পথে সে মাঠের মধ্যেই একজন প্রতিপক্ষের তলপেটে খুব জোর ঘুষি চালালো। কিন্তু তখনো অপেক্ষমান বদলী খেলোয়াড়টি মাঠে ঢুকবার অবকাশ পায় নি বা ঐ অবস্থার দরুণ রেফারীও কোন রকম সম্মতি জানাতে পারেন নি। এই অবস্থায় সেই অপেক্ষমান খেলোয়াড়টি মাঠে ঢুকতে চাইলে, রেফারী কি করবেন ?

● রেফারী ছুটে গিয়ে বাটার ব্যাককে বহিষ্কার করা হল বলে জানিয়ে দেবেন।

পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাবেন। তার স্থানে আর কোন বদলী নামতে পারবে না। কাজেই বাকি সময় সেই দলকে একজন কমে খেলতে হবে। কেউ মাঠ না ছাড়লে অপরের মাঠে ঢোকার সুযোগ নেই। তাছাড়া মাঠ ছাড়ার আগেই যখন মাঠের মধ্যে অপরাধ সংগঠিত করা হয়ে গেছে তখন আর বদলীকে মাঠে ঢুকবার অনুমতি দেওয়া যাবে না কোনমতে।

প্রঃ (১৪৯) খেলার বিরতিতে সেই ব্যাক মাঠ ছাড়তে চাইলো। ব্যাক মাঠ ছেড়ে চলে যাবার পর, বদলী বার নম্বর খেলোয়াড় মাঠে ঢুকবার পথে মধ্য মাঠেই একজন প্রতিপক্ষের মুখে ঘুষি চালালো—রেফারী কি করবেন ?

● রেফারী সাথে সাথে সেই বার নম্বরকে বহিষ্কার করে দেবেন। পরে তার নামে রি. .র্ট পাঠিয়ে দেবেন। সে আর কোন মতেই মাঠে বদলী হিসেবে নামতে পারবে না। এমন কি সে দলও আর কোন বদলীর সুযোগ পাবে না। অর্থাৎ পরবর্তী অধ্যায়ে সে দলকে একজন কমে খেলতে হবে। খেলাটি যেহেতু বন্ধ ছিল সেহেতু শুরু হবে, যেভাবে শুরু হবার কথা ছিল।

একটি উদ্ধৃতি :

একটি উত্তেজনাময় গুরুত্বপূর্ণ খেলা সার্থকভাবে পরিচালনা করে আসার পর, পরবর্তী অধ্যায়ের হাল্কা খেলাটিকে কখনো লঘু মেজাজে গ্রহণ করা উচিত নয়।

—'সি, আর, এ'-র স্যুভিনিয়র, '৫৭

চার নম্বর আইন

খেলোয়াড়দের সাজ-সরঞ্জাম
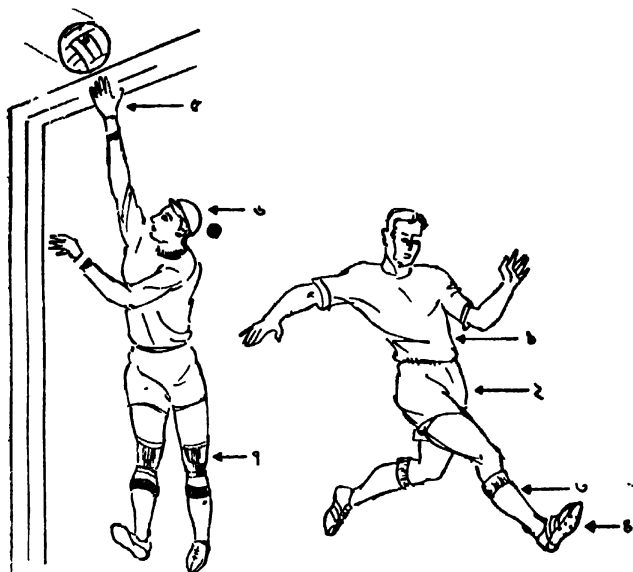
খেলোয়াড়দের সাধারণ সাজ-পোশাকের কয়েকটি নমুনা। (১) গায়ের জার্সি বা জামা (২) হাফ্ প্যান্ট (৩) মোজা (৪) বুট বা জুতো। গোলরক্ষকরা অনেক সময় ব্যবহার করে থাকে। (৫) গ্লাভস্ (৬) কাউন্টি ও (৭) নিক্যাপ্।

এই আইনের মুল বক্তব্য ঃ

[কোন খেলোয়াড়-ই এমন কিছু পরতে বা ব্যবহার করতে পারবে না যেটা অন্যান্য খেলোয়াডদের কাছে বিপদজনক মনে হতে পারে। গোলরক্ষকদের পরিহিত পোশাকের রঙ্ অন্যান্য খেলোয়াডদের এবং নিযুক্ত রেফারীর জামার রঙে্র সাথে যেন মিলে না যায়। সর্বদাই একনজরে গোলীদের যেন স্বতন্ত্র ভাবে চেনার উপায় থাকে। কোনকারণে খেলোয়াড়দের সাজ-সরঞ্জাম হঠাৎ অকেজো বা বিপদজনক হয়ে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মাঠের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক করে আসার জন্য। সেই খেলোয়াড় খেলার সাময়িক বিরতির কালে, রেফারীর অনুমতি নিয়ে ও সেই সাজ-সরঞ্জাম পরীক্ষার সুযোগ দিয়ে, সমর্থন পাবার পর তবে পরবর্তী অধ্যায়ে খেলার সুযোগ পাবে। মনে রাখতে হবে—খেলোয়াড়দের সরঞ্জামের মধ্যে খেলোয়াড়দের বুট হল প্রধান। সেই বুট খুব ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার। বুটের সার্বিক আলোচনা রাখা হয়েছে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে।]

প্রঃ (১৫০) যথার্থ ফুটবল বুটের সার্বিক বর্ণনা দিন তো?

● ফুটবল বুট্ কখনোই এমন ধরনের বা এমন বস্তুতে প্রস্তুত হতে পারবে না যেটা অন্য কারুর পক্ষে সামান্যভাবেও বিপদজনক মনে হতে পারে। আইনে বুটের উপরিভাগ নিয়ে, মোটেও মাথা ঘামানো হয় নি। বুটের যাবতীয় বিধি নিষেধগুলি কেবল মাত্র আরোপ করা হয়েছে তার তলাকার অংশের বৈশিষ্টগুলি নিয়ে।
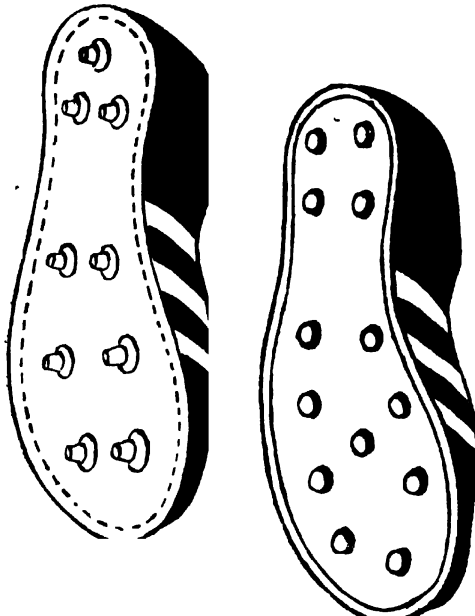
নূতন ধরনের ষ্টাড্ যেটা শোলের-ই অংশ হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে বুটের তলায়।

আলাদা করে জুড়ে দেয়া যায় —এই ধাচের চামড়ার ষ্টাড্।

বুটের তলাকার বারগুলিকে হতে হবে :

(১) শুধুমাত্র চামড়ার বা রাবারের।

(২) বারগুলি বুটের সামগ্রীক প্রস্থকে ছাপিয়ে থাকতে পারবে না।

(৩) বুটের তলায় সেগুলিকে জুড়তে হবে—আড়াআড়ি ভাবে।

(৪) বারের শেষাংশগুলি গোল করে কেটে দিতে হবে।

(৫) বারগুলিকে হতে হবে নীরেট ধরনের এবং তার উপরিভাগ থাকবে সমান।

(৬) বারের উচ্চতা ¾" ইঞ্চির বেশী হতে পারবে না এবং তার ওপরকার অংশের প্রস্থ ½" ইঞ্চির কমও হতে পারবে না।

গুটিকাগুলি অর্থাৎ 'ষ্টাড'গুলিকে হতে হবে ঃ

(১) চামড়া, রাবার, প্লাস্টিক, এলুমনিয়ম বা ঐ জাতীয় কোন নীরেট পদার্থের।

(২) ষ্টাড-এর উপরিভাগ সমান থাকা অবস্থায় গোলাকার হতে হবে।

(৩) ওর ও' রকার ব্যাস ½" ইঞ্চিব কম হতে পারবে না এবং উচ্চতায় ¾" ইঞ্চির বেশী হতে পারবে না। এটা মাপতে হবে—ষ্টাড বসাবার ভিতের অংশকে বাদ দিয়ে।

(৪) স্ক্রু-প্যাচ দেওয়া ষ্টাডেরও ব্যবহার চলতে পারবে। তবে স্ক্রুটিকে হতে হবে ষ্টাডেবই অংশ। সেগুলি বুটের তলায় বেশ পোক্তভাবে জুড়ে দিতে হবে। বুটের তলায় যে চাকতির সাথে ওগুলি জুড়ে দিতে হবে, সেই চাকতির পরিবর্তে কোন ধাতুর পাতকে রাবার বা চামডায় মুড়িয়ে কাজ সারা যাবে না। এই ষ্টাডে কোনরকম কারুকার্য চলবে না।

আরেক ধরণের ষ্টাড আছে যেগুলি অপবিবর্তনীয় অবস্থায়, শোলেরই অংশ হিসেবে একই ছাঁচে আবদ্ধ থেকে তলা জুড়ে ছড়িযে আছে। সেগুলির সংখ্যা কম করে দশটি হতে হবে। তাদের ব্যাস ⅜" ইঞ্চি বা ১০ মিলিমিটারের কম হতে পারবে না। এই ষ্টাডগুলি আবার—রাবার, প্লাষ্টিক্‌, পলিথিন বা ঐ জাতীয় কোন নমনীয় বস্তুর হতে হবে।

বুটের তলায় একত্রে 'ষ্টাড' এবং বারের ব্যবহার চলতে পারে। সেগুলি পেরেকের সাহায্যে আটকানো থাকলে পেরেকের সামান্য অংশও যেন জেগে থাকতে না পারে।
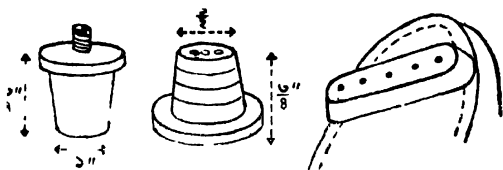
স্ক্রু-প্যাচ দেয়া ষ্টাড্   চামড়ার ষ্টাড্   বুটের তলাকার রাবারের বার

প্রঃ (১৫১) খেলোয়াড়দের যথারীতি সাজ-পোশাক বলতে কি বোঝায়?

● খেলোয়াড়দের যথারীতি বা সাধারণ সাজ-পোশাক বলতে বোঝাবে ঃ

(১) দলীয় জার্সি (ফুল হাতা বা হ্যাফ হাতা) (২) হ্যাফ প্যাণ্ট (৩) পায়ের

মোজা (৪) পায়ের বুট। ১৯৭৩ সন থেকে হ্যাফ প্যাণ্ট ছাড়াও ট্রাক স্যুট বা ঐ জাতীয় ট্রাউজার ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

গোলীদের জামা ভিন্ন রঙের হতে হবে এবং উভয় দলের জামার রঙও আলাদা ধরনের হতে হবে। গোলীদের জামা ভিন্ন রঙের হলেও কোন দলীয় জার্সির সাথে বা রেফারীর জামার সাথে সেটা মিলে যেতে পারবে না।

প্রঃ (১৫২) রেফারীর কর্তব্য হল খেলোয়াড়েরা যাতে "এমন কিছু" সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার না করে যেটা অন্য কারুর পক্ষে বিপদজনক মনে হতে পারে। এই "এমন কিছু" কথাটার তাৎপর্য কি ব্যাখ্যা দিন।

● আইন অনুযায়ী যথারীতি সাজ-সরঞ্জাম হচ্ছে—জার্সি, হ্যাফ প্যাণ্ট, মোজা এবং বুট। এর বাইরে আর যা কিছু ব্যবহৃত হবে—সেটাই হবে—"এমন কিছু"। তবে সেই 'এমন কিছু' গুলি কোন মতেই বিপদজনক ধরনের হতে পারবে না। এমন কিছুর মধ্যে পড়ছে:—গোলীর গ্লাভস্, মাথার টুপী এবং হাতের ব্যাণ্ডেজ। অন্যান্য খেলোয়াড়দের—নিক্যাপ, অ্যাংক্লেট, সিন্‌গার্ড, ব্যাণ্ডেজ, গার্ডার, চুল বাঁধার 'নেট', নমনীয় বেলট—ইত্যাদি ধরনের সরঞ্জাম।

প্রঃ (১৫৩) বুট পরে খেলতেই হবে এমন ধরনের বাধ্যবাধকতা আছে কি?

● না, সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় যদি পায়ের বুটকে আবশ্যিক করা থাকে তবে, বুট পরিধান অপরিহার্য হবে। অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন বুটকে আবশ্যিক করেছে। কাজেই এখানে বুট ছাড়া চলবে না।

আধুনিক ধাচের বুট
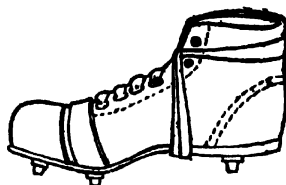
পুরানো ধরনের ইংলিশ বুট

প্রঃ (১৫৪) রেফারীরা খেলার কোন কোন সময় এবং কতবার করে খেলোয়াড়দের বুট পরীক্ষা করতে পারেন?

● খেলার যে কোন সময় এবং যতবার খুশী ততবার।

প্রঃ (১৫৫) রেফারীরা কি 'ড্রেসিং-রুমে' গিয়ে খেলোয়াড়দের বুট তদারক করতে পারেন?

● হ্যাঁ পারেন। শুধু 'ড্রেসিং রুমে' নয়। সন্দেহ হলে যে কোন স্থানে সেটা করা সম্ভব।

প্রঃ (১৫৬) এক দলে ৮ জন এবং অপর দলে সবাই বুট পরে খেলছে —রেফারীর করণীয় কি হবে?

● সর্বাগ্রে জানতে হবে সেই প্রতিযোগিতায় বুটকে আবশ্যিক করা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে যে তিনজন বুট পরেনি তাদের মাঠের বাইরে পাঠাতে হবে বুট পরে আসার জন্য। আর যদি আবশ্যিক নাও থাকে, তাহলেও সেই তিনজনকে খালি পায়ে খেলতে দেয়া উচিত হবে না। কারণ সবাই যেখানে বুট পরে খেলছে সেখানে কয়েকজন মাত্র খালি পায়ে খেলা মানে এক বিপদজনক অবস্থার মধ্যে থাকা। কাজেই রেফারী তাদের খেলতে অনুমতি নাও দিতে পারেন।

প্রঃ (১৫৭) জামার রঙ এক ধরনের হওয়ায় একদল উপায় খুঁজে না পেয়ে খালি গায়ে খেলবার আবেদন জানাল?

● তাদের আবেদন অগ্রাহ্য হবে। জামা ছাড়া খেলা শুরু করা যাবে না।

প্রঃ (১৫৮) দু-দলেরই জামার রঙ্ নীল। রেফারী কি করবেন?

● দু-দলের জামার রঙ্ এক ধরনের হলে কি করতে হবে আইনে তা বলা নেই। কাজেই সংশ্লিষ্ট সংস্থায় কিছু নিয়ম আছে কিনা সেটা জেনে নিতে হবে। না থাকলে উভয় দলের সম্মতিতে টসের সাহায্যে কোন দল জার্সি ছাড়বে তা ঠিক করা যায়। এ ধরনের ঘটনায় হোম-টীমকে সরাসরি আবেদন করা যায়—জার্সি পাল্টাবার। সব অনুরোধ যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে খেলাটি বন্ধ করে রেফারী পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

প্রঃ (১৫৯) ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কনুইতে প্লাষ্টার বেঁধে জনৈক খেলোয়াড় খেলবার দাবী জানালে—কি করবেন রেফারী?

● তার দাবী অগ্রাহ্য হবে। মাঠে কোন কারণে রেফারী যদি মনে করেন খেলোয়াড়ের যে কোন সাজ-সরঞ্জাম বিপদজনক, তাহলে যারই পরামর্শ থাকুক না কেন, রেফারীর বিবেচনার ওপর কারুর কথা টিকবে না।

প্রঃ (১৬০) অল্পেতেই সর্দি হয়, এমন একজন খেলোয়াড় বৃষ্টিতে ওয়াটার-প্রুফ পরে খেলবার দাবী জানাতে থাকলো। কি করবেন রেফারী?

● তার আবেদন নাকচ করে দিতে হবে। কারণ ওটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। খেলার পক্ষে ওয়াটার প্রুফ মোটেই সহজ বা স্বাভাবিক ধরনের পোশাক হতে পারে না। যে কোন সময় শরীরে বা পায়ে বেঁধে, বিপদ হতে পারে। তাছাড়া জার্সির রঙও ঢাকা পড়ে থাকবে। বেশী পীড়াপীড়ি করলে সতর্ক

করে দিতে হবে। তাতে কাজ না হলে বহিষ্কৃত হবে। সতর্ক বা বহিষ্কার করা হলে পরে রিপোর্ট জানাতে হবে।

প্রঃ (১৬১) কোন রকম অপরাধ ছাড়াই একজন খেলোয়াড়কে বহিষ্কার করা যাবে—সেটা কোন সময়?

● খেলোয়াড়ের সাজ-সরঞ্জাম হঠাৎ আইনবিরুদ্ধ হয়ে উঠলে।

প্রঃ (১৬২) হকির মত ফুটবলেও কি সাময়িক বহিষ্কার চলতে পারে?

● পারবে। হঠাৎ সাজ-সরঞ্জাম অকেজো হয়ে উঠলে সেটা বদলের জন্য সাময়িক বহিষ্কার চলতে পারে।

প্রঃ (১৬৩) খেলা হচ্ছে লালের সাথে নীল দলের। উভয় গোলীর হলদে জার্সি। কিছু বাধা আছে কি?

● এমনিতে কোন বাধা নেই। তবে সেই টুর্নামেন্টে যদি গোলীর জার্সি হলদে হতে পারবে না বলে নির্দেশ দেয়, তাহলে বাধা দিতে হবে।

প্রঃ (১৬৪) খেলা চলছে লালের সাথে নীল দলের। লালের গোলী নীল, আবার নীলের গোলী লাল জার্সি পরে মাঠে নামলো, খেলা শুরু হবে কি?

● খেলা চালু করা যাবে না। যতক্ষণ না উভয় গোলী লাল বা নীল জামা ছাড়া অন্য কোন রঙের জামা পরবে। অবশ্য কালো জামাও পরতে পারবে না যদি রেফারীর গায়ে কালো জামা থাকে। গোলীর জামা সর্বক্ষেত্রে এমন রঙের হতে হবে যেটা কোন দলের বা রেফারীর সাথে মিলে না যায়। গোলীকে স্বতন্ত্রভাবে বোঝা যায়—এমন পোশাকই পরতে হবে তাদের।

প্রঃ (১৬৫) বলটা গোলে ঢুকতে চলেছে গড়াতে গড়াতে। ইত্যবসরে গোলীর (১) মাথা থেকে 'কাউন্টি' খুলে গিয়ে তা আটকে গেল (২) 'কাউন্টি'তে আটকেও বল গোলে ঢুকলো (৩) গোলী যদি ইচ্ছে করে কাউন্টি ছুড়ে বল আটকে দেয়—কি হবে?

● (১) খেলা চালু থাকবে, কিছু করার নেই।

(২) এ ক্ষেত্রে গোল ধার্য করতে হবে। কারণ এখানে প্রতিপক্ষের অ্যাড্‌ভানটেজের প্রশ্ন জড়িত আছে।

(৩) খেলা থামাতে হবে। গোলীর ইচ্ছাকৃত অন্যায় আচরণের জন্য তাকে সতর্ক করতে হবে। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। খেলাটি শুরু করতে হবে—ইন্‌ডিরেক্ট কিক থেকে। যেখানে বলটিকে টুপী ছুঁড়ে আটকান হয়েছিল।

প্রঃ (১৬৬) প্রচণ্ড একটি সট্ মারতে গিয়ে বুট খুলে গেল পা থেকে। এবং বলের সাথে সাথে সেই বুটও গোলের দিকে ধাবিত হতে থাকলো। ঐ অবস্থায় গোলী বুটটি ধরলো এবং বলও ঐ অবসরে গোলে ঢুকলো—কি হবে?

● পা থেকে বুট খোলার সাথে সাথেই খেলা বন্ধ করে দিতে হবে। সেই খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে যেতে হবে যথার্থ ভাবে বুট পরে আসার জন্য। খেলাটি শুরু করতে হবে—ড্রপ থেকে। যেখানে বুটটি খুলে গিয়েছিল। তবে সেই খেলোয়াড়টি ইচ্ছে করে, বুট আলগা করে নিয়ে, গোলীকে লক্ষ্য করে যদি বুট ছুঁড়ে মারার পরিকল্পনা নিয়ে থাকে এবং সে অভিসন্ধি যদি রেফারী বুঝতে পারেন তাহলে তাকে বহিষ্কার করতে হবে এবং পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। খেলাটি শুরু হবে—ডিরেক্ট কিক থেকে। যেখান থেকে বুট ছোঁড়া হয়েছিল।

প্রঃ (১৬৭) সাজ-সরঞ্জাম হঠাৎ বেঠিক হবার দরুণ একজনকে সাময়িক ভাবে খেলা থেকে বরখাস্ত করা হল। পরবর্তী অধ্যায়ে সে যদি সেই ত্রুটি শুধরে নিয়ে মাঠে ঢুকতে চায়—কিভাবে সে মাঠে ঢুকবে?

● খেলার সাময়ীক বিরতিতে, রেফারীর সম্মতি নিয়ে, টাচ লাইনের ধার দিয়ে মাঠে ঢোকার পর তার নব পর্যায়ের সাজ বা সরঞ্জামকে পরীক্ষা করার সুযোগ দেবার পর রেফারী যদি তাতে সন্তুষ্ট হয়—তবেই সে খেলবার সুযোগ পাবে।

প্রঃ (১৬৮) জার্সির পিছনে 'নাম্বার' থাকাটা কি আবশ্যিক?

● আইনে কোথাও বলা নেই সে কথা। এটা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার ঘোষিত নিয়মের ওপর। যেমন—ন্যাশন্যাল স্কুল ফুটবলে (অটাম-মিট্) 'নাম্বারিং'কে অপরিহার্য করা হয়েছে। মারডেকা বা এশিয় কাপের খেলায় 'নাম্বার' দিয়েই নাকি খেলোয়াড়ের পরিচিতি ঠিক করা হয়।

প্রঃ (১৬৯) চোখের চশমা খুলে গেল। গোলী বল দেখতে পাচ্ছে না বলে সজোরে আবেদন তুললো "রেফারী খেলা থামাও", কি করণীয়?

● কারুর অনুরোধে রেফারী খেলা থামাতে বাধ্য নন। পরিস্থিতি বুঝে তিনি যখন খুশী খেলা থামাতে পারেন। গোলীর চিৎকারের জন্য তিনি তাকে সতর্ক করে দেবেন। এবং পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

প্রঃ (১৭০) শিখেরা হাতে বালা এবং ক্রীশ্চানেরা গলায় ক্রশ্ লকেট পরে এলে—কি করবেন রেফারী?

● রেফারী বিপদজনক মনে করলেই তা বাতিল করতে বাধ্য করাতে পারেন।

হাতে বালা থাকলে তা রুমালে ঢেকে 'ম্যানেজ' করা যেতে পারে। ক্রশ-লকেটকে কোন উপায়ে 'ম্যানেজ' করা না গেলে সেটা খুলে ফেলতে হবে।

প্রঃ (১৭১) কেউ যদি মামুলী ধরনের 'সু' জুতো বা 'কেড্স' জুতো পরে খেলতে নামে—তাকে বাধা দেয়া যাবে কি?

● সেই প্রতিযোগিতায় বুট আবশ্যিক করা থাকলে যাবে আর না থাকলে বাধা দেয়া যাবে না। বাধা দিতে না পারলেও দেখে নিতে হবে সেগুলি যেন কোনমতেই বিপদজনক অবস্থায় না থাকে।

প্রঃ (১৭২) এবারে বলুন তো, সর্বক্ষেত্রে বাধা দেয়া যাবে না কেন?

● প্রতিযোগিতার বিধিতে যদি বলা থাকে, কেবলমাত্র খালি পায়ে খেলা নিষিদ্ধ, তাহলে 'সু' কিম্বা 'কেডসে'—আপত্তি চলবে না। অবশ্য সেগুলি যদি বিপদজনক না থাকে। আর যদি সেই প্রতিযোগিতায়— 'ফুটবল-বুট'-কে আবশ্যিক করা হয়ে থাকে—তাহলে বারণ করতে হবে।

প্রঃ (১৭৩) কেউ যদি 'কেডস' কিম্বা 'সু'-এর তলায় আইন মাফিক 'ষ্টাড' কিম্বা 'বার' লাগিয়ে খেলতে নামে—তাকে বাধা দেয়া যাবে কি?

● না বাধা দেয়া যাবে না। আইনে কেবলমাত্র তলাকার অংশ নিয়েই মাথা ঘামানো হয়েছে। বুটের উপরিভাগের বৈশিষ্ট নিয়ে কিছু সর্ত আরোপ করা হয় নি। সুতরাং 'কেডস' কিম্বা 'সু'-এর তলাকার ষ্টাড এবং বারগুলি যদি যথার্থভাবে আইনানুগ থাকে এবং সেগুলি যদি বিপদজনক ধরনের না হয়—তাহলে আপত্তি চলবে না।

প্রঃ (১৭৪) একই দলের দুজন খেলোয়াড় যদি একই নম্বরের জার্সি পরে খেলায় অংশ নিতে নামে—রেফারীর করণীয় কি হবে?

● যে প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের—'নাম্বারিং'-কে আবশ্যিক করা হয়েছে বা যেখানে নাম্বারিং অনুযায়ী খেলোয়াড়দের রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা আছে—সেখানে এ ব্যবস্থা চলবে না।

প্রঃ (১৭৫) একটা মারাত্মক ধরনের চার্জের পর, দেখা গেল জনৈক রক্ষণকারীর হাঁটু দিয়ে খুব রক্ত ঝরছে এবং একস্থানে একটা ক্ষত চিহ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় রেফারীর করণীয় কি?

● রেফারী সুযোগ এবং সময় মতো খেলাটি থামাবেন। আহতের শুশ্রূষার ব্যবস্থার জন্য তাকে মাঠের বাইরে পাঠাবেন। যার সঙ্গে চার্জের দরুণ ঐ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার বুট পরীক্ষা করবেন। কোন ত্রুটি না পেলে, আর যাদের

সন্দেহ হবে তাদের বুটগুলিও পরীক্ষা করে নিতে পারেন। সামনে বিরতির সুযোগ থাকলে—সেই সময় সকলের বুটগুলি আবার দেখে নিতে পারেন।

প্রঃ (১৭৬) একজন গোলী কালো জামা পরে খেলতে নেমেছে। তাকে রেফারী বারণ করতে পারবেন কি?

● গোলী কখনোই এমন জামা পরতে পারবে না, যেটা অন্য কোন খেলোয়াড় বা রেফারীর জামার সাথে মিলে যায়।

প্রঃ (১৭৭) একজন গোলী পায়ে বুট পরে খেলতে নেমেছে কিন্তু তার পায়ে মোজা নেই—কিছু করার আছে কি?

● হ্যাঁ আছে। মোজা—আবশ্যিক, কাজেই মোজা ছাড়া তাকে অংশ নিতে দেয়া হবে না।

প্রঃ (১৭৮) একজন গোলী (১) ট্রাকস্যুট পরে খেলতে নামলো (২) মাথায় চুলের আধিক্যের দরুণ 'নেট' বেঁধে এলো (৩) হাত ঘড়ি পরে এলো (৪) চোখে চশমা পরে এলো—কি করবেন রেফারী?

● এর যে কোন একটি বিপদজনক ধরনের প্রতিয়মান হলেই রেফারী সেটা বদলাবার আদেশ দিতে পারেন। ট্রাক স্যুট পরে এলে এখন আর বাধা দেবার পথ নেই। কারণ ট্রাক স্যুট্‌কে এখন নিয়মিত পোশাকের আওতায় আনা হয়েছে। চুল বাঁধার 'নেট' খুবই নমনীয় এবং তাতে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই—কাজেই বারণ করা যাবে না। হাত ঘড়ির চেন্, কাঁচ, কাঁটা এবং তার খাঁজ কাটা ধারালো 'বডি' নিঃসন্দেহে সকলের পক্ষে বিপদজনক। কাজেই সেটা ছেড়ে আসতে বলতে হবে। চশমার পক্ষেও যেমন বলা চলে আবার বিপক্ষেও তেমনি বলার যুক্তি রাখে। তবে কেউ চশমা পরে খেলতে নামলে সেটাকে ছেড়ে আসতে বলা মানে তার দৃষ্টিকে কেড়ে নেয়ার সামিল। কয়েকজন খেলোয়াড়কেও ইতিপূর্বে দেখা গেছে চশমা সমেত মাঠে নামতে। 'এফ, এ' প্রণীত—"নো দি গেম" পুস্তিকায় বলা আছে—নিজ দায়িত্বে খেলোয়াড়রা চশমা ব্যবহার করতে পারে। কাজেই চশমাতে আপত্তি না তোলাই শ্রেয়।

পাঁচ নম্বর আইন

রেফারী

রেফারীর অ্যাকশন্ লক্ষ্য করুন। প্রথমটিতে রেফারী ইনডিরেক্ট কিকের নির্দেশ দিচ্ছেন হাত তুলে। পাশেরটিতে রেফারী একটি আবেদনের বিরুদ্ধাচরণ করছেন দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে।

এই আইনের মূল বক্তব্য :

[ফুটবল খেলা—তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে পরিচালিত হতে হবে। তিনজনের মধ্যে একজন হবেন রেফারী এবং অপর দুজন হবেন লাইন্সম্যান। মাঠের মধ্যে রেফারী-ই হবে সর্বেসর্বা। তিনি-ই হবেন মূল বিচারক। সর্বক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন রকম প্রশ্ন রাখা যায় না। এমনকি পরবর্তী পদক্ষেপে, উঁচু মহলে গিয়ে দরবার করাও নিষিদ্ধ। তিনি যখন মাঠে নামেন—তখন, তিনিই হবেন টুর্নামেণ্ট কমিটির সর্বোচ্চতম এবং একমাত্র প্রতিনিধি। ফুটবল আইনের যাবতীয় কর্তৃত্ব তখন তার ওপরেই একচ্ছত্রভাবে বর্তান থাকে। মাঠের মধ্যে তিনিই হবেন—আইনের একমাত্র ধারক, বাহক এবং প্রধান প্রয়োগ কর্তা। এই আইনে—রেফারীর বিভিন্ন সময়কার কর্তব্য, ক্ষমতা, দায়িত্ব, কর্তৃত্ব এবং তার এক্তিয়ার সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা রাখা হয়েছে।]

প্রঃ (১৭৯) মাঠে রেফারীর দরকার হয় কেন, রেফারী না থাকলেই বা ক্ষতি কি?

● খেলার গতি প্রকৃতির মধ্যে, প্রায়ই এমন কতকগুলি দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি বা বিতর্কিত সমস্যার উদ্ভব হতে দেখা যায়, যেগুলির তাৎক্ষণিক মীমাংসা বা সমাধান দেবার জন্য একজন যথার্থ বিশেষজ্ঞের হস্তক্ষেপ বা মধ্যস্থতা না মেনে উপায় থাকে না। তাই আইনের বিধানগুলিকে সময়োচিতভাবে রক্ষা করার জন্য, যথা নির্দিষ্ট পথে সেই আইনগুলিকে সদ্ব্যবহার করার জন্য এবং দল বিশেষের ন্যায্য অধিকারগুলিকে বিধিসম্মত উপায়ে যুগিয়ে দেবার জন্য—একজন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সক্রিয় এবং নিরপেক্ষ ভূমিকাব স্বীকৃতি না থাকলেই নয়।

খেলার মধ্যে, রেফারীর যদি কোনরকম ভূমিকা না থাকতো, তাহলে সমস্যার জট্ খোলার এবং বিতর্কিত অধ্যায়গুলি প্রশমিত হবার কোনরকম সার্থক অবকাশ থাকতো না। ফলে, উভয় পক্ষই তখন নিজ নিজ দাবীতে অটল থেকে, সোচ্চার হয়ে, বাদানুবাদে লিপ্ত থেকে—খেলার সুচীতাকে মলিন করে তুলতো। অচিরেই তখন বিরাজিত হোতো একটা অচল অবস্থা। কাজেই আইনের একমাত্র ধারক ও বাহকরূপে এবং সর্বময় ক্ষমতার ও কর্তৃত্বের একমাত্র অধিশ্বর হিসেবে রেফারীর অবশ্যম্ভাবী ভূমিকা না থাকলেই নয়।

প্রঃ (১৮০) রেফারীর কোন্ কোন্ গুণ থাকা দরকার?

● (১) আইনগুলিকে ভাল করে জানতে হবে ও বুঝতে হবে এবং সেই মত নিয়মিত অভ্যাস রাখতে হবে।

(২) প্রতিটি সিদ্ধান্তকে হতে হবে ন্যায় সঙ্গত এবং নিরপেক্ষ।

(৩ শারীরিক পটুতায় সার্বিকভাবে সক্ষম এবং দৃষ্টি শক্তিও প্রখর রাখতে হবে।

(৪) মানসিক দৃঢ়তায় সর্বসময়ের জন্য বলীয়ান থাকতে হবে।

(৫) চলনে-বলনে, ভাবে-অভিব্যক্তিতে এবং পোশাকে-পরিচ্ছদে খুব 'স্মার্ট' হতে হবে।

(৬) প্রখর ব্যক্তিত্বে, প্রবল আত্মবিশ্বাসে ও সুচতুর বুদ্ধি দীপ্ততায় সর্বক্ষণের জন্য উজ্জীবিত থাকতে হবে।

(৭) ঠাণ্ডা মাথায়, স্থির চিত্তে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা ইতস্তত মনোভাব প্রকাশ না করে, প্রহসনে প্রবৃত্ত না থেকে—সবকিছুর মোকাবিলা করতে হবে।

(৮) সাহসে ভরপুর থেকে সর্বক্ষেত্রে দৃঢ়তাপূর্ণ বাঁশী বাজাতে হবে।

(৯) অযথা হস্তক্ষেপ চালিয়ে, বার বার করে যেন বাঁশী না বাজান।

(১০) আইনের আক্ষরীক অর্থকে প্রাধান্য না দিয়ে—আইনের অন্তর্নিহিত ভাবকেই যেন গুরুত্ব দিতে পারেন সর্বক্ষেত্রে।

প্রঃ (১৮১) রেফারীর সাজ-সরঞ্জামের বর্ণনা দিন তো ?

● (১) সাদা কলার যুক্ত কালো জামা (২) 'স্মার্ট্-কাটিং'-এর কালো হাফ্ প্যাণ্ট্ (৩) রুমাল (৪) সাদা ফিতে যুক্ত হালকা ধরনের কালো বুট্। (৫) কালো পুরো মোজা যার উপরিভাগের ভাজ হবে সাদা। (৬) টসের মুদ্রা (৭) ছোট্ট পকেট ছুরি (৮) নোট প্যাড (৯) সরু পেন্সিল বা ডট্কলম (১০) 'ষ্টপ-ওয়াচ' (১১) 'রিষ্ট-ওয়াচ' (১২) 'প্লেয়ার-লিষ্ট'। ১৩) তীক্ষ্ণ দুটি হুইসেল (১৪) পাম্প বার করে দেবার পিন্ (১৫) লাইন্সম্যানদের ফ্লাগ (১৬) মনোনীত বল।

বিঃ দ্রঃ—রেফারীদের ভিন্ন রঙের আরেক সেট্ পোশাক থাকা দরকার। কোন দলের 'ডার্ক-ব্লু' বা 'ব্লু-ব্লাক' জামা থাকলে—রেফারীর পক্ষে কালো পোশাক পরা উচিত হবে না।
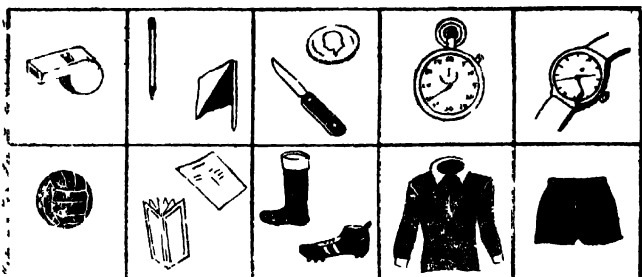
সাজ-সরঞ্জামের কয়েকটি নমুনা

যথা :—হুইসেল, পেনসিল, ফ্লাগ, মুদ্রা, ছুরি, স্টপওয়াচ, হাতঘড়ি, বল, প্লেয়ার-লিস্ট, নোটবুক, মোজা, বুট, সার্ট এবং হাফ্-প্যাণ্ট।

প্রঃ (১৮২) রেফারী তার নোট প্যাডে কি কি প্রসঙ্গ টুকে রাখবেন বলুন তো?

● (১) প্রতিযোগিতার নাম। (২) কোন রাউণ্ডের বা পর্যায়ের খেলা। (৩) প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নাম (৪) মাঠের নাম (৫) নির্দ্ধারিত সময় (৬) তারিখ (৭) টসে জিতল কোন দল (৮) কোন দলের কিক অফ (৯) জার্সির রঙ (উভয় দলের) (১০) উভয় দলপতিদের নাম বা নম্বর (১১) খেলা শুরু হল কখন (১২) বিরতি কখন হবে (১৩) বিরতির পর পুনরারম্ভের সময়. (১৪) খেলা শেষ হবে কখন (১৫) নষ্ট সময়ের হিসেব (১৬) উভয় দলের সতর্কিত ও বহিস্কৃতদের নাম (১৭) প্রথমার্দ্ধের গোল সংখ্যা (১৮) দ্বিতীয়ার্দ্ধের গোল সংখ্যা (১৯) খেলার ফলাফল (২০) স্কোরগুলির সময় (২১) স্কোরারের নাম বা নম্বর (সম্ভব হলে) (২২) খেলার উল্লেখ্য ঘটনাবলী (২৩) লাইন্সম্যানদের নাম (২৪) যারা মাঠ

ছেড়ে চলে যাচ্ছে ও যারা মাঠে ঢুকছে—তাদের নাম বা নম্বর (২৫) টাই ব্রেক হলে (ক) খেলোয়াড়দের পর্যায় ক্রমিক নাম বা নম্বর। (খ) তারা গোল করতে পারলো কি পারলো না তার হিসেব।

প্রঃ (১৮৩) রেফারীর কর্তব্য বলতে কি বুঝবেন? কর্তব্যের কয়েকটি উপমা দিন তো?

● রেফারী ওপর অর্পিত ক্ষমতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠছে তার নানান কর্তব্য। কর্তব্যগুলি হবে রেফারীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় ভূমিকা।

(১) মাঠ ও তার যাবতীয় উপকরণগুলি পরীক্ষা করা।

(২) বলগুলি বেছে মনোনীত করে দেয়া।

(৩) সাজ-সরঞ্জাম বিপদজনক আছে কিনা—তদারক করা।

(৪) যথা সময়ে আইনগুলি প্রয়োগ করা।

(৫) খেলার ফলাফল, সময়, নষ্ট সময় ও অন্যান্য তথ্য ঠিক রাখা।

(৬) লাইন্সম্যানদের কর্তব্য বুঝিয়ে দেয়া।

(৭) প্রয়োজনে খেলা থামানো এবং আবার তা চালু করা।

(৮) যথা সময়ের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করা—ইত্যাদি।

প্রঃ (১৮৪) রেফারীর ক্ষমতা বলতে কি বোঝায়, ক্ষমতার কয়েকটি উপমা দিন তো?

● ফুটবলের আইন প্রণেতাগণ—আইনের একমাত্র ধারক ও বাহক হিসেবে রেফারীর কাঁধেই সমস্তকিছু ক্ষমতা দান করেছে। রেফারীরা সর্বদাই সেইসব ক্ষমতার সাহায্য নিয়ে, মাঠে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খেলাটি নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার পাচ্ছেন। রেফারীরা কখনোই প্রদত্ত ক্ষমতার বাইরে, নিজেদের খেয়াল খুশী মতো আইনের যথেচ্ছাচার চালাতে পারেন না। তারা যখন মাঠে নামবেন—তাদের ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-বুদ্ধি সর্বক্ষণের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে ঐ সতেরটি আইনের আওতায়। কাজেই কোনরকম ভাবে, মায়া মমতায় বা কঠোরতায় আবদ্ধ থেকে রেফারী তার ক্ষমতাকে অপব্যবহার করতে পারেন না।

(১) অবস্থা বুঝে খেলা থামানো এবং থামানো খেলা আবার চালু করা।

(২) প্রয়োজনে খেলোয়াড়দের সতর্ক বা বহিষ্কার করা।

(৩) সতর্ক না করেও সরাসরি বহিষ্কার করা।

(৪) বিনা অনুমতিতে কাউকে মাঠে ঢুকতে না দেয়া।

(৫) নষ্ট সময়ের হিসেব রেখে পরে তা পুষিয়ে দেয়া।

(৬) অপরাধকে উপেক্ষা করে প্রয়োজনে 'অ্যাডভানটেজ' দেয়া।

প্রঃ (১৮৫) রেফারীর ক্ষমতার সাথে কর্তব্যের পার্থক্য কিছু আছে কি ?

● হ্যাঁ আছে। খেলাটি সুনিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য, বিতর্কিত অধ্যায়গুলি সুমীমাংসিত হবার জন্য ফুটবল আইন রেফারীকে কতকগুলি ক্ষমতা দিয়েছে। অর্থাৎ আইন থেকে পাওয়া, যে আইনভিত্তিক করণীয় প্রয়োগশক্তি তার ওপর অর্পিত আছে—সেটাই হবে রেফারীর ক্ষমতা।

রেফারীর যাবতীয় কর্তব্যগুলি গড়ে উঠেছে সেই সব ক্ষমতার মধ্য থেকেই। রেফারী ক্ষেত্রবিশেষে, প্রয়োজন মত ক্ষমতা প্রযোগ করতে পারেন, আবার নাও পারেন। কিন্তু কর্তব্য তাকে সর্বদাই যথাসময়ে এবং যথার্থ ভাবে পালন করে যেতে হবে। তা থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত থাকতে পারেন না। কেউ আহত হলে, রেফারী তার ক্ষমতা বলেই খেলাটি থামাতে পারেন। খেলাটি থামান হলে তার অন্যতম কর্তব্য হবে আহত খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে পাঠিযে তার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে দেয়া। তেমনি কাউকে সতর্ক করাটা হবে—ক্ষমতা। তারজন্য যথা সময়ের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করাটা হবে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

প্রঃ (১৮৬) খেলার আগে, খেলার মাঝে এবং খেলার শেষে রেফারীর করণীয় কর্তব্যগুলি কি কি ধরনের হবে বলুন তো ?

(ক) **খেলা শুরুর আগে :**

● (১) মন স্থির করা, শরীর সুস্থ রাখা এবং দেহকে ?পব করে গড়ে তোলা।
(২) যথার্থভাবে ড্রেস করা ও যাবতীয় উপকরণ সঙ্গে নেয়া।
(৩) লাইন্সম্যানদের যাবতীয় করণীয়-কর্তব্য বুঝিয়ে দেযা।
(৪) মাঠ ও মাঠের যাবতীয় উপকরণ পরীক্ষা করা।
(৫) বল বাছাই করে মূল বল এবং অতিরিক্ত বল মনোনীত করে দেয়া।
(৬) গোলী সমেত সমস্ত খেলোয়াড়দের সংখ্যা গুণে নেয়া এবং তাদের সাজ-সরঞ্জাম পরীক্ষা করা। বিশেষ করে বুট।
(৭) ছবি তোলানো, মৌনতা পালন, পুষ্পস্তবক বিনিময়, স্মারক-স্মৃতি বিনিময়, কোন প্রখ্যাত ব্যক্তির সাথে করমর্দন ও পরিচিতি বিনিময়—ইত্যাদি ধরনের প্রারম্ভিক কাজগুলি সেরে নেয়া।
(৮) দলদের বা দলপতিদের কিছু নির্দেশ দেবার থাকলে তা বুঝিয়ে বলা।
(৯) প্লেয়ার-লিস্ট সংগ্রহ করে নেয়া।
(১০) চতুর্থ রেফারীর সমুদয় ব্যবস্থাদি ঠিক আছে কিনা তদারক করা।
(১১) অধিনায়কদের ডেকে করমর্দন করানো এবং টস করানো।

(১২) নোট প্যাডে যাবতীয় তথ্য টুকে রাখা।

(১৩) শেষবারের মতো লাইন্সম্যানদের সচেতন করানো।

(১৪) খেলা শুরুর বাঁশী বাজানো।

বিঃ দ্রঃ—খেলা শুরু হবার আগেই রেফারীকে জেনে নিতে হবে—'ফার্ষ্ট-এড' বাহিনী, মাঠেঃ মার্শাল বা নিযুক্ত পুলিশ-প্রধান, সেই মাঠের গ্রাউণ্ড সেক্রেটারী, দলের কোচ, দলদের অবস্থান স্থল এবং বহির্গমনের পথে নিরাপত্তার ব্যবস্থা কোথায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তাব ব্যবস্থাদি যথার্থ আছে কিনা।

(খ) খেলার মধ্যে ঃ

- (১) যথাসময়ে আইনগুলি প্রয়োগ করা।

(২) খেলার যাবতীয় তথ্য ঠিক রাখা।

(৩) খেলার ফলাফল রক্ষা করা।

(৪) খেলার সময় ও নষ্ট সময়ের হিসেব রাখা।

(৫) লাইন্সম্যানদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

(৬) কোন কারণে খেলা বন্ধ করা।

(৭) সেই বন্ধ খেলা আবার চালু করা।

(৮) প্রয়োজনে—'অ্যাডভানটেজ' দেয়া।

(৯) সতর্ক করা।

(১০) বহিষ্কার করা।

(১১) বিনা অনুমতিতে কাউকে মাঠে ঢুকতে না দেয়া'

(১২) খেলোয়াড বদল করা।

(১৩) কেউ আহত হলে তাকে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে দেয়া।

(১৪) অপরাধ বা নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান দেয়া।

(১৫) গোলমাল নিরসনের জন্য যথার্থ ব্যক্তির সাহায্য চাওয়া।

(১৬) প্রয়োজনে মালী বা মাঠ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করা।

(১৭) সকল রকম জটিল পরিস্থিতির সাথে তৎপর মোকাবিলা করা।

(১৮) বিশ্রাম এবং খেলা শেষের বাঁশী বাজানো।

(গ) খেলার শেষে ঃ

- (১) বলটি সংগ্রহ করে যথাস্থানে ফেরৎ দেয়া।

(২) প্লেয়ার-লিষ্ট পূর্ণ করে দেয়া।

(৩) খেলার ফলাফল জানিয়ে দেয়া।

(৪) রিপোর্ট করার মতো কোন ঘটনা ঘটে থাকলে যথা সময়ের মধ্যে তা লিখে পাঠিয়ে দেয়া।

(৫) প্রয়োজনে পুলিশী ব্যবস্থার সাহায্য নেয়া।

(৬) দর্শকদের সাথে, দলীয় খেলোয়াড় বা কর্মকর্তাদের সাথে কোনরকম তর্কে না যাওয়া।

(৭) প্রয়োজনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলা।

(৮) খেলার সম্পর্কে আত্মচিন্তা করা।

(৯) প্রকৃত বোদ্ধা এবং অভিজ্ঞ অগ্রজদের সাথে মত বিনিময় করা।

প্রঃ (১৮৭) রেফারীর কর্তৃত্ব এবং শাস্তি দেবার ক্ষমতা কখন থেকে শুরু হয় এবং কতক্ষণ পর্যন্ত সেটা বলবৎ থাকে বলুন তো?

● ফুটবল আইন রেফারীর ওপর কতগুলি ক্ষমতা দিয়েছে। সেই ক্ষমতা থেকেই জাগ্রত হচ্ছে রেফারীর কর্তৃত্ব। রেফারীর সেই কর্তৃত্ব শুরু হচ্ছে মাঠে ঢোকার সাথে সাথে। কাজেই মাঠে ঢোকার মুখে, কোন পক্ষ থেকে কোনরকম অসদাচরণ দেখতে পেলে তিনি তার 'অথরিটি' অনুযায়ী তার প্রতিবিধান করতে পারেন। তার সেই কর্তৃত্ব—খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলে বা বল খেলার মধ্যে না থাকলেও লোপ পায় না। রেফারীর শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে শেষ বাঁশী পর্যন্ত। খেলার বিরতির কালে রেফারীর শাস্তি দেবার ক্ষমতা নিষ্ক্রিয় থাকে না। খেলা শেষ হয়ে গেলে রেফারী তার কর্তৃত্বের বলে যে কোন ধরনের অসদাচরণের জন্য রিপোর্ট পাঠাতে পারেন।

প্রঃ (১৮৮) কোন একজন বেয়াড়া খেলোয়াড়কে সতর্ক অথবা বহিষ্কার করতে গেলে রেফারী কি কি করবেন?

● (১) সর্বাগ্রে তিনি খেলাটি থামাবেন 'অ্যাডভানটেজ' সাপেক্ষভাবে।

(২) অতি তৎপর খেলোয়াড়টির কাছে গিয়ে তার নাম বা নম্বরটি টুকে নেবেন।

(৩) অনুত্তেজিত কণ্ঠে, সংযত স্বরে শুধু বলে দেবেন—"আপনাকে সতর্ক" বা "বহিষ্কার করা হল।"

(৪) ঐ সময় খেলোয়াড়টির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ, রক্তচক্ষু প্রদর্শন, শাসানীমূলক কথাবার্তা বা অভিব্যক্তি দেখানো, উচ্চস্বরে কিছু ব্যক্ত করা, শরীর স্পর্শ করা এবং তার ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগতে পারে—এমন কিছু করা উচিত হবে না।

(৫) পরে তার নামে একটি রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

(৬) বহিষ্কৃত খেলোয়াড় যতক্ষণ মাঠ না ছাড়বে, ততক্ষণ খেলা শুরু করা যাবে না।

প্রঃ (১৮৯) রেফারী কোন্ সময় অপরাধীর অপরাধ উপেক্ষা করবেন?

● যখন স্পষ্টই বুঝতে পাববেন যে, অপরাধের শাস্তি দেয়া হলে অপরাধী পক্ষকেই সুযোগ করে দেয়া হবে—সেসব ক্ষেত্রে তিনি অপরাধকে উপেক্ষা করে বাঁশী বাজানো থেকে বিরত থাকতে পারেন। যেমন—আক্রমণকারী প্রায় গোল করতে উদ্যত, এই অবসরে কোন রক্ষণকারী যদি কোনরকম অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

প্রঃ (১৯০) অপরাধ হলেই কি রেফারীকে বাঁশী বাজাতে হবে?

● সর্বক্ষেত্রে নয়। প্রথমে দেখতে হবে অপরাধ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ধরনের কিনা। তারপর বিচার করে দেখতে হবে তার মধ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের কোনরকম 'অ্যাডভানটেজ' আছে কিনা।

প্রঃ (১৯১) রেফারীর মুখে বাঁশী থাকলে কি কি অসুবিধা হতে পারে?

● (১) রেফারীর মুখে বাঁশী থাকলে সেটা বাজানোর প্রবণতা স্বাভাবিক কারণেই বেড়ে ওঠে।

(২) হঠাৎ মুখে বল লাগলে বাঁশী থাকার দরুণ বাড়তি বিপদ সৃষ্টি হতে পারে।

(৩ ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থমকে গিয়ে দম বন্ধের প্রয়োজন হলে অসময়ে বাঁশী বেজে উঠে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ বেধে যেতে পারে।

(৪) মুখে বাঁশী থাকলে 'অ্যাডভানটেজ' প্রয়োগের সূক্ষ্ম মেজাজে অনেক সময় ছেদ পড়ে যায়।

প্রঃ (১৯২) বাড়ি থেকে টেণ্ট, আবার টেণ্ট থেকে মাঠে যাবার মুখে রেফারীর প্রধান লক্ষ্যবস্তু কি হবে বলুন তো?

● কিড্স্ ব্যাগ। সেই ব্যাগে আবশ্যক সবকিছু সাজ-সরঞ্জাম এবং সমুদয় উপকরণগুলি নেয়া হল কিনা ঠিকমতো তদারক করে নেয়া।

প্রঃ (১৯৩) কোন্ কোন্ সময় রেফারীরা বাঁশী বাজাতে পারেন?

● (১) খেলার শুরুতে এবং সারাতে (প্রতি অর্দ্ধের)

(২) কোন কারণে খেলা বন্ধ করতে গেলে।

(৩) সেই খেলা আবার চালু করতে গেলে।

(৪) পেন্যাল বা টেকনিক্যাল অফেন্স হলে।

(৫) বল যখন মাঠের বাইরে যাবে।

(৬) যখন গোলের নির্দেশ জানাতে হবে।

(৭) অতিরিক্ত সময় খেলাতে গেলেও উপরকার পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা দরকার।

প্রঃ ১৯৪) খেলার মধ্যে, খেলার আগে এবং খেলার শেষে কেউ যদি রেফারীকে অত্যন্ত কটু ভাষা প্রয়োগ করে—কি করবেন রেফারী?

● মনে রাখতে হবে মাঠে ঢোকার সাথে সাথে রেফারীর কতৃত্ব শুরু হয়ে যায়। কাজেই ঐ সময় থেকে শুরু করে খেলার শেষ বাঁশীর মধ্যে কেউ গাল মন্দ করলে রেফারী তাকে আর খেলতে দেবেন না। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। বিরতিতে বা সাময়িক বিরতিতে রেফারী একই পন্থা গ্রহণ করতে পারেন। কারণ ঐ সময়তেও তার কর্তৃত্ব লোপ পায় না। খেলার শেষে হলে বহিষ্কারের আর প্রশ্ন উঠতে পারে না। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র রিপোর্ট পেশ করা ছাড়া উপায় নেই। পথে আসবার মুখে বা টেণ্টে ঢুকবার মুখে ওরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার নামেও রিপোর্ট করা চলবে। কিন্তু তাই বলে কোনমতেই তাকে খেলা থেকে বিরত করা যাবে না।

প্রঃ (১৯৫) খেলা চলছে ও প্রান্তে—এ প্রান্তের গোলী চট্ করে একটি সিগারেট ধরিয়ে বারে হেলান দিয়ে টানতে শুরু করলো, কি হবে?

● খেলা সাময়িক বন্ধ হলেই, রেফারী ছুটে গিয়ে গোলীকে সতর্ক করে দেবেন অভদ্রোচিত আচরণের জন্য। এর জন্য পরে রেফারীকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (১৯৬) এবারে আর গোলী নয়, একজন ব্যাক ও প্রান্তে খেলা চলছে দেখে ছুটে গিয়ে টাচ লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে পেশ কিছুটা ঠাণ্ডা পানীয় খেয়ে নিল—কিছু করার আছে কি?

● অপরাধ হস্তক্ষেপ করার মতো নয়। তবুও খেলার সাময়িক বিরতিতে সেই ব্যাক্‌কে সতর্ক করে দিতে হবে। এটাও এক ধরনের অভদ্রোচিত আচরণ।

প্রঃ (১৯৭) সামান্য আঘাতের দরুণ দলীয় কোচ ব্যাককে উদ্দেশ্য করে বরফের টুকরো ছুড়ে মারলেন মাঠে। কিছু করার আছে কি?

● এ ঘটনাও হস্তক্ষেপ করার মতো নয়। তবে ঐ অঞ্চলে বরফ ছোঁড়ার দরুণ প্রতিপক্ষের সামান্য বিপদ দেখা গেলে রেফারী অ্যাডভানটেজ সাপেক্ষভাবে খেলা থামাতে পারেন এবং সেই কোচকে সতর্ক করে দিয়ে ড্রপ সহকারে খেলা শুরু করবেন। পরে কোচের নামে রিপোর্ট পাঠাবেন।

প্রঃ (১৯৮) মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে কোচ চিৎকার করে কিছু ভূমিকা রাখলে রেফারী কিছু করতে পারেন কি?

● হ্যাঁ পারেন। তিনি সাথে সাথে কোচকে বারণ করে দেবেন। পুনরাবৃত্তিতে সতর্ক করা চলবে ও পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (১৯৯) এবার বলুন তো কোন যুক্তিতে আপনি কোচকে বারণ করতে যাবেন ?

● দলীয় খেলোয়াড়দের ভুলগুলি শুধরে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে, তাদের সজাগ বা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে 'কোচেরা' মাঠের একেবারে ধারে দাঁড়িয়ে এমন কিছু ভূমিকা রাখতে পারবেন না যাতে করে একটি দলের পক্ষে বাড়তি সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে। এভাবে একদলের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া মানেই হবে অন্য দলের অসুবিধা সৃষ্টি করার সামিল। খেলাটি এগারজনের। এগারজনের বুদ্ধিতে, বোঝাপড়ায় এবং চিন্তাধারায় যেটুকু কুলোবে, তার বাইরে অন্য কিছুর ইন্ধন বা নির্দেশ অথবা কোন পরামর্শ যোগ হলেই সে দলের উদ্যম, উৎসাহ বা প্রেরণা স্বাভাবিকের চেয়েও বাড়তে বাকি থাকবে না। কাজেই কোচের মত বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কোনমতেই উচিত হবে না, খেলাটি যখন চালু থাকবে তখন কিছু ভূমিকা রাখা। রাখবার চেষ্টা দেখলেই রেফারী তাতে হস্তক্ষেপ চালাবেন এবং বারণ করে দেবেন।
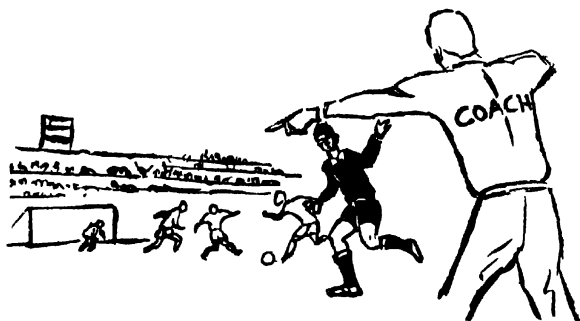
মাঠের ধাব থেকে 'কোচ' কোনরকম নির্দেশ দিতে পাবেন না। দিলেই বারণ করে দেবেন রেফাবী।

প্রঃ (২০০) শেষ পর্যন্ত ট্রেনারকেই মাঠে নামতে হল পুরো দল গঠন করার জন্য। কিন্তু মাঠে নামার পর তাকে বহিষ্কার করা হল মারামারি করার জন্য। পরবর্তী অধ্যায়ে দলের কেউ আহত হলে তিনি কি আবার মাঠে নামতে পারবেন ?

● বহিষ্কৃতেরা কোন মতেই অধিকারী নয় খেলার জন্য মাঠে নামার। তবে রেফারীর অনুমতি পেলে আহত খেলোয়াড়কে তদারক করার জন্য মাঠে নামতে

পারেন সেই 'ট্রেনার'। কারণ কেউ আহত হলে 'কোচ' বা 'ট্রেনারের' একটা দায়িত্ব থাকে বৈকি মাঠে। তাই অনুমতি দিতে হবে—কর্তব্য সমাধা করার জন্য।

প্রঃ (২০১) 'কোচ' বিনা অনুমতিতে মাঠে ঢুকলে কি করতে পারেন রেফারী?

● রেফারী তাকে বিরত করবেন। এবং যথার্থভাবে অনুমতি চেয়ে মাঠে ঢুকবার জন্য টাচ লাইনের ধারে ফিরে যেতে বলবেন। না শুনতে চাইলে সতর্ক করে দেবেন ও পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

প্রঃ (২০২) দলীয় খেলোয়াড়ের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে দলপতি সেই খেলোয়াড়কে তাড়ানোর আবেদন রাখলো রেফারীর কাছে। কি করবেন রেফারী?

● সে আবেদনে রেফারী সাড়া দেবেন না। রেফারী যতক্ষণ না মনে করবেন—খেলোযাড় বহিষ্করণের পিছনে যথার্থ কারণ আছে ততক্ষণ তিনি কারুর অনুরোধে বা পরামর্শে সে কাজ করতে পারেন না। কাজেই, কখন এবং কি পরিস্থিতিতে খেলোযাড় তাড়িত হবে সেটা একক ভাবে নির্ভর করবে রেফারীর বিবেচনার ওপর। কারুর পরামর্শের ওপর নয়।

ইংরেজ রেফারী জিম ফিনে—স্কটল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রিয়ার ইণ্টারন্যাশন্যাল ম্যাচটি মাঝপথেই বন্ধ করে দিচ্ছেন উভয় দলের অত্যধিক ফাউলিং-এর জন্য।

প্রঃ (২০৩) বার বার বিপদজনক খেলার দরুণ, সেই খেলোয়াড়কে সংযত করার জন্য রেফারী কি অধিনায়কের সাহায্য চাইতে পারেন?

● এ ব্যাপারে চাইতে পারেন না। কাজেই রেফারী এখানে তার ক্ষমতা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ চালাবেন। আইনত তিনি নিজে যেটা ভাল পদক্ষেপ বলে মনে করবেন সেটাই করবেন। প্রথমবার বারণ করবেন। দ্বিতীয়বার সতর্ক করে দেবেন

এবং শেষবারে বহিষ্কার করে দেবেন। সতর্ক এবং বহিষ্কারের জন্য পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

প্রঃ (২০৪) কোন ক্ষেত্রেই কি রেফারী দলপতির সাহায্য চাইতে পারেন না?

● কেন পারবেন না? "পারবে না"—এমন কথা আইনে কোথাও লেখা আছে কি? রেফারী সর্বক্ষেত্রে তার ক্ষমতা অনুযায়ী সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেও, ক্ষেত্রবিশেষে, শেষ চেষ্টা হিসেবে দলের সবচাইতে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে দলপতির সহযোগিতা কামনা করতে পারেন বৈকি। দলের কোন বেয়াড়া খেলোয়াড় রেফারীর আদেশ মানতে না চাইলে দলপতির কাছে সাহায্য চাওয়ার রেওয়াজ আছে সর্বত্রই। অত্যধিক মারামারি করে খেলার দরুণ, আবহাওয়া চরমে উঠলে দলপতিদের সজাগ করতে দেখা গেছে বহু নামী-দামী রেফারীদের। কাজেই বিশেষ পরিস্থিতিতে অধিনায়কের শরণাপন্ন হওয়া মোটেই আইন বিরুদ্ধ কাজ নয়। তবে নিছক বা তুচ্ছ কারণে বার বার করে সাহায্য চাইতে গেলে রেফারীর ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় দেবেন। তখন তাকে না মানবার প্রশ্নটি প্রকটভাবে দেখা দেবে।

প্রঃ (২০৫) খেলার একটি বিশেষ মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আবেদন উঠলো অথচ সেই আবেদনে সাড়া না দিতে চাইলে রেফারী হিসেবে আপনার করণীয় কি হবে?

● (১) মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি প্রকাশ করা।
(২) প্রসারিত দুই হাত আড়াআড়ি ভাবে দোলান।
(৩) "প্লে-অন" বা "ক্যারীঅন" বলে 'কল' দেয়ার সাথে হাতের ইসারা দেখানো।

প্রঃ (২০৬) খেলার মাঝপথে খেলা বন্ধের আর্জি উঠলে রেফারী কি খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য থাকবেন?

● কোন পক্ষ থেকে সে ধরণের আর্জি উঠলে রেফারী কখনোই বাধ্য থাকবেন না। তবে খেলাটি, না বন্ধ করলেই নয়—এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে রেফারী নিজ বিবেচনা মতো খেলাটি বন্ধ করতে পারেন। কাজেই দলীয় কোন আর্জির চাপে পড়ে বা উদ্যোক্তাদের অনুরোধে আবদ্ধ থেকে রেফারী তাদের মতে খেলা বন্ধ করতে বাধ্য নন।

আবার, খেলা বন্ধ করার কোন কারণ নেই অথচ আদালত থেকে যদি জরুরী তলব আসে খেলাটি এই মুহূর্তেই বন্ধ করার—সেক্ষেত্রে সে আদেশ মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। ঠিক এই ধরনের একটি অভূতপূর্ব নজীর সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৬৮ সনে

কোলকাতার মোহনবাগান মাঠে। সেটা ছিল 'আই এফ. এ' শীল্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা। খেলাটি ছিল উয়াড়ী বনাম বি. এস এফ.-এর মধ্যে। সেই খেলায়, প্রথমার্ধের প্রায় ২০ মিনিটের মাথায় মাঠের মধ্যেই রেফারী নৃসিংহবাবুকে শমন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। বল খেলার বাইরে গেলে নৃসিংহবাবুর নজর কাড়া হয়। তিনি কাগজপত্র পরীক্ষা করার পর মাঝপথেই খেলা বন্ধ করে চলে আসেন।

প্রঃ (২০৭) হাতে কত সময় রেখে রেফারীকে রিপোর্ট করতে হবে বলুন তো?

● রেফারী কখনোই নিজ খেয়াল-খুশী মতো হাতে সময় রেখে রিপোর্ট পেশ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে সর্বদাই তাকে টুর্নামেন্টের নির্দেশ পালন করতে হবে।

সাধারণ নিয়ম প্রচলিত আছে—খেলার শেষ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। এর মধ্যে রবিবার পড়লে বাদ যাবে। 'আই. এফ. এ.' শীল্ডের নিয়ম হল—খেলার এক ঘণ্টার মধ্যে। কাজেই রিপোর্টের সময় সম্পর্কে রেফারীকে সচেতন থাকতে হবে।

প্রঃ (২০৮) খেলোয়াড় বহিষ্করণের একটি রিপোর্ট পেশ করুন তো?

● মাননীয়
সম্পাদক মহাশয়,
ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন, কলিকাতা।
(মাধ্যম সম্পাদক, সি আর. এ.)

বিষয়: **খেলোয়াড় বহিষ্করণ**
১ম ডিভিশন ফুটবল লীগ, বাটা বনাম পোর্ট,
মহমেডান মাঠ, শনিবার, ১৫ই জুন।

মহাশয়,

উপরোক্ত খেলার নিযুক্ত রেফারী হিসেবে নিম্নোক্ত ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

খেলার দ্বিতীয়ার্ধের ত্রিশ মিনিটের সময়, পোর্ট দলের ব্যাক (জার্সির নম্বর দুই) শ্রীনম্র সেন অত্যন্ত উগ্র ধরনের আচরণ (ভায়োলেন্ট-কন্‌ডাক্ট) প্রকাশ করার দরুণ আমি তাকে বাধ্য হয়ে মাঠ ছাড়ার আদেশ দিই। শ্রী সেন প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ড শ্রীবিত্ত রায়কে অতিশয় অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করায় আমি তাকে সতর্ক করতে উদ্যত

হলে, সে কোনরকম পরোয়া না করে আমাকেও অশ্রাব্য ভাষার পুনরাবৃত্তি করে চোখ রাঙাতে থাকে। ফলে তাকে আমি মাঠ ছাড়তে বাধ্য করি।

খেলার ফলাফল তখন ছিল—গোলশূন্য। শুভেচ্ছান্তে—

তারিখ : ইতি

কলিকাতা, ১৫ জুন, শনিবার। আপনার একান্ত বিশ্বস্ত

টেন্ট-ময়দান, সি. আর. এ. শ্রীরজত চক্রবর্তী

রেফারী

প্রঃ (২০৯) রেফারীর বাঁশী বাজানোতে কি ধরনের বিভিন্নতা বা বৈচিত্র থাকা দরকার?

● রেফারীকে ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন সুরে এবং স্বরে বাঁশী বাজাতে হবে। কোন মতেই রেফারী সর্ব ঘটনায় একধরনের বাঁশী বাজাবেন না। রেফারীর দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটনে বাঁশীই হবে তার প্রধান অস্ত্র বা হাতিয়ার।

(১) বাঁশী সর্বদাই এমন ভাবে বাজাতে হবে যাতে করে সকলেই শুনতে পায় এবং সচেতন হতে পারে।

(২) দোমনা মনোভাব নিয়ে অথবা সন্দিগ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করার জন্ত কোন সময় যেন খুব আস্তে করে বাঁশীতে ফুঁ দেয়া না হয়।

(৩) বাঁশীর স্বর 'ডবল' 'ট্রিপিল' না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৪) কোনরকম 'টেকনিক্যাল-অফেন্স হলে' ছোট্ট করে তীক্ষ্ণ বাঁশী বাজাবেন।

(৫) 'সিরিয়াস' বা 'ব্যাড' ফাউল হ'লে—কিছুটা দীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণ বাঁশী হবে।

(৬) গোল হলে বা বিরতি টানতে গেলে -বেশ দীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণ বাঁশী হবে।

(৭) খেলায় পূর্ণচ্ছেদ টানতে গেলে সবচেয়ে দীর্ঘ বাঁশী পড়বে।

(৮) খেলা শুরু করতে হলে (কিক্ থেকে) মাঝারী করে তীক্ষ্ণ বাঁশী হবে।

(৯) গোলকিক বা থ্রোইন থেকে শুরু করতে হলে কোনরকম বাঁশী না বাজানোই শ্রেয়।

প্রঃ (২১০) আইন বলছে "রেফারী তুমি বাঁশী বাজাও"। অথচ রেফারী বাঁশীতে ফুঁ দেবেন না কখন?

● (১) রেফারী যখন ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত মনে না করবেন।

(২) রেফারী যখন অপরাধকে উপেক্ষা করে 'অ্যাডভানটেজ' প্রয়োগ করবেন।

প্রঃ (২১১) রেফারী বাঁশী বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন তিনি ভুল বাঁশী বাজিয়েছেন—কি করতে পারেন?

● খেলাটি শুরু করে দিয়ে না থাকলে—সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়ে ড্রপ দিয়ে খেলাটি শুরু করতে পারেন।

প্রঃ (২১২) একটি খেলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। রেফারী কাউকে সতর্ক কিম্বা বহিস্কার করলেন না। খেলার পরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে কোন রকম উষ্মাও দেখা গেল না। উভয় দল খুশী মনেই ফিরে গেল টেন্টে। কোন পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ উঠল না অথচ দেখা গেল বিশেষ এক কারণে সেই খেলাটি পুনরানুষ্ঠানের আদেশ দিল টুর্ণামেন্ট কমিটি। কি করে এটা সম্ভব হতে পারে বলুন তো?

● যদি যথোপযুক্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, খেলার পূবে নিযুক্ত রেফারী কোন পক্ষ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই প্রমাণের বিরুদ্ধে রেফারী যদি কোনরকম সদুত্তর না দিতে পারেন তাহলে তাকে শাস্তির আওতায় এনে খেলাটিকে রিপ্লে করানো যেতে পারে। এছাড়া টেকনিক্যাল কমিটি যদি প্রমাণ করে দেখাতে পারেন রেফারী ঘটনা-ভিত্তিক ভুল ছাড়া আইন-ভিত্তিকভাবেই মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন –সে ক্ষেত্রেও রিপ্লে দেয়া যেতে পারে।

প্রঃ (২১৩) প্রথমার্দ্ধেই দশটি গোল খাবার পর, একটি দল ইচ্ছে করে খেলাটি যাতে পণ্ড হয় তার জন্য মাঠের মধ্যে নানান প্রহসন শুরু করে দিল—কি করবেন রেফারী ঐ পরিস্থিতিতে?

● রেফারীর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে—"যেন-তেন প্রকারেণ" খেলাটিকে শেষ করা। কিন্তু প্রহসনের মাত্রা বেড়ে গেলে, খেলার আনন্দ বা মাধুর্য ক্রমশই অসার হতে থাকলে, খেলা থামিয়ে সেই দলকে সচেতন করে দিতে হবে। সচেতন করার পর সতর্ক করে দিতে হবে। সতর্কে কাজ না হলে দুই-একজনকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। তাতেও যদি কোন সুফল পরিলক্ষিত না হয়—অধিনায়ককে বলে সমগ্র দলকে শেষবারের মত সতর্ক করে পরিনামের কথা ব্যক্ত করা যেতে পারে। এরপরও যদি অবস্থার উন্নতি না হয়—তাহলে রেফারী খেলা বন্ধ করে দিয়ে যথাস্থানে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

প্রঃ (২১৪) একটি দল রেফারীর সিদ্ধান্তে ভয়ানক ভাবে চটে উঠলো। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে মাঠ ছেড়ে সদলবলে টেন্টে চলে গেল। মিনিট দশেক পর কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপের চাপে পড়ে দলের মধ্যে শুভবুদ্ধি

ফিরে আসায় আবার তারা মাঠ মুখো হয়ে খেলায় অংশ নিতে রাজি হল—কি করবেন রেফারী ঐ পরিস্থিতিতে ?

● যে মুহূর্তে দলের সবাই মাঠ ছেড়ে চলে যাবে সেই মুহূর্তেই রেফারী খেলাটি বন্ধ করে মাঠ ছেড়ে চলে আসবেন এবং পরে একটি রিপোর্ট ঠুকে দেবেন। পরে অনুরুদ্ধ হলেও তিনি আর খেলাটি শুরু করতে যাবেন না।

প্রঃ (২১৫) ঐ অবস্থায় দলটি যদি মাঠ না ছেড়ে টাচ লাইনের ধারেকাছে দাঁড়িয়ে অসহযোগিতা করতে থাকে—তাহলে রেফারী কি করবেন ?

● এক্ষেত্রে রেফারী খেলাটি চট করে বন্ধ করে দেবেন না। তিনি চেষ্টা চালাবেন খেলাটি শুরু করার। এ জন্য তিনি দলপতির সাহায্য চাইতে পারেন। তাদের মত পরিবর্তন করার জন্য তিনি মাঠে ততক্ষণ পযন্ত চেষ্টা চালাতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বুঝবেন, খেলাটি শুরু হলে শেষ করতে অসুবিধা হবে না মোটেও। দলের অভিমান ভাঙাতে রেফারীকে কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আইনে তা কিছু বলা নেই। তবে অধিনায়কের কাছে সাহায্য চাইতে গেলে যদি সেই অধিনায়ক স্পষ্টই জানিয়ে দেয়—সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা না হলে তার দল কোনমতেই আর খেলবে না এবং সেটাই দলের শেষ সিদ্ধান্ত, কোনমতেই তার অন্যথা হবে ন' তাহলে রেফারী অযথা আর মাঠে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। তিনি সমাপ্তির বাঁশী বাজিয়ে খেলাটি সেইখানে পরিত্যক্ত করে মাঠ ত্যাগ করে চলে আসবেন গন্তব্য স্থলে। পরে সে সম্পর্কে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

প্রঃ (২১৬) একজন রিজার্ভ খেলোয়াড় রেফারীকে না বলে কয়ে হঠাৎ মাঠে ঢুকে পড়লো। ঢুকেই সে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের তলপেটে লাথি চালিয়ে তাকে ভূতলশায়ী করলো—কি করবেন রেফারী ?

● রেফারী 'অ্যাডভানটেজ' সাপেক্ষভাবে খেলাটি থামাবেন। থামাবার পর ছুটে গিয়ে সেই খেলোয়াড়কে মাঠ ছাড়তে আদেশ করবেন। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। সেই খেলোয়াড়টি বদলী হিসেবে আর মাঠে নামার সুযোগ পাবে না।

ঐ খেলোয়াড়ের অপরাধের জন্য যদি চালু খেলা বন্ধ করতে হয় তাহলে খেলা শুরু করতে হবে ডিরেক্ট কিক্ দিয়ে। অপরাধ পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে সংগঠিত হলে (স্বীয়দলের সীমা) দিতে হবে—পেন্যাল্টি।

ঐ সময় যদি খেলা বন্ধ থাকে—তাহলেও বহিষ্কৃত হবে, রিপোর্ট পাঠাতে হবে এবং বদলীর সুযোগ হারাবে। খেলাটি শুরু হবে—যেভাবে শুরু হবার কথা ছিল।

রিজার্ভ খেলোয়াড় যেখানেই অপরাধ করুক না কেন—রেফারী তার জন্য শাস্তি দিতে পারেন—যে শাস্তি তিনি 'রেগুলার' খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে ধায করতেন। এখানে বিনা অনুমতিতে মাঠে ঢোকার চাইতে লাথি চালানোর ঘটনাটি হবে অধিক গুরুতর ধরনের অপরাধ। তাই ডিরেক্ট কিক্ হবে।

প্রঃ (২১৭) খেলোয়াড়কে রেফারী মাঠের বাইরে যেতে বলছেন অথচ রিপোর্ট করতে পারেন না কোন কোন ক্ষেত্রে ?

● (১) খেলোয়াড় আহত হলে।
(২) অনুমতি নিয়ে বাইরে গেলে।
(৩) বদলী হতে চাইলে।
(৪) সাজসরঞ্জাম হঠাৎ নিয়মবিরুদ্ধ হয়ে উঠলে।
(৫) এমন খেলোয়াড় মাঠে প্রবেশ করল—যার নাম নেই প্লেয়ার লিষ্টে।

প্রঃ (২১৮) লাল দল একটি গোল করলো। গোলের পর সেই প্রান্ত থেকে ফিরে এসে রেফারী যখন খেলাটি শুরু করতে যাবেন সেই মুহূর্তে দেখতে পেলেন, লাল দলেরই আহত হয়ে বেরিয়ে যাওয়া স্টপার সকলের অগোচরে বিনা অনুমতিতে মাঠে নেমে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে স্বীয় পেন্যাল্টি আর্কের মাথায় - কি করবেন রেফারী ?

● এর জন্য রেফারী গোল বাতিল করতে পারবেন না কারণ, সেই গোলটির ক্ষেত্রে—সেই স্টপারের বিন্দুমাত্রও দান ছিল না। তাছাড়া গোলের মুহূর্তে সেই স্টপার কোনরকমভাবে প্রতিপক্ষের মনযোগ হরণ করেনি। সুতরাং এক্ষেত্রে স্টপারকে সতর্ক করে দিয়ে—পুনরায় যথার্থভাবে মাঠে প্রবেশ করবার আদেশ জানাতে হবে। সতর্কের জন্য পরে রিপোর্ট পেশ করতে হবে রেফারীকে।

প্রঃ (২১৯) বিনা অনুমতিতে মাঠ ছাড়ার পর সেই খেলোয়াড় আবার মাঠে ফিরে এলো। (১) রেফারীর অনুমতি নিয়ে। (২) রেফারীকে না বলে কয়ে।

● অনুমতি নিয়ে মাঠে ঢুকলে—কেবলমাত্র বিনা অনুমতিতে মাঠ ছাড়ার জন্য সতর্ক করে দেবেন ও পরে রিপোর্ট পাঠাবেন।

আর, বিনা অনুমতিতে মাঠে প্রবেশ করলে রেফারী খেলা থামাবেন 'অ্যাডভানটেজ' বিচার করে। অ্যাডভানটেজ থাকলে রেফারী পরবর্তী পদক্ষেপে তাকে সতর্ক করে দেবেন এবং যেভাবে খেলাটি শুরু হবার কথা ছিল, সেভাবেই শুরু করবেন। আর যদি অ্যাডভানটেজ না থাকে, তিনি খেলাটি বন্ধ করে

—সেই খেলোয়াড়কে পুনরায় যথার্থভাবে মাঠে প্রবেশ করতে আদেশ দেবেন 'খেলাটি তাকে শুরু করতে হবে—ইনডিরেক্ট কিক্ থেকে। কিক্‌টি বসাতে হবে—তাকে দেখার সময় বলটি যেখানে ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই—সতর্ক করার দরুণ পরে তাকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (২২০) খেলোয়াড় বহিষ্কার করা হল। কিভাবে তখন খেলা শুরু করতে হবে বলুন তো?

● সেই খেলোয়াড় যতক্ষণ না মাঠ ছাড়বে, ততক্ষণ খেলা শুরু করা যাবে না। খেলাটি যেভাবে শুরু হবার কথা ছিল—সেই ভাবেই শুরু করতে হবে—রেফারীকে।

প্রঃ (২২১) বহিষ্কারের আদেশ সত্বেও বেয়াড়া খেলোয়াড় কিছুতেই মাঠ ছাড়তে চাইছে না। কি করবেন রেফারী?

● রেফারী কোনমতেই তার জন্য বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন না। যে করেই হোক না কেন সেই খেলোয়াড়কে মাঠ ছাড়তে হবেই হবে। কাজেই শেষ চেষ্টা হিসেবে রেফারী সেই দলের দলপতির সাহায্য চাইতে পারেন। দলপতি আপত্তি জানালে সাথে সাথে খেলাটি বন্ধ করে মাঠ ছেড়ে চলে আসবেন। তবে, মাঠ না ছাড়তে চাইলে—তার পরিণামের কথাও বুঝিয়ে বলে দেয়া দরকার—সেই খেলোয়াড়কে এবং দলপতিকে।

প্রঃ (২২২) সবিশেষ কারণে দলের 'ট্রেনার' বা 'কোচ', নিযুক্ত পুলিশ প্রধান বা ডাক্তার, মাঠের মালী বা মাঠ-সম্পাদক, সংবাদিক বা ক্যামেরাম্যান অথবা কোন 'অর্গানাইজার' মাঠে ঢুকতে পারেন কি?

● যতই জরুরী প্রয়োজন হোক না কেন, রেফারীর অনুমতি এবং সম্মতি ছাড়া কেউই মাঠে ঢুকতে পারেন না। খেলার সাময়িক বিরতিতে রেফারীর নজর কেড়ে তাঁর সম্মতি নিয়ে তবেই মাঠে ঢোকা যাবে।

প্রঃ (২২৩) একজন খেলোয়াড় পর পর তিনবার নিয়ম লঙ্ঘন করলো। রেফারী কি তার জন্য রিপোর্ট পেশ করবেন?

● না, করবেন না। নয় তাকে তার জন্য সতর্ক করতে হবে, আর নয় বহিষ্কার করতে হবে।

প্রঃ (২২৪) দর্শকদের উগ্র আচরণের জন্য মাঠে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হল। ফলে রেফারী খেলাটি শেষ করতে পারলেন না মাত্র তিন মিনিটের জন্য। ঐ সময় অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলটি এগিয়ে ছিল এক

গোলের ব্যবধানে। এই অবস্থায় রেফারী কি ফলাফল বহাল রাখতে পারেন দুর্বল দলটির অনুকূলে ?

● কোন কারণে খেলা শেষ করতে না পারলে, সেই খেলার ফলাফল রেফারী বহাল রাখতে পারেন না। রেফারী কেবলমাত্র শেষ করতে না পারার কারণগুলি জানিয়ে দেবেন। রেফারীর রিপোর্টের ভিত্তিতে টুর্নামেন্ট কমিটি স্থির করে দেবে খেলার ফলাফল বহাল থাকবে, না ম্যাচ্‌টি রিপ্লে হবে।

প্রঃ (২২৫) বিরতির কালে, বহিষ্কৃত খেলোয়াড় রেফারীর কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে নিল—রেফারী কি করতে পারেন ?

● একবার বহিষ্কৃত হলে কোনমতেই সেই খেলোয়াড় আর খেলতে পারে না। তবে, রিপোর্টে তার ক্ষমা চাওয়ার মহৎ দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে।

প্রঃ (২২৬) সতর্কিত হবার সাথে সাথেই খেলোয়াড়টি ক্ষমা চেয়ে নিল, এর পরেও কি রেফারী রিপোর্ট পেশ করবেন ?

● হ্যাঁ, করতে বাধ্য থাকবেন। সতর্ক করা হলেই বা হলদে কার্ড দেখানো হলেই—রেফারী রিপোর্ট না করে পারেন না। তবে সেই রিপোর্টে ক্ষমা চাওয়ার ঘটনাটি জুড়ে দেবেন।

প্রঃ (২২৭) হলদে বা লাল কার্ডের বিশেষত্ব কি বলুন তো ?

● (১) হলদে হল সতর্কিত হবার (২) লাল হল বহিষ্কৃত হবার নির্দেশ। একে এক ধরনের অকথিত ভাষা প্রয়োগ বলা যেতে পারে। একে অপরের ভাষা বুঝতে পারে না বলেই এই কার্ড দেখানোর রীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

প্রঃ (২২৮) রেফারীর বিভিন্ন উপকরণগুলির মধ্যে ছোট্ট পকেট ছুরির কথা উল্লেখ করা হয়েছে কেন ?

● (১) সেই ছুরির সাহায্যে পেন্সিলের মুখ বাড়ানো যেতে পারে (২) লেসের বাড়তি অংশ কাটা যেতে পারে (৩) নেটের দড়িকে কেটে ছাটাই করা যেতে পারে (৪) ফ্লাগ পোলের অগ্রভাগ সূঁচালো থাকলে আয়ত্বে আনা যেতে পারে (৫) হঠাৎ পড়ে যাওয়া হুইসেলের মুখে ময়লা বা মাটি জমে বন্ধ হবার উপক্রম হলে পরিষ্কার করা যেতে পারে।

প্রঃ (২২৯) বলুন তো কখন থেকে শুরু হবে—রেফারীর 'জুরিসডিকশন' ক্ষমতা এবং 'ডিস্‌ক্রিশনারী' ক্ষমতা ?

● 'জুরিস্‌ডিকশন' শুরু হচ্ছে কিক্ অফের বাঁশী থেকে আর 'ডিস্‌ক্রিশন' শুরু হচ্ছে মাঠে ঢোকার সাথে সাথে।

প্রঃ (২৩০) খেলা শেষ। মাঠ থেকে ফিরবার পথে প্রায় বাড়ির কাছাকাছি চলে এলেন। গেট দিয়ে ঢুকবার মুখে বহিষ্কৃত খেলোয়াড়টি সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকে বেদম প্রহার করলো। কি করতে পারেন রেফারী?

● রেফা॰ী যদি মনে করেন, খেলার প্রতিক্রিয়ার দরুণই কাণ্ডটি ঘটেছে তাহলে তিনি রিপোর্ট করতে পারবেন।

প্রঃ (২৩১) বোবা ও কালাদের খেলায় রেফারী কিভাবে খেলা পরিচালনা করবেন?

● তীক্ষ্ণ ধরনের হুইসেলের সাথে গাঢ় ধরনের একটি পতাকায় নির্দেশ দেবেন।

প্রঃ (২৩২) প্রচণ্ড একটি সট রেফারীর মুখে লাগায় রেফারী দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়লেন। এবং ঐ অবসরে বলটিও গোলে প্রবেশ করলো। রেফারীর সম্বিত ফিরে এলে—কি ভূমিকা রাখবেন তিনি?

● রেফারী সেইদিককার লাইন্সম্যানের সাথে গোলের যথার্থতা নিয়ে সুষ্ঠু আলোচনার পর সন্তুষ্ট হলে গোল ধার্য করতে পারেন।

প্রঃ (২৩৩) রেফারী এবারে খেলাতে খেলাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাই মাঝপথেই তাঁকে মাঠ ত্যাগ করতে হল। এই অবস্থায়, বাকি খেলাটি কি ক্লাব লাইন্সম্যান শেষ করতে পারেন?

● নিযুক্ত রেফারী অক্ষম হলে সাধারণত সিনিয়র অফিসিয়াল লাইন্সম্যান কার্যভার গ্রহণ করে থাকে। এখানে যেহেতু ক্লাব লাইন্সম্যান রয়েছে সেহেতু উভয় দলের সমর্থন দরকার পড়বে। সমর্থন থাকলেও অপর আরেকজন লাইন্সম্যান যোগাড় করে অক্ষম রেফারীর কাছ থেকে জ্ঞাতব্য সমস্ত কিছু তথ্য সংগ্রহ করে তবে তিনি খেলাটি শুরু করবেন।

প্রঃ (২৩৪) মিনিট পাঁচেক সেই ক্লাব লাইন্সম্যান খেলা চালানোর পর সেই মাঠে একজন রেজিষ্টার রেফারীর আবির্ভাব ঘটলো দর্শক হিসেবে। তাকে পেয়ে উভয় দল যদি সেই রেফারীকে অনুরোধ জানায়—তিনি কি খেলাতে পারবেন?

● রেফারী সংস্থার অনুমতি ছাড়া কোন রেফারী অন্যত্র গিয়ে খেলাতে পারেন না। অপরিহার্য ক্ষেত্রে যদি তাকে অনুরোধ রাখতেই হয়, তাহলে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে দুজন লাইন্সম্যান ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বল যখন খেলার বাইরে থাকবে সেই অবসরে তাঁকে কার্যভার বুঝে নিতে হবে।

প্রঃ (২৩৫) আইনের নির্দেশকে রেফারী কি অমান্য করতে পারেন ?

● অমান্যের মধ্য দিয়েও আইনকে সুরক্ষিত করা চলে একটিমাত্র ক্ষেত্রে। যখন রেফারী অপরাধকে উপেক্ষা করে 'অ্যাডভানটেজ' প্রয়োগ করবেন।

প্রঃ (২৩৬) অলিম্পিক রাউণ্ডের প্রথম পর্যায়ের খেলায় অংশ নিচ্ছে রুশ-ভারত। খেলাটি ইডেনে অনুষ্ঠিত হলে কোন্ দেশের রেফারী খেলাবেন বলুন তো ?

● এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত নিরপেক্ষ দেশ থেকেই রেফারী পাঠানো হয়ে থাকে। রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজিত, অলিম্পিকের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ইরাণ ভারতের ম্যাচ পরিচালনা করার দায়িত্ব পড়েছিল বর্মা দেশের রেফারীর ওপর।

প্রঃ (২৩৭) রেফারী খেলাটি শেষ করেছিলেন শনিবারের সন্ধ্যা আর রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন মঙ্গলবারে সন্ধ্যার আগে—কিছু ভুল করেছেন কি ?

● সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতায় যদি সময় নির্দ্ধারিত থাকে ৪৮ ঘণ্টার, তবে ভুল হবে না। কারণ মাঝখানের রবিবার হিসেবের মধ্যে গণ্য হয় না। আর যদি, তার চাইতে কম সময়ের নির্দেশ দেওয়া থাকে তাহলে নিশ্চয় ভুল করবেন। প্রসঙ্গান্তরে জানাচ্ছি আই, এফ, এ, শীল্ড খেলায়, রিপোর্টিং-এর সময় ঠিক করা আছে, খেলা শেষ হবার এক ঘণ্টার মধ্যে।

প্রঃ (২৩৮) বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটি দল মাঠে না আসায় বাধ্য হয়ে রেফারী মাঠ ছাড়তে উদ্যত হলেন। এই অবস্থায় অপর দল 'ওয়াকওভারের' দাবী জানাতে থাকলে রেফারী কি করবেন ?

● রেফারীর কোনরকম অধিকার নেই কোন দলকে 'ওয়াকওভার' দেবার। কাজেই সেই দলকে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে অনুপস্থিতির কথা পরে রিপোর্ট করে জানিয়ে দেবেন।

প্রঃ (২৩৯) একজন 'ইণ্টারনাশন্যাল-রেফারী' কোন মহিলা ফুটবলের ফাইন্যালে আমন্ত্রণ পেলে খেলাতে যাবেন কি ?

● যেতে পারেন, যদি যথার্থ অনুমতি আদায় করে নিতে পারেন। খেলাটি—মহিলা আন্তর্জাতিক খেলা হলে জাতীয় সংস্থার অনুমোদন থাকা চাই।

প্রঃ (২৪০) গতকালের খেলায় আপনি যদুকে বহিষ্কার করেছিলেন। অদ্যকার খেলায় সেই যদুকেই আপনি সশরীরে হাজির হতে দেখলেন।

ঘটনাটি অবৈধ হবার দরুণ আপনি কি যত্নকে ছাটাই করে, তবে খেলা শুরু করবেন ?

● ছাটাই করার অধিকার নেই রেফারীর। কোন অবৈধ খেলোয়াড় লুকিয়ে নিজ দায়িত্বে যদি মাঠে নামে রেফারী কেবলমাত্র ঘটনাটি অধিনায়কের নজরে আনতে পারেন। তাতে যদি আধিনায়কের কোন হস্তক্ষেপ না থাকে, খেলার পরে রেফারী সে সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতে পারেন।

প্রঃ (২৪১) রেফারী ঘটনার কথা চেপে গিয়ে রিপোর্ট পাঠালেন না, কিছু হতে পারে কি পরবর্তী অধ্যায়ে ?

● রিপোর্ট করার মত ঘটনা ঘটলেই রেফারীকে রিপোর্ট করতে হবে। রিপোর্ট না করা মানেই ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা থেকে বিচ্যুত হওয়া। কাজেই যথার্থ অনুসন্ধানের পর যদি প্রমাণিত হয় রেফারী ইচ্ছে করেই রিপোর্ট চেপে গেছেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে শৃংখলা ভঙ্গের শাস্তি নেয়া যেতে পারে।

প্রঃ (২৪২) কোন খেলোয়াড় যদি স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে হঠাৎ রেফারীকে (১) সজোরে ঘুষি চালায় (২) ঘুষি চালান হল অথচ লাগলো না (৩) গায়ে থুথু ছিটোয় (৪) কাদা ছুড়ে মারে (৫) বল দিয়ে আঘাত করে (৬) অত্যন্ত কটু ভাষা প্রয়োগ করে—তাহলে রেফারী কি করবেন প্রতিটি ক্ষেত্রে ?

● প্রতিটি ঘটনায় রেফারী খেলা থামাবেন—অ্যাডভানটেজ সাপেক্ষভাবে। খেলা থামিয়েই তিনি সেই খেলোয়াড়কে সঙ্গে সঙ্গে বহিষ্কার করে দেবেন। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। ঐ আচরণের জন্য যদি রেফারীকে খেলা থামাতে হয়—তাহলে তার জন্য ধার্য করতে হবে—ইনডিরেক্ট কিক্। খেলোয়াড়ের ঐ আচরণগুলি—'ভায়োলেণ্ট-কনডাক্ট' ভুক্ত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রঃ (২৪৩) রেফারী গোল দিয়ে ফেল্লেন, অথচ সেই গোলকে বাতিল করতে পারবেন কি কি কারণে ?

● (১) তিনি যদি পুনর্বারের জন্য খেলাটি শুরু না করে থাকেন।
(২) লাইন্সম্যানের দেখানো পতাকার প্রতি তার যদি পূর্ণ আস্থা থাকে।
(৩) গোলের আগেই যদি তিনি বাঁশী বাজিয়ে থাকেন।

প্রঃ (২৪৪) একজন গোলী যদি কালক্ষেপ করার বা না করার উদ্দেশ্য নিয়ে কারণে বা অকারণে বলের ওপর শুয়ে থাকে রেফারী কি করবেন ?

● গোলীর শুয়ে থাকার ঘটনাটির প্রতি রেফারী খুব নজর রাখবেন। যদি তিনি

তার মধ্যে কোন মন্দ অভিসন্ধির ইঙ্গিত পান তাহলে সাথে সাথে তিনি গোলীকে সতর্ক করে দেবেন এবং পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। গোলীর বিরুদ্ধে সেখানেই বসাবেন —ইনডিরেক্ট কিক্। আচমকা পড়ে গিয়ে থাকলে বা ঐ পরিস্থিতি থেকে সরে থাকার কোন অবকাশ না থাকলে গোলীর বিরুদ্ধে শাস্তি দেয়া চলবে না এবং সেই মুহূর্তে গোলীকে যাতে কেউ চার্জ করতে না পারে তার জন্য গোলীর নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হবে রেফারীকে।

প্রঃ (২৪৫) ফ্রি কিক্ মারার জন্য, রেফারী কি সময় বাড়াতে পারেন?

● নষ্ট সময় যোগ করার কোনরকম প্রশ্ন না থাকলে, কেবলমাত্র ফ্রি-কিক্ মারার জন্য সময় বাড়ানো যাবে না।

প্রঃ (২৪৬) এক শটে গোল হতে পারে, এমন দূরত্ব থেকে লাল দল একটি কিক নিতে উদ্যত হল। কিক টি নিতে যাতে দেরী হয় এবং সেই সুযোগে নীল দলের প্রতিরোধ যাতে দৃঢ়তর হতে পারে সেই অছিলায় একজন নীল দলীয় ব্যাক ওয়াল ছেড়ে এসে বলের সামনে দাঁড়িয়ে রক্ষণভাগকে গুছিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে কি?

● না পারে না। কোন খেলোয়াড়ই খেলার গতিময়তায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। এটা হবে 'সিরিয়াস-মিসকনডাক্ট'। কাজেই সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দিতে হবে। এরপর পুনরাবৃত্তি দেখলে তাকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। বহিষ্কৃত হলে পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (২৪৭) প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়েরা দশ গজ দূরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে কিকার চট্ করে কিক্‌টি নিয়ে নিতে পারে কি?

● হ্যাঁ, পারবে বৈকি। অবশ্য বলটি নিশ্চলভাবে বসিয়ে তবে মারতে হবে। রেফারী সর্বদাই চেষ্টা চালাবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেলাটি শুরু হোক। যে দলই কিক্ মারুক না কেন—দেরী করা অন্যায়। তাছাড়া দেরী করে কিক্ মারা হলে— অপরাধী দল তাড়াতাড়ি করে তাদের রক্ষণকারকে সাজিয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।

প্রঃ (২৪৮) কোনাকুনী একটা লম্বা কিক্ মারা হল। বলটা আক্রমণকারীর স্পর্শে অথবা রক্ষণকারীর স্পর্শে যদি কর্ণার দণ্ডের ওপর দিয়ে চলে যায় রেফারী কি দেবেন?

● ওভাবে বল অতিক্রান্ত হলে কি ভাবে খেলা শুরু হবে তা যখন আইনে বলা নেই, তখন ইচ্ছে করলে রেফারী ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করতে পারেন। এসব ব্যাপারে

ড্রপ দিতে গেলে রেফারীর অবলোকনকে দুর্বল মনে হতে পারে। কাজেই তৎপর বুদ্ধি খাটিয়ে আক্রমণকারীর বেলায়—গোলকিক্ এবং রক্ষণকারীর বেলায়—থে্রাইন দেয়াই শ্রেয় পন্থা।

প্রঃ (২৪৯) তীব্র একটি সট রুখতে গিয়ে, গোলী বুকে—(১) প্রচণ্ডভাবে আঘাত পেল, (২) সামান্যভাবে আঘাত পেল। ঐ অবস্থায় গোলীর বুক ছেড়ে বল চলে এলো জনৈক আক্রমণকারীর পায়ে সে তখন গোল করতে উদ্যত হলে—রেফারী কিছু করতে পারেন কি?

● আঘাত গুরুতর ধরনের হলেই রেফারী সাথে সাথে খেলা বন্ধ করে দেবেন। আক্রমণকারীকে গোল করার চেষ্টা থেকে বিরত করবেন। যেখানে খেলাটি থামান হবে সেখানে ড্রপ দিয়ে খেলাটি শুরু করবেন। শুরুর আগে দলে কে গোলী খেলছে সেটা ঠিক করে নেবেন।

সামান্য ধরনের আঘাত পেলে—খেলা বন্ধ না করার পরামর্শ দেয়া থাকলেও—শেষ রক্ষণকারী হিসাবে গোলীর ক্ষেত্রে কিছুটা নরম মনোভাব নেয়া যেতে পারে। তবে সমূহ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার কৌশল হিসেবে কোন গোলী যদি আহত হবার ভান দেখায় তাহলে রেফারী কোন মতেই সে অভিসন্ধিকে প্রাধান্য দেবেন না। সেক্ষেত্রে তিনি আক্রমণকারীকে গোল করার সুযোগ দেবেন। এখানে গোলীর উদ্দেশ্য নিরূপণ করবার একমাত্র মালিক হবেন—স্বয়ং রেফারী।

প্রঃ (২৫০) ল্যাং মারা সত্বেও আক্রমণকারী বলটি ধরে গোল করতে উদ্যত হল। কিন্তু পরমুহূর্তে সেই আক্রমণকারী ত্রুটিপূর্ণ সট নেবার দরুণ বল চলে গেল মাঠের বাইরে। নিজ-ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য ঐ খেলোয়াড়টি যদি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে পেন্যাল্টির দাবী জানাতে থাকে—রেফারী কি করবেন?

● (১) লাথি মারার জন্য প্রতিপক্ষ সতর্কিত হবে, পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

(২) একবার 'অ্যাডভান্টেজ' দিয়ে দিলে তা যদি ব্যর্থ হয়, সেটা কোন মতেই আর প্রত্যাহার করা যায় না।

(৩) হাত তুলে অন্যায় দাবী জানিয়ে সমর্থকদের তাতানোর জন্য আক্রমণকারী সতর্কিত হবে এবং তার নামেও রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

(৪) খেলাটি যেভাবে শুরু করার কথা ছিল সেভাবেই শুরু করতে হবে।

প্রঃ (২৫১) একজন রেফারী খেলোয়াড় তাড়াতে পারেন—জানা আছে। কিন্তু দলীয় অধিনায়ককে কি তাড়াতে পারেন ?

● হ্যাঁ পারেন। তাড়ানোর মত ঘটনা ঘটলেই তিনি যাকেই হোক না কেন তাড়াতে পারেন। এ ব্যাপারে কোন রকম পদমর্যাদার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

প্রঃ (২৫১) ক্ষমতাবলে, একজন রেফারী, দলপতিকে মাঠের বাইরে যেতে বলতে পারছেন। এবারে বলুন তো, কোন দলপতি কি কখনো কোন কারণে স্বয়ং রেফারীকে মাঠের বাইরে যেতে বলতে পারেন ?

● হ্যাঁ পারেন। সে রকম নজীর আছে। তবে নজীরটা কিছুটা অন্য ধরনের। অর্থাৎ বহিষ্কারের নয়। রেফারীকে বহিষ্কার কারার অধিকার কারুরই নেই। ১৯৩০ সালে ২২শে সেপ্টেম্বর, হ্যামডেন পার্কে অনুষ্ঠিত একটি বাৎসরিক খেলায় অংশ নিয়েছিল শেফিল্ড এবং গ্লাসগো দল। শেফিল্ডের জামার রঙ ছিল সাদা এবং রেফারীরও তাই। সে খেলার রেফারী ছিলেন জে, টমসন্। জামার ওপরে সেদিন তিনি জ্যাকেট্ ব্যবহার করতে ভুলে গিয়েছিলেন। দলপতি জে, সীড্, যিনি লেফ্ট-ইনে খেলছিলেন তিনি দু-দুবার রেফারীকে বল পাশ দিয়েছিলেন দলীয় খেলোয়াড় ভেবে। পরে তিনি রেফারীকে জামা বদলাবার আবেদন তুললে, রেফারী মাঠের বাইরে এসে জ্যাকেট চড়িয়ে নিয়ে তবে খেলাটি শেষ করেছিলেন।

প্রঃ (২৫৩) একজন খেলোয়াড় একই সঙ্গে যদি বার নম্বর নিয়মের "এফ" এবং "এল" অপরাধ করে বসে, তাহলে রেফারী কি করবেন ?

● একসাথে দুটি অপরাধ করা হলেই তুলনায় যেটি অধিক গুরুতর ধরনের অপরাধ হবে রেফারী তারই শাস্তির ব্যবস্থা কববেন। সুতরাং এখানে ধার্য করতে হবে ডিরেক্ট কিক্। অপরাধ যদি স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে হয় তাহলে বসাতে হবে পেন্যাল্টি-কিক্। কারণ রেফারীর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করার (যেটা 'এল' অপরাধভুক্ত) চাইতেও প্রতিপক্ষকে আঘাত করা (যেটা "এফ" অপরাধ-ভুক্ত) অধিক গুরুতর অপরাধ।

প্রঃ (২৫৪) মারাত্মক একটা অপরাধের জন্য লাইন্সম্যান ফ্লাগ তুললেন। রেফারী তখন দাঁড়িয়েছিলেন পিছন মুখো করে। ফলে অপরাধ এবং ফ্লাগ কোনটাই তিনি দেখতে পেলেন না। এই অবস্থায় অপরাধীদল একটি গোল করে বসলে—কি করবেন রেফারী পরবর্তী পদক্ষেপে।

● ১। গোলটি গণ্য হবে কি ? —হবে না, কারণ অপরাধী দল অপরাধ করে কখনো গোল করতে পারে না।

২। গোলটা কি বাতিল করতে হবে? —হ্যাঁ করতে হবে।

৩। রেফারী কি ধরনের শাস্তি দেবেন? —অপরাধের গুরুত্ব যাচাই করে নয় সতর্ক, নয় বহিষ্কার।

৪। রেফারী কি ভাবে খেলা শুরু করবেন?—অপরাধ পেন্যাল অফেন্স ভুক্ত হলে—ডিরেক্ট আর না হলে —ইন্‌ডিরেক্ট।

৫। কোনখানে কিক্‌টি বসাতে হবে? —লাইন্সম্যান যেখানে পতাকা দেখাবেন।

প্রঃ (২৫৫) লাইন্সম্যানের ভুলের জন্য মাঠে প্রচণ্ড গোল বাধলো। লাইন্সম্যান তখন সকলের দৃষ্টিতে অপাংতেয় হয়ে উঠলেন। মাঠ জুড়ে চিৎকার শুরু হল—ওঁকে বদলাবার। অবস্থা ক্রমশই জটিল হচ্ছে বলে এবং আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে—উদ্যোক্তারা রেফারীকে আদেশ দিলেন—লাইন্সম্যানকে বদলাবার। রেফারী সেই আদেশ পালন করে, খেলাটি শেষ করলেন- নির্বিঘ্নে। এখন বলুন তো রেফারী কি ঠিক কাজ করেছিলেন এবং উদ্যোক্তারা কি সেরকম আদেশ দিতে পারেন?

● রেফারী মারাত্মক ভুল করেছেন বলতে হবে। কারণ মাঠে থ্রী-অফিসিয়াল ছাড়া ম্যাচ কখনো শেষ করা যায় না। কোন কারণে লাইন্সম্যান মাঠে থাকতে না পারলে—সে স্থলে আরেকজনের অন্তর্ভুক্তি না হলেই নয়। এছাড়া অবস্থা যতই জটিলের দিকে যাক্ না কেন দর্শকদের অসহযোগিতায় লাইন্সম্যান কখনো পরিবর্তিত হতে পারে না। একমাত্র রেফারী নিজে যতক্ষণ না তার অপসারণ চাইবেন, ততক্ষণ কারুর কোন এক্তিয়ার নেই লাইন্সম্যানকে বদলানোর আদেশ দেযা।

খেলা শুরু হয়ে গেলে রেফারীর করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে, কেউই কোনরকম আদেশ বা পরামর্শ দিতে পারেন না। কেউ দিতে গেলে রেফারীও তা গ্রহণে বাধ্য থাকবেন না। মাঠে রেফারী হবেন একমাত্র আইনের দাস, কারুর আদেশের নয়।

প্রঃ (২৫৬) খেলাতে গিয়ে রেফারী দেখলেন, আইনের মূল তত্ত্বকে বা মৌলিক সত্যকে রূপান্তর করে—তাকে পরিচালন কার্য সমাধা করতে বলা হচ্ছে। রেফারী সেটা মেনে নেবেন?

● সর্বক্ষেত্রে না মানলেও, ক্ষেত্র বিশেষে মানতে হবে। কারণ টুর্নামেন্ট কমিটির হাতে কতকগুলি ক্ষমতা আছে, যার মাধ্যমে তারা সেখানকার পরিবেশ

এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত আইনগুলির উদ্দেশ্যকে ব্যহত না করে কিছুটা পরিমার্জন করে নিতে পারে।

কাজেই, রেফারী মাত্রই সর্বাগ্রে সেই টুর্নামেন্টের 'বাই-ল'গুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে নেবেন। কয়েকটি উপমা দিলে বুঝতে অসুবিধা হবে না ঘটনাটা। যেমন ধরুণ আইনত খেলার প্রকৃত স্থিতিকাল হল নব্বই মিনিট। কিন্তু আমাদের মত গরম আবহাওয়ায় সেটা অসহনীয় বলেই যে প্রতিযোগিতায় খেলার সংখ্যাধিক্য বেশী এবং দলকে ও খেলোয়াড়দের অল্প সময়ের ব্যবধানে খেলতে হয় মাত্রাতিরিক্ত সেই সব খেলার স্থিতিকাল নির্দ্ধারিত করা হয়েছে সত্তর মিনিট। সুতরাং আইনের এই পরিমার্জনের বিরুদ্ধে রেফারীর করার কিছু নেই।

অনুরূপভাবে, স্কুল টুর্নামেন্টের খেলায় ছোটদের জন্য (১) মাঠের আয়তনকে (২) দুইপোস্টের ব্যবধানকে (৩) ক্রশবারের উচ্চতাকে (৪) বলের পরিধি এবং ওজনকে (৫) খেলার স্থিতিকালকে যদি কমানো হয় তাতে আইনের মূল তত্ত্বকে বা মৌলিক সত্যকে মোটেই বিকৃত করা হয় না, বরং আরো মহীয়ান্ করা হয়।

প্রঃ (২৫৭) মোট কত ধরনের শাস্তি আছে বলুন তো ফুটবলে?

● মোট দু'ধরনের :—(১) 'টেক্‌নিক্যাল' শাস্তি। যার জন্য রেফারী ডিরেক্ট এবং ইনডিরেক্ট দিতে পারছেন। আর হল 'ডিসিপ্লিনারী' শাস্তি। যার জন্য রেফারী সতর্ক এবং বহিষ্কার করতে পারছেন।

প্রঃ (২৫৮) ফুটবল খেলায় মোট কত ধরনের ' wardable Fenalties' আছে বলুন তো?

● মোট তিন ধরনের। যথা—(১) সতর্ক কিম্বা বহিষ্কার করা (২) ডিরেক্ট অথবা ইনডিরেক্ট দেয়া (৩) পেন্যাল্টি কিক্ ধার্য করা।

প্রঃ (২৫৯) কোন্ আইনের কোন্ ধারায়. রেফারী 'অ্যাডভানটেজ' প্রয়োগ করতে পারছেন? সংজ্ঞা এবং উদাহরণ সমেত ধারাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

● ফুটবল নিয়মের পাঁচ নম্বর আইনের, "বি" ধারার নির্দেশানুসারেই রেফারী 'আডভানটেজ' প্রয়োগ করতে পারছেন।

অ্যাডভান্‌টেজের মূল অর্থ হল—রেফারীরা সেই সব ক্ষেত্রে, সর্বদাই বাঁশী বাজানো থেকে বিরত থাকতে পারেন—যে সব ক্ষেত্রে তিনি নিজে বুঝবেন, বাঁশী বাজানো হলে অপরাধী দলকেই সুযোগ করে দেয়া হবে। উপমা হিসেবে ধরা যেতে পারে

একজন আক্রমণকারী অনিবার্যভাবে গোল দিতে চলেছে, ঠিক সেই অবসরে তার পাশে কোন সহ-খেলোয়াড়কে যদি অপর কোন রক্ষণকারী ঘুষি চালায়, তাহলে রেফারী সেই পরিস্থিতিতে, সেই অপরাধকে উপেক্ষা করে—গোল করার সুযোগকেই প্রাধান্য দেবেন। তারপর গোল হোক চাই না হোক, রেফারী পরবর্তী পদক্ষেপে গিয়ে অভিযুক্ত খেলোয়াড়কে নয় সতর্ক আর নয় বহিষ্কার করে দেবেন। করলে তার জন্য রিপোর্টও পাঠিয়ে দেবেন। একবার অ্যাডভানটেজ দিয়ে দিলে, তা যদি ব্যর্থ হয়, রেফারী কোন মতেই সেটা প্রত্যাহার করে নিয়ে পূর্ব অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে পারবেন না। 'অ্যাডভানটেজ' দিতে গেলে—অবগতির জন্য যদি রেফারী কল দিতে পারেন তাহলে খুব ভাল ভূমিকা রাখা হবে। রেফারীরা কোন মতেই এমন অ্যাডভানটেজ দিতে যাবেন না, যেটা সে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্জন করতে যাবে। অ্যাডভান্টেজ দিতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সময়োচিত ভাবে দিতে পারলে, খেলার মাধুর্য রক্ষিত হবে চরমভাবে।

প্রঃ (২৬০) রেফারী হিসেবে নীচেকার পরিস্থিতিগুলিকে আপনি (১) কোন্ আচরণে ফেলবেন? (২) কোন্ শাস্তির পর্যায়ে ফেলবেন? (৩) কোন্ কোন্ উপায়ে খেলা শুরু করবেন?

(ক) গোলীর হাতে বল, সে বলে একজন প্রতিপক্ষ পা দিয়ে খেলতে উদ্যত হল।

● (১) বিপদজনক খেলা।
(২) খেলোয়াড় সতর্কিত হবে।
(৩) খেলা বন্ধ হলে ইনডিরেক্ট কিক্ দিতে হবে।

(খ) জনৈক খেলোয়াড় বার বার আপনার সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করছে।

● (১) অভদ্রোচিত আচরণ।
(২) খেলোয়াড় সতর্কিত হবে।
(৩) যেখানে দাঁড়িয়ে করবে সেখানেই বসাতে হবে ইনডিরেক্ট কিক্।

(গ) থ্রো-ইন হচ্ছে। একজন রক্ষণকারী নিজ গোলীকে বাজে গোল-খাবার জন্য চিৎকার করে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করলো।

● (১) 'ভায়োলেন্ট' আচরণ।
(২) খেলোয়াড় সতর্কিত অথবা বহিষ্কৃত হবে।
(৩) যেহেতু খেলা শুরু হয়নি, সেহেতু সেই থ্রো-ইনই বহাল থাকবে

(ঘ) পরিষ্কার এক উদ্দেশ্য নিয়ে, ইচ্ছে করে প্রতিপক্ষের তলপেটে লাথি চালান হল।

● (১) সিরিয়াস ফাউল প্লে (লাথি মারার জন্য)।

(২) খেলোয়াড় বহিষ্কৃত হবে।

(৩) স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার ভিতর হলে—'পেন্যাল্টি' আর বাইরে হলে—ডিরেক্ট কিক্'।

(ঙ) গোলী বার ধরে ঝুলে পড়লো অথবা কিক্ করার আগেই প্রতিপক্ষ নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়লো।

● (১) মিস্-কন্ডাক্ট।

(২) খেলোয়াড় সতর্কিত হবে।

(৩) প্রথম ক্ষেত্রে খেলা থামানো হলে হবে ইনডিরেক্ট কিক্ আর উভয় ক্ষেত্রে খেলা থামাকালীন হলে যেভাবে খেলা শুরু হবার কথা ছিল, সেই ভাবেই শুরু করতে হবে।

প্রঃ (২৬১) রেফারী, পেন্যাল্টি এরিয়ার মধ্যে অ্যাডভানটেজ দিতে যাবেন কি ?

● অ্যাডভান্টেজ যদি রক্ষণকারীর ভাগ্যে জোটে তাহলে সাথে সাথে সেটা যুগিয়ে দিতে কার্পন্য করা উচিত হবে না।

আর যদি আক্রমণকারীর ভাগ্যে জোটে তাহলে রেফারীকে বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটা তৎপর সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে।

যে রেফারী যত তৎপর এবং যথার্থ অনুসন্ধানের কাজ সমাধা করতে পারবেন তার ভূমিকা হবে ততই উন্নত মানের।

ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে রেফারী যদি মনে করেন, গোলটি অনিবার্য হবেই হবে, কোনরকম বাধা আর সেখানে বাধা হয়ে দাড়াতে পারবে না, তাহলে তিনি সমস্ত কিছু ঘটনাকে 'চোখ-কান-বুজে' উপেক্ষা করে যাবেন গোলটি হবার অ্যাডভানটেজে।

রেফারীর মনে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয়, আক্রমণকারী গোলটি করতে পারবে কি পারবে না অথচ অপরাধের জন্য বাঁশী বাজানো হলে আক্রমণকারীর ভাগ্যে জুটবে একটি পেন্যাল্টি তাহলে তার পক্ষে বাঁশী বাজানোই হবে শ্রেয় কাজ। তখন আর অ্যাডভানটেজের কথা ভাবা যাবে না। কারণ দোদুল্যমান পরিস্থিতির মধ্যে পেন্যাল্টি পাওয়াটাই হবে যে কোন দলের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম অ্যাডভানটেজ লাভ করা।

এবারে যদি লক্ষ্য করা যায়—আক্রমণকারী আরও কিছুটা এগোবার সুযোগ

পেলে গোল করলেও করতে পারে, অথচ অপরাধ ডাকা হলে সে দলের ভাগ্যে পেন্যাল্টি সীমানার বাইরে জুটবে কেবলমাত্র একটি ফ্রি-কিক্, তাহলে রেফারী সে-ক্ষেত্রে অ্যাডভানটেজ প্রয়োগ করলে ভাল কাজ করবেন।

অ্যাডভানটেজ ব্যর্থ হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একটা বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং রেফারীকে তখন নানান প্রতিকূলতা 'ফেস' করতে হয়। কাজেই অ্যাডভানটেজটা যাতে খুব সময়োচিতভাবে ধরা যায় এবং কার্যকর ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার জন্য রেফারীকে সদা তৎপর এবং সাবধানী হতে হবে।

প্রঃ (২৬২) একটি গুরুত্বপূর্ণ ইণ্টারন্যাশন্যাল 'ম্যাচ্' খেলানোর জন্য আপনার আমন্ত্রণ এলো—সুদূর জাপান দেশ থেকে। আপনার পর্যায়ক্রমিক করণীয় কর্তব্যগুলি কি হবে?

● (১) সর্বাগ্রে খেলাতে সক্ষম হবেন কিনা তা স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় সংস্থাকে জানিয়ে দিতে হবে।

(২) কোন্ তারিখের কোন্ সময়ে যাত্রা করা হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট স্থানে কখন পৌঁচচ্ছেন তার সম্ভাব্য সময় এবং ক্ষণ উল্লেখ করে স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে একটা জরুরী তার পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) যথা সময়ের মধ্যে সেখানে পৌঁছে, যথার্থ কতৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সকলরকম ব্যবস্থার পরামর্শ ও নির্দেশ বুঝে নিতে হবে।

(৪) খেলার বহু আগেই মাঠের এবং মাঠের যাবতীয় উপকরণের মাপজোক সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে নিতে হবে। সেই স্থলের আবহাওয়ার সাথে অভ্যস্ত হবার জন্য নির্দিষ্ট মাঠে হেঁটে ছুটে পরিবেশকে রপ্ত করে নিতে হবে।

(৫) টুর্ণামেণ্টের 'বাই-ল' সম্পর্কে উদ্যোক্তাদেব সাথে আলোচনা করে নিতে হবে এবং নির্বাচিত লাইন্সম্যানদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভা বসিয়ে কার কি কর্তব্য হবে এবং আপনি নিজে কি ধরনের সাহায্যপ্রার্থী হবেন সেটা ঠিক করে নিতে হবে।

(৬) খেলার দিন—সময় মতো স্নানাহার, বিশ্রাম এবং ব্যায়াম সেরে নিয়ে মাঠে নামতে হবে। আগের দিন রাতে কোন পার্টিতে অধিক রাত পযন্ত কাটানো বা মদ্যপানে ব্যপৃত না থাকাই শ্রেয়।

৭) আচারে, আচরণে এবং ভূমিকায় সর্বদাই মনে রাখতে হবে আপনার ওপরেই নিজ দেশের বা জাতির সবকিছু সুনাম এবং সম্মান একান্তভাবেই নির্ভরশীল।

প্রঃ (২৬৩) "কোন অবস্থাতে, রেফারী যেন প্রতিশোধ তোলার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার না চালান"—এ কথা বলা হচ্ছে কেন?

● মাঠের মধ্যে রেফারী-ই হচ্ছেন সব কিছু। প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই

হবে মূল বা শেষ কথা। তাঁর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলারও কোনরকম অবকাশ নেই। এমনকি উঁচু মহলে গিয়ে দরবার করাও চলে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে রেফারীর সততা, আদর্শ এবং ন্যায়পরায়ণতার ওপর উভয় দলের ভাগ্য একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে আছে। আইনের পবিত্রতা ও সুচীতা রক্ষার জন্য রেফারীদের একমাত্র কর্তব্য হবে কোনরকম আইনবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত না নেয়া। কোন সময়ের জন্য তিনি যেন অশুভ প্রভাবের শীকার না হন। কোন দলের প্রতি অযথা মমতা দেখানো বা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে কঠোর হওয়া মোটেই উচিত নয়। কোন নামী-দামী খেলোয়াড়, দল বা কর্মকর্তার প্রভাবের চাপে পড়ে যেন মনকে দুর্বল না রাখা হয়। ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য যেন ইন্ধন না খুঁজতে হয়। মারধোর বা গালমন্দ করে খেলতে অভ্যস্ত—এমন কোন বেয়াড়া খেলোয়াড়কে বিনা কারণে বা তুচ্ছ ঘটনায় যেন শাস্তি দিয়ে ফেলা না হয়। কিম্বা গত খেলায় মারাত্মক ভাবে অপমান করার দরুণ, আজকের খেলায় অল্পেতেই যেন বহিষ্কারের পরিকল্পনা না নেয়া হয়। মোটকথা কোনমতে রেফারী হঠকারিতা করতে উদ্যত হবেন না। রেফারীর পবিত্রতম কাজ হবে—যথাসময়ে, যথার্থভাবে অতীব নিরপেক্ষ পথে আইনগুলিকে রক্ষা করা ও প্রয়োগ করা।

প্রঃ (২৬৪) খেলার গতিময়তায় অযথা ছেদ না টেনে বা খুব কম করে বাঁশী বাজিয়ে রেফারীকে খেলাটি পরিচালনা করতে বলা হচ্ছে কেন?

● একজন রেফারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের কাজ হবে তখন, যখন দেখা যাবে তিনি খেলার গতিময়তার মধ্যে খুব কম হস্তক্ষেপ রাখছেন এবং খুব কম করে বাঁশী বাজাতে সক্ষম হচ্ছেন। তাই কোনরকম খুঁটিনাটি ঘটনায়, অনিচ্ছাকৃত কারণে বা সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে বাঁশী না বাজানোই শ্রেয়। বেশী বাঁশীতে খেলোয়াড়দের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, খেলার প্রতি মনযোগ নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তাদের মনে তখন উদয় হতে থাকে নানান অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি। তাছাড়া বেশী বাঁশীতে রেফারীর প্রতি নজর পড়ে বেশী এবং তখন রেফারীকে না মানবার স্পৃহা বেড়ে ওঠে। বাঁশীর ব্যাপকতায়—খেলার আমেজ, আনন্দ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সব কিছুই তখন অসার হয়ে পড়ে। তাই বলে রেফারী কখনোই এমন নীরব ভূমিকা নেবেন না যাতে করে মাঠে দক্ষযজ্ঞ বেধে যেতে পারে এবং খেলাটিও হাতছাড়া হয়ে যায়। কাজেই খেলা নিয়ন্ত্রণের ওপর সর্বক্ষণের জন্য রেফারী যেন তার পূর্ণ শক্তি এবং সার্বিক কর্তৃত্বের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হন।

প্রঃ (২৬৫) "রেফারী কেবলমাত্র আইনকে ভিত্তি করেই বাঁশী বাজাবেন

না আইনের তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করে তবে বাঁশী বাজাবেন"—এ পরামর্শ রেফারীদের দেয়া হচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা দিন।

● ফুটবল খেলা পরিচালনা করাটা, কেবলমাত্র আইনকেন্দ্রিক হতে পারে না। শুধুমাত্র আইনকে ভিত্তি করা হলে, আইনের আক্ষরীক অর্থগুলিকে নিয়ে মাথা ঘামানো হলে বা অ ইন বর্ণিত ভাবার্থগুলিকে হুবহু অনুসরণ করা হলে কোন খেলাই শেষ হতে পারবে না যথার্থভাবে। রেফারীরা সর্বক্ষেত্রে আইনের ধারক এবং বাহক হলেও সেগুলি যাতে প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান হয়ে উঠতে পারে, তার প্রকাশভঙ্গি যাতে সুন্দর এবং সার্থকভাবে উপস্থাপনা করা যেতে পারে সেদিকটা নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন। রেফারী যদি, প্রতিটি ঘটনায় বার বার বাঁশী বাজাতে থাকেন এবং সতর্ক কিম্বা বহিষ্কার করতে উদ্যত হন—তাহলে খেলার মধ্যে সুষ্ঠুতা বিরাজ সম্ভব নয় মোটেও। কাজেই অনিচ্ছাকৃত ঘটনায়, সন্দেহজনক কারণে বা অ্যাডভানটেজ সাপেক্ষ অবস্থায় বাঁশী না বাজানোই শ্রেয়। তাই খেলার বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্য বজায় রাখার জন্য কেবলমাত্র আইনের আক্ষরিক অর্থকে প্রাধান্য না দিয়ে আইনের অন্তর্নিহিত ভাবকেই প্রাধান্য দেয়া দরকার।

প্রঃ (২৬৬) "রেফারীদের উচিত নয় কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির ওপব নির্ভরশীল থাকা"—এ কথা বলা হচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা দিন।

● খেলা শুরুর আগে এবং চালু খেলার মধ্যে এমন অনেক কিছু থাকে বা ঘটে যেগুলির তথ্য সর্বক্ষণের জন্য রেফারীকে স্মরণ না রাখলেই নয়। সেগুলি ভুলে গেলে মারাত্মক ত্রুটির কাজ হয়ে দাঁড়াতে পারে রেফারীর পক্ষে। কাজেই প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্ত কিছু ঘটনার খুঁটিনাটি তথ্য বেফারীর নখদর্পণে রাখা দরকার। এরজন্য রেফারীর অন্যতম কাজ হবে সমস্ত বিষয়গুলি নোট প্যাডে টুকে রাখা। স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভরশীল থেকে বা "মোটেই ভুলবো না." এমন একটা বিশ্বাসের ওপর আস্থা নিয়ে কিছু করতে যাওয়া মোটেই উচিত হবে না।

মানুষ মাত্রই পরিবেশের দাস। মনে মনে যতই তার মনে করে রাখার চেষ্টা থাকুক না কেন তার জন্য দরকার সূক্ষ্ম চেতনাশক্তি, দক্ষ মননশীলতা এবং উৎকণ্ঠাহীন পরিবেশ। খেলার গতিময়তায় এগুলির অভাব অল্পেতে অনুভূত হয়ে থাকে। রেফারীর মানসিকতা তখন অন্যমুখী হতে বাধ্য। এর ওপর আছে আবার শারীরিক চাপের ধকল। দুই ধকলের অতিরিক্ত চাপে পড়ে স্মৃতিশক্তিগুলি তখন আর তেমন কার্যকর অবস্থায় থাকতে পারে না। কাজেই সবকিছু গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। সুতরাং কোনরকম ঝক্কির মধ্যে না গিয়ে নোট-প্যাড এবং পেনসিলের সদ্ব্যবহার করাই শ্রেয় পন্থা।

প্রঃ (২৬৭) "রেফারীং-এর মান বাড়লেই খেলার মান বাড়বে"—এই মন্তব্য সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

● এই মন্তব্যের সাথে আমি একমত নই। কারণ মন্তব্যটি একেবারেই এক পেশে। আমি মনে করি খেলার মানের সাথে রেফারীর মানের তেমন বিশেষ সম্পর্ক নেই। খেলার মান উন্নত হতে পারে (১) নিরলস অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে (২) সংযম ও নিয়মানুবর্তীতা পালনে (৩) দলের হয়ে লড়ার সম্মিলিত সদিচ্ছায় (৪) উন্নত মানের কার্যকর কোচিং ব্যবস্থায় এবং (৫) সুনিয়ন্ত্রিত সাংগঠনিক ভাবধারায়।

ভাল 'রেফারীং' না হলে ক্ষেত্রবিশেষে দলের বা খেলোয়াড়দের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে, তাই বলে মান নষ্ট হতে পারে না। বলা বাহুল্য, যে দল রেফারীর ওপর নির্ভর করে খেলতে নামে বা যে দলের ধারণা রেফারীর কাছ থেকে তাদের পাওনা অনেক বেশী সে দলই রেফারীদের মান নিয়ে বেশী মাথা ঘামায়। যে দল সবকিছু কারণকে জলাঞ্জলী দিয়ে কেবলমাত্র রেফারীকে কেন্দ্র করে ধৈর্য হারায় বুঝতে হবে সে দলের 'টীম-স্পিরিট' নেই মোটেও। যে খেলোয়াড় কিছু একটা প্রত্যাশা নিয়ে রেফারীর দিকে তাকাবে, জেনে নিতে হবে খেলার প্রতি তার মনযোগ নেই সেই মুহূর্তে। উভয় দল যদি সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বীতার মনোভাব নিয়ে খেলে যেতে পারে তাহলে কোন রেফারীর পক্ষেই খেলা চালাতে অসুবিধা হবে না বিন্দুমাত্রও। কাজেই উল্টো প্রশ্ন তুলে বলা যায়, খেলার মান বা তার ধরন যত ভাল হবে, পরিষ্কার হবে, সে খেলার পরিচালন মানও ততোধিক ভাল না হয়ে পারবে না। ২ যানের মানের নিরিখে পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড এবং ব্রেজিলের মানকে যদি দুনিয়ার সেরা মান বলে ধরে নেয়া যায় তাহলে দুনিয়ার বুকে এখনো ইংল্যাণ্ডের রেফারীদের এত আদর এবং কদর বেড়ে রয়েছে কেন ?

প্রঃ (২৬৮) প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তিতে এবং সর্বময় কর্তৃত্বের এক্তিয়ারের জন্য, রেফারীকে কেন মাঠের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে তার ব্যাখ্যা দিন।

● ফুটবল আইন রেফারীর ওপর কতকগুলি ক্ষমতা দিয়েছে, যার সাহায্য নিয়ে রেফারীরা খেলাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পাচ্ছেন। রেফারীর কর্তৃত্ব শুরু হচ্ছে মাঠে ঢোকার সাথে সাথে। মাঠে তিনিই হবেন সর্বময় কর্তৃত্বের একমাত্র নিয়ন্তা। মাঠে তার ক্ষমতা একচ্ছত্র। আইনভিত্তিক ভুল ছাড়া কোন ঘটনাভিত্তিক ভুলের জন্য তার বিরুদ্ধে নালিশ জানানোর পথ নেই। এমন কি পরবর্তী অধ্যায়ে উঁচু মহলে কোন দরবারও চলে না। সর্বক্ষেত্রেই তার সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত।

(১) ঘটনা বুঝে তিনি যে কোন সময় খেলাটি বন্ধ করতে পারেন এবং সেই বন্ধ খেলা আবার চালুও করতে পারেন।

(২) আইন ছাড়া কারুর আজ্ঞাবহরূপে তিনি কোন ভূমিকা রাখতে বাধ্য থাকবেন না এবং বিনা অনুমতিতে কাউকে মাঠে ঢুকতে দেবেন না।

(৩) মেঠো গোলমালে হস্তক্ষেপ, কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মোকাবিলা এবং যে কোন ধরনের অসদাচরণের জন্য তার সমুচিত ব্যবস্থা নিতে পারবেন একমাত্র তিনি।

(৪) খেলা শুরুর মুখে, খেলার মধ্যে এবং খেলার শেষেও তিনি ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ চালাতে পারেন। বিরতিতে বা বল খেলার বাইরে থাকলে তার ক্ষমতা লোপ পায় না কখনো।

(৫) মতিগতি বুঝে তিনি খেলোয়াড়দের সতর্ক বা বহিষ্কার করতে পারেন এমনকি সতর্ক না করে বহিষ্কারও করে দিতে পারেন।

(৬) মাঠ, বল এবং খেলোয়াড়দের সাজ-সরঞ্জাম সম্পর্কে তার বিবেচনাই হবে সবকিছু।

(৭) নষ্ট সময়ের হিসেব রেখে পরে তিনি সে সময়টুকু পুষিয়ে দিতে পারেন এবং প্রয়োজনে অপরাধকে উপেক্ষা করে তিনি 'অ্যাডভানটেজ' দিতে পারেন।

একাধারে, এককভাবে এতসব ক্ষমতার একমাত্র অধিশ্বর হবার দরুণ মাঠের মধ্যে তিনি-ই হবেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি।

প্রঃ (২৬৯) একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলায়, চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হলে, নিযুক্ত রেফারীকে তখন কি কি ধরনের পীড়ন বা চাপ সইতে হয় এবং সেগুলিকে কি ভাবে জয় করা সম্ভব তার ব্যাখ্যা দিন তো?

● যে কোন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খেলায়, একজন রেফারীকে সাধারণভাবে দুরকম চাপের সম্মুখীন হতে হয়। তার একটি হল মানসিক চাপ এবং অপরটি হল শারীরিক চাপ।

খেলার মধ্যে অশুভ বা অসুস্থ পরিবেশ যত বাড়তে থাকবে খেলার চরিত্রও ততো জটিলতার দিকে এগোতে থাকবে। কাজেই সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে খেলোয়াড়দের মনোবল গড়ে উঠতে পারে না। মনোবল গড়ে উঠতে না পারলে, স্নায়ুর দৌর্বল্য বেড়ে উঠবে আপনা থেকে। স্নায়ুর দুর্বলতা থেকেই জন্ম নেয় চড়া মেজাজের সুর। রেফারীর মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে থাকে ওইসব সূত্র থেকে। রেফারীর তখন একমাত্র চিন্তা দাঁড়ায় কিভাবে খেলাটিকে শেষ করতে হবে, কোথায় কোথায় খেলাকে ধরতে বা ছাড়তে হবে, কোন্ পন্থায় চললে খেলোয়াড়দের মতিগতি নিয়সন করা যাবে এবং কি ধরনের ভূমিকা রাখলে দর্শক সমাজের উত্তেজনা প্রশমিত

হবে। এ ধরনের চিন্তাগুলিই তখন হয়ে উঠবে রেফারীর মানসিক চাপের মূল ইন্ধন। কাজেই এই সমস্ত ঘটনায় রেফারীকে খুব ঠাণ্ডা মাথায়, আত্মবিশ্বাসে ভর করে সাবধানী ও সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছড়িয়ে রেখে, সুচতুর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সব কিছুর মোকাবিলা করতে হবে।

শারীরিক চাপের যাবতীয় ধকল সহ্য করতে হয় দেহকে। তাই দেহকে যথা-যোগ্য পরিশ্রমের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এ-কথা অনস্বীকার্য যে একজন রেফারী তার শারীরিক সক্ষমতা দিয়ে বহুকিছু ত্রুটিকে পুরণ করে নিতে পারেন। হিসেবে দেখা গেছে একটি নব্বুই মিনিটের খেলায় খুব কম করে হলেও একজন রেফারীকে পাঁচ মাইল পথ দৌড়ে অতিক্রম করার মত ধকল সহ্য করতে হয়। কাজেই শারীরিক পটুতার সাথে দম তৈরি করতে হয় অফুরন্ত। এছাড়া নিয়মিত পিটি, ব্যায়াম ও স্কিপিং করা প্রয়োজন। যে রেফারী ছোটাছুটি করে বলের কাছাকাছি থাকতে পারেন সে রেফারী ঝামেলা এড়াতে পারেন ততই। মনে রাখবেন শারীরিক সক্ষমতাই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে মানসিক দৃঢ়তাকে।

প্রঃ (২৭০) আন্তর্জাতিক খেলার ক্ষেত্রে, 'ফিফা'—রেফারীদের শারীরিক যোগ্যতা সম্পর্কে যে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে পরামর্শ দিয়েছে সেটা কি ধরনের হবে, বলুন তো?

● আমন্ত্রিত রেফারীদের শারীরিক যোগ্যতা এবং সক্ষমতা সম্পর্কে যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে তার নাম দেয়া হয়েছে "কুপার-টেষ্ট"। শারীরিক সক্ষমতার এই মান নির্ণয়ক ব্যবস্থাটি যাতে সর্বত্র পরীক্ষিত হতে পারে তার জন্য সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতার উদ্যোক্তাদের সজাগ হতে বলা হচ্ছে। এই পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে বয়সের ভিত্তিতে।

মূলত দৌড়নোর ক্ষমতার ওপরেই এই পরীক্ষা নির্ভরশীল। একজন রেফারীকে, সমতল মাঠের চত্বর জুড়ে, নিজস্ব ধারায় বা ভঙ্গিমায় এক নাগারে ১২ মিনিট ছুটতে হবে। ঐ ১২ মিনিটের মধ্যে, ২৫-২৯ বছরের রেফারীদের ২৩০০ মিটার এবং ৪০-৫০ বছরের রেফারীদের ২০০০ মিটার পথ অতিক্রম করতে হবে।

মিটারে, কুপার-টেষ্টের মৌলিক মূল্যায়ন এই ভাবেই নির্দ্ধারিত হবে

	বয়স	বয়স	বয়স
	১৮ থেকে ২৯	৩০ থেকে ৩৯	৪০ থেকে ৪৯
অতীব দুর্বল মান	১৭৫০	১৫০০	১২৫০
দুর্বল মান	১৭৬০-২২৪০	১৫১০-১৯৯০	১২৬০-১৭৪০

	বয়স	বয়স	বয়স
	১৮ থেকে ২৯	৩০ থেকে ৩৯	৪০ থেকে ৪৯
যথার্থ মান	২২৫০-২৭৫০	২০০০-২৫০০	১৭৫০-২২৫০
অতীব উন্নত মান	২৭৬০	২৫০০	২২৬০

এরপর আছে ৪০০ মিটার ট্রাক্-দৌড় ৭৫ সেকেণ্ডের মধ্যে।
৫০ মিটার ট্রাক্-দৌড় ৮ সেকেণ্ডের মধ্যে।
৪ × ১০ মিটার সার্টলরীলে ১১'৫ সেকেণ্ডের মধ্যে।

এইসব পরীক্ষা শেষ হলে পর, রেফারীর হার্ট পরীক্ষা করে স্থির করতে হবে তার শারীরিক যোগ্যতা ঠিক আছে কিনা ?

প্রঃ (২৭১) "রেফারীদের কাজ, আদালতের যে কোন বিচারপতির চাইতে অনেক কঠিন এবং কষ্টসাধ্য"—এ কথা বলা হচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা দিন।

● (১) রেফারীদের বিচারের ক্ষেত্র হল খেলার মাঠ। সেখানকার পরিবেশ উত্তেজনাময় এবং কোলাহল মুখর। সকলের গতি সেখানে অবাধ। তাই ভীড়ও জমে প্রচণ্ড। বিচারপতিদের বিচারের স্থান হল আদালতের সুসজ্জিত একটি আরামদায়ক কক্ষ। সেখানকার পরিবেশ বেশ শান্ত ও ভাবগম্ভীর। বহুর সমাবেশ সেখানে চলতে পারে না।

(২) শুধুমাত্র বসে থেকে রেফারীর পক্ষে কাজ চালানো কখনোই সম্ভব নয়। সর্বসময় তাকে থাকতে হবে—গতির মধ্যে। সময়েতে রেফারীদের ঝড় জলের মধ্যেও খেলা চালিয়ে যেতে হয়। রোদ তো নিত্যকার ঘটনা। বিচারপতিদের ঐসব ঝামেলার বালাই নেই। তাদের আসনও স্থিতিশীল করা আছে বরাবরের জন্য। শুধুমাত্র আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে নয়, যাবতীয় গৃহসুখ উপভোগ করতে করতে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সমাধা করে থাকেন।

(৩) সর্বক্ষনের জন্য রেফারীদের সহ্য করতে হয় মোট দুধরনের চাপ। একটি শারীরিক ও অপরটি মানসিক। শারীরিক সক্ষমতার জন্য রেফারীদের নিয়মিত দৌড়ের অভ্যাস রাখতে হয় ও পরিশ্রমী হতে হয়। বিচারপতিদের সে ধরনের চাপের সাথে মোটেও মোকাবিলা করতে হয় না।

(৪) রেফারীদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন রাখার কোন সুযোগ নেই। এমনকি পরবর্তী ধাপে গিয়ে, উচুমহলে দরবারের পথও রুদ্ধ। রেফারীর বিরুদ্ধে কোন কিছু করার সুযোগ নেই বলেই অল্পেতেই তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং আক্রোশ উথলে ওঠে। বিচারপতিদের রায়ের পরও আছে—উচ্চ আদালত। পরবর্তী ধাপে

সেখানে দরবার করার সুযোগ আছে বলেই তাঁদের কেন্দ্র করে আদালত কক্ষে কুরুক্ষেত্র বাধার অবকাশ নেই।

(৫) রেফারীদের যাবতীয় সিদ্ধান্তগুলি নিতে হয় মুহূর্তের মধ্যে। তাই সর্বক্ষেত্রে অতি তৎপরতার সাথে তাৎক্ষণিক ঘটনাগুলির মিমাংসা রাখতে হয়। সেখানে দীর্ঘসূত্রতার বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। কাজেই বই দেখে, তর্কে লিপ্ত থেকে, কারুর পরামর্শের সাহায্য নিয়ে বহুসময় জুড়ে ভাবনা চিন্তা চালিয়ে সিদ্ধান্ত জানাবার সুযোগ নেই রেফারীদের হাতে। পক্ষান্তরে বিচারপতিদের হাতে সেরকম অবসর আছে অঢেল এবং পর্যাপ্ত।

(৬) বিচারপতিদের দায়িত্ব মূলভাবে একটিমাত্র ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। সেটা হ'ল রায় দেয়া। বিচারপতিরা কখনো নিজ হাতে অপরাধী ধরতে যান না। তার জন্য আছে পুলিশ বিভাগ। অপরাধের তারতম্য বিশ্লেষণ প্রথম ভাগে মোটেও করতে হয় না। তার জন্য আছেন উকীল, মোক্তার, অ্যাডভোকেট্ এবং ব্যারিষ্টার সমাজ। এঁদের বিশ্লেষণ শেষ হবার পরও আছে জুরী মহোদয়গণের অভিমত। অভিমত শোনা শেষ হলে, বই ঘেঁটে, গবেষণা চালিয়ে, দেয় তারিখগুলিকে পিছনে ফেলতে ফেলতে অবশেষে একদিন দেখা যায় মূল রায় ঘোষণা করতে। একজন রেফারীর হাতে এতখানি বিস্তীর্ণ পথ ছড়ানো নেই বা এমন ধরনের ধারাবাহিক বিলম্বিত অথচ সুবিন্যস্ত সুযোগেরও অবকাশ দেয়া হয়নি। তাই মাঠের মধ্যেই রেফারীকে পর্যায়ক্রমিক ভাবে পুলিশের কাজ সারতে হয়, উকীলের ভূমিকা নিতে হয়, মনের সাথে জুরীর অভিনয় করতে হয় এবং সর্বোপরি তাঁকে রায়ও জানাতে হয় কালবিলম্ব না করে।

এই সমস্ত কারণেই মাঠের রেফারীর কাজকে অনায়াসেই আমরা বলতে পারি, অনেক কঠিন এবং কষ্টসাধ্য কাজ।

প্রঃ (২৭২) কোন্ আইনের কোন্ কোন্ ধারায় রেফারী বহিষ্কার করতে পারছেন বলুন তো?

● (১) পাঁচ নম্বর আইনের 'এইচ' ধারায়।

(২) বার নম্বর আইনের 'এন', 'ও' এবং 'পি' ধারায়।

ছয় নম্বর আইন

লাইন্সমেন্
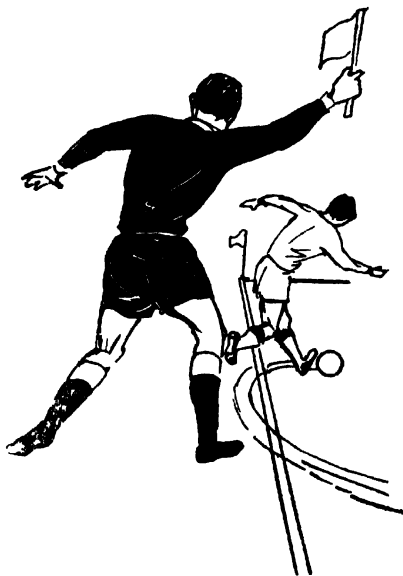
লাইন্সমেনের অ্যাকশন লক্ষ্য করুন।

এই আইনের মূল বক্তব্য ঃ

[একটি খেলায় দুজন লাইন্সম্যান থাকতেই হবে। তাদের কর্তব্য হবে—(রেফারীর সমর্থন সাপেক্ষ) কখন বলটি খেলার বাইরে গেল তার নির্দেশ দেয়া এবং কোন দল থ্রোইন করবে, গোলকিক হবে না কর্ণার কিক হবে—সেগুলি জানানো। তারা খেলাটিকে সুনিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আইনানুগভাবে রেফারীর পরিচালনকে সাহায্য করে যাবেন—সর্বক্ষণের জন্য। কোন লাইন্সম্যান যদি অসঙ্গত হস্তক্ষেপের দ্বারা বা অন্যায় আচরণের দ্বারা রেফারীর পরিচালন কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে থাকেন—তাহলে রেফারী তাকে বরখাস্ত করে দিয়ে সেখানে অপর কাউকে নিয়োগ করে নেবেন। লাইন্সম্যানদের হাতে পতাকা থাকাটা আবশ্যক। সেই পতাকা সরবরাহ করার দায়িত্ব থাকবে—হোম ক্লাবের ওপর।]

প্রঃ (২৭৩) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে লাইন্সম্যানেরা কোথায় কোথায় দাঁড়াবেন এবং কি কি ভাবে পতাকা দেখাবেন, বলুন তো ?

● (১) যদ্দূর সম্ভব মাঠের মধ্যে না ঢুকে কেবলমাত্র টাচ লাইনের বাহির বরাবর লাইন্সম্যানদের দাঁড়ান বা ছোটাছুটি করা দরকার।

(২) হাতের পতাকাটি সর্বদাই খোলা অবস্থায় হাঁটুর নীচে রাখতে হবে। পতাকাটি দেখানোর প্রয়োজন হলেই অতি তৎপরভাবে তা মাথার ওপর মেলে ধরতে
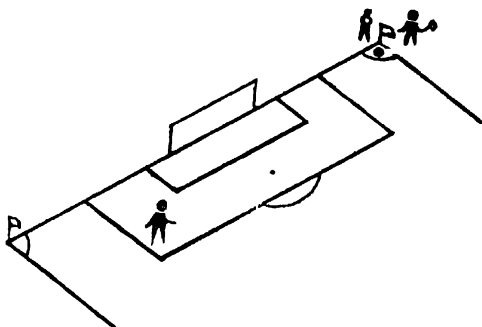
ডানদিকের কর্ণারের সময় রেফারী লাইন্সমেনের অবস্থান।

হবে এবং মৃদুভাবে কয়েকবার নাড়িয়ে তা নজরে আনতে হবে। তারপর জমির সমান্তরাল ভাবে বাহুকে প্রসারিত করে, পতাকা সমেত চিহ্নিত করে দেখাতে হবে অপরাধী দলের দিকে অর্থাৎ যেদিকে কিকটি নিতে হবে।

(৩) লাইন্সম্যানদের মূল লক্ষ্যবস্তু হবে রক্ষণভাগের 'লাস্ট বাট্ ওয়ান' খেলোয়াড়। অর্থাৎ 'সেকেণ্ড-ডিফেণ্ডার'। লাইন্সম্যানদের সর্বসময়কার উঠানামা
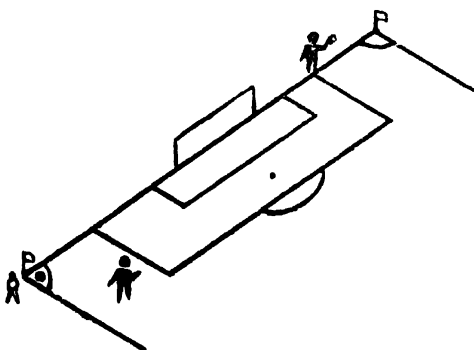
বাঁদিকের কর্ণারের সময় রেফারী লাইন্সমেনের অবস্থান।

নির্ভর করবে সেকেণ্ড ডিফেণ্ডারের গতিবিধির ওপর। তার সমলাইনকে অনুসরণ করেই কর্তব্য পালন করে যেতে হবে লাইন্সম্যানদের।

(৪) কর্ণারের সময়, পেন্যাল্টির সময়, অথবা রেফারী যখন নির্দেশ দেবেন, সেই সময়, সেকেণ্ড ডিফেণ্ডারকে ছেড়ে, দাঁড়াতে হবে ঠিক গোল লাইনের ওপর।

(৫) টাইব্রেকের কালে অপর লাইন্সম্যানকে চলে আসতে হবে সেণ্টার সার্কেলে। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে খেলোয়াড় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(৬) গোলকিক বা গোলের নির্দেশ দেবার কালে, নয় তাকে গোল এরিয়া আর নয় তাকে সেণ্টার স্পটের দিকে পতাকা দেখাতে হবে। রেফারীর পছন্দ মতো পতাকা না দেখিয়েও তিনি কেবলমাত্র হাফওয়ে লাইনের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিতে পারেন।
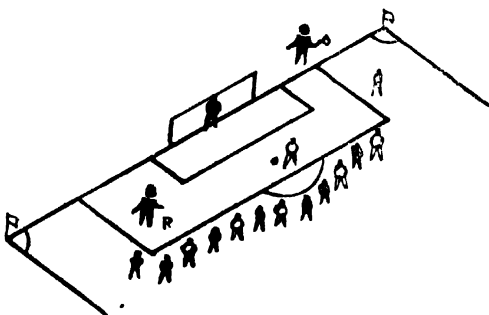
পেন্যাল্টির সময় রেফারী লাইন্সমেনের অবস্থান।

৭) কর্ণার কিকের বেলায় নয় তিনি নিজের দিককার কর্ণার পতাকাকে নির্দেশ করতে পারেন, আর নয়—পতাকা না দেখিয়ে কেবলমাত্র হেঁটে পতাকাকে ছাপিয়ে গিয়ে কিছুটা বাঁ দিকে মোড় নিতে পারেন (লেফ্‌ট ডায়গন্যাল খেলালে)।
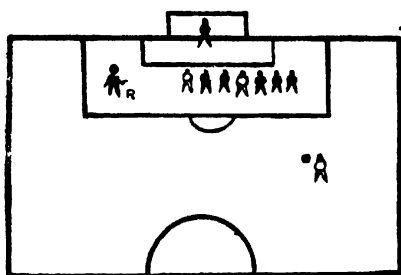
গোলের খুব কাছ থেকে ফ্রিকিক্ নেবার সময় রেফারী লাইন্সমেনের অবস্থান।

(৮) পেন্যাল্টিতে তাঁকে দাঁড়াতে হবে ১৮ গজের মাথায়। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে কেবলমাত্র গোল জাজের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

(৯) ঘটনাটি এমন স্থানে ঘটেছে যেটা রেফারীর পক্ষে অনুমান করা মুশকিল

যে সেটা পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে ঘটেছে না বাইরে ঘটেছে। ওরকম ক্ষেত্রে পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে ঘটে থাকলে লাইন্সম্যানের ইসারা হবে দু হাঁটুর মাঝে পতাকাটি গুঁজে রাখা।

(১০) রেফারীর পিছনে পতাকা না দেখানোই শ্রেয়। রেফারী না দেখলেও অনিবার্য ক্ষেত্রে পতাকা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিনা বা রেফারী 'নেগেটিভসাইন' পছন্দ করেন কিনা তা জেনে নিতে হবে। আগে থেকে চোখের বা আঙুলের ইশারায় গোপন ইঙ্গিত ঠিক করে নেয়া যেতে পারে। আধাআধি পতাকা দেখানো খুব অন্যায়। পতাকা দেখাতে হবে কেবলমাত্র রেফারীর জন্য, দর্শকদের জন্য নয়। কাজেই সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এবং তৎপর ভাবে পতাকা দেখাতে হবে।

প্রঃ (২৭৪) লাইন্সম্যানেরা কাকে অনুসরণ করে, কোন পদ্ধতির ভিত্তিতে যথার্থভাবে কর্তব্য সম্পাদন করে যাবেন, বলুন তো?

লাইন্সম্যানদের মূল লক্ষ্যবস্তু হবে, রক্ষণভাগের যে গোল লাইন আছে, তার সবচাইতে কাছে যে রক্ষণকারী থাকে, তাকে ছেড়ে ঠিক তার আগের রক্ষণকারীর প্রতি। ইংরেজিতে ঐ রক্ষণকারীকে বলা হয় 'সেকেণ্ড ডিফেণ্ডার'। বুঝবার সুবিধার জন্য বলা যেতে পারে, স্বীয় গোল লাইন থেকে যে হবে রক্ষণভাগের 'লাস্ট বাট্ ওয়ান ডিফেণ্ডার', সে-ই হবে 'সেকেণ্ড ডিফেণ্ডার'। কোন কোন স্থানেআক্রমণ-ভাগে প্রথম খেলোয়াড়কে অনুসরণের চেষ্টা দেখা গেলেও, সেই রীতিপদ্ধতির চাইতে এই প্রথা অনেক কার্যকর এবং সুবিধাজনক হচ্ছে বলেই সর্বত্র এর প্রাধান্য একচ্ছত্র।
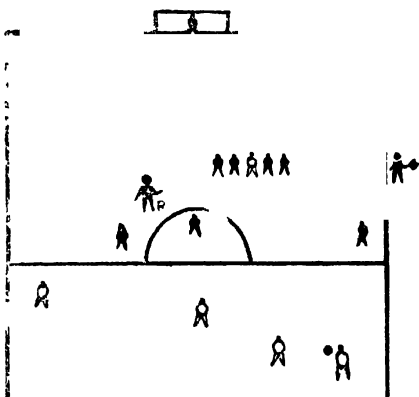
মাঝ মাঠ থেকে ফ্রি কিক্ নেবার সময় রেফারী লাইন্সমেনের অবস্থান।

এই পদ্ধতিতে, খেলার সব সময়ের জন্য 'সেকেণ্ড ডিফেণ্ডার' ওঠা-নাবার ভিত্তিতে যেখানে যেখানে বিচরণ করে বেড়াবে, লাইন্সম্যানকেও তার সমলাইনে দাঁড়িয়ে থেকে সর্বক্ষণের জন্য তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে যেতে হবে। কেবলমাত্র কয়েকটি থামানো কিকের ঘটনা ছাড়া লাইন্সম্যানদের অনুসরণ পদ্ধতি কোনমতেই

এলোমেলো ধরনের হতে পারবে না। মোটকথা সমলাইন রচনার ভিত্তিতে ওঠা-নামা করা ছাড়া লাইন্সম্যানদের আর দ্বিতীয় কোন পথ বা উপায় নেই। সমলাইন যথার্থ-ভাবে তৈরি করে নেবার ব্যাপারে কতগুলি বৈশিষ্ট্য না পালন করলেই নয়। তাই সব সময়ের জন্য অনুসরণ পর্ব ঠিক মতো পালন করা সম্ভব হচ্ছে কিনা সেটা পরখ করার উপায় আছে চার রকম ভাবে। সর্বদাই মনে রাখতে হবে সমলাইনকে সব সময় সমান্তরাল থাকতে হবে নয় গোল লাইনের, নয় গোল এরিয়ার ২০ গজ রেখার, নয় পেন্যাল্টি এরিয়ার ৪৪ গজ রেখার আর না হয় মধ্যরেখার।
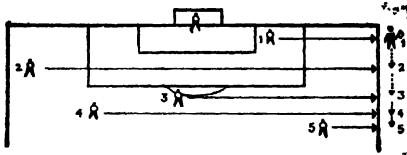
'সেকেণ্ড ডিফেণ্ডার' যদি পাঁচ রকমভাবে দাঁড়ায় তাহলে লাইন্সম্যানদের কিভাবে সমলাইনে দাঁড়াতে হবে তা এই ছবিতে দেখে নিন।

তাই, কেউ যদি সমলাইনকে ছেড়ে বা ছাপিয়ে বেশী উঠে থাকে, তাহলে অফ-সাইড হওয়াকে, না হবার মতো মনে হতে পারে। আবার কেউ যদি সমলাইনে থাকতে না পেরে পেছিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে না হওয়া অফ-সাইডকে অনেক সময় অফসাইড বলে ভ্রম হতে পারে। কাজেই সমলাইনে থাকার ব্যাপারে প্রতি লাইন্সম্যানকে খুব সচেতন থাকতে হবে। এর জন্য নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার। অভ্যাস ছাড়া এই পদ্ধতি রপ্ত করা কঠিন কাজ।
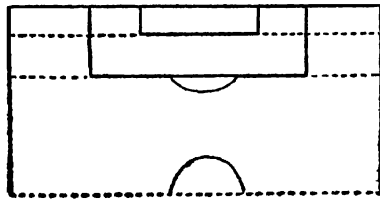
সমলাইন—সমান্তরাল হতে পারছে কিনা সেটা পরখ করার জন্য ছবির যে কোণ চারটি লাইনের মধ্যে একটি লাইনের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

প্রঃ (২৭৫) লাইন্সম্যানের যাবতীয় নির্দেশ রেফারীর বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া। সেই ক্ষেত্রটি কি?

● রেফারীর গতিপথ, যেহেতু মাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেহেতু বলটি সার্বিক ভাবে মাঠের সীমা ছাড়িয়ে বাইরে গেল কিনা সেই সিদ্ধান্তের ওপর, রেফারীর হস্ত-ক্ষেপের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে না যদি না তিনি লাইনের কাছাকাছি দাঁড়াবার অবকাশ পান সেই সময়।

প্রঃ (২৭৬) আচ্ছা বলুন তো, লাইন্সম্যানদের মূল কর্তব্যগুলি কি কি ধরনের হবে ?

● (১) বল কখন খেলার বাইরে গেল, জানানো।
(২) কোন দলের থ্রো-ইন হবে জানানো।
(৩) গোল কিক্ হবে, না কর্ণার হবে জানানো।
(৪) রেফারীর নজর এড়ান ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো।
(৫) বিরতির বা মূল সময় সম্পর্কে সচেতন করানো।
(৬) অফসাইডের ব্যাপারে সার্বিকভাবে সাহায্য করা।
(৭) ক্ষেত্রবিশেষে গোল জাজের ভূমিকা পালন করা।
(৮) রেফারীর প্রয়োজন মতো তাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করা।
(৯) প্রয়োজনে রেফারীকে পরামর্শ দেয়া।

প্রঃ (২৭৭) একটি খেলায় কতজন লাইন্সম্যান থাকা একান্ত আবশ্যক ?

● খেলার সর্বক্ষণের জন্য, মাঠে সর্বদাই দুজন করে লাইন্সম্যান থাকতে হবে। 'থ্রী-অফিসিয়াল' না থাকলে খেলা শুরু বা শেষ হতে পারে না। মাঝপথে কোন-কারণে কেউ অক্ষম হয়ে পড়লে, সেই স্থান পুরণ করে নিয়ে তবে খেলাটি শেষ করতে হবে। পুরণ করা সম্ভব না হলে মাঝ পথেই খেলাটি পরিত্যক্ত হবে। তাই কোন সময়ের জন্য লাইন্সম্যান ছাড়া বা একজন লাইন্সম্যান নিয়ে খেলা পরিচালনা করা যায় না।

প্রঃ (২৭৮) দুদিকের লাইন্সম্যান দুরকম নির্দেশ দিচ্ছে—রেফারীর করণীয় কি ?

● কোণাকুনি প্রথায় খেলাতে গেলে এ ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভব হতে পারে না। কারণ সে প্রথায় কাজ এমনভাবে ভাগ করা আছে যে তাতে ওধরনের ঘটনা ঘটা অসম্ভব ব্যাপার। যদি হয়, তাহলে যে অর্ধাংশে ঘটনাটি ঘটছে সেই অর্ধাংশের লাইন্সম্যানকে প্রাধান্য দেয়া দরকার, অবশ্য যদি তার প্রতি সেই মুহূর্তে রেফারীর আস্থা থাকে। না থাকলে ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করা যাবে।

প্রঃ (২৭৯) লাইন্সম্যানের ঘড়ির সময় উত্তীর্ণ হবার পর একটি দল গোল করে বসল—কি হবে ?

● কিছুই হবে না। কারণ সময় রক্ষার মূল দায়িত্ব হল রেফারীর। লাইন্সম্যান কেবলমাত্র সচেতন করে দিতে পারেন। সময়ের ব্যাপারে রেফারীর ওপর কেউই চাপ সৃষ্টি করতে পারেন না।

প্রঃ (২৮০) আন্তর্জাতিক খেলায় লাইন্সম্যানদের পতাকার রঙ কি হবে ?

● যে দেশের মাটিতে খেলা হয় সেই দেশের পতাকাই বহু স্থানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। অবশ্য সেই পতাকা যদি অস্পষ্ট হয় বা চোখে না পড়ার মত হয়, তাহলে রেফারী সে পতাকা বাতিল করতে পারেন। এ ব্যাপারে আইনের নির্দেশ হল—Bright Red & Yellow.

প্রঃ (২৮১) দলে আর কেউ না থাকায়, একজন সাসপেণ্ড খেলোয়াড় পতাকা নিয়ে মাঠে নামলো ক্লাব লাইন্সম্যানের ভূমিকা পালন করতে, —কিছু করার আছে কি ?

● ঘটনাটি জানা থাকলে রেফারী সেটা মানবেন না। কারণ শাস্তিপ্রাপ্ত কোন খেলোয়াড়ের অধিকার নেই বিচার কার্যে সাহায্য করার। কাজেই ভিন্ন কাউকে ডাকতে হবে।

প্রঃ (২৮২) রেফারী বা লাইন্সম্যানদের নিযুক্ত করে থাকে 'পোস্টিং বোর্ড'। কিন্তু কোন কারণে কি রেফারী নিজেই লাইন্সম্যান নির্বাচন করে নিতে পারেন ?

● (১) হ্যাঁ পাবেন। নিযুক্ত লাইন্সম্যান যদি না এসে থাকেন মাঠে, তাহলে বেফারী পছন্দ মাফিক সেই মাঠে থাকা কোন জানা লোককে নিয়োজিত কবে নিতে পারেন।

(২) নিযুক্ত লাইন্সম্যানকে সতর্ক করা সত্ত্বেও, রেফারীর কাজে আবার যদি বাধা সৃষ্টি করার দরুণ বহিষ্কৃত হন কিম্বা খেলতে খেলতে হঠাৎ যদি অক্ষম হয়ে পড়েন, তাহলে সে স্থলে, বেফারী অপর কাউকে নিয়োগ কবে নিযে—খেলাটি শেষ কবতে পারবেন।

প্রঃ (২৮৩) আগের কয়েকটি প্রশ্নোত্তর থেকে আমরা জেনেছি লাইন্সম্যানকে বদলানো যেতে পারে। এবার বলুন তো—একবারের স্থলে একই-দিককার লাইন্সম্যানকে কি দুবার করে বদলানো চলতে পারে ?

● কোন কারণে লাইন্সম্যান অপাবগ হয়ে উঠলে বা তাকে বহিষ্কার করার প্রশ্ন দেখা দিলে—দুবারেরও বেশী বদলানো চলতে পারবে। মোট কথা খেলার সব সময়, মাঠে থাকবে মোট তিনজন বিচারক। তিনজনের একটি টীম গঠিত না থাকলেই নয়।

কোলকাতার প্রথম ডিভিশণের এক লীগ খেলায় মহমেডান মাঠে এই ধরনের একটি অভূতপূর্ব নজীর সৃষ্টি হয়েছিল। সেই খেলার রেফারী ছিলেন শ্রীমিলন দত্ত।

তার অন্যতম সহযোগী লাইন্সম্যান প্রখ্যাত বিশ্বনাথ দত্তের হঠাৎ 'অ্যাঙ্কেল' মোচ্‌কে যাওয়ায় তাঁকে মঠ ছাড়তে হয়। সেই স্থানে মিলনবাবু মাঠের ধারে বসে থাকা, শ্রীমুরুলী খৈতানকে অনুরোধ জানালে শ্রীখৈতান তার আবেদন সাড়া দেন। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ খেলা চলতে থাকলে হঠাৎ নৃসিংহবাবুর আবির্ভাব দেখা যায় সেই মাঠে। পরে তিনি অনুরুদ্ধ হলে সাধারণ পোশাকে তাঁকে পতাকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। ফলে, উভয়ের সহযোগিতায় মিলনবাবু সেদিন ম্যাচটি শেষ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রঃ (২৮৪) উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় বিক্ষুদ্ধ দর্শকশ্রেণী একজন লাইন্সম্যানকে ভীষণভাবে 'ব্যারাকিং' শুরু করল। কিছু পরে বিশেষ একটি অঞ্চল থেকে উত্তেজিত জনতা তাঁর নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুললো—কি করবেন রেফারী ?

● রেফারী সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ করবেন এবং ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের কাছে সাহায্য চাইবেন উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য। পরে জনতা শান্ত হলে লাইন্সম্যানকে অপর প্রান্তে দাঁড করিয়ে একটা সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারেন। সাফল্য লাভ করলে কিছু বলার থাকবে না। আর, অসফল হলে অর্থাৎ কোন মতেই যদি খেলা শুরু করা সম্ভব না হয় তাহলে খেলা বন্ধ করে দিয়ে চলে আসতে হবে এবং পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (২৮৫) অত্যন্ত কটু-ভাষায় কোন খেলোয়াড় যদি লাইন্সম্যানকে গালমন্দ করে—লাইন্সম্যান কি তাঁকে বহিষ্কার করতে পারেন ?

● না সেরকম করার ক্ষমতা লাইন্সম্যানের নেই। তিনি রেফারীকে হস্তক্ষেপ করার জন্য ঘটনার নালিশ জানাতে পারেন।

প্রঃ (২৮৬) কড়া রোদ পড়ে বা ফ্লাড লাইটের আলো প্রতিফলিত হবার জন্য চোখে ধাঁধা লাগতে পারে—এই অজুহাতে একদলের দলপতি লাইন্সম্যানের লাল ফ্লাগের জন্য আপত্তি তুললো। দলপতি যদি গোলী হয়—কি করবেন রেফারী ?

● দলপতি গোলীর আপত্তি অগ্রাহ্য হবে। কারণ আইনত সেই ফ্লাগ বহন করার অধিকার আছে লাইন্সম্যানের।

প্রঃ (২৮৭) রেফারী ৩ মিনিট বেশী খেলিয়ে চলেছেন—লাইন্সম্যান কি করতে পারেন ?

● আকারে ইঙ্গিতে তিনি রেফারীকে সচেতন করতে পারেন।

প্রঃ (২৮৮) কোন কারণে, রেফারী কি লাইন্সম্যানকে বহিষ্কার করে দিতে পারেন ; পারলে, কি কি কারণে করতে পারবেন ?

● হ্যাঁ পারেন। রেফারী যদি বুঝতে পারেন লাইন্সম্যানের সাহায্যের মধ্যে মন্দ অভিসন্ধি কাজ করছে, তার ভূমিকার মধ্যে নিরপেক্ষতা নেই, আন্তরিকতা নেই এবং সক্রিয়তা নেই। তার সাহায্যের ধরণ মোটেই যথোপযুক্ত নয়। অযথা জোর খাটানো এবং বার বার করে চাপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে একটা গরমিল বাধিয়ে বিপদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে চলেছেন তাহলে রেফারী প্রথমে তাকে ডেকে বারণ করে দেবেন এবং সতর্ক করে দেবেন। তারপরেও যদি কোন রকম সুফল না পাওয়া যায়, তাহলে রেফারী সেই লাইন্সম্যানকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারেন। বহিষ্কৃত হলে তার স্থলে অপর একজনকে নিয়োজিত করে খেলা শেষ করতে হবে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে সেই লাইন্সম্যানের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

প্রঃ (২৮৯) বিরতির পর খেলা শুরু করার মুখে, লাইন্সম্যানদের দিক পরিবর্তন করানো কি আবশ্যিক কর্তব্য ?

● না, সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কে কোন অর্ধাংশ রক্ষা করবেন সেটা ঠিক করে দেবার মালিক হবেন স্বয়ং রেফারী। কাজেই প্রয়োজন মনে করলে তিনি দিক পরিবর্তন নাও করাতে পারেন। জাতীয় ফুটবলে দিক পরিবর্তন বন্ধ করা হয়েছে।

প্রঃ (২৯০) (১) মাঠের বাইরে দাঁড়ান লাইন্সম্যান (২) টাচ লাইনের ঠিক ওপরে দাঁড়ান লাইন্সম্যান এবং (৩) মাঠের ভিতরে দাঁড়ান লাইন্সম্যানের গায়ে যদি বল লাগে—কি করতে হবে রেফারীকে ?

● লাইন্সম্যান যে স্থলেই দাঁড়াক না কেন বলের পরিপূর্ণ অংশ যদি সম্পূর্ণ ভাবে টাচ লাইন অতিক্রম করার পর লাগে তবে সেক্ষেত্রে থ্রো-ইন-ই হবে। আর যদি মাঠে থাকা অবস্থায় বলটি লাইন্সম্যানের গায়ে লাগে তাহলে খেলা চালু থাকবে। কারণ রেফারী এবং লাইন্সম্যানদের বলা হয় "পার্ট এণ্ড পার্সেল অফ দি গ্রাউণ্ড"। তবে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লাইন্সম্যান যদি বলটি ইচ্ছে করে মাঠের ভিতরে থামান, তাহলে লাইন্সম্যানকে সতর্ক করে ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করা যেতে পারে।

প্রঃ (২৯১) বলুন তো মোট কত ধরনের লাইন্সম্যান আছে এবং তাদের পার্থক্য কতদূর কি আছে ?

● লাইন্সম্যান আছে মোট দু'ধরনের। যথা, ক্লাব লাইন্সম্যান ও নিউট্রাল লাইন্সম্যান (অফিসিয়াল-লাইন্সম্যান)।

ক্লাব লাইন্সম্যান মাত্রই হয়ে থাকে অদক্ষ, অপটু, অনভিজ্ঞ এবং একেবারেই অ-নিরপেক্ষ। তারা কেবলমাত্র জানাতে পারে বল মাঠের বাহিরে গেল কিনা? জানালেও তার অনুমোদন নির্ভর করবে রেফারীর ওপর। আর নিউট্রালরা হবে রেফারীর প্রকৃত এবং যথাযোগ্য সাহায্যকারী। তারা জানাতে পারবে আরো অনেক কিছু। যেমন বল খেলার বাইরে আছে না ভিতরে আছে, কোন দল থ্রোইন পাবে; গোলকিক্ হবে, না কর্ণার কিক্ হবে, এ ছাড়া তারা নজর এড়ানো ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, লাইনের কাছাকাছি কোন অপরাধের জন্য পতাকা তুলতে পারে এবং প্রয়োজনে রেফারীকে পরামর্শ দিতে পারে। ক্লাব লাইন্সম্যানদের পোশাক না থাকলেও নিউট্রালদের পোশাক থাকতেই হবে। অফসাইডের ব্যাপারে রেফারী নিউট্রালদের ওপর সার্বিক ভাবে নির্ভর করতে পারেন।

প্রঃ (২৯২) বলুন তো, কোন লাইন্সম্যান কি খেলা পরিচালনা করতে পারেন?

● লাইন্সম্যান হিসেবে মাঠে নামা মানেই পরিচালন কার্যে শুধুমাত্র সাহায্য করা নয়, পরিচালন কার্যে সক্রিয় ভাবে বা প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ নেয়া। লাইন্সম্যানেরা প্রয়োজনে বাঁশী ধরতে পারবেন তখন, যখন নিযুক্ত রেফারী কোন কারণে অক্ষম অথবা অপারক হয়ে উঠবেন এবং তার জন্য মাঠ ছাড়তে বাধ্য হবেন। এর জন্য একটি বিধি আছে খেলা শুরুর আগেই রেফারীকে ঠিক করে দিতে হবে কে সিনিয়র ল্যাইন্সম্যান হবেন। কারণ দরকার পড়লে পরবর্তী অধ্যায়ে তাকেই দা‌য়িত্ব নিতে হবে রেফারীর। এ ধরনের পরিস্থিতি ক্লাব লাইন্সম্যানের ক্ষেত্রে হলে উভয় দলের সম্মতি থাকতে হবে। লাইন্সম্যান রেফারীর দায়িত্ব নিলেও তাঁর স্থলে অপর আরেক জনকে নিয়োগ করে নিতে হবে।

প্রঃ (২৯৩) ক্লাব-লাইন্সম্যানদের কি কি পরামর্শ দিতে হবে বলুন তো?

● (১) বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত যা-ই থাকুক না কেন, কোন অবস্থাতেই তাঁরা যেন রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ চালাতে না যান। (২) কোন অবস্থাতেই তাঁরা যেন মাঠের মধ্যে ঢুকে এসে, কিছু সিদ্ধান্ত জানাতে না আসেন বা জোর খাটাতে চেষ্টা করেন (৩) তাদের দেয়া যাবতীয় সিদ্ধান্তগুলি নির্ভর করবে রেফারীর অনুমোদনের ওপর। রেফারী ইচ্ছে করলে সেটা গ্রহণ করতে পারেন, আবার নাও পারেন (৪) খেলার শেষে ফ্লাগটি যেন তার হাতেই ফেরৎ দেয়া হয়। (৫) পতাকা হাতে নিয়ে তাঁরা যেন নিজ দলীয় খেলোয়াড়কে নির্দেশ দিতে না যান।

প্রঃ (২৯৪) রেফারী-লাইন্সম্যানের সুসম্পর্ক কিভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে ?

● কারুর ভূমিকাই তুচ্ছ বা নগণ্য নয় একথা উভয়কেই সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। রেফারী-লাইন্সম্যানেরা হবেন একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পরিপূরক। লাইন্সম্যানেরা কোন কারণে যেন রেফারীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে বা জোর খাটিয়ে কিছু করতে উদ্যত না হন। ফ্লাগ না নিলে হতাশ বা অধৈয হবার যেন চেষ্টা না থাকে। লাইন্সম্যানদের কাছে বড় কথা হবে—তিনি কিভাবে সাহায্য করছেন, সেটা নয়। রেফারী প্রতিটি মুহূর্তে কি ভাবে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থী সেটা বুঝে সেই মতোই সাহায্য করা। লাইন্সম্যানদের প্রতি রেফারীর যেন কোন অবস্থাতেই তুচ্ছতাচ্ছল্যের ভাব না থাকে। কোন মতেই তিনি যেন অবজ্ঞার মাধ্যমে নিরুৎসাহ না করে দেন তার সহযোগীদের। লাইন্সম্যানদের সম্মান এবং নিরাপত্তার প্রতিও রেফারীদের খুব সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। তিনি কোন সময় এমন পরামর্শ করতে যাবেন না যেখানে নিজ দোষ লাঘবের চেষ্টা দেখা যাবে। সর্বক্ষেত্রে উভয়ে মিলে একটি সিদ্ধান্তেই যেন অবিচল থাকতে পারেন। কোনরকম দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়লে রক্ষণভাগের অনুকূলে রায় দেয়াই শ্রেয়। জটিল অবস্থা থেকে উতরে আসার জন্য আগে থেকে কতগুলি গোপন ইঙ্গিত ঠিক করে নেয়া প্রয়োজন।

প্রঃ (২৯৫) রেফারী-লাইন্সম্যানের পারস্পরিক সহযোগিতা বা বোঝাপড়া কি কি ভাবে গড়ে উঠতে পারে ?

● (১) ঘড়িতে সময় মিলানো।
(২) কে কোন অর্ধাংশে থাকবেন ঠিক করে নেয়া।
(৩) খেলার প্রারম্ভিক কর্তব্যগুলি সমাধা করা।
(৪) প্রয়োজনে কে প্রধান লাইন্সম্যান হবেন ঠিক করে নেয়া।
(৫) কর্ণার বা পেনাল্টির কালে অবস্থান ঠিক করে নেয়া।
(৬) থ্রো-ইনের কালে রেফারী হাতের দিকে এবং লাইন্সম্যান পায়ের দিকে নজর করবেন।
(৭) কোন প্রথায় খেলানো হবে, ক্ষেত্র বিশেষে কার কি কর্তব্য হবে সেগুলি আলোচনা করে আগে ভাগেই ঠিক করে নেয়া।
(৮) সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য, কোন নির্দেশ বা ফ্লাগ না নেয়া হলে হাত তুলে তা বুঝিয়ে দেয়া।

প্রঃ (২৯৬) "রেফারীর প্রতি লাইন্সম্যানদের শুধুমাত্র বিশ্বস্ত সাহচর্য থাকলেই চলবে না সবচেয়ে বেশী করে থাকা দরকার আনুগত্যবোধ" —এ-কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন ?

● তিনজনের ভূমিকাকে কেন্দ্র করেই, পরিচালিত হয় খেলার যাবতীয় বিচার পদ্ধতি। সেই তিনজনের মধ্যে রেফারীর ভূমিকাই হবে মুখ্য বা প্রধান। কাজেই খেলার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বর্তান আছে তাঁরই ওপর। তিনি যাতে সুষ্ঠুভাবে খেলাটি শেষ করতে পারেন, তার জন্য লাইন্সম্যানেরা সর্বসময়ের জন্য তাঁকে সহযোগিতা করে যাবেন আন্তরিক আনুগত্য দেখিয়ে। রেফারীর নজর এড়ানো ঘটনাগুলিকে তাঁরা এমন ভাবে ধরিয়ে দেবেন যার মধ্যে থাকবে না কোনরকম চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা বা জোর খাটানোর মনোভাব। লাইন্সম্যানেরা পতাকা তুললেই সাহায্য হয় —সেটা কিন্তু ঠিক উপলব্ধি নয়। রেফারী বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কি ভাবে সাহায্য চাইছেন সেটা অনুধাবন করাই হবে লাইন্সম্যানদের মূল কর্তব্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মতামত যা-ই থাকুক না কেন, সর্বস্তরে একটা সমতা রক্ষার ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তেই অবিচল থাকাটা হবে শ্রেষ্ঠতম পন্থা। তাই নিজেকে বেশী করে জাহির করার মনোভাব নিয়ে এবং রেফারীর অসুবিধা হতে পারে এমন কিছু প্রতিকূলতা নিয়ে সাহায্য করতে যাওয়া মোটেই উচিত হবে না। রেফারীর প্রতিটি সিদ্ধান্ত যাতে জোরদার হতে পারে তার জন্য তাঁদের সক্রিয় আনুগত্য বোধই হবে সবকিছু।

প্রঃ (২৯৭) আচ্ছা বলুন তো, খেলায় লাইন্সম্যানের প্রয়োজনীয়তাকে আবশ্যিক করা হয়েছে কেন ?

● একজন মাত্র বিচারকের পক্ষে অতবড় মাঠ জুড়ে ছোটাছুটি করে সকল ঘটনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন বা তদারক করা সম্ভব নয় মোটেও। নয় বলেই, আইনের ধারায় 'থ্রী অফিসিয়ালের' ভূমিকাকে আবশ্যিক করা হয়েছে। বিচারের ক্ষেত্রে, রেফারী লাইন্সম্যানের বিশেষ কিছু স্বতন্ত্রতা নেই। কারণ উভয়ে তখন হবে একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ বা পরিপূরক। সুতরাং পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করে, সর্বদিককার ঘটনাগুলিকে যাতে সুষ্ঠু বিচার কাযের আওতায় আনা যায় তার জন্যই লাইন্সম্যানদের ভূমিকাকে আবশ্যিক করা হয়েছে। রেফারীর নজর এড়ান ঘটনাগুলি ও তার যাবতীয় ফাঁকটুকু পূরণ করার জন্য, রেফারীর মানসিক চাপ ও তার শারীরিক শ্রম কাতরতাকে লঘু করার জন্য এবং রেফারীর গতিপথকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ধারায় প্রবাহিত রাখার জন্য লাইন্সম্যানদের ভূমিকা না থাকলেই নয়।

প্রঃ (২৯৮) আচ্ছা বলুন তো 'ডায়গন্যাল সিসটেমের' কার্যকারিতা কি ?

● এই প্রথার ব্যবস্থাগুলি অন্যান্য প্রথার চাইতে অনেক বেশী সহজ এবং স্বাভাবিক। সার্থক এবং কার্যকর। জনপ্রিয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট। তাই সর্বত্রই এর প্রচলন এত বেশী এবং ব্যাপক।

(২) এই প্রথা তিনজনের ভূমিকাকে এমন একটি ছন্দবদ্ধ সূত্রে গেঁথে রেখেছে যার ফলে কারুরই ঘাড়ে এককভাবে সমুদয় চাপের বোঝা জমে থাকতে পারছে না।

(৩) এই প্রথা-রেফারীর গতিপথকে সংক্ষিপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করেছে। ফলে তার শারীরিক চাপের ধকল প্রশমিত হতে সাহায্য পাচ্ছে। এই প্রথার জন্যই ঘটনার অনুসন্ধানে রেফারীকে সারা মাঠের যত্রতত্র ছুটে বেড়িয়ে নাজেহাল বা দিশেহারা হতে হচ্ছে না।

এ ছবিতে সমান্তরাল প্রথার একটি নক্সা দেয়া হলো। রেফারী এবং লাইন্সম্যানদের গতিপথ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(৪) এই প্রথায় লাইন্স-ম্যানদের ভূমিকাকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রেফারীর যাবতীয় ফাঁকটুকু পূরণ করার জন্য লাইন্সম্যানদের দায়িত্ব-বোধ এখানে এক মুখ্য ভূমিকা নিতে পারছে।

(৫) এই প্রথায় রেফারী লাইন্সম্যানদের পারস্পরিক সহযোগিতা সহজে অসার বা বিকল হতে পারছে না। কাজেই প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটনার খুব কাছাকাছি থেকে মুখোমুখী হয়ে সূক্ষ্মভাবে সবকিছু অবলোকন করার সুযোগ গ্রহণ করা যাচ্ছে। ফলে, উভয়ের আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং খেলার ওপর আধিপত্য বিস্তার খুব সহজতর হয়ে উঠতে পারছে।

প্রঃ (২৯৯) মোট কত ধরনের প্রথা চালু আছে বলুন তো ?—তাদের ধরনগুলি কি এবং কোণাকুনি প্রথা কি আবশ্যক ?

● সাধারণভাবে দু ধরনের প্রথা চালু আছে। একটি 'ডায়গন্যাল', অপরটি 'প্যারালাল'। আইনে, কোন প্রথাকেই আবশ্যিক করা হয়নি। রেফারী তার

খুশীমত এবং অভ্যাসমত যে কোন প্রথা বেছে নিতে পারেন। কোন রেফারী লেফ্‌ট, কোন রেফারী আবার রাইট ডায়গন্যাল পছন্দ করে থাকেন। যে কোন একদিককার টাচ লাইন জুড়ে রেফারীরা প্যারালাল প্রথায় খেলিয়ে থাকেন। তার ঠিক অপর প্রান্তের একই টাচ লাইনে দাঁড়াবেন দুজন লাইন্সম্যান। মাঝ মাঠে রেফারীর অবস্থানিক বাধায় যাতে খেলোয়াড়দের অসুবিধা না হয় তার জন্যই এই প্রথার প্রচলন হয়েছে। এই প্রথার চল আছে রুশ দেশে। এই প্রথায় রেফারীরা সচরাচর সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ান না।

প্রঃ (৩০০) লাইন্সম্যানেরা মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে কোন রকম ভূমিকা রাখতে পারেন কি ?

● হ্যাঁ পারেন।

(১) কোন সাহায্যের প্রয়োজনে রেফারী যদি তাদের মাঠে ডাকেন।

(২) কোন অনুপ্রবেশকারী অথবা কোন উগ্র খেলোয়াড় যদি রেফারীকে ঘিরে কিছু করতে উদ্যত হয়।

(৩) নিজের কাছাকাছি কোন খেলোয়াড় যদি দশ গজ দূরত্বে না দাঁড়াতে চায় পরিমাপ না জানানোর অজুহাতে।

(৪) নিজের কাছাকাছি বলটি যদি যথাস্থানে না বসিয়ে বা বহু এগিয়ে নিয়ে কিক্‌ মারার চেষ্টা করা হয়।

(৫) নিজের কাছাকাছি, সহজে অপসারিত কোনরকম বাধা (ইটের টুকরো বা কাঠের চেলা) সৃষ্টি করা হলে।

(৬) কোন খেলোয়াড় আহত হলে তার সাহায্যার্থে।

(৭) খেলতে খেলতে জাল ছিঁড়ে গেলে বা বহিরাগতের অনুপ্রবেশ ঘটলে।

প্রঃ (৩০১) বিপরীত অর্ধাংশে, কোন ঘটনা ঘটে থাকার দরুণ এ পক্ষের লাইন্সম্যান কি তার জন্য পতাকা তুলতে পারেন ?

● কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে পারেন। যথা—

(১) বল নিজ দিককার টাচ লাইন অতিক্রম করলো বিপরীত অর্ধাংশ দিয়ে।

(২) সেই দিককার টাচ লাইনে দাঁড়িয়ে ফাউল থ্রো করা হলে।

(৩) নিজ দিককার টাচ লাইনের ওপর বল বসিয়ে কর্ণার কিক্‌ মারতে উদ্যত হলে।

(৪) এমন ঘটনা, যার তাৎক্ষণিক নির্দেশ না জানালেই নয় অথচ রেফারী যদি ঐ মুহূর্তে বরাবরের জন্য ওমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন।

(৫) নিজ দিক্‌কার টাচ লাইন দিয়ে অথচ বিপরীত অর্ধাংশে যদি কারুর অনধিকার অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে।

সাত নম্বর আইন

খেলার সময়
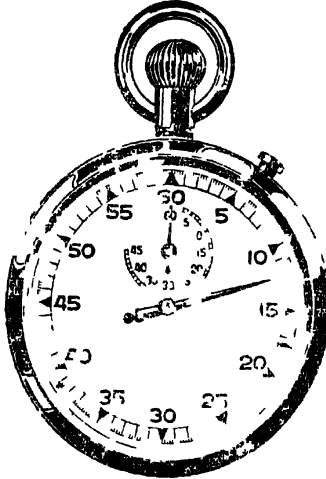
স্টপ্ ওয়াচ

এই আইনের মূল বক্তব্য :

[দুটি দলের মধ্যে কোন রকম চুক্তি করা না থাকলে বা সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতায় অন্য কোন রকমের সময়ের গণ্ডী টানা না থাকলে খেলার সময় নির্ধারিত থাকবে ৯০ মিনিট। এই ৯০ মিনিটের মানে দাঁড়াচ্ছে ৪৫ মিনিট করে সমান দুটি অংশ। ঐ দুটি অংশের মাঝে ৫ মিনিটের জন্য বিশ্রাম দেবার যে রীতি বলবৎ আছে সেটা রেফারীর অনুমোদন ছাড়া বাড়ানো যায় না। খেলার মূল সময় কখনো কমান যায় না। তবে প্রতি অর্ধে সেটা বাড়ানো চলতে পারে, যদি রেফারী মনে করেন দুর্ঘটনা-জনিত কোন কারণের জন্য অথবা অন্য কোন জরুরী অবস্থার জন্য সময়ের অপচয় ঘটে গেছে। উভয়ার্ধের একেবারে শেষ সময়ের মুখে কোন দলের ভাগ্যে পেনাল্টি জুটলে সেটা নিয়মমাফিকভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময় বাড়ানো থাকবে। মনে রাখতে হবে সময় অপচয়ের হিসেব রাখতে পারেন একমাত্র রেফারী।]

প্রঃ (৩০২) রেফারী কত সময় পর্যন্ত খেলাবেন ?

● প্রতিযোগিতার যথা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

প্রঃ (৩০৩) সমস্ত প্রতিযোগিতাতে কি একই ধরনের সময় নির্ধারিত করা আছে ?

● সমস্ত প্রতিযোগিতাতে না হলেও সমস্ত আন্তর্জাতিক খেলার সময় এক ধরনের।

প্রঃ (৩০৪) আইনত সময় বললে কি বোঝাবে, বলুন তো ?

● বোঝাবে ৪৫+৫+৪৫ মিনিট।

প্রঃ (৩০৫) সময়ের বিশেষত্ব কিছু আছে কি ?

● হ্যাঁ আছে। প্রতি অর্ধ সমান থাকতে হবে।

প্রঃ (৩০৬) সময় নির্ধারণের মধ্যে রকমফের থাকতে পারে কি ? থাকলে কি কারণে সেটা করা যাবে ?

● হ্যাঁ থাকতে পারে। যে কোন জাতীয় সংস্থা তার দেশজ আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে খেলোয়াড়দেব স্বাভাবিক পবিশ্রম কবার ক্ষমতার নিরিখে, সময়ের রকমফের করতে পারে। জাতীয় ফুটবলেব প্রাণকেন্দ্র কলকাতার লীগ খেলার সময় হল ৩৫+৫+৩৫ মিনিট। আবার শীল্ড খেলায় সময় নির্ধারণ করা আছে ৪৫+৫+৪৫ মিনিট।

প্রঃ (৩০৭) কলকাতার বিভিন্ন উলেখ্য প্রতিযোগিতার সময়গুলি কি কি দেয়া আছে বলুন তো ?

● ১। আই এফ এ শীল্ড :— ৪৫+৫+৪৫
২। ক্যালকাটা ফুটবল লীগ :— ৩৫+৫+৩৫
৩। কলেজ ও অফিস লীগ :— ২৫+৫+২৫
৪। অন্যান্য নক আউট ও লীগ :—৩৫+৫+৩৫

এ হিসেব ১৯৭৫ সন পযন্ত।

প্রঃ (৩০৮) ঠিক কখন থেকে রেফারীকে সময় গুণতে হবে ?

● বলটি যথার্থভাবে 'কিক্-অফ' হয়ে যাবাব ঠিক পবমুহূর্ত থেকে। বাঁশী বাজানোর পর থেকে নয় কোনমতে।

প্রঃ (৩০৯) আইন বলছে প্রতি অর্ধ সমান সমান ভাবে খেলাতে হবে। অসাবধানতা বশে রেফারী যদি প্রথমার্ধে ২ মিনিট কম খেলিয়ে থাকেন তার জন্য দ্বিতীয়ার্ধে কি ২ মিনিট কম খেলাতে হবে ?

● মোটেই না। রেফাবী, প্রথমার্ধের ভুল দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ছাঁটাই করতে বা সেই অর্ধে পুষিযে দিতে পাবেন না। কাজেই দ্বিতীয়ার্ধেব সময যথাযথই থাকবে।

প্রঃ (৩১০) খেলার মূল সময়কে কমান-বাড়ান যায় কি ?

● খেলার নির্ধারিত মূল সময়কে কখনো কমান যায় না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বাড়ান চলে। যথা :—রেফারী যদি নষ্ট সময়ের হিসেব রেখে পরে তা পুষিয়ে দিতে চান এবং প্রতি অর্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে যদি পেন্যাল্টি হয়—সেই কিক্ যতক্ষণ

ঠিকমতো ভাবে মারা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সময় বাড়ান থাকবে। আরেকটি কারণেও সময় বাড়ান যেতে পারে যদি সে খেলায় অতিরিক্ত সময় খেলাতে হয়।

প্রঃ (৩১১) নষ্ট সময় কখন কখন ধরতে হয়, বলুন তো?

● ১। কেউ আহত হলে।

২। কোন কারণে, রেফারী খেলা সাময়িক বন্ধ রাখলে।

৩। বল মারতে বা খেলতে দেরী করা হলে।

৪। বল মারতে দিতে দেরী করা হলে বা বার বার বল বাইরে পাঠান হলে।

৫। সতর্ক, বহিষ্কার বা বদলীর জন্য যদি সময় অতিবাহিত হয় (প্রয়োজনের অতিরিক্ত)।

প্রঃ (৩১২) অতিরিক্ত সময় কত নির্ধারিত আছে এবং তার বিরতিতে কত সময় ব্যয় হতে পারে—?

● অতিরিক্ত সময় কত থাকবে সেটা ঠিক করে জানিয়ে দেবে টুর্নামেণ্ট কমিটি। আমাদের এখানে কোন কোন ট্রফিতে ৭½ মিনিট আবার আই এফ এ শীল্ডে ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা আছে। অতিরিক্ত সময়ে কোন বিরতির বালাই নেই। শুধু দিক পরিবর্তনের সময় যা লাগবে, তা দিতে হবে।

প্রঃ (৩১৩) সময়াভাবের জন্য রেফারী বিরতি না দিয়ে কেবল মাত্র দিক পরিবর্তন করে খেলা শুরু করতে পারেন কি?

● পারেন। যদি তাতে অংশরত একজন খেলোয়াড়েরও আপত্তি না থাকে। এমতাবস্থায় ২১ জন রাজি হল, কিন্তু বাকি একজন তাতে অমত জানালে রেফারী বিরতি দিতে বাধ্য থাকবেন। কারণ বিশ্রাম পাবার অধিকার যে কোন খেলোয়াড়ের আছে।

প্রঃ (৩১৪) রেফারী ভুল করে ৫ মিনিট কম খেলিয়ে ফিরে এলেন, কিছু করণীয় আছে কি?

● রেফারী যদি স্বীকার করেন তাহলে থাকতে পারে, নচেৎ নয়।

প্রঃ (৩১৫) রেফারী ভুল করে ৫ মিনিট কম খেলিয়ে বিরতির বাঁশী বাজালেন—কি করবেন?

● সেই ভুলটি যদি সাথে সাথে বুঝে নিতে পারেন, তাহলে যেখানে তিনি বাঁশী বাজিয়ে বিরতির নির্দেশ জানিয়েছিলেন সেখান থেকে ড্রপ সহকারে বাকি ৫ মিনিট পুনরায় খেলিয়ে দিতে পারেন। আর যদি ভুল ধরতে না পারেন বা বহু পরে যদি

ভুলের কথা মনে আসে তাহলে রেফারীর আর কিছু করবার থাকতে পারে না একমাত্র রিপোর্ট করা ছাড়া।

প্রঃ (৩১৬) বিরতির বাঁশী বাজার সাথে সাথে বলটি গোলে প্রবেশ করলো—রেফারী কি দেবেন?

● সময় অতিক্রান্ত হলেই তবে বাঁশী বাজাতে হয়। কাজেই বাঁশীর আওয়াজের সাথে সাথে বল গোলে ঢুকলে সে গোল গণ্য হবার কোন কারণ থাকতে পারে না।

প্রঃ (৩১৭) ২৫ মিনিট যেতে না যেতেই একটি দল দিক পরিবর্তন করতে চাইলো—রেফারী কি করবেন?

● খেলাটি যদি ২৫+৫+২৫ মিনিটের হয় তাহলেই পারবে। নচেৎ তাদের আবদারের কোন মূল্য থাকবে না।

প্রঃ (৩১৮) অতিরিক্ত সময় খেলতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি?

● সেটা নির্ভর করবে টুর্ণামেন্ট কমিটির ঘোষিত নিয়মের বা আদেশের ওপর। সে আদেশ রেফারীর কাছে পৌছে দিলেই এবং রেফারী সে আদেশের কথা দলপতি-দের জানিয়ে থাকলে যে কোন পরিস্থিতির বিনিময়ে উভয় দল খেলতে বাধ্য থাকবে।

প্রঃ (৩১৯) বিরতির সময় কমানো-বাড়ানো যাবে কি?

● বিশেষ এবং অপরিহার্য কারণে উভয় দলের সম্মতি বিরতির সময় কমানো যেতে পারে। আর রেফারী পরিস্থিতি বুঝে, প্রয়োজন বোধে, বিরতির সময় বাড়াতে পারেন।

প্রঃ (৩২০) কোন কোন সময়ে খেলোয়াড় বদল চলবে?

● খেলোয়াড় বদলের সময় নির্ধারণ নেই। খেলার যে কোন অর্ধে, যে কোন সময় রেফারীর সম্মতিতে বল যখন খেলার বাইরে থাকবে অর্থাৎ খেলা যখন সাময়িক বন্ধ থাকবে তখনই খেলোয়াড় বদল চলবে।

প্রঃ (৩২১) খেলা শেষ হতে মাত্র তিন মিনিট বাকি ঐ অবস্থায় একটি নগণ্য বা অপরিহার্য কারণে খেলা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে যে দল অগ্রগামী ছিল রেফারী কি তাদের জয়ী বলে ঘোষণা করতে পারেন?

● মোটেই না। সে ধরনের অধিকার বা ক্ষমতা রেফারীর নেই। কি ভাবে, কোন অবস্থায় খেলাটি বন্ধ হল রেফারী কেবল মাত্র তার বিবরণ লিখে জানাতে পারেন। ফলাফল বহাল থাকবে কি থাকবে না সেটা নির্ভর করবে টুর্ণামেন্ট কমিটির ওপর।

প্রঃ (৩২২) 'কিক্-অফ্' করার ত্রুটির জন্য ৩ মিনিট সময় নষ্ট হল। সেই ৩ মিনিট সময় কি মূল সময় থেকে বাদ যাবে?

● না, তা করা যাবে না। কারণ কিক্ অফ ঠিক মতো না নেয়া হলে সময় গণ্য করা যায় না।

প্রঃ (৩২৩) উভয় দলের সম্মতিতে ঠিক হল বিরতি হবে ৩ মিনিট। সন্থ বদলী হয়ে মাঠে আসা ব্যাক তাতে আপত্তি জানাল। তার আপত্তি ধোপে টিকবে কি—যে হেতু সে মোটেই পরিশ্রান্ত নয়?

● খেলোয়াড় পরিশ্রান্ত হোক চাই না হোক ৫ মিনিটের বিরতি পাবার অধিকার যে কোন খেলোয়াড়ের আছে।

প্রঃ (৩২৪) বিরতির সময় কত?

● আইনে বলা আছে ৫ মিনিটের বেশী হতে পারবে না রেফারীর অনুমোদন ছাড়া।

প্রঃ (৩২৫) পাঁচ মিনিটের বিরতি কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত ধরতে হবে?

● কেবল মাত্র ড্রেসিং রুমের অথবা টাচ লাইনের ধাবের অবস্থানকে ধরতে হবে। তার মধ্যে মাঠ ছাড়া বা ফিরে আসার সময়টুকু ধরা যাবে না।

প্রঃ (৩২৬) রেফারী হিসেবে সময় রক্ষা করার প্রকৃত পদ্ধতিগুলি কি?

(১) কখন খেলা শুরু হচ্ছে টুকে রাখা।

(২) কখন বিরতির বাঁশী বাজাতে হবে লিখে রাখা।

(৩) বিরতির বাঁশী বাজানোর আগে লাইন্সম্যানের সাথে যোগাযোগ করা।

(৪) বিরতির পর কখন খেলা শুরু হবে এবং মূল বাঁশী বাজাতে হবে তাও টুকে রাখা।

(৫) কোন কারণে নষ্ট সময়ের হিসেব রাখতে হলে স্টপ-ওয়াচের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাও টুকে রাখা।

(৬) শেষবারের মত সময়ের ব্যাপারে লাইন্সম্যানদের কাছ থেকে সমর্থন চেয়ে নেয়া।

প্রঃ (৩২৭) রেফারী ভুল করে ৪ মিনিট বেশী খেলালেন। একটি দল ঐ সময়ের মধ্যে একটি জয়সূচক গোল করল। ফলাফল কি দাঁড়াবে যদি প্রতিপক্ষ দল প্রতিবাদ জানায়?

● ঘটনাটি নির্ভর করবে রেফারীর রিপোর্টের ওপর। রেফারী যদি নিজ ভুল স্বীকার করেন তবেই খেলাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে নচেৎ ফলাফল যথাযথই থাকবে।

প্রঃ (৩২৮) এবারে রেফারী ৪ মিনিট কম খেলিয়ে তার ভুল স্বীকার করে নিলেন—কি হবে?

● খেলাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। অবশ্য সেটা নির্ভর করবে কমিটির ওপর। তার প্রয়োজনে রেফারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

প্রঃ (৩২৯) অতিরিক্ত ব্যবস্থার চাপে পড়ে অযথা সময় নষ্ট হয়ে গেল, দ্বিতীয়ার্ধে, সময় যাতে ঘাটতি না পড়ে তার জন্য অনুষ্ঠানের সভাপতি যদি অনুরোধ জানান ৪ মিনিট সময় ম্যানেজ করে খেলাটি শেষ করে দিতে, রেফারী কি তা করতে পারেন?

● না, রেফারী তা পারবেন না। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পুরো সময়ই তাকে খেলাতে হবে।

প্রঃ (৩৩০) সময় নষ্ট করার জন্য একটি এগিয়ে থাকা দুর্বল দল যদি বার বার বল বাইরে পাঠিয়ে সুযোগ নিতে থাকে রেফারী কি করবেন?

● রেফারী নষ্ট সময়ের হিসেব রেখে পরে তা পুষিয়ে দেবেন। দোষী খেলোয়াড়-দের তিনি সতর্ক করে দেবেন, পুনরাবৃত্তিতে বহিষ্কারও করতে পারেন। সতর্ক বা বহিষ্কারের জন্য পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। প্রয়োজনে খেলা থামিয়ে সমগ্র দলকে ঐ ধরনের অসঙ্গত কাজ করতে বারণ করা যেতে পারে।

প্রঃ (৩৩১) বলুন তো 'ডবল এক্সট্রা' টাইম চলতে পারে কি না?

● পারবে কি পারবে না- সেটা নির্ভর করবে টুর্ণামেণ্ট কমিটির ওপর। যদি ব্যবস্থা করা হয় তাহলে খেলা শুরুর আগে উভয় দলকে তা জানাতে হবে।

প্রঃ (৩৩২) জানানোর পর একদল খেলতে চাইছে না। রেফারী কি করবেন?

● যে দল খেলতে চাইবে না, তাদের বোঝাতে হবে নিজ হাতে আইন না তুলে নেবার জন্য। তাতেও যদি সম্মতি না ..., তবে খেলা বন্ধ করে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিতে হবে।

প্রঃ (৩৩৩) বলুন তো, অতিরিক্ত সময় শুরু করতে হলে, কি ভাবে খেলাটি শুরু করতে হবে?

● ওর জন্য আবার টসের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রঃ (৩৩৪) খেলার শুরুতে টসে জিতেছিল কালীঘাট দল। জিতে তারা

কিক্ অফ করার সুযোগ দিয়েছিল প্রতিপক্ষ বাটা দলকে। এবারে বলুন তো, অতিরিক্ত সময়ের শুরুতে কোনদল প্লেস্ কিক্ নেবে ?

● প্লেস-কিক্ নির্ধারণ করতে হবে, পুনরায় টসের ব্যবস্থা করে।

প্রঃ (৩৩৫) "ড্র হলে, অতিরিক্ত সময় খেলতে হবে"—একথা বলা সত্বেও যদি কোন দলপতি কয়েকজন খেলোয়াড় আহত হবার অজুহাত দেখিয়ে খেলতে না চায়—কি করবেন রেফারী ?

● সেই দলপতিকে বুঝিয়ে দিতে হবে আইন হাতে না তোলার জন্য। একবার ঘোষণা করা হলে দলের যতই অনিবার্য কারণ থাকুক না কেন তারা খেলতে বাধ্য থাকবে। তাতেও যদি আপত্তি প্রকাশ করে তাহলে রেফারী খেলাটি সেইখানেই বন্ধ করে দিয়ে পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

প্রঃ (৩৩৬) দুদলই যদি অতিরিক্ত সময় খেলতে না চায়, রেফারী কি করবেন ?

● আগের মতোই চেষ্টা চালাবেন যাতে উভয় দল খেলতে রাজি হয়। চেষ্টা ব্যর্থ হলে রিপোর্ট করা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না—রেফারীর হাতে।

প্রঃ (৩৩৭) একজন প্রভাবশালী খেলোয়াড় বহিষ্কারের আদেশ পাওয়া সত্বেও কিছুতেই মাঠ ছাড়তে চাইছে না এবং কেউই তাকে মাঠ ছাড়া করতে সাহায্য করছে না। খেলোয়াড়টির ধারণা সে আরো কিছুক্ষণ মাঠে থাকতে পারলে তার প্রভাব খাটিয়ে একটা কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে। তাই সে কেবল মাত্র সময় হরণ করার জন্য মাঠের মধ্যে এদিক ওদিক বিচরণ করতে থাকলো। এই অবস্থায় রেফারী কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেন ?

● এ ধরনের অবস্থায় রেফারী কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন বা করতে বাধ্য থাকবেন তা আইনে কিছু বলা নেই। কাজেই অপেক্ষা করার ঘটনাটি নির্ভর করবে রেফারীর ওপরে। রেফারী যদি অনুমানের দ্বারা বুঝতে পারেন খেলোয়াড়টির মতিগতি ফিরতে বেশী সময় ব্যয় হবে না, তাহলে মাঠে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন, যতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব হলে তার পক্ষে খেলাটি শেষ করতে মোটেই অসুবিধা হবে না।

আর যদি উপলব্ধি করেন মতিগতি কিছুতেই ফিরবার নয় এবং মূলত তারই (সেই খেলোয়াড়টি) অসহযোগিতার জন্য তিনি খেলাটি শুরু করতে পারছেন না কোন মতেই, তাহলে রেফারী শেষ চেষ্টা হিসেবে দলপতির সাহায্য চাইতে পারেন।

দলপতি যদি সহযোগিতার আশ্বাস জানিয়ে সময় চেয়ে নেয় তাহলে রেফারী অপেক্ষা করতে পারেন সময় সাপেক্ষভাবে। আর যদি দলপতি অসহযোগিতার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় "মোটেই সে বেরোবে না, যা ইচ্ছে হয় তাই করুন," তাহলে রেফারী পরিণতির কথা জানিয়ে দিয়ে, শেষ আবেদন রাখতে পারেন উভয়ের কাছে। তাতেও যদি কাজ না হয় অর্থাৎ সমর্থন না পাওয়া যায় তাহলে রেফারী সেখানেই খেলাটি বন্ধ করে পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। এইভাবে ঘটনায় যবনিকা টানার দরুণ রেফারীকে আর সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না মোটেও।
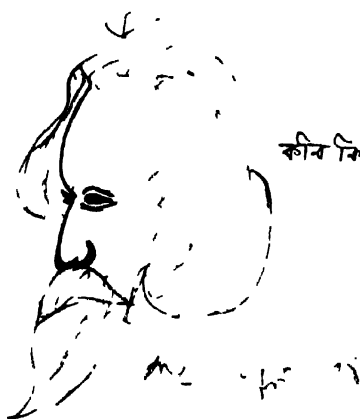
কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

●● রেফারীরা শুনবেন বেশি, শোনাতে যাবেন কম। দেখবেন বেশি দেখাতে যাবেন কম। বাঁশী হাতে রাখবেন বেশি বাজাবেন কম।

●● কোন কিছু ভুল করা হলে সাহসের সাথে সে ভুলের মোকাবিলা করা দরকার এবং সে ধরনের ভুল আর যাতে না ঘটে তার প্রতিও সজাগ থাকা আবশ্যক। কিন্তু কোনমতেই সমতা আনার জন্য কখনও অপর আর একটি ভুল দিয়ে আগের ভুলকে শুধরোতে যাবেন না।

—সংবাদপত্রের পুরাতন পাতা থেকে।

আট নম্বর আইন

খেলা শুরুর প্রণালী
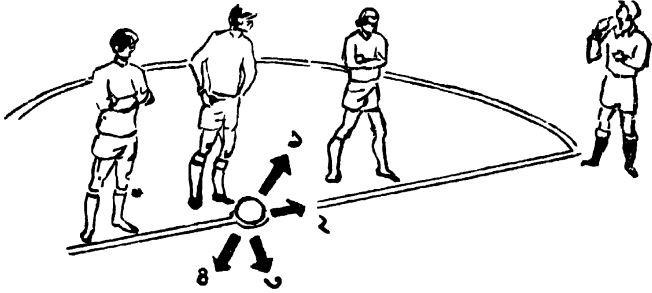
কিক্-অফ থেকে কিভাবে খেলা শুরু করতে হবে লক্ষ্য করুন। ১ বা ২-এর পদ্ধতিতে কিক্-অফ করলে শুদ্ধ হবে না।

এই আইনের সারবস্তু :

[বিভিন্ন ক্ষেত্রে খেলা কিভাবে শুরু হবে এই আইনে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। খেলা শুরু হবার আগে উভয় দলপতিকে মিলিত হতে হবে টসের উদ্দেশ্যে। 'টস' করতে হবে মুদ্রাক্ষেপনের সাহায্য নিয়ে। টসে জয়ী দলপতি তার খুশী মতো ঠিক করে নেবেন, তার দল কিক্ করে খেলা শুরু করবে, না—পছন্দ মতো দিক রক্ষা করবে। রেফারীর নির্দেশ পেলে পর দলের যে কোন একজন খেলোয়াড় বলে কিক্ চালিয়ে যখন বলের আপন পরিধিকে মধ্যরেখা ছাপিয়ে বিপরীত অর্ধাংশে ঠেলে পাঠিয়ে দেবে তখনই খেলা শুরু হয়ে যাবে। অবশ্য বলের সার্বিক অংশ না গড়ানো অব্দি কোন খেলোয়াড়ই নিজ অর্ধাংশ ছেড়ে অপরের অর্ধাংশে ঢুকতে পারবে না। কিকার—অন্যের স্পর্শ ছাড়া দ্বিতীয়বার সেই ঠেলা বল খেলতে পারবে না। কোন গোল হলে 'পর—একই নিয়মে আবার খেলা শুরু করতে হবে। এবারে কিক্ করার অধিকারী হবে—যে দল গোল খাবে। বিরতির পর, উভয় দলকে দিক-পরিবর্তন করে সেই একই প্রথায় আবার খেলা শুরু করতে হবে। এবারে 'কিক-অফ' করার সুযোগ পাবে সেই পক্ষ, যে পক্ষ খেলার শুরুতে কিক্ করা থেকে বঞ্চিত ছিল। কোন কারণে খেলা বন্ধ করার জন্য এবং বন্ধের পরেই বল যদি টাচ্, কিম্বা গোল লাইন পেরিয়ে না থাকে—এমন অবস্থায় খেলা কিভাবে শুরু করতে হবে তা যদি আইনে বলা না থাকে—তাহলে রেফারীকে খেলা শুরু করতে হবে ড্রপ দিয়ে। খেলা বন্ধের সময় বল যেখানে ছিল ড্রপ হবে ঠিক সেখানে। বল কারুর স্পর্শ ছাড়া—মাটিতে পড়া মাত্রই খেলা শুরু হয়ে যাবে।]

প্রঃ (৩৭৮) 'কিক্ অফ' জিনিষটা কি ?

● আট নম্বর নিয়মের যাবতীয় নির্দেশগুলি পর্যায়ক্রমিক ভাবে রক্ষিত থাকা অবস্থায়, খেলা শুরু করার উদ্দেশ্য নিয়ে, দলের যে কোন একজন যখন সেণ্টার-স্পটে বসানো নিশ্চল বলে দিনের প্রথম কিকটি চালিয়ে তার আপন পরিধি বিপরীত অর্ধাংশে গড়িয়ে দিয়ে খেলা শুরু করে দেবে তখনই সেটা হবে 'কিক্-অফ'।

প্রঃ (৩৩৯) 'প্লেসকিক্' কাকে বলে বলুন তো ?

● 'প্লেস-কিক্' আর 'কিক্-অফের' ধর্ম একই ধরনের। কোন প্রকারভেদ নেই। তবে দিনের প্রথম কিক্‌টি ছাড়া, সেণ্টার-স্পটে বসিয়ে যতবার ওধরনের কিক্ নিতে হবে, তার সবগুলি হবে 'প্লেস-কিক্'।

প্রঃ (৩৪০) টসে, মুদ্রা ছাড়া অপর কিছুর ব্যবহার চলতে পারে কি ?

● না, চলবে না। মুদ্রা অপরিহার্য। আইনে স্পষ্টই বলা আছে—"Shall be decided by the toss of coin."

প্রঃ (৩৪১) রেফারী অথবা লাইন্সম্যান টস করতে পারেন কি ?

● টাই-ব্রেকের ক্ষেত্রে রেফারী টস করতে পারেন। আর পারবেন যখন উভয় দলপতি টস করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে। লাইন্সম্যান পারবে বলে আইনে কোথাও বলা নেই।

প্রঃ (৩৪২) কিক্-অফ্ থেকে সরাসরি গোল হলে—কি করবেন রেফারী ?

● গোল বাতিল করে খেলা শুরু করবেন প্রতিপক্ষ দলের গোল কিক্ দিয়ে।

প্রঃ (৩৪৩) টসের প্রয়োজন হয় কেন বলুন তো ?

● বিজয়ী দলপতি, পছন্দ মতো যাতে সুযোগ গ্রহণের ইচ্ছা জানাতে পারে।

প্রঃ (৩৪৪) মুদ্রা ক্ষেপণের (টস্) নিয়ম কি ?

● হাতের আঙুলগুলি গুটিয়ে নিয়ে, তর্জনী ও বৃদ্ধ আঙুলের সংযোগস্থলের উপরে মুদ্রাটি আলতোভাবে স্থাপন করতে হবে। তারপর দ্রার তলদেশে উভয় আঙুলের তুড়িতে মুদ্রাটিকে এমনভাবে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে হবে যাতে করে মুদ্রাটি খুব করে ঘুরপাক খেতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মুদ্রাটকে মাটিতে পড়তে হবে।

প্রঃ (৩৪৫) মুদ্রা কার হাতে দেয়া উচিত ক্ষেপণের জন্য ?

● এ সম্পর্কে আইনে কিছু বলা নেই। তবে চলতি পদ্ধতিতে দেখা যায় (১) হোম টীমের দলপতি (২) নিরপেক্ষ মাঠে যিনি সিনিয়ার খেলোয়াড় (৩) যিনি আগে হাত বাড়িয়ে মুদ্রাটি গ্রহণ করবেন রেফারী তার হাতেই মুদ্রাটি দিয়ে থাকেন।

প্রঃ (৩৪৬) 'কিক্-অফ্' করার পরই কিকার যদি দ্বিতীয়বার বলটি খেলে —কি হবে ?

● (১) কিক্-অফ নিয়মশুদ্ধ হয়ে থাকলে কিকারের বিরুদ্ধে ইনডিরেক্ট কিক্ ধার্য হবে। (২) আর নিয়মশুদ্ধ না হলে পুনরায় কিক্-অফ্ নিতে হবে। কিকার ইচ্ছাকৃত-ভাবে মনে দুরভিসন্ধি নিয়ে যদি ঠিক মতো কিক্ অফ্ না নেয় তাহলে তাকে সতর্ক করতে হবে। পুনরাবৃত্তিতে বহিষ্কারও হতে পারবে।

প্রঃ (৩৪৭) 'কিক্ অফ' বারের তলায় লেগে গোল হল সরাসরি। আবার বারে লেগে বল গোলীর গা ছুঁয়ে গোলে ঢুকলো—কি হবে?

● ১ম ক্ষেত্রে:—গোল হবে না। 'কিক্-অফ' থেকে কখনো সরাসরি গোল হতে পারে না। আর ২য় ক্ষেত্রে:—গোল হবে।

প্রঃ (৩৪৮) বারণ করা সত্ত্বেও যদি দেখা যায়, কিকার ঠিক মতো ভাবে কিক্অফ করছে না—রেফারী তার জন্য কি ভূমিকা নিতে পারেন?

● অবগতির জন্য কি ভাবে কিক্ নিতে হয় তা বুঝিয়ে বলার পরও যদি পুনরাবৃত্তি দেখা যায়—তবে সতর্কিত হবে। সতর্কিত হবার পরও যদি অনুরূপ ঘটনার অবতারণা দেখা যায়, তাহলে রেফারী তাকে আর মাঠে রাখবেন না। পরে বহিষ্করণের জন্য তার নামে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। যেহেতু খেলাটি তখনো শুরু হয় নি, সেহেতু খেলোয়াড় বহিষ্করণ হলেও তার স্থলে অপর আরেক জন খেলায় অংশ নিতে পারবে। অবশ্য যে আসবে তার নাম লিপিবদ্ধ থাকতে হবে অতিরিক্তের তালিকায়। তার আসার অপেক্ষায় কিক্-অফ নিতে দেরী করা যাবে না মোটেও।

ক্ষেত্রবিশেষে রেফারীকে এইভাবে ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করতে হবে

প্রঃ (৩৪৯) ফরোয়ার্ড কিক্-অফ করে বলটি রাইট্-ইনের পায়ে ঠেলে দিল। ইন্ সেই বল পেয়ে দু'জনকে কাটিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে তীব্র সটে একটি গোল করলো—রেফারী কি দেবেন?

● কিক্-অফ নিয়ম শুদ্ধভাবে নেয়া হয়ে থাকলে গোল ধার্য করতে হবে। আর, নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে নেয়া হলে গোল বাতিল করতে হবে। রি-কিক্ করাতে হবে।

প্রঃ (৩৫০) ড্রপ্ দেয়া বলটি গোল লাইন বা টাচ লাইনের ওপর পড়ে মাঠের বাইরে চলে গেলে কি ভাবে খেলা শুরু করতে হবে?

● কারুর স্পর্শ না পেলে রি-ড্রপ হবে।

প্রঃ (৩৫১) লাল দল গোল করতে যাচ্ছে, ইত্যবসরে লাল দলেরই হাফ দলীয় ব্যাকের সাথে অথবা প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ডের সাথে প্রচণ্ড মারামারি শুরু করলো, কি করবেন রেফারী?

● রেফারী সাথে সাথে খেলা থামাবেন। দলীয় ব্যাক্ বা প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ড

যদি কোনরকম প্রত্যাঘাত না করে থাকে, তাহলে কেবলমাত্র সেই হাফ্‌কেই বহিষ্কার করতে হবে। আর যদি উভয়েই মারামারিতে লিপ্ত হয় তাহলে উভয়কেই বহিষ্কার করতে হবে এবং পরে তাদের নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। হাফ যদি বিপক্ষকে মেরে থাকে তাহলে হবে ডিরেক্ট কিক্‌ আর নিজ দলীয় ব্যাককে মারলে, হবে ইন্‌ডিরেক্ট। প্রতিপক্ষকে স্বীয় পেন্যাল্টি সীমায় মারা হলে হবে পেন্যাল্টি। ডিরেক্টের বেলায় বলটি বসাতে হবে যেখানে মারামারি করা হয়েছিল।

প্রঃ (৩৫২) এবারে নীল দলকে গোল করতে দেখা যাচ্ছে। লাল দলের ঐ হাফই অনুরূপ অপরাধ করলে, কি করবেন রেফারী?

● অপরাধকে উপেক্ষা করে নীল দলকে সুযোগ দিতে হবে, যেহেতু সেই মুহূর্তে নীল দল গোল করতে উদ্যত। ঐ সুযোগের পর, গোল হোক চাই না হোক— মারামারি করার জন্য অভিযুক্তেরা বহিষ্কৃত হবে এবং তাদের নামে রিপোর্ট যাবে।

প্রঃ (৩৫৩) একটা গোল হতে চলেছে। ইত্যবসরে দুজন ঘুষোঘুষি শুরু করলো রেফারীর সামনে, কি করবেন রেফারী?

● একই দলের হলে দেখতে হবে প্রতিপক্ষের কিছু সুযোগ আছে কিনা। থাকলে খেলা থামানোর দরকার পড়বে না। আর যদি সুযোগ না থাকে—খেলা থামিয়ে দুজনকেই তাড়াতে হবে। পরে তাদের নামে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিতে হবে। খেলা শুরু করতে হবে—ইন্‌ডিরেক্ট কিক্‌ থেকে। বলটি বসাতে হবে যেখানে মারামারি হবে। উভয় পক্ষের একজন করে হলে, কে আগে ঘুষি চালিয়েছিল সেটা লক্ষ্য করতে হবে। সেটা যদি ধরা সম্ভব হয়, তাহলেও দেখতে হবে প্রতিপক্ষের কোন রকম সুযোগ আছে কিনা। না থাকলে খেলা থামিয়ে, মারামারি করার দরুণ দুজনকেই বহিষ্কার করতে হবে, ও পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। যে খেলোয়াড়টি আগে ঘুষি চালাবে—তার বিরুদ্ধে দিতে হবে ডিরেক্ট কিক্‌। সেটা যদি সংগঠিত হয় স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার ভিতরে, তাহলে বসাতে হবে পেন্যাল্টি। কে আগে ঘুষি চালিয়েছিল সেটা যদি ধরা না যায় বা লাইন্সম্যানও যদি এ ব্যাপারে কোনরকম সঠিক মতামত জানাতে না পারে, তাহলে খেলাটি শুরু করতে হবে—ড্রপ থেকে।

প্রঃ (৩৫৪) গোলী অথবা অন্য কোন খেলোয়াড় মাটিতে পড়ে গিয়ে আহত হল। ঐ অবস্থায় বলটি তার আয়ত্বে আটকে থাকলো। এখন সেই বলে কেউ পা দিয়ে চার্জ করতে উদ্যত হলে রেফারী কি করবেন?

● আহত হলে প্রশ্ন উঠতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে খেলা থামাতে হবে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করতে হবে। কেউ আহত হলে তাকে

সার্বিকভাবে নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব রেফারীর। কাজেই নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দিলেই কাউকে কোনরকম কিক্ করার সুযোগ দেয়া উচিত হবে না। তবে ইচ্ছে করে বল আয়ত্বের মধ্যে আটকে রেখে অপরকে খেলতে না দেবার অপকৌশল গ্রহণ করা হলে—তার বিরুদ্ধে শাস্তি হবে ইন্‌ডিরেক্ট-কিক্।

প্রঃ (৩৫৫) খেলা থামান হল। খেলোয়াড়কে সতর্ক বা বহিষ্কার করা হল। অথচ কোন ফ্রি-কিক্ দেয়া যাবে না কখন ?

● মাঠের বাইরে যখন অপরাধ সংগঠিত হবে।

প্রঃ (৩৫৬) রেফারী বল নিয়ে ড্রপ করতে উদ্যত। ইত্যবসরে নীল দলের ব্যাক লাল দলের ইন্‌কে সজোরে ঘুষি চালাল—কি হবে ?

● নীল দলের ব্যাককে বহিষ্কার করতে হবে। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। তার স্থানে কোন বদলী আসতে পারবে না। খেলাটি শুরু করতে হবে ড্রপ থেকেই। কারণ বল মাটিতে ড্রপ না পড়লে খেলার মধ্যে গণ্য হবে না।

প্রঃ (৩৫৭) কিক্ অফ্ করেই ফরোয়ার্ড খুব জোরে ছুট মারলো গোলের দিকে সেই বল পেয়ে ইন্‌ম্যান দুজনকে কাটিয়ে আলতো ভাবে সট করে গোল করলো—কি হবে ?

● প্রথমতঃ দেখতে হবে ফরোয়ার্ড যথার্থভাবে কিক্-অফ্ করেছিল কিনা ? করে থাকলেও 'ইন্-ম্যান্' আলতোভাবে সট মারার মুহূর্তে ছুটন্ত ফরোয়ার্ডের অবস্থান অফ্‌সাইড দুষ্ট ছিল কিনা, না থাকলে গোল ধার্য হবে।

প্রঃ (৩৫৮) 'ইন্‌ডিরেক্ট-কিক্' দিয়ে খেলা শুরু করা যায় কি ?

● খেলা একবার চালু হয়ে গেলে পরিস্থিতি বুঝে করা যাবে বৈকি। তবে একেবারে শুরুতে করা যায় না। কারণ খেলা শুরু করতে হয় কিক্-অফ্ দিয়ে। কিক্-অফ্ আপাতদৃষ্টিতে ইন্‌ডিরেক্ট মনে হলেও পুরোপুরিভাবে তাকে ইন্‌ডিরেক্টের পর্যায়ে ফেলা যায় না। ধরুন একটি অপরাধের পর, বাধ্য হয়ে রেফারীকে খেলাটি বন্ধ রাখতে হল সাময়িকভাবে। মিনিট দশ-বার পর পরিবেশ অনুকূল হলে খেলাটি যদি শুরু করার কথা থাকে ইন্‌ডিরেক্ট দিয়ে তাহলে রেফারীকে সেই পথই নিতে বাধ্য থাকতে হবে।

প্রঃ (৩৫৯) 'কিক্ অফ্'-থেকে যথার্থভাবে বল পেয়ে 'ইন্-ম্যান্' দুজন প্রতিপক্ষ হাফকে কাটিয়ে সোজা মাঠের বাঁ কোণে চলে গেল। সেখানে আবার আরেকজন ব্যাক্‌কে কাটিয়ে তীব্র গতিতে ঢুকে পড়ল প্রতিপক্ষের পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে। গোলী ছুটে এসে পায়ে ঝাঁপিয়ে

পড়ল সেই ইন্‌ম্যানের। ইন্‌ম্যান তাকেও কাটিয়ে গোল করল। বল সেণ্টার স্পটে বসানোর কালে প্রতিপক্ষের দলপতি ছুটে এসে জানাল, টসে জিতে সে কিক্-অফের কথাই জানিয়েছিল। সুতরাং গোল বাতিল করে তাদেরই কিক্-অফ্ দিতে হবে। রেফারী কি করবেন যদি ভুল কিক্ অফ্ নেয়া হয়ে থাকে।

● এখানে রেফারীর করার কিছু নেই। গোল বাতিল করা যাবে না কোন মতেই। যে ভুল রেফারী সাথে সাথে ধরতে পারেন নি বা যে ভুলের পর খেলা শুরু হয়ে যায় সে ত্রুটি শুধরাবার কোন পথ খোলা নেই—রেফারীর হাতে।

প্রঃ (৩৬০) 'কিক্-অফ্' ব্যাক সেণ্টার করার পর সেণ্টার হাফ তা থেকে সরাসরি গোল করলো—কি হবে?

● গোল বাতিল হবে। কারণ কিক্-অফ পিছনের দিকে মারা যায় না কোনমতে। কিকারকেও সতর্ক করতে হবে। খেলাটি শুরু হবে সেই 'কিক্-অফ্' থেকেই।

প্রঃ (৩৬১) 'কিক্-অফ্' দু'ফুট সামনে যাবার পর (১) কিকার অথবা (২) ইন্-ম্যান তা থেকে গোল করে বসল—কি হবে?

● উভয়ক্ষেত্রেই গোল বাতিল হবে। কারণ দু'ফুট সামনে যাওয়া মানে ২৪ ইঞ্চি গড়ান। বলের পরিধি হল ২৭ থেকে ২৮ ইঞ্চি। কাজেই দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি গড়ায় নি। সুতরাং পুনরায় কিক্-অফ্ নিতে হবে। প্রথম ক্ষেত্রে, বল তার আপন পরিধি গড়ায় নি বলেই কিকারের বিরুদ্ধে দুবার খেলার অপরাধ ধরা যাচ্ছে না।

প্রঃ (৩৬২) ফরোয়ার্ডের ঠেলা কিক্-অফটি সোজা গড়িয়ে গড়িয়ে মধ্য রেখার ওপর দিয়ে টাচ লাইন অতিক্রম করলো। কি ভাবে খেলা শুরু হবে বলুন তো?

● কিক্-অফ্ ঠিক মত হয় নি। বলকে এমনভাবে কিক্ করতে হবে যাতে করে বল তার আপন পরিধি গড়িয়ে বিপরীত অর্ধাংশে যেতে পারে। কাজেই পুনরায় কিক্-অফ্ নিতে হবে।

প্রঃ (৩৬৩) অংশরত খেলোয়াড় ছাড়া অন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বা অতিথিকে দিয়ে কিক্-অফ্ করান যায় কি?

● প্রতিযোগিতামূলক খেলায় তা হতে পারবে না। তবে প্রীতি বা প্রদর্শনীমূলক খেলায় তা চলতে পারে। চললেও সেই ব্যক্তির বহির্গমনের পর, আবার নতুন করে কিক্-অফ্ করিয়ে নিয়ে খেলা চালু করতে হবে।

প্রঃ (৩৬৪) এক মাঠে দেখা যাচ্ছে একদল 'কিক্-অফ্' নিতে উদ্যত। আরেক দল, সেণ্টার সার্কেলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে নিজ অর্ধাংশ রক্ষা করার জন্য। উভয় দল ওভাবে দাঁড়ালে, তাদের অবস্থান দেখে কি বলা যাবে কোন দল টসে জয়ী হয়েছিল।

● না, তা বলা যায় না। কারণ, 'টসে' জিতে বিজয়ী দলপতি তার খুশীমত কিক্-অফ্ করতেও পারে আবার দিক্ পছন্দও করতে পারে।

প্রঃ (৩৬৫) একজন—বুটবদলকারী, আহত, পরিবর্তিত, বহিষ্কৃত এবং মাঠের বাইরে অপেক্ষমান বদলী খেলোয়াড় যদি রেফারীর অনুমতি না নিয়ে হঠাৎ মাঠে ঢুকে স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল করে, তাহলে কি হবে?

● সর্ব ক্ষেত্রেই পেন্যাল্টি ধার্য হবে। কারণ রেফারীর অনুমতি না নিয়ে মাঠে ঢোকার চাইতে হ্যাণ্ডবল আরো গুরুতর ধরনের অপরাধ। কাজেই, একসাথে দুটি অপরাধ করা হলে যেটি অধিক গুরুতর অপরাধ হবে, রেফারী তারই শাস্তি দেবেন।

প্রঃ (৩৬৬) অনিবার্য গোল হতে চলেছে, পথিমধ্যে বহিরাগত কোন বস্তুর সাথে (১) বলের স্পর্শ ঘটার পর গোল হল (২) স্পর্শ না ঘটেই বল গোলে ঢুকলো—কি হবে?

● (১) বল গোলে ঢুকবার আগে, ঠিক যে স্থানে বহিরাগত বস্তুর সাথে বলের স্পর্শ ঘটবে সেখানেই খেলা থামিয়ে ড্রপ সহকারে খেলা শুরু করতে হবে। বল গোলে ঢুকুক বা না ঢুকুক।

(২) বহিরাগত কোন বস্তুর সাহায্যে বল থামানোর চেষ্টা করা হলেও যদি বলের সাথে সেই বস্তুর কোন সংযোগ না ঘটে, সেক্ষেত্রে গোল ধার্য করতে হবে।

প্রঃ (৩৬৭) খেলা চলছে। বল রেফারীর গায়ে লেগে (১) টাচ লাইন অতিক্রম করলো (২) বল গোলে ঢুকলো—কি হবে?

● রেফারীর গায়ে লাগাটা কিছুই নয়। সুতরাং তার জন্য খেলায় ছেদ পড়তে পারে না বা খেলা থামান যায় না। কাজেই (১) শেষবারের মতো যাদের স্পর্শে বলটি মাঠের বাইরে যাবার মুখে রেফারীর গায়ে লেগেছিল তাদের প্রতিপক্ষ দলের থ্রো-ইন্ হবে। (২) খেলা চলছে এমন অবস্থায় যদি বলটি রেফারীর গায়ে লেগে গোলে ঢোকে এবং সেই গোলের পেছনে যদি যথার্থতা থাকে তাহলে গোল ধার্য করতে রেফারী বাধ্য থাকবেন।

প্রঃ (৩৬৮) ঠিক কখন খেলাটি শুরু হল বলে ধরতে হবে ?

● (১) যে মুহূর্তে বলটি ৮ নম্বর নিয়ম পালন করে তার আপন পরিধি, বিপরীত অর্ধাংশে গড়িয়ে যাবে ঠিক তখন থেকে।

(২) ক্ষেত্রবিশেষে কিক্গুলি পেন্যাল্টি সীমা অতিক্রম করলে বা তার আপন পরিধি নিয়ম মতো গড়ালে।

(৩) ড্রপের সময় বলটি মাটিকে স্পর্শ করলে।

(৪) থ্রোইনের কালে বলটি সার্বিক ভাবে মাঠে ঢুকে গেলে।

প্রঃ (৩৬৯) বলকে হেড করে বা কিক্ করে গোলের অংশটুকু ছাড়া গোল লাইন অতিক্রম করান হল—কি হবে ?

● শেষবারের মত আক্রমণকারীর স্পর্শে অতিক্রান্ত হলে গোলকিক্ আর রক্ষণকারীর স্পর্শে হলে কর্ণার কিক্।

প্রঃ (৩৭০) প্লেস-কিক্ কখন কখন নিতে পারা যায় এবং কে কে নিতে পারবে ?

● (১) খেলার শুরুতে :—যে দলের ভাগ্যে কিক্অফ জুটবে সে দলের যে কেউ একজন।

(২) বিরতির পর :—এবারে বিপক্ষের যে কোন একজন।

(৩) যে-কটি গোল হবে এবং তার জন্য যদি কিক্ করানোর সময় থাকে তাহলে যে দল গোল খাবে তাদের একজন করে।

প্রঃ (৩৭১) দলপতিরা দুবার করে টসের সম্মুখীন হতে পারে কি এবং কি ভাবে ?

● হ্যাঁ পারে। যদি অতিরিক্ত সময় ধায থাকে খেলায়।

প্রঃ (৩৭২) কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর অতিরিক্ত সময় খেলাতে হবে ?

● আইনে তা কিছু বলা নেই, সেটা নির্ভর করবে রেফারীর বিবেচনার ওপর।

প্রঃ (৩৭৩) 'কিক্-অফের' কালে কোন্ দল মধ্য-রেখা স্পর্শ করে দাঁড়াবার অধিকারী ?

● কোন দলই নয়। উভয় দলের খেলোয়াড়েরা তখন ঐ লাইনটুকু ছেড়ে যে যার অর্ধাংশে দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্রঃ (৩৭৪) সাময়িক বিরতি বলতে কি বোঝায় ? কোন্ আইনের

রেফারী সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারেন? কোন পরিস্থিতিতে তিনি খেলা বন্ধ করবেন এবং কি ভাবে সেই বন্ধ খেলা শুরু করবেন?

● সাময়িক বিরতি বলতে বোঝাবে কোন কারণে চালু খেলাকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখাকে। আট নম্বর নিয়মের "ডি" ধারার বলে-ই রেফারী খেলা বন্ধ করতে পারছেন। যেমন (১) কেউ আহতে হলে (২) কোন 'পেন্যাল' বা 'টেকনিক্যাল' অপরাধের জন্য রেফারী যদি খেলা বন্ধ করেন। খেলা শুরু করতে হবে (১) ড্রপ সহকারে (২) পেন্যাল হলে ডিরেক্ট কিক্ দিয়ে এবং টেক্‌নিক্যাল হলে ইনডিরেক্ট দিয়ে খেলা শুরু করতে হবে। এছাড়া আইনে বলা নেই কিভাবে খেলা শুরু করতে হবে, সেই সব ক্ষেত্রে রেফারী ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করবেন। ড্রপ মাটিতে পড়ার আগেই যদি কেউ বল স্পর্শ করে বা মাটিতে পড়ার পর যদি গোল বা টাচ লাইন অতিক্রম করে তাহলে রি-ড্রপ হবে।

প্রঃ (৩৭৫) একটা খেলায় কতগুলি 'প্লেস-কিক্' হতে পারে?

● একটি গোলশূন্য খেলাতে যদি অতিরিক্ত সময় না থাকে তবে মাত্র দুটি। যথা—'কিক্-অফ্' আবার বিরতির পর পুনারারম্ভতে। এর সাথে যে কটি গোল হবে তার জন্য যদি প্লেস-কিক্ করার সময় থাকে তবে ততগুলি প্লেস-কিক্ বাড়বে এবং অতিরিক্ত সময়তেও আরও দুটির পর অনুরূপ ভাবে প্লেস-কিক্ বাড়তে পারে।

প্রঃ (৩৭৬) বর্ধিত সময়ে একটি গোল হল আরেকটি হল ঠিক বিরতির মুখে, মোট তাহলে কটি প্লেস-কিক্ হল?

● মোট দুটি। কারণ ওদুটির জন্য প্লেস-কিক্ করা সম্ভব হয়নি।

প্রঃ (৩৭৭) কোন কোন কারণে রেফারী বল রি-ড্রপ দেবেন?

● (১) ড্রপ দেয়া বলটি মাটিতে পড়ার আগে কেউ স্পর্শ করলে।

(২) ড্রপ দেয়া বলটি যে কোন লাইনের ওপর (টাচ অথবা গোল লাইন) পড়ে যদি সরাসরি মাঠের বাইরে চলে যায়।

(৩) ড্রপ দেয়া হচ্ছে। বলটি মাটিতে পড়ার আগেই এমন একটি অপরাধ ঘটল যেখানে রেফারী হস্তক্ষেপ না করে পারছেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে গিয়ে সমুচিত ব্যবস্থা নেবার পর আবার সেইস্থানে এসে বল ড্রপ করাবেন।

প্রঃ (৩৭৮) দলপতিরা সবচেয়ে বেশী কতবার টসের সম্মুখীন হতে পারে?

● আইনতঃ চারবার। যথা:—(১) খেলা শুরুর মুখে; (২) ড্র হবার পর অতিরিক্ত সময়ের শুরুতে, (৩) টাইব্রেকের কালে; (৪) প্রতিযোগিতায় যদি নিয়ম থাকে, টাইব্রেকে খেলা মিমাংসা না হলে টস্ হবে, তাহলে।

প্রঃ (৩৭৯) কি ভাবে খেলা শুরু করতে হবে আইনের কোথাও যদি তা বলা না থাকে তাহলে রেফারী কি করবেন?

● ড্রপ দেবেন। যেখানে খেলাটি থামিয়েছিলেন।

প্রঃ (৩৮০) লাল দলের 'পেন্যাল্টি-বক্সে' খেলা চলছে। হঠাৎ লাল দলের একজন অপেক্ষমান বদলী খেলোয়াড়, রেফরীকে না বলে কয়ে মাঠে ঢুকে একটি নিশ্চিৎ গোল বাঁচাতে দেখা গেল—হাত দিয়ে এবং পা দিয়ে। রেফারী কি করবেন?

● রেফারী সর্বাগ্রে খেলাটি থামাবেন। থামিয়েই সেই বদলী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন ও মাঠের বাইরে যেতে বলবেন। পরে তার জন্য একটা রিপোর্ট ঠুকে দেবেন। সেই বদলীকে যদি রেফারী কেবলমাত্র অনধিকার প্রবেশের অজুহাতে মাঠ ছাড়তে বলে থাকেন তাহলে পরবর্তী সুযোগে যথার্থ বিধি পালন করে আসতে চাইলে রেফারী তাকে মাঠে ঢুকবার অনুমতি দেবেন। আর যদি বরাবরের জন্য বার করে দিয়ে থাকেন তাহলে তার স্থলে আর কোন বদলী নামতে পারবে না।

বলটি যদি পায়ে করে থামান হয়, তাহলে ঠিক যেখানে থামান হবে সেখানে বসাতে হবে ইনডিরেক্ট কিক্। আর যদি হাতে থামান হয় তাহলে অধিক গুরুতর অপরাধের জন্য বসাতে হবে পেন্যাল্টি।

একটি উক্তি :

রেফারী মাত্রই ভুল করে থাকেন, যে রেফারী বলেন—"আমি ভুল করি না" সে মোটেও রেফারী নয়।

—বিশ্ববিখ্যাত রেফারী আর্থার অ্যালিস (ইংল্যাণ্ড)

নয় নম্বর আইন

বল খেলার বাইরে ও খেলার মধ্যে
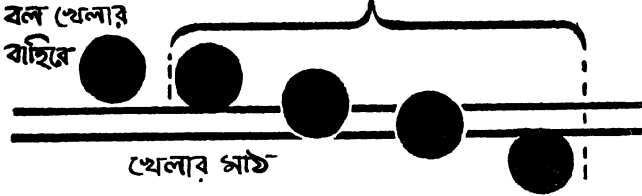
[(ক) বলকে খেলার বাইরে গণ্য করতে হবে তখন, যখন বলের সাবিক অংশ কি শূন্যে থাকা অবস্থায় বা গড়ানো অবস্থায় টাচ লাইনকে অথবা গোল লাইনকে সম্পূর্ণভাবে ছাপিয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে দেখা যাবে। (খ) রেফারী কোন কারণ বশত যখন খেলা বন্ধের বাঁশী বাজাবেন ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে বলকে খেলার বাইরে ধরতে হবে। (গ) মনে রাখতে হবে, বলের সামান্যতম অংশ যদি টাচ বা গোল লাইনের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সেটাকে খেলার মধ্যে ধরতে হবে। (ঘ) বল যদি কোন সময় গোল পোস্টে, ক্রশবারে বা কর্ণার ফ্লাগে প্রতিহত হয়ে মাঠের মধ্যে ফিরে আসে অথবা মাঠের মধ্যে অবস্থানরত রেফারী কিম্বা লাইন্সম্যানের গায়ে লেগে মাঠের ভিতরেই থেকে যায় তাহলে বলকে খেলার মধ্যে গণ্য করতে হবে। (ঙ) কোন একটি ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে রেফারী নিশ্চিত বাঁশী বাজাচ্ছেন এরূপ একটি পরিস্থিতির মধ্যে যতক্ষণ না রেফারীর বাঁশী পড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বলকে খেলার মধ্যে গণ্য করতে হবে।]
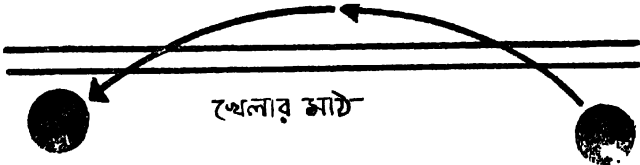
বল মাঠের বাইরে গিয়ে হাওয়ায় মাঠে ফিরে এলে বলকে
খেলার মধ্যে ধরা যাবে না।

প্রঃ (৩৮১) আচ্ছা বলুন তো, বলকে কখন খেলার বাইরে এবং খেলার মধ্যে ধরতে হবে?

● (১) খেলার বাইরে ধরতে হবে তখন: (ক) যখন বলের সার্বিক অংশ, কি শূন্যে থাকা অবস্থায়, কি গড়ান অবস্থায় মাঠের প্রান্তরেখা অর্থাৎ মাঠের টাচ

লাইন কিম্বা গোল লাইনকে সম্পূর্ণভাবে ছাপিয়ে মাঠের বাইরে চলে যাবে। (খ) কোন কারণবশতঃ (নিয়ম লঙ্ঘনীয় বা অপরাধ-জনিত ঘটনার জন্য) রেফারী যখন খেলাটি বন্ধ করবেন।

(২) বল খেলার মধ্যে গণ্য থাকবে, তখন: (ক) যখন বলটি গোলপোস্ট, ক্রসবার এবং কর্ণার দণ্ডে প্রতিহত হয়ে মাঠের মধ্যেই ফিরে আসবে (পক্ষান্তরে বলা চলে, বলের সামান্যতম অংশ যদি টাচ লাইন কিম্বা গোল লাইনের সাথে স্পর্শ করে থাকে।) (খ) বলটি যদি মাঠে থাকা রেফারী কিম্বা লাইন্সম্যানের গায়ে লেগে মাঠেই থেকে যায়। (গ) কোন একটি ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে রেফারী নিশ্চিত বাঁশী বাজাবেন, অথচ তখনো তিনি বাঁশী বাজান নি—এইরূপ এক অনিবার্য অনুমানের বশবর্তী হয়ে থাকলেও বাঁশী না বাজা পর্যন্ত বলটি খেলার মধ্যেই গণ্য থাকবে।

প্রঃ (৩৮২) কর্ণার কিক্ হচ্ছে। বল হাওয়ায় বেঁকে মাঠের বাইরে গিয়ে আবার এসে মাঠে ঢুকল এবং গোল হল—কি হবে?

● গোল বাতিল হবে। একবার যে বল কি শূন্যে থাকা অবস্থায়, কি গড়ান অবস্থায় মাঠের বাইরে গিয়ে হাওয়ায় বাঁক খেয়ে আবার মাঠে ঢোকে তাকে কখনো খেলার মধ্যে গণ্য করা যাবে না।

এখানে বলকে খেলার বাইরে ধরতে হবে।

প্রঃ (৩৮৩) ফ্রি-কিক্ মারতে চলেছে। মারার আগেই বার বার করে একজন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড ইচ্ছে করে দশ গজের মধ্যে ঢুকে কিকারের মনযোগ নষ্ট করায় পরবর্তী অধ্যায়ে কিকার কিক্ না মেরে সোজা লাথি চালাল তার তলপেটে—কি হবে?

● কিকার সাথে সাথে বহিষ্কৃত হবে। তার নামে পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। খেলা শুরু হবে সেই ফ্রি-কিক্ থেকে। কারণ বল তার আপন পরিধি না গড়ালে খেলার মধ্যে গণ্য করা যাবে না।

প্রঃ (৩৮৪) অনিবার্য অফসাইড ভেবে একজন ব্যাক হাত দিয়ে বল থামাল এবং বলটা নিয়ে গিয়ে বসাল অফসাইডের স্থলে। কিছু করনীয় আছে কি?

● হ্যাঁ আছে। ব্যাকের হ্যাণ্ডবল ধরতে হবে। হ্যাণ্ডবল পেন্যাল্টি এরিয়ার মধ্যে হলে পেন্যাল্টি দিতে হবে। কারণ অপরাধ বা নিয়মলঙ্ঘনীয় ঘটনা যথার্থভাবে ঘটে থাকলেও রেফারী যতক্ষণ বাঁশী না বাজাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কারুরই অধিকার নেই নিজ হাতে আইন তুলে নেয়া। সব ঘটনার জন্য সর্বদাই রেফারীর বাঁশী পযন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বাঁশী না বাজা পর্যন্ত বল 'ডেড' হয় না।

প্রঃ (৩৮৫) মাঠের ভিতরে দাঁড়িয়ে অথবা মাঠের বাইবে গিয়ে কোন খেলোয়াড় যদি কোন উগ্র দর্শককে ঘুষি চালায় কি করবেন রেফারী?

● রেফারী অ্যাডভানটেজ সাপেক্ষভাবে খেলাটি থামাবেন। ভেতরে বা বাইরে যেখানে দাঁড়িয়ে মারুক না কেন রেফারী ঐ খেলোযাড়কে বহিষ্কার করবেন তার 'ভায়োলেন্ট' আচরণের জন্য। পরে তার নামে একটি রিপোর্ট পাঠাবেন। মাঠের ভিতরে মারার দরুণ খেলোয়াড়টির বিরুদ্ধে ধার্য করতে হবে ইনডিরেক্ট কিক্। আর মাঠের বাইরে মারার জন্য যদি খেলাটি বন্ধ করতে হয়—তার জন্য রেফারীকে দিতে হবে ড্রপ। যেখানে খেলা থামাবেন সেখানেই ড্রপ হবে।

প্রঃ (৩৮৬) বল গিয়ে লাগলো কর্ণার দণ্ডে। ফলে দণ্ডটি উৎপাটিত হল। দণ্ডটি পড়ে যাবার সাথে সাথে বল এমন ভাবে বাইরে অতিক্রান্ত হল যাতে করে মোটেই বোঝা গেল না কি ভাবে খেলাটি শুরু করতে হবে?

● এরূপ পরিস্থিতিতে কি ভাবে খেলা শুরু করতে হবে তা যখন আইনে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই, তখন ড্রপ দিয়ে শুরু করাই শ্রেয়।

প্রঃ (৩৮৭) দুজনের সমস্পর্শে বল যদি টাচ লাইন অতিক্রম করে—রেফারী কি করবেন?

● এক পক্ষের-ই দুজন হলে বিপক্ষের থ্রো-ইন হবে। আর উভয় পক্ষের একজন করে হলে ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করতে হবে।

প্রঃ (৩৮৮) আচ্ছা বলুন তো 'ডেড-বল' কাকে বলে?

● ফুটবল খেলায় 'ডেড-বল' কথাটির তেমন প্রচার বা প্রচলন নেই। তবে, আক্ষরিক অর্থে বলা চলে, 'ডেড-বল' হবে তখন, যখন বলের বা খেলার চলমান অস্তিত্বকে নিষ্ক্রিয় হিসেবে ধরে নিতে হয়। অর্থাৎ রেফারী যখন কোন কারণ বশতঃ খেলাটি বন্ধ রাখবেন এবং খেলার বলটি যখন কি শূন্যে থাকা অবস্থায়, কি

গড়ান অবস্থায় মাঠের সীমা ছাড়িয়ে বাইর চলে যাবে। ঐ দুই পরিস্থিতিতে আইনগত-ভাবে কোনরকম ভূমিকা রাখার অবকাশ নেই। একটা উপমা রাখছি। ফরোয়ার্ড ফাঁকা গোল লক্ষ্য করে উঁচু ভাবে সট নিল। গোল অবধারিত। রুখবার কোন পথ নেই। বল গোলে প্রবেশ করার আগেই রেফারী যথার্থ ভাবে বাঁশী বাজালেন বিরতির। এ ক্ষেত্রে বল গোলে প্রবেশ করলেও গোল হবে না। কারণ গোলের আগে বাঁশী পড়া মানে, খেলার গতিময়তায় ছেদ পড়ে যাওয়া এবং চলমান অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটা। তাই বাঁশী পড়ার সাথে সাথে সচল এবং সজীব বলটিও সেই মুহূর্তে মৃত বলে গণ্য হয়ে উঠবে। কাজেই গোল দেয়া সম্ভব হবে না।
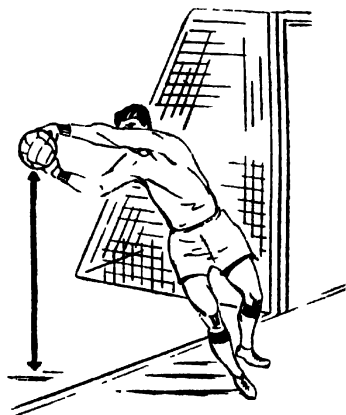
মাঠের ভিতরে থাকা গোলী শরীর বাঁকিয়ে ওভাবে বল ধরলেও বলকে খেলার মধ্যে ধরা যাবে না।

প্রঃ (৩৮৯) বল কর্ণার ফ্লাগে অথবা অফশস্যাল ফ্লাগে লেগে পুনরায় মাঠের মধ্যে ফিরে এলে, রেফারী কি দেবেন?

● কর্ণার দণ্ডে লেগে মাঠের দিকে ফিরে এলে কিছুই দেয়া যাবে না। কারণ ঐ পরিস্থিতিতে বলকে কোন মতেই মাঠের বাইরে ধরা যাবে না। আর অফশস্যাল ফ্লাগে লাগলে খেলা থামাতে হবে। কারণ বলকে তখন খেলার বাইরে ধরতে হবে, যেহেতু সেই ফ্লাগটি থাকে মাঠের একগজ বাইরে। কাজেই শেষ বারের মতো যে দলের স্পর্শে সেই ফ্লাগে বল লাগবে তার বিপক্ষ দল থ্রো করবে।

প্রঃ (৩৯০) টাচ লাইন কিম্বা গোল লাইনকে মাঠের মধ্যে ধরা যাবে কি?

● হ্যাঁ, ধরতে হবে। ঐ দুটি লাইন-ই মাঠের অংশবিশেষ। ঐ লাইনের সাথে বলের সামান্য অংশ স্পর্শ করে থাকলে—তাকে খেলার মধ্যেই ধরা হয়। মনে রাখতে হবে, যে কোন লাইন-ই হবে সেই সেই এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত অংশ।

প্রঃ (৩৯১) নীচেকার পরিস্থিতিগুলিতে আপনি কি করবেন, বলুন তো?

● (১) বল টাচ লাইনের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে :— } খেলার মধ্যে ধরতে হবে।

(২) গোলী লাইনে দাঁড়িয়ে মাজা হেলিয়ে ভিতরকার বল রক্ষা করলো :—	গোল হবে
(৩) এমন বাঁশীর শব্দ যা রেফারী বাজান নি :—	খেলা চালু থাকবে
(৪) লাইন ব্যতিক্রমের জন্য লাইন্সম্যান ফ্লাগ তুললেন। রেফারী দেখলেন বহু পরে :—	বল খেলার বাইরে ধরতে হবে।
(৫) লাইন্সম্যান অপরাধের জন্য ফ্লাগ তুললেন, কিন্তু রেফারী তা গ্রহণ করলেন না।	খেলা চালু থাকবে। ফ্লাগ দেখান হয় রেফারীর জন্য। খেলোয়াড়দের জন্য নয়।

প্রঃ (৩৯২) একটি ফ্রি-কিক্ বারে লেগে ফিরে এসে রেফারীর মাথায় লেগে গোলে ঢুকলো—কি দিতে হবে ?

● গোল হবে। অবশ্য যদি গোল হবার মতো উপযুক্ততা থাকে। রেফারীর গায়ে বল লাগলে, বল কখনো 'ডেড'হয় না। কারণ রেফারীরা হবেন—"পার্ট এণ্ড পার্সেল অফ দি ফিল্ড"।

প্রঃ (৩৯৩) পাশাপাশি দুটি মাঠে খেলা চলছে। একটা বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ বাঁশী বেজে ওঠার দরুণ রক্ষণভাগের 'স্টপার' হাত দিয়ে বলটি থামানোর পরই জানতে পারলো, বাঁশীর আওয়াজটি এ-মাঠের নয়, ও-মাঠের। রেফারীর করনীয় কি হবে ?

● এ ধরনের ভুল করা হলে, ভুলের খেসারৎ দিতে হবে সেই দলকে। কাজেই ঘটনাটি যতই দুঃখজনক হোক্ না কেন, উপায় নেই হ্যাণ্ডবল দেয়া ছাড়া। ঘটনাটি পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে ঘটে থাকলে, রেফারীকে পেন্যাল্টি দিতে হবে।

খেলোয়াড়দের কেবলমাত্র খেলার প্রতি মনোযোগ রাখলে চলবে না। বাঁশীর আওয়াজের প্রতিও তাদের খেয়াল রাখতে হবে। বাঁশী না শুনে কখনো কেউ নিজ হাতে আইন তুলে নিতে পারে না। কাজেই বাঁশীর প্রতি খেয়াল না রাখাটা হবে এক ধরনের গাফিলতি। সর্বক্ষেত্রে গাফিলতিটা নিশ্চয় ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না। কারণ একদলের গাফিলতি হওয়া মানেই, অপর দলের ভাগ্যে একটা সুযোগ সৃষ্টি হওয়া। সেই সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা কি উচিত হবে ? কাজেই হ্যাণ্ডবল ধার্য করাটাই হবে একমাত্র পথ।

(বিঃ দ্রঃ—তবে, কোন রেফারী যদি সাহসের ওপর নির্ভর করে ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করতে যান, তাহলে তিনি ভুল করবেন সেটা কিন্তু বলা যাবে না। আইনের আক্ষরিক অর্থকে বাদ দিয়ে আইনের অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে কোন অন্যায় হবে না—সেই রেফারীর পক্ষে।)

প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করছি কোরিন্থিয়ান্ দল যখন ভারত ভ্রমণ করতে আসে, তখন ঢাকার মাঠে (বর্তমানে বাংলাদেশ) ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। বাঁশী শোনার সাথে সাথে একটি দল থমকে দাঁড়ালে, রেফারী ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন সে বাঁশী তার নয়, মাঠের বাইরেকার। ঐ অবসরে বিনা বাধায় একটি গোল হয়েছিল। এই তথ্যটি বাঘাদার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

একটি উক্তি :

কোন একজন রেফারীর ব্যর্থতায় রাগে ফেটে পড়ার, ক্রোধে উন্মত্ত হবার এবং ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে ওঠার আগে, একবার অন্তত ভাবা দরকার, ওর চাইতেও আরো চরম ধরনের ব্যর্থতা রেফারীরা দেখাতে পারেন।

—ভিক্টর রে (ইংল্যাণ্ড)
প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক রেফারী

দশ নম্বর আইন

গোল করার প্রণালী
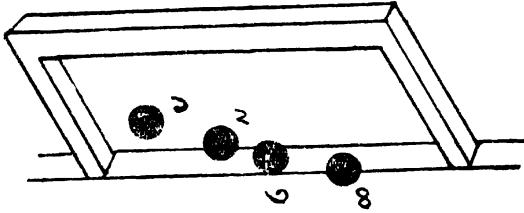
গোল গণ্য হবে কেবলমাত্র ১ নম্বব বলটি। কারণ সেটি সার্বিকভাবে লাইন অতিক্রম করেছে। ২, ৩ ও ৪ নম্বর বলটি গোল হিসেবে গণ্য হবে না।

এই আইনের মূল বক্তব্য ঃ

[বলের পরিপূর্ণ অংশ কি শূন্যে থাকা অবস্থায়, কি গড়ানো অবস্থায় যখন দুই গোল পোষ্টের মাঝখান দিয়ে এবং ক্রশবারের তলা দিয়ে গোল লাইনকে সম্পূর্ণভাবে ছাপিয়ে ভিতরে চলে যাবে, তখনই ধার্য করতে হবে গোল। অবশ্য গোলের নির্দেশ দেবাব আগে যাচাই করে দেখে নিতে হবে এই আইনে ভিন্ন কিছু নির্দেশের বাধা আছে কি না? ভিন্ন কিছু বাধার অর্থে এই বুঝতে হবে যে, গোলের নির্দেশ দেবার পেছনে গোলের যথার্থ স্বকীয়তায় কোন রকম বিরুদ্ধাচরণের সূত্র কাজ করছে কিনা সেটা পরখ করা। যেমন ধরা যেতে পারে—বল গোলে ঢুকবার পথে কোন আক্রমণকারী যদি বল ছুঁড়ে দিয়ে (স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার ভিতর থেকে কোন গোলীর বল ছুঁড়ে দেয়া ছাড়া) বল বয়ে নিয়ে বা হাতে করে বল ঠেলে গোল দেয় তবে গোল হবে না। খেলার যে দল বেশী গোল করবে সে দল জয়ী হবে। কোন পক্ষ গোল দিতে না পারলে বা সমান সংখ্যক গোল করলে খেলা অমিমাংসিত থাকবে।]

প্রঃ (৩৯৪) খেলার ফলাফল, কি ভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে বলুন তো ?

● (১) যে দল তুলনায় বেশী গোল দেবে তারা জয়ী হবে।

(২) উভয় দল যখন গোল কবতে পাববে না বা সমান সংখ্যক গোল দেবে —সে খেলা হবে অমীমাংসিত।

(৩) সংখ্যায় যে দল কম গোল দেবে বা একেবারেই দিতে পারবে না অথচ তুলনায় বেশী গোল খাবে—সে দল হবে পরাজিত।

প্রঃ (৩৯৫) মূল ফলাফল পাঠাবার সময়, যদি লিখে জানান হয় 'অমুক' দল দুই গোলে জয়লাভ করেছে, সেটা কি ঠিক 'রিপোর্ট' হবে ?

● না, হবে না। লিখতে হবে 'অমুক' দলের দুই গোল এবং 'তমুক' দলের একটিও গোল নয়। জেতার প্রসঙ্গটি না উল্লেখ করাই শ্রেয়।

প্রঃ (৩৯৬) গোল সংখ্যা ছাড়া আর কিছু দিয়ে জয়-পরাজয়ে মীমাংসা করা রীতি আছে কি ?

● হ্যাঁ আছে। টসের মাধ্যমে। কোন কোন প্রতিযোগিতায়, কোন দল— বেশী ফাউল করলো, কর্ণার পেল বা পেন্যাল্টি পেল তার নিরিখেও ফলাফল মিমাংসার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

প্রঃ (৩৯৭) বল বারের তলায় লেগে (১) ঠিক লাইনের ওপরে পড়লো (২) পড়ে অর্ধেক গড়াল (৩) গড়িয়ে বলের প্রায়, তিন ভাগ, লাইন অতিক্রম করলো (৪) বলের প্রায় নব্বই ভাগ লাইন ছাড়াল, কি দেবেন রেফারী ঐ সব ক্ষেত্রে ?

● কোন ক্ষেত্রেই তিনি গোল দিতে পাববেন না। খেলা চালু থাকবে। লাইনের যৎসামান্য অংশও যদি বলেব সাথে স্পর্শ থাকে তাহলে গোল দেয়া যাবে না। মোট কথা বলেব সার্বিক পরিধি পরিপূর্ণভাবে লাইনকে অতিক্রম করা চাই। করলেই গোল হবে। নচেৎ নয়।

প্রঃ (৩৯৮) রেফারীর অনুমতি নিয়ে খেলোয়াড়টি মাঠ ছাড়তে উদ্যত হল। হঠাৎ পথিমধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে, বলটি ধরে নিয়ে প্রচণ্ড সটে গোল করে বসল—কি করবেন রেফারী ?

● গোলটি বাতিল কবতে হবে। ঐ খেলোয়াডকে সতর্ক কবে পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। খেলাটি শুরু করতে হবে ইনডিরেক্ট কিক্ থেকে যেখান থেকে কিক্ মেরে গোলটি করা হয়েছিল।

প্রঃ (৩৯৯) বল অনিবার্যভাবে গোলে ঢুকতে চলেছে। ইত্যবসরে ক্রশবার ভেঙে পড়লো। (১) ভাঙার পর বল গোলে ঢুকলো (২) গোলে ঢোকার পর ক্রশবার ভেঙে পড়লো—কি হবে ?

● যে মুহূর্তে ক্রশবাব ভেঙে পডবে ঠিক সেই মুহূর্তেই খেলা বন্ধ করতে হবে এবং ক্রশবার ঠিক ভাবে সারিয়ে নিয়ে খেলা শুরু করতে হবে। সারানো সম্ভব না হলে খেলা বন্ধ করে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিতে হবে।

১ম ক্ষেত্রে—গোল বাতিল হবে। ভাঙাব জন্য যেখানে খেলা থামান হবে— সেখান থেকে ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু কবতে হবে। ২য় ক্ষেত্রে—গোল বহাল রাখতে হবে। খেলা শুরু হবে 'প্লেস্-কিক্' থেকে।

প্রঃ (৪০০) প্রচণ্ড এক সটে ক্রশবার ভেঙে পড়লো এবং বলও গোলে প্রবেশ করলো—কি হবে ?

● গোল বাতিল হবে। খেলা শুরু করতে হবে বারের তলায় ড্রপ সহকারে। অবশ্য যদি সময়ের মধ্যে ক্রশবার মেরামত করা সম্ভব হয়।

প্রঃ (৪•১) বল গোলে ঢুকবার আগেই ক্রশবার ভেঙে পড়লো। বলটি মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া ক্রশবারে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল মাঠে। কি দেবেন রেফারী?

● সর্বাগ্রে খেলাটি বন্ধ হবে। কোন মতেই গোল দেয়া যাবে না। প্রথমতঃ বল গোলে যাবার আগেই ক্রশবার ভেঙে পড়েছিল, দ্বিতীয়ত বলটি গোল লাইনকে অতিক্রম করতে পারেনি।

প্রঃ (৪•২) খেলা চলছে পাশাপাশি দুটো মাঠে। ঘটনাক্রমে—এ মাঠে, একটি সুন্দর সট গোল হতে চলেছে হঠাৎ ওমাঠ থেকে ছেড়ে আসা একটি বল গোলীর চোয়ালে লাগার দরুণ সেই গোলী দিশেহারা হয়ে পড়লো। ফলে আসল বলটি গোলে ঢুকলো এবং পাশের মাঠের বলটি দিশেহারা গোলী 'সেভ' করলো, কি হবে?

● সাথে সাথে খেলা থামাতে হবে। গোলটি বাতিল করতে হবে। খেলাটি শুরু করতে হবে ড্রপ থেকে যেখানে রেফারী খেলাটি থামিয়েছিলেন।

প্রঃ (৪•৩) একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্যাল খেলায় সন্দেহজনক একটি গোলের জন্য শেষ নির্দেশ জানাবার অধিকার পর পর সাজিয়ে দিন তো? (১) গোল জাজ (২) গোলীর অভিমত (৩) পোস্টের পাশে দাঁড়ান কোন দর্শকের অভিমত (৪) পোস্টের পিছনে বসা সে অঞ্চলের সবচাইতে সৎ ব্যক্তি (৫) কাউনসিলের সভাপতি।

● এঁদের কারুর-ই কোনরকম অধিকার নেই। গোলের সর্বশেষ নির্দেশ জানাবার একমাত্র অধিকারী হবেন স্বয়ং রেফারী এবং তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হলে তিনি একমাত্র সেইদিককার লাইন্সম্যানের সাহায্য চাইতে পারেন

প্রঃ (৪•৪) অনিবার্য গোল হতে চলেছে। বল তখনো শূন্যে ভাসছে। হঠাৎ পথিমধ্যে ছুঁড়ে মারা (১) ছাতায় (২) আধলা-ইটে (৩) পানীয় কোন বোতলে (৪) উড়ন্ত কোন পাখির দেহে বলটির সংযোগ ঘটার পর যদি গোল হয়—কি হবে?

● প্রতিটি ক্ষেত্রেই গোল বাতিল হবে। এবং খেলা শুরু করতে হবে ড্রপ দিয়ে। ঐ সমস্ত বস্তুগুলিকে সর্বদাই বহিরাগত হিসেবে ধরতে হবে। বহিরাগত কোন বস্তুর সাথে বলের সংযোগ ঘটলেই খেলা থামাতে হবে। কাজেই গোল দেয়া যাবে না।

প্রঃ (৪•৫) গোল বাঁচাতে গিয়ে গোলীর সর্বাঙ্গ প্রায় জালের কাছাকাছি

চলে গেল। গোলী শুয়ে হাত বাড়িয়ে লাইনের ঠিক ওপরে বলটি রুখে দিল—কি হবে?

● গোল হবে না। গোলের ক্ষেত্রে গোলীর দেহের অবস্থান বিচার্যের বিষয় হবে না। বিচার্যের বিষয় হবে বলের অবস্থান। লাইনের ওপর বল রুখে দেয়া মানে বলের পরিপূর্ণ অংশ লাইন অতিক্রম না করা। কাজেই গোল হবে না।

প্রঃ (৪০৬) গোলের বাঁশী বাজিয়ে দেবার পর লাইন্সম্যান জানালো বলটি সার্বিকভাবে লাইন অতিক্রম করে নি—কি হবে?

● রেফারীর মনে কোনরকম দ্বিধা বা সন্দেহ না থাকলে তিনি লাইন্সম্যানের পরামর্শ নাকচ করে দেবেন। আর তার ওপর যদি পূর্ণমাত্রায় আস্থা থাকে এবং খেলাটি যদি তিনি শুরু করে না দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি সেই গোল বাতিল করতে পারেন। বাতিল করলে গোললাইন-এর ওপর ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করতে হবে। গোলের যথার্থতা বিচার করার একমাত্র মালিক হবেন স্বয়ং রেফারী।

প্রঃ (৪০৭) রেফারী হিসেবে আপনি কি গোল দেবেন যদি বলটি ইচ্ছাকৃতভাবে (১) রক্ষণকারীর (২) আক্রমণকারীর হাতের দ্বারা খেলা হয়ে থাকে?

● হ্যাঁ দেয়া যাবে। চালু খেলার মধ্যে আক্রমণকারী গোলী বলটি যদি ছুঁড়ে অপরপ্রান্তে গোল দিতে পারে তাহলে গোল হবে। আবার কান রক্ষণকারী একটি অনিবার্য গোল কোন কিছুর সাহায্যে আটকাতে না পেরে ঘুষি মেরে বারের ওপর দিয়ে তুলে দেবার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হল এবং বলও গোলে প্রবেশ করলো, এক্ষেত্রেও গোল ধার্য করতে হবে।

প্রঃ (৪০৮) নীচের ঘটনাগুলির জন্য যদি শুধুমাত্র বিপক্ষের গোলে সরাসরি গোল করা যায়, তার জন্য গোল ধার্য করা যাবে, কি যাবে না?

(১) প্রতিপক্ষের মুখের সামনে—'বাইসাইকেল' কিক্ করা হচ্ছে?—গোল হবে না।

(২) অবরোধ করার জন্য কাউকে ঠেলে ফেলে দেয়া হলে?—গোল হবে।

(৩) কেউ অফসাইডের অজুহাতে শাস্তি পেলে?—গোল হবে না।

(৪) নিজ দলীয় খেলোয়াড়ের সাথে মারামারি করলে?—গোল হবে না।

(৫) কেউ যদি মাঝ মাঠে স্টপিং ফাউল করে?—গোল হবে।

প্রঃ (৪০৯) রেফারী হিসেবে আপনি কখন গোলের বাঁশী বাজাবেন? অথবা একটি ন্যয্য গোল কখন হতে পারবে?

● বল গোলে ঢুকবার পর, নিয়মে যদি না আটকায় অথবা সেই গোলটির পেছনে যদি গোল হবার মত সার্বিক যথার্থতা বজায় থাকে, তাহলে যে মুহূর্তে বলের পরিপূর্ণ অংশ, কি শূন্যে থাকা অবস্থায়, কি গড়ান অবস্থায় দুই গোল পোস্ট এবং ক্রশবারের মধ্যকার অংশ দিয়ে গোল লাইনকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে গোলে ঢুকে যাবে—তখনই গোল ধার্য করতে হবে। অবশ্য কোন আক্রমণকারী কোনমতেই হাত বা বাহুর সাহায্যে বল ছুঁড়ে (পেন্যাল্টি সীমার ভিতরকার গোলী ছাড়া), বল বহন ক'রে বা বলে হাত চালনা ক'রে গোল দিতে পারবে না।

প্রঃ (৪১০) গোল হয়ে গেলেও গোল দেয়া যাবে না কখন্ কখন্?

১। বল গোলে ঢুকবার আগে কোন কারণে যদি রেফারী বাঁশী বাজান।

২। ডিরেক্ট বা ইনডিরেক্ট কিক্ সরাসরি নিজ গোলে মারা হলে।

৩। থ্রোইন, ড্রপ, গোল-কিক্, কিক্-অফ্ এবং ইনডিরেক্ট কিক্ সরাসরি যে কোন গোলে ঢুকলে।

৪। বল গোলে ঢুকবার আগে বলের সাথে বহিরাগতের সংস্পর্শ ঘটলে।

৫। বল গোলে ঢুকবার আগে বারপোস্ট বা ক্রশবার ভেঙে পড়লে।

৬। বল আগে অকেজো হয়ে পরে গোলে ঢুকলে।

৭। কোন কিক্ মাঠের বাহিরে গিয়ে হাওয়ায় আবার বেঁকে গোলে প্রবেশ করলে।

৮। গোলীর হাতে ছোঁড়া ছাড়া, কোন আক্রমণকারী যদি হাতের সাহায্যে গোল করে।

৯। স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার ভিতর থেকে যে কোন কিক্ যদি সীমা ছাড়াবার পর হাওয়ার তোড়ে ফিরে আসে সেই গোলের দিকে এবং সেই কিকার যদি বলটি বাঁচাতে গিয়ে আংশিক থামানো সত্ত্বেও গোল বাঁচাতে না পারে।

প্রঃ (৪১১) রেফারী গোলের বাঁশী বাজালেন, পরমুহূর্তেই বুঝলেন গোলটি হয়নি—কি করবেন?

● সাথে সাথে গিয়ে বারের তলায় ড্রপ দেবেন।

প্রঃ (৪১২) দলীয় কোন গোলরক্ষক হাতের সাহায্যে গোল করতে পারে কি?

● হ্যাঁ পারবে। (১) কোন তীব্র শট ঘুষি মারতে গিয়ে গোলী যদি নিজের গোলেই বল ঢুকিয়ে দেয়। অর্থাৎ 'সেমসাইড' বা 'সুইসাইড' গোল। (২) স্বীয়

সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে, 'পেন্যাল্টি-সীমার একেবারে ওপরে উঠে এসে, গোলী যদি হাওয়ার সাহায্য নিয়ে প্রবলভাবে বল ছুঁড়ে সরাসরি অপর প্রান্তের গোলে বল ঢুকিয়ে দিতে পারে।

প্রঃ (৪১৩) মাঝমাঠে থো-ইন্ পেয়ে, থ্রোয়ার যদি সরাসরি বল গোলে ঢুকিয়ে দেয়—কি হবে?

১। স্বীয় পক্ষের গোলে ঢুকলে—কর্ণার পাবে প্রতিপক্ষ।
২। বিপক্ষের গোলে ঢুকলে—গোল কিক্ পাবে প্রতিপক্ষ।

প্রঃ (৪১৪) কারুর কোন রকম স্পর্শ ছাড়া একই খেলোয়াড় কি পর পর দুটি কিম্বা তিনটি গোল করতে পারে?

● শুধু দুটি কেন, তিনটিও পারবে। তবে ধরনটা একেবারেই অবাস্তব। এই ভাবে আজ পর্যন্ত কেউ তিনটি গোল করতে পেরেছে বলে শোনা যায় নি। এ প্রশ্ন কেবলমাত্র পরীক্ষার্থীদের ঠকানোর জন্যই করা হয়ে থাকে। তবুও জেনে রাখা ভাল।

প্রথমেই গোল দাতা নিজের গোলে একটি 'সেমসাইড' গোল করে বসল। তারপর সেই খেলোয়াড়টি সেণ্টার স্পটে বল বসিয়ে প্রেস-কিক্ করতে উদ্যত হল। কিক্‌টি ধারে কাছে না ঠেলে, লম্বা কিক্ করে আলতোভাবে শূন্যে তুলে দিয়েই, কিকার তীব্র গতিতে ছুটলো সেই বলকে খেলবার জন্য। পথিমধ্যে, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অর্ধাংশের মাঝ বরাবর পৌঁছনো মাত্রই বিপক্ষ স্টপার তাকে সপাটে লাথি চালালে রেফারী ডিরেক্ট কিকের নির্দেশ দিলেন। এই সুযোগে সেই খেলোয়াড়টি দর্শনীয় সটে দ্বিতীয় গোল করার সাথে রেফারী বিরতির বাঁশী বাজালেন। বিরতির পর প্লেসকিক্ করার পালা ছিল সেই দলেরই। আবার সেই খেলোয়াড়টি, সেণ্টার স্পটে বল বসিয়ে ঠিক দ্বিতীয় গোলটির মতো আর একটি গোল করার সুযোগ পায় তাহলে কারুর স্পর্শ ছাড়াই সে পর পর তিনটি গোলের অধিকারী হবে।

বলের অবস্থানকে দেখে মনে হবে এটি একটি অনিবার্য গোল। আসলে এটা কিন্তু তখনও পুরোপুরি ভাবে লাইন অতিক্রম করেনি। ছবিতে গোল প্রমাণের উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত এখানে অনুপস্থিত। দুটি বারকে একত্রে এক লাইনে এনে গোল প্রমাণের ছবি তোলা দরকার।

প্রঃ (৪১৫) নীচের ছবিগুলি দেখে বলুন তো—কোনটা সঠিক গোল এবং কোনটা গোল নয়। অথবা এই প্রথায় ছবি ছাপিয়ে যদি প্রমাণের চেষ্টা থাকে, রেফারী গোল দিয়ে বা না দিয়ে বিরাট ভুল করেছেন, তাহলে সেটা যথেষ্ট প্রমাণ বলে সমর্থন করা যাবে কি?

● এই ধাঁচের ছবি দেখে কোনমতেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।
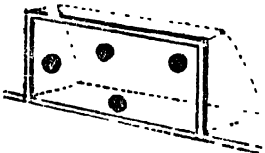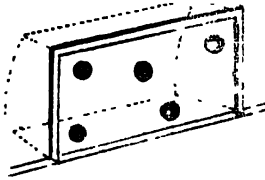
একমাত্র আন্দাজে বলা ছাড়া কোন পথ নেই এই ছবির পরিপ্রেক্ষিতে। আন্দাজেও যদি কেউ শুদ্ধ বলে, তবুও বলবো তার অনুমানের সমর্থনে কোনরকম জ্যামিতিক প্রমাণ বা সংগত দৃষ্টিকোণ দাঁড় করানো সম্ভব হবে না। কেন নয়, তার প্রধান কারণ হিসেবে বলা চলে যে, ছবি বিচারের ক্ষেত্রে মূল সূত্রটি হবে তার পারিপার্শ্বিকতা। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'পার্সপেক্‌টিভ্'। ছবির 'পার্সপেক্‌টিভ্' না থাকলে কখনো ছবির উঁচু-নীচু, সরু-মোটা, সোজা-বাঁকা, ভিতর-বাহির এবং গভীরতা ও প্রসস্থতা এসব কিছুই বোঝা যেতো না বা ছবির ভাবও ব্যক্ত হতে পারতো না। কাজেই যে পার্সপেক্‌টিভে এখানে ছবিগুলি সাজান হয়েছে তা থেকে গোল হয়েছে, কি হয়নি সে রহস্য মোটেই

ভেদ হবার নয়। গোল হবার একটা বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্যকে যতক্ষণ না ছবির পার্সপেক্‌টিভের মধ্যে আনা সম্ভব হবে ততক্ষণ গোলের স্নায্যতা নিয়ে মাথা ঘামানোটা হবে অহেতুক অধ্যায়। আমরা জানি বলের পরিপূর্ণ অংশ যতক্ষণ না, দুই পোস্ট এবং ক্রশবারের ভিতরকার অংশ দিয়ে গোল-লাইনকে সার্বিকভাবে ছাপিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ গোল দেয়া যাবে না। কাজেই ছবির পরিপ্রেক্ষিৎকে সেইভাবে সাজাতে না পারলে, নির্ভুল প্রমাণও হাজার
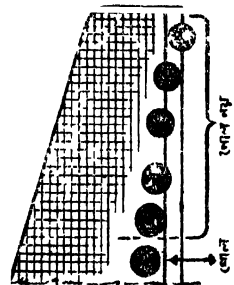
করা সম্ভব নয়। সুতরাং দুই পোস্ট, ক্রশবার এবং গোললাইনকে একত্রিত করে এমন একটি সমলাইনের ব্যবস্থা করতে হবে, যে দৃষ্টিকোণ থেকে কেবলমাত্র একটি পোস্টকেই লম্ব ভাবে দেখা সম্ভব হবে। দুটি পোস্টকে আলাদা ভাবে দেখিয়ে, তার মধ্যে ব্যবধান বচনা করে, ওভাবে ছবি ছাপিয়ে গোল প্রমাণের চেষ্টাকে প্রহসন ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। গোল প্রামাণের একমাত্র প্রমাণিক পন্থা হবে আগের ছবিটি।

প্রঃ (৪১৬) ড্রপ থেকে বল পেয়ে ফরোয়ার্ড সরাসরি গোল দিল। গোল গণ্য হবে কি?

● হতে পারে, যদি বলটি মাটি স্পর্শ করে থাকে।

প্রঃ (৪১৭) গোলে একটি সট হল। অনিবার্য গোল। রুখবার কোন পথ নেই। শক্তিশালী গোলরক্ষক ক্রশবার টেনে ধরলো নীচের দিকে। ফলে বার সাত ইঞ্চির মতো নুয়ে পড়লো এবং ঐ অবসরে বল গিয়ে বারের তলে প্রতিহত হয়ে বেঁচে গেল একটি অনিবার্য গোল—রেফারী কি দেবেন?

● রেফারী কোনমতেই গোল দিতে পারবেন না। যেহেতু বল গোল লাইনকে ছাপিয়ে গোলে ঢুকতে পারেনি। তবে গোলীর 'মিস্‌কণ্ডাক্টের' জন্য, তিনি তাকে সতর্ক করে দেবেন এবং পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাবেন। এর জন্য, গোলীর বিরুদ্ধে ধার্য করতে হবে ইনডিরেক্ট কিক্‌ এবং তা বসাতে হবে বারের তলায়।

প্রঃ (৪১৮) বুট বদলের জন্য বাইরে যাওয়া খেলোয়াড় হঠাৎ রেফারীর অনুমতি না নিয়েই, মাঠে ঢুকে যদি গোল করে—কি দেবেন রেফারী?

● যদি এক-ই দিক্‌কার গোলে গোল হয় তাহলে রক্ষণকারীর ক্ষেত্রে গোল এবং আক্রমণকারীর ক্ষেত্রে গোল বাতিল করে তার বিরুদ্ধে ইনডিরেক্ট বসাতে হবে। এরজন্য উভয় খেলোয়াড়কেই সতর্ক করা দরকার ও পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (৪১৯) আক্রমণকারী সেন্টার ফরোয়ার্ড প্রতিপক্ষের পেন্যাল্টি সীমার ওপরের দিকে হ্যাণ্ডবল করলে, সেই বল সট নিতে গিয়ে ব্যাক, গোলীকে লক্ষ্য করে বল ঠেলতে গিয়ে নিজ গোলেই গোল করে বসল—কি হবে?

● ১। পেন্যাল্টি সীমার ওপরের দিকে হলেও, তা যদি সীমার মধ্যে হয় তাহলে হবে রি-কিক্‌। কারণ বল সীমা না ছাড়ালে খেলার মধ্যে গণ্য হবে না।

২। সীমার বাইরে থেকে হলে, যদি গোলীর কোনরকম স্পর্শ না থাকে তাহলে হবে কর্ণার কিক্‌। কারণ, ডিরেক্ট কিক্‌ সরাসরি নিজ গোলে গোল হয়না।

প্রঃ (৪২০) কিকার পেনাল্টি কিক্ নিতে চলেছে। ইত্যবসরে একজন বেয়াড়া প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় খুব চিৎকার করে বলতে শুরু করলো—“গোল হবে না, গোল হতে পারে না।” কিকারের মনযোগ নষ্ট হওয়া সত্বেও যদি গোল হয় এবং গোল না হয়—কি করবেন রেফারী?

● সেই বেয়াড়া খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দিতে হবে এবং পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। যদি গোল হয় তাহলে গোল ধার্য করতে হবে এবং গোল না হলে রি-কিক্ দিতে হবে।

প্রঃ (৪২১) বল গোলে কিক্ মারা হল। কিক্‌টি বারে লেগে ফিরে এলো সেই কিকারের পায়ে। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় সেই কিকার গোল করল—কি দেবেন রেফারী?

● (১) খেলাটি চালু থাকাকালীন অবস্থায় যদি মারা হয় তাহলে গোল দিতে হবে।

(২) সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকার পর, কোনরকম বসানো কিক্ থেকে যদি কিকার কিক্‌টি মেরে খেলা শুরু করে দিয়েই ঐ অবস্থায় গোল করে তাহলে গোল হবে না। দ্বিতীয়বার খেলার অপরাধে তার বিরুদ্ধে ধার্য হবে ইনডিরেক্ট কিক্।

জানেন কি?

● ফুটবল মাঠে—পোস্ট আর বার জুড়ে সর্বপ্রথম নেটের ব্যবহার দেখা যায় ১৮৯০ সনে। ইংল্যাণ্ডের ‘এফ, এ’ কাপ ফাইন্যালে সর্বপ্রথম নেটের ব্যবহার দেখা গিয়েছিল ১৮৯১ সনে। এই নেটের উদ্ভাবক ছিলেন—লিভারপুলের মিঃ জে. এ. ব্রডি।

এগার নম্বর আইন

অফ্‌সাইড্‌
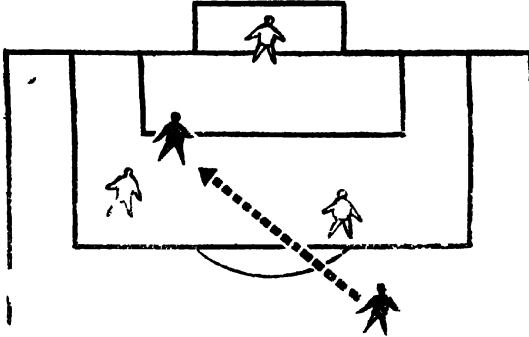
কালো দলের অফসাইড লক্ষ্য করুন। বল্‌টি ঠেলার মুহূর্তে ওভাবে দাঁড়ালে অফ্‌সাইড্‌ হবে।

এই আইনের ভূমিকা :

[অফসাইড নিয়মটি ফুটবল খেলার সবচাইতে জটিলতম অধ্যায়। এই আইনের প্রয়োগ নিয়ে নানান মতান্তর দেখা যায়। এবং অসন্তুষ্টিও। 'অফসাইড' এই দুটি কথার মধ্যেই আইনের সব কিছু ব্যক্ত করা হয়েছে। ইংরেজীর 'অফ' কথাটির মানে হলো দূরে চলে যাওয়া বা কোন ঘটনা প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। আর 'সাইড' কথাটির মানে দাঁড়াচ্ছে কোন কিছুর একটা নির্দিষ্ট পার্শ্বস্থান। তাহলে সব মিলিয়ে বলা যায়—প্রতিপক্ষকে এবং বলকে ছাপিয়ে, দূরে চলে গিয়ে যখন কোন খেলোয়াড় মাঠের নিষিদ্ধ পার্শ্বস্থানে, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলে আসবে তখনই সেটা হবে একধরনের নিয়মবহির্ভূত কাজ। তবে তার সাথে খেলার সম্পর্ক কতখানি, প্রতিপক্ষের অসুবিধা কতটা এসব যাচাই করে, তবেই দেওয়া হবে—অফসাইড। এই আইনের মূল বিচার্যের বিষয় হবে—ঠিক যে মুহূর্তে বলটি খেলা হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তকার অবস্থান কি ছিল। এই নয়—যখন বলটি ধরা হচ্ছে তখনকার অবস্থান। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়—এই ধারাটি বেশ কয়েক বার পরিবর্তিত হয়েছে। এর প্রথম সংস্কার হয়েছিল ১৮৬৬ সনে। তখন নিয়ম ছিল তিন-জনের কম রক্ষণকারী থাকলেই অফসাইড হবে। কাজেই দলীয় ব্যাকেরা প্রায়ই তখন রক্ষণকাজের চেয়েও অফসাইড ট্র্যাপের প্রতি নজর রাখতো বেশী ক''। ১৯২০ সনে থ্রো থেকে অফসাইড তুলে দেওয়া হল এবং ১৯২৫ সনে তিনজনের পরিবর্তে ঠিক হল, দুজনের কম হলেই অফসাইড ধরতে হবে। অফসাইড নিয়মটির যথাথ ব্যাখ্যা এই আইনের (৪২২) প্রশ্নের উত্তরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।]

প্রঃ (৪২২) 'অফ-সাইড' নিয়মের সহজ এবং পরিষ্কার ব্যাখ্যা করুন তো?

● ঠিক যে মুহূর্তে বলটি খেলা হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বলের চেয়ে এগিয়ে থাকা কোন খেলোয়াড় যখন প্রতিপক্ষের গোল লাইনের কাছাকাছি থাকবে, তখনই তার তাৎক্ষণিক অবস্থান হবে—অফ-সাইড। অবশ্য সে যদি—

(১) মাঠের নিজের অর্ধাংশে থাকে।

(২) প্রতিপক্ষের যে কোন দুজন যদি তার চেয়ে তাদের নিজ গোল লাইনের কাছাকাছি থেকে থাকে।

(৩) বলটা যদি শেষবারের মত প্রতিপক্ষের স্পর্শের দ্বারা বা নিজের দ্বারা খেলে পেয়ে থাকে।

(৪) বলটি সরাসরি গোলকিক্, কর্ণার কিক্, থ্রো-ইন বা রেফারীর ড্রপ থেকে পেয়ে থাকে—তাহলে অফসাইড হবে না।

প্রঃ (৪২৩) পেন্যাল্টির কালে, একজন সহ-খেলোয়াড় সীমার বাইরেই পরিষ্কার অফ-সাইডে দাঁড়িয়ে আছে। সট মারার সাথে সাথে তার জন্য কি অফসাইডের বাঁশী বাজাতে হবে?

● না, হবে না। কারণ বলটি মারা হচ্ছে সরাসরি গোলের দিকে। ঐ খেলোয়াড়টি যখন সেখানে দাঁড়িয়ে কোন সুযোগ নিতে পারছে না বা গোলীর মনযোগ নষ্ট করতে পারছে না, তখন তাকে অফসাইডে ফেলা যাবে না। কিন্তু সটটি যদি সরাসরি সেই খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যেই নেয়া হয়ে থাকতো অথবা বলটি যদি বারে বা পোস্টে লেগে সেই খেলোয়াড়ের কাছে যেতো এবং যাওয়ার মুখে তার যদি কোনরকম তৎপরতা উপলব্ধি করা যেতো তাহলে সাথে সাথে তাকে অফসাইডের আওতায় আনা যেতো।

প্রঃ (৪২৪) অফসাইডে দাঁড়ান একজন ফরোয়ার্ডকে প্রতিপক্ষ ব্যাক প্রচণ্ড ঘুষি চালালো—কি হবে?

● সাথে সাথে ব্যাককে বহিষ্কার করতে হবে, পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। খেলাটি শুরু করতে হবে ডিরেক্ট ফ্রি-কিক্ দিয়ে। সীমার মধ্যে ঘটনাটি ঘটলে—পেন্যাল্টি বসাতে হবে। অফসাইডে দাঁড়ালেই অফসাইড হয় না। অবস্থানকারীর গতিবিধি নিরূপণ করে, রেফারী যদি বুঝতে পারেন, তবেই তিনি অফসাইড দেবেন। তবে এখানে রেফারীকে দেখতে হবে ঘুষি চালানোর পরও—আক্রমণকারী দলের কোনরকম সুযোগ অব্যাহত আছে কিনা। সুযোগ না থাকলে তিনি সাথে সাথেই হস্তক্ষেপ চালাবেন ওপরের প্রথায়, আর সুযোগ থাকলে অপেক্ষা করার পর, তিনি যে ভাবে খেলাটি শুরু হবার কথা, সে ভাবে শুরু করার আগে খেলোয়াড় বহিষ্কার করবেন।

প্রঃ (৪২৫) 'অফসাইডে' দাঁড়ালেই কি 'অফসাইড' হবে?

● না তা হবে না। দেখতে হবে সেই অবস্থান থেকে খেলোয়াড়টি কোনরকম

সুযোগ আদায় করতে পারছে কিনা, কিম্বা প্রতিপক্ষের কোনরকম মনযোগ আকর্ষণ করার কারণ হয়ে উঠছে কিনা।

প্রঃ (৪২৬) 'কিক্-অফ', কর্ণার-কিক্, থ্রোইন বা 'পেন্যাল্টি' থেকে সরাসরি অফ সাইড হতে পারবে কি?

● কেবলমাত্র পেন্যাল্টির ক্ষেত্রে হতে পারবে। অন্য সবের বেলায় নয়।

প্রঃ (৪২৭) বলের পিছনদিক থেকে ছুটে এসে বল ধরলে অফসাইড হবে কি?

● হবে না। অফসাইড ধরতে গেলে বিচার্যের অন্যতম একটি বিষয় হবে, খেলোয়াড়টি বলের আগে ছিল কিনা।
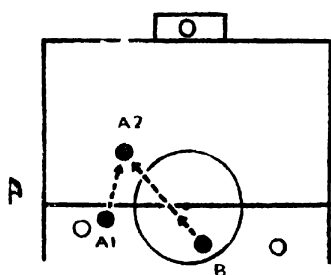
B দলীয় খেলোয়াড় A^1-এর উদ্দেশ্যে থ্রু পাস দিল। A^1-এর অফসাইডে দেয়া যাবে না। যেহেতু সে নিজের অর্ধাংশেই ছিল—বলটি মারার মুহূর্তে। এমন কি বল ঠেলার পর যদি A^1, A^2-তে গিয়ে বলটি ধরে তাহলেও অফসাইড হবে না। কারণ বল ঠেলার মুহূর্তে তার অবস্থান ছিল নিজেরই অর্ধাংশে।

প্রঃ (৪২৮) নিজ অর্ধাংশে থাকলে অফসাইড হতে পারবে কি?

● হ্যাঁ পারবে। যদি সে বিপক্ষের অর্ধাংশ থেকে পিছন দিকে ছুটে এসে বলটি ধরার চেষ্টা করে। অর্থাৎ 'রানিং-ব্যাক্ অফসাইড।

প্রঃ (৪২৯) 'রানিং ব্যাক অফসাইডে'র তাৎপর্যটি কি—ব্যাখ্যা দিন?

● অফসাইডের মূল বিচার্যের বিষয় হবে, যে মুহূর্তে বলটি ঠেলা হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তকার অবস্থান কি ছিল। কাজেই অফসাইডে দাঁড়ান কোন খেলোয়াড় যদি, অফসাইড থেকে রেহাই পাবার আশায় পিছন দিকে ছুটে এসে বলটি ধরার চেষ্টা চালায়, তাহলেও সে অফসাইড মুক্ত হতে পারবে না। কাজেই কোন খেলোয়াড়, বল ঠেলার পর পিছনে, সামনে বা পাশে সরে গিয়ে কোনমতেই অফসাইড বাঁচাতে পারবে না। সাধারণভাবে খেলোয়াড়দের পিছনে সরে এসে অফসাইড বাঁচানোর প্রবণতা আছে বলেই—'রানিং-ব্যাক' অফসাইডের বিষয়টি বিবেচিত হয়ে থাকে।

প্রঃ (৪৩০) আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে ব্যাক্ গোলের মধ্যে ঢলে পড়লো। ইত্যবসরে সেই বল পেয়ে ফরোয়ার্ড তার সামনে দাঁড়ান

রাইটইন্‌কে বল ঠেলে দিল—যার সামনে তখন গোলী এবং ভিতরে ঢলে পড়া ব্যাক ছাড়া আর কেউ ছিল না। ঐ অবস্থায় যদি রাইটইন গোল দেয়, তাহলে গোলটি নায্য গোল হবে, না অফসাইডের দরুণ বাতিল হয়ে যাবে ?

● গোলটি ন'য্য গোল হবে। অফসাইডের কোন প্রশ্ন উঠতে পারবে না। ব্যাক গোলের ভিতরে চলে গেলেও তাকে মাঠের বাইরে ধরা যাবে না। যেহেতু তার উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণ প্রতিরোধ করা।
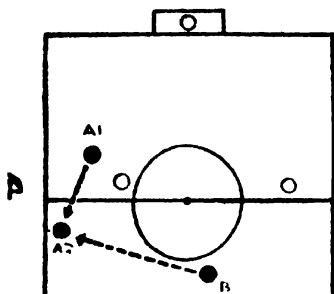
এখানে A^1-এর অবস্থান হবে অফসাইড। B বলটি বিপরীত অর্ধাংশে না ঠেলে পাশে ঠেললো যাতে A^1 পিছনে এসে অর্থাৎ A^2-তে বলটি ধরতে পারে। কিন্তু কোন খেলোয়াড়ই ওভাবে পিছনে চলে এসে অফসাইড মুক্ত হতে পারে না। তাই বলটি ঠেলার মুহূর্তেই A^1-এর স্থলে অফসাইড ধরতে হবে।

প্রঃ (৪৩১) অফসাইডে দাঁড়িয়ে থেকে কাউকে উপদেশ দেয়া যায় কি ?

● সেই খেলোয়াড়ের সাথে যোগাযোগ থাকলে দেয়া যাবে না। উপদেশ দেবার চেষ্টা করলেই—তার বিরুদ্ধে ইনডিরেক্ট ধার্য করতে হবে। যখনই হোক বা যে ধরনের উপদেশ হোক—সেটা এমন সময়ে বা এমন ধরনের হতে পারবেনা যাতে অপরপক্ষের বা রেফারীর অসুবিধা হতে পারে। উচ্চস্বরে উপদেশ দিতে গেলে রেফারী সতর্ক করে দেবেন ও পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। তার জন্য খেলা থামান হলে ইনডিরেক্ট দেবেন।

প্রঃ (৪৩২) হেড করতে গিয়ে ফরোয়ার্ড নেটের মধ্যে চলে গেল। বলটি গোলী ঘুষি মারলো প্রতিপক্ষের পায়ে। সে পেয়েই সট মেরে একটি গোল করলো—কি হবে ? গোল, না অফসাইড ?

● এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করতে হবে প্রকৃত পরিস্থিতি যাচাই করে। নেটে ঢোকা ফরোয়ার্ড যদি সেখানে দাঁড়িয়ে গোলীর বা অন্য কোন প্রতিপক্ষের মনযোগ আকর্ষণ করে তাহলে গোল বাতিল হবে—এবং মনযোগ নষ্ট করার জন্য ফরোয়ার্ড সতর্কিত হবে। খেলাটি শুরু হবে ড্রপ থেকে—যেখান থেকে সট মেরে গোলটি করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে ফরোয়ার্ডের গতিবিধির মধ্যে যদি কোনরকম উদ্দেশ্য কাজ না

করে—তাহলে গোল বহাল থাকবে। গতিবিধি নিরূপণ করার একমাত্র মালিক হবেন—স্বয়ং রেফারী।

প্রঃ (৪৩৩) গোললাইন থেকে মাত্র ৭ গজ দূরে একটি ফ্রি-কিক্ হচ্ছে। উভয় দলের খেলোয়াড় তখন দাঁড়িয়ে আছে গোল লাইনের ওপর। তাদের অবস্থানকে সম-লাইনও বলা চলে। এখন কিক্‌টি যদি প্রতিপক্ষের গায়ে লেগে গোলে ঢোকে—কি হবে ?

● গায়ে লাগুক চাই না লাগুক, কিক্‌টি মারা মাত্রই লাইনের ওপর অফসাইড ধার্য হবে। যেহেতু লাইনের ওপর সকলের অবস্থান ছিল—সমলাইনে। সমলাইনে অফসাইড হতে পারে বৈকি।

প্রঃ (৪৩৪) একটি খেলোয়াড়, সামনে কেবল মাত্র গোলী থাকা অবস্থায় যদি মধ্যরেখার ওপর, তিন ভাগের দুভাগ বিপরীত অর্ধাংশে আর বাকি এক ভাগ নিজ অর্ধাংশে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে কি হবে ?

● যেহেতু সেই খেলোয়াড় লাইন ছেড়ে সার্বিকভাবে নিজ অর্ধাংশে দাঁড়িয়ে নেই সেহেতু তার অবস্থান হবে অফসাইড। লাইন ছাপিয়ে সামান্যতম অংশ বাইরে থাকা মানে অপরের অর্ধাংশে অনুপ্রবেশ করা।

প্রঃ (৪৩৫) রাইট্ আউট অফসাইডে দাঁড়িয়ে আছে। বলটা আউটকে না ঠেলে ঠেলা হল রাইট ইন্‌কে। ইন সজোরে গোলে কিক্ নিল। বল পোস্টের কানায় লেগে সেই রাইট্ আউটের পায়ে পড়লো। সেই আউট তা থেকে একটি দর্শনীয় গোল করলো। রেফারীর করণীয় কিছু আছে কি ?

● হ্যাঁ আছে ! তিনি গোলটি সর্বাগ্রে বাতিল করে দেবেন। বারে লেগে বল ফিরবার পর আউট যেখানে বলটি ধরবে সেখানেই অফসাইড ধার্য করতে হবে। কারণ ইনকে বল ঠেলার মুহূর্তে আউটের অবস্থান ছিল অফসাইড। কাজেই ইনের সট বারে লেগে ফিরে আসা মাত্রই যে মুহূর্তে আউট সেই বলটি স্পর্শ করবে ঠিক সেই মুহূর্তেই তার বিরুদ্ধে অফসাইড দিতে হবে। অফসাইডে দাঁড়ান কোন খেলোয়াড় সুযোগ না নিলে যেমন অফসাইড দেয়া যায় না তেমনি পরবর্তী অধ্যায়ে যে মুহূর্তে সে সুযোগ নিতে যাবে—তখনই তার অফসাইড হবে।

প্রঃ (৪৩) সকলকে কাটিয়ে রাইট্ রাউট লাইনের ওপর থেকে চমৎকার

একটা ব্যাক সেন্টার করলো। সেই সময়ে সামনে একমাত্র গোলী থাকা অবস্থায় ফরোয়ার্ড হেড করে গোল করল— রেফারী কি দেবেন?

● রেফারী গোল বহাল রাখবেন। কারণ ওভাবে সেণ্টার করা হলে অর্থাৎ লাইনের ওপর থেকে সট মারা হলে অনিবার্যভাবে সকল খেলোয়াড়ের অবস্থান হবে নয় বলের পিছনে আর না হয় বলের সমলাইনে। বলের সমলাইনে বা পিছনে থাকলে অফসাইড হতে পারে না কখনো। তাই গোল ধার্য করতে হবে।

প্রঃ (৪৩৭) খেলার সারাক্ষণের মধ্যে কোন্ খেলোয়াড়কে অফসাইডে ফেলা যাবে না?

● সেই খেলোয়াড়টি যদি সবসময়ের জন্য (১) নিজ অর্ধাংশে অবস্থান করতে থাকে (২) বলের পিছন দিকেই থাকে (৩) সব সময় যদি তার সামনে দুজন প্রতিপক্ষের অবস্থান থাকে।

প্রঃ (৪৩৮) বল ব্যাকের পায়ে লেগে রেফারীর মাথায় লেগে জমা পড়লো রাইট আউটের পায়ে, যার অবস্থান ছিল অফসাইড। কিন্তু আউট তবুও তা থেকে গোল করে বসলো—রেফারী কি দেবেন?

● রেফারী গোল বহাল রাখবেন। কারণ আউট বলটি পেয়েছিল প্রতিপক্ষ-ব্যাকের স্পর্শ থেকেই। রেফারীর গায়ে লাগাটা এখানে কোন উপলক্ষ্য হতে পারবে না। কাজেই শেষবারের মত বিপক্ষের স্পর্শে বল পেলে—অফসাইড হবে না।

প্রঃ (৪৩৯) সেণ্টার ফরোয়ার্ড সকল রক্ষণকারীকে পরাস্ত করে একমাত্র গোলীকে সামনে পেয়ে সট মারলো গোলে। সেই বল গোলীর ঘুষি খেয়ে ফিরে এলো সেই দলেরই 'রাইট-ইনের' পায়ে। সেই 'ইন্' তখন দৌড়চ্ছিল সেই ফরোয়ার্ডের সম-লাইনে। 'ইন্' বলটি পাওয়া মাত্রই গোল করলো। এখন বলুন তো বলটি গোল হবে, না ঐ দুজনের একজন অফসাইড হবে?

● না কেউই অফসাইডের আওতায় পড়বে না। কারণ সেণ্টার-ফরোয়ার্ড গোলে কিক্ মারার কালে, রাইট ইন বলের আগে ছিল না কাজেই সট মারার কালে কোন খেলোয়াড় যদি সহ খেলোয়াড়ের সমলাইনে থাকে তাহলে অফসাইড হতে পারবেনা। উপরন্ত রাইট-ইন্ শেষবারের মত বলটি পেয়েছিল বিপক্ষের স্পর্শের দ্বারা অর্থাৎ গোলীর 'ফিস্ট' থেকে। কাজেই ইনের ক্ষেত্রে কোনমতেই আর অফসাইডের কথা ভাবা যাবে না।

তবে রাইট-ইন গোলে সট নেবার মুহূর্তে যদি সেই সেণ্টার ফরোয়ার্ড বলের

আগে চলে গিয়ে থাকে এবং সে সময় আর কোন রক্ষণকারীর যদি কোনরকম অবস্থান না থাকে তাহলে—সেণ্টার ফরোয়ার্ডের অবস্থান অফসাইডের আওতায় পড়তে পারবে কিনা—রেফারীকে পরিস্থিতি যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রঃ (৪৪০) খেলায় কোনরকম ভাবে অংশ নেয়া হচ্ছে না বা প্রতিপক্ষের কোনরকম মনযোগ নষ্ট করা হচ্ছে না—এই উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে একজন আক্রমণকারী খেলোয়াড় যদি অফসাইডস্থল থেকে মাঠের বাইরে চলে যায়—রেফারী কি করবেন? পক্ষান্তরে একজন রক্ষণকারী যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় একজন আক্রমণকারীকে অফসাইডে ফেলবার জন্য তাড়াতাড়ি করে মাঠ ছেড়ে অফসাইডের দাবী জানাতে থাকে—রেফারী সেক্ষেত্রেও বা কি করবেন?

● প্রথম ক্ষেত্রে রেফারীর করণীয় কিছু নেই। কারণ আক্রমণকারীর বহির্গমণের মধ্য দিয়ে স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে যে, তার খেলার বা খেলার মাধ্যমে কোনরকম উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা নেই। চেষ্টা দেখতে পেলেই, রেফারী নিশ্চয় তাকে শাস্তির আওতায় আনতে পারবেন। কারণ, কোন আক্রমণকারী-ই উদ্দেশ্য চরিতার্থের চেষ্টায় মাঠের বাইরে গিয়ে বা অফসাইড 'লাইন' বা 'জোন' থেকে পিছু হটে, অফসাইড বাঁচাতে পারে না। ঐসব ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের অভিসন্ধি যাচাই করবার একমাত্র মালিক হবেন—স্বয়ং রেফারী।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে—রক্ষণকারীর অভিসন্ধি পরিষ্কার ভাবেই প্রকাশ পেয়ে গেছে। কাজেই সেক্ষেত্রে আর অফসাইডের প্রশ্ন উঠতে পারবেনা, খেলা চালু থাকবে যথা-রীতিতে। বল খেলার বাইরে গেলে, বিনা অনুমতিতে মাঠ ছাড়ার জন্য, রক্ষণকারীকে সতর্ক করা যেতে পারবে। সতর্কিত হলে, পরে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দিতে হবে।

প্রঃ (৪৪১) 'কিক্' ছাড়া এমন কোন মুহূর্ত কি আছে, যখন খেলোয়াড় অফসাইডে থাকলেও অফসাইড দেয়া যাবে না?

● হ্যাঁ আছে। রেফারীর ড্রপের কালে ও থ্রোইন থেকে খেলোয়াড়কে অফসাইড দেয়া যাবে না।

প্রঃ (৪৪২) প্রথম সুত্রে, কোনরকম হস্তক্ষেপ না থাকার দরুণ রেফারী বাঁশী বাজাতে পারলেন না—অফসাইডের। কিন্তু পরমুহূর্তেই অর্থাৎ দ্বিতীয় সুত্রের চাপে পড়ে রেফারীকে বাধ্য হয়ে বাঁশী বাজাতে হচ্ছে—অফসাইডের। এমন অদ্ভুত ঘটনা কি ঘটতে পারে—ফুটবলে?

● হ্যাঁ পারে বৈকি। রাইট্-ইন্ বল মারার কালে, রাইট্ আউটের অবস্থান

ছিল—অফসাইড্। কিন্তু রাইট্ আউটের অফসাইড দেয়া হল না যেহেতু তার কোনরকম হস্তক্ষেপ ছিল না। অর্থাৎ আউটের তাৎক্ষণিক ভূমিকা ছিল একেবারেই নিষ্ক্রিয়। কিন্তু রাইট্-ইনের মারা বলটি যদি বারে লেগে ফিরে এসে সেই আউটের পায়ে পড়ে তাহলে রেফারীকে সেই মুহূর্তেই অফসাইডের বাঁশী বাজাতে হবে—

প্রঃ (৪৪৩) কিক মারার সাথে সাথে, একজন আক্রমণকারী অফসাইডে সক্রিয় থাকা সত্বেও, কোন্ সময়ে রেফারী অফসাইডের বাঁশী বাজাবেন না?

● (১) কর্ণার কিকের বেলায়। (২) গোল কিকের বেলায়।

প্রঃ (৪৪৪) একজন আহত খেলোয়াড় খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রতিপক্ষের গোল লাইন দিয়ে মাঠ ছাড়তে ব্যস্ত। ঐ অবসরে তাকে বল ঠেলা হলে, তার অবস্থান যদি অফসাইড হয়, তাহলে কি অফসাইড হবে?

● খেলোয়াড়টির মতি-গতি নিরূপণ করে তবেই রেফারীকে বাঁশী বাজাতে হবে। খেলোয়াড়টি যদি ঘুরে দাঁড়িয়ে কোনরকম উদ্দেশ্য সাধন করতে উদ্যত হয়—তাহলে অফসাইড হবে। নিষ্ক্রিয় ভূমিকা থাকলে কিছু করা যাবে না।

প্রঃ (৪৪৫) আচ্ছা বলুন তো, অফসাইড নির্ণয়ের মূল বিচার্যের বিষয় কি হবে?

● অফসাইড নির্ণয়ের মূল বিচার্যের বিষয় হবে ঠিক যে মুহূর্তে বলটি খেলা হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে অফসাইড সন্দেহকারী খেলোয়াড়টির তাৎক্ষণিক অবস্থান কোথায় ছিল। কাজেই সেটা কখনোই বিচার্যের বিষয় হতে পারবে না—যখন খেলোয়াড়টি বলটি ধরবে।

প্রঃ (৪৪৬) খেলায় একটি গোল হল। লাইন্সম্যান তৎপরভাবে ফ্লাগ তুললেন অফসাইডের জন্য। রেফারী সেই ফ্লাগ উপেক্ষা করলেন—নীচেকার পরিস্থিতির জন্য। (ক) রাইটইন্ অফসাইড থেকে বল ধরলেন। সাথে সাথে লাইন্সম্যান তার জন্য ফ্লাগ তুললেন। রেফারী সেটা লক্ষ্য করেও করলেন না। তারপর সেই ইন্ আউটকে ঠেলে একটি গোল দেয়ালো। (খ) সেই আউট ইনের কাছ থেকে বল পেয়ে নিজে গোল করলো না। সে ফরোয়ার্ডকে বল ঠেলে তাকে হ্যাট্রিক করার সুযোগ করে দিল। কি হবে উভয় ক্ষেত্রে?

● মনে রাখতে হবে, মাঠের মধ্যে রেফারী হবেন সবকিছু সিদ্ধান্ত দেবার মূল অধিকর্তা। তার ওপর কোন লাইন্সম্যান-ই জোর খাটাতে বা চাপ সৃষ্টি করতে

পারে না। কাজেই রেফারী যা ভাল মনে করবেন, নায্য চিন্তা করবেন, তাতে তাঁর নিজের কোনরকম দ্বিধার অবকাশ না থাকলে, তিনি যদি মনে করেন—গোল, তবে গোল দেবেন। আর যদি মনে করেন গোল বাতিল করা উচিত তাহলে তিনি অফসাইড ধরতে পারেন। রেফারীর অবলোকন হবে সবকিছু সিদ্ধান্তের মূল বা শেষ কথা। তবে, তিনি যদি একবার খেলাটি শুরু করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি পরবর্তী অধ্যায়ে কোনমতেই আর তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবেন না।

প্রঃ (৪৪৭) ফরোয়ার্ডের অবস্থান অফসাইড। বল ঠেলা মাত্রই সেই ফরোয়ার্ডকে তৎপর হতে দেখে রক্ষণকারী ব্যাক সমুহ বিপদ থেকে দলকে বাচানোর জন্য শূন্যে ঝাঁপিয়ে পরে হেড করলো। কিন্তু বল তার মাথা স্পর্শ করে সেই ফরোয়ার্ডের পায়ে পড়লো এবং তা থেকে সেই ফরোয়ার্ড গোল করলে – রেফারী কি দেবেন?

● (ক) রেফারী সর্বাগ্রে গোলটি বাতিল করবেন এবং ফরোয়ার্ডের অফসাইড ধার্য করবেন। কারণ বলটি ঠেলবার মুহূর্তেই সেই ফরোয়ার্ডের অবস্থান ছিল—অফসাইড। এবং বলটি খেলবার জন্যও তার তৎপরতা ছিল সেই মুহূর্তে। কাজেই এরমধ্যে মাঝ পথের 'লাষ্ট প্লেডে'র অধ্যায়টিকে কোন মতেই, আওতার মধ্যে গণ্য করা যাবে না। তবে এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য রেফারীকে খুব তৎপর বাঁশী বাজাতে হবে; পারলে হেড করার আগেই কিম্বা সাথে সাথে। ভাল রেফারীং করতে হলে এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্রও দেরী করা চলবে না।

(খ) আবার বলটি ঠেলবার মুহূর্তে সেই ফরোয়ার্ডের যদি কোন রকম তৎপরতা না থাকে বা তার মধ্যে যদি বিপক্ষের মনযোগ হরণ করার মতো কোন কারণ খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে 'লাষ্ট টাচে'র জন্য অফসাইডের কথা আর বিবেচনা করা যাবে না এবং তখন গোল বহাল রাখতে হবে।

প্রঃ (৪৪৮) রাইট-ইন প্রায় সকলকে ফাঁকি দেবার পর দেখলো তার সামনে মাত্র দুজন রক্ষণকারী রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সে নিজে গোল না দিয়ে হ্যাট্রিক করানোর জন্য দলীয় আউটের কাছে বল ঠেললো। যার অবস্থান তখন ছিল গোলীকে বাদ রেখে ব্যাকের সম-লাইনে। রেফারী কি দেবেন?

● রেফারী সেই আউটের অফসাইড ধরবেন বল ঠেলা মাত্রই। কারণ বল ঠেলার মুহূর্তে তার সামনে ছিল মাত্র একজন রক্ষণকারী অর্থাৎ কেবলমাত্র গোলরক্ষক।

ব্যাকের অবস্থান যেহেতু তার সমলাইনে ছিল সেহেতু ব্যাককে কোন মতেই আর সম্মুখ ভাগের খেলোয়াড় হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

প্রঃ (৪৪৯) বলের জন্য পিছন দিকে ছুটে এসে অফসাইড বাঁচানো যায় না। একটা নকশা সমেত উদাহরণ দিয়ে ঘটনাটি বুঝিয়ে দিন তো?
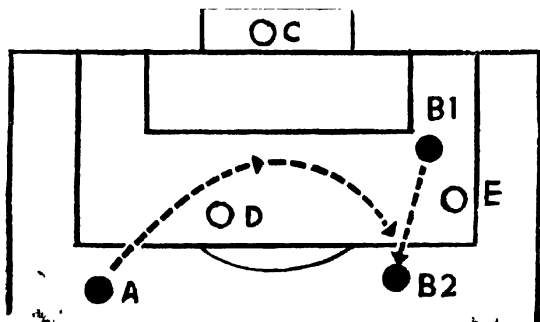
● A উঁচু করে গোলে সেন্টার করলো। বল হাওয়ায় বাঁক খেয়ে পিছন দিকে সরে আসছে দেখে B—1-থেকে পিছনে ছুটে এলো 2-র স্থানে। এসেই একটি গোল করে বসলো। ·গোলটি কিন্তু বাতিল করতে হবে অফসাইডের জন্য। অবশ্য এসবক্ষেত্রে রেফারীকে গোলের আগেই বাঁশী বাজাতে হবে অতি তৎপরতার সাথে। B-র অফসাইড হবার কারণ হল, যে মুহূর্তে A বলটিতে কিক্ নিয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাব অবস্থান ছিল বলেব আগে এবং তার সামনে তখন ছিল মাত্র একজন রক্ষণকারী। কাজেই অফসাইড অবধারিত। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখতে হবে, কোন খেলোয়াড়ই ঠিক সট মারার মুহূর্তে আগে, পিছনে বা পাশে কোথাও সরে এসে অফসাইড বাঁচাতে পারে না।

প্রঃ (৪৫০) গোলকিপারের হাত থেকে বল ফিরে এলে—সেই বলে সট নিতে গেলে আর অফসাইড গণ্য করা যায় না। একটা নকশা সমেত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন তো?

● A গোলে সট্ নিল প্রতিপক্ষ গোলী C তাতে ঘুঁষি চালিয়ে বলটি ফেরৎ পাঠালো। বলটি জমা পড়লো B-এর পায়ে এবং সে গোল করতে ভুল করলো না। এক্ষেত্রে কিন্তু আর অফসাইড দেয়া যাবে না। যদিও A যখন সট নিচ্ছিল তখন B-র অবস্থান ছিল অফসাইড, তবুও এক্ষেত্রে আর বাঁশী বাজানো যাচ্ছে না যেহেতু B বলটি পেয়েছিল প্রতিপক্ষ গোলীর স্পর্শের দ্বারা। তবে, A সট্

মারার কালে B যদি সামান্য ভাবে তার অবস্থান থেকে সুযোগ খুজে নিতে পারতো তাহলে গোলীর হাতে লাগার আগেই তার অফসাইড ধরা যেতো।
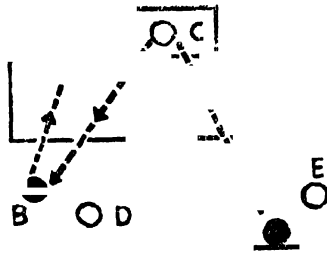
ছবিতে দেখা যাচ্ছে A সট মারার মুহূর্তে B-র কোন রকম 'ইন্টার ফেয়ারেন্স' নেই। নেই বলেই 'লাষ্ট-টাচে'-র জন্যে অফসাইডের কথা ভুলে থাকতে হবে।

প্রঃ (৪৫১) পোস্ট বা ক্রশবারে বল লেগে ফিরে এলো এবং তার পরেই দেখা গেল অফসাইড হতে। কি ভাবে হবে নকশার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখান তো?
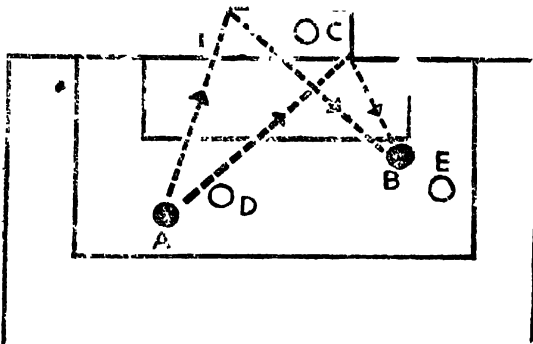
● A গোলে সট করলো। দু-রক্ম ভাবে। একটি বল ক্রশবারে গেলে ফিরলো এবং অপরটি ফিরলো পোস্টে লেগে। দুরকম ভাবেই লাগার পর বল পেল B। B পেয়েই গোল দিল। গোল হবে না। অফসাইড। কারণ B বল পেয়েছিল সহ খেলোয়াড়ের পাস থেকে। সে পাসটি করার মুহূর্তে B-র সামনে ছিল মাত্র একজন রক্ষণকারী এবং B-র অবস্থানও ছিল বলের চেয়ে এগিয়ে, কাজেই অফসাইড না হয়ে পারে না।

(বিঃদ্রঃ বারে বা পোস্টে বল লেগে ফিরে এলে সেটাকে ধরে নিতে হবে ডিরেক্ট পাশ হিসেবে। সুতরাং বারে বা পোস্টের লাগার আগে কারুর যদি অবস্থান থাকে অফসাইডে, তাহালে সেখান থেকে বল প্রতিহত হয়ে ফিরে এলে সেই ভাবেই তাকে আওতার মধ্যে আনতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে।)

প্রঃ (৪৫২) বার বার করে অফসাইড করার দরুণ কোন খেলোয়াড়কে সতর্ক অথবা বহিষ্কার করা যায় কি ?

● খেলার স্বাভাবিক ধারার মধ্যে যদি বার বার করে অফসাইড হতে দেখা যায় তাহলে সতর্ক বা বহিষ্কারের প্রসঙ্গ উঠতে পারে না। অফসাইড হলে আক্রমণ-ভাগের যেমন 'ডিসঅ্যাড্‌ভান্‌টেজ' তেমনি রক্ষণভাগের পক্ষে সেটা হবে অন্যতম 'অ্যাডভানটেজ'।

তবে নির্দিষ্ট কোন খেলোয়াড় যদি নিজ দলের অনুকূলে অসঙ্গত সুযোগ গ্রহণ করার জন্য বার বার করে এমন প্রহসন সৃষ্টি করতে থাকে যেটা খুবই দৃষ্টিকটু বলে রেফারীর মনে হতে পারে তাহলে রেফারী সে সব ক্ষেত্রে সতর্ক করতে পারবেন।
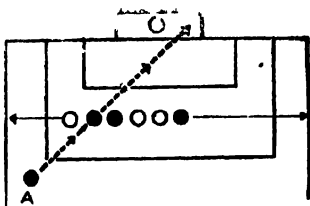
বল ঠেলার মূহুর্তে, প্রতিপক্ষের সমলাইনে দাঁড়ালে অফসাইড হবে। এখানে বলটি ঠেলছে A।
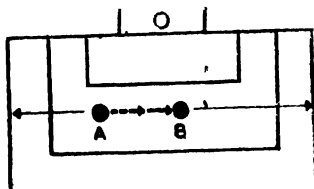
দলীয় খেলোয়াড়কে সমলাইনে বল ঠেলা হলে বা বলের সমলাইনে খেলোয়াড় থাকলে অফসাইড হবে না। এখানে A বলটি ঠেলছে দলীয় খেলোয়াড় B-কে।

প্রঃ (৪৫৩) বলের বা প্রতিপক্ষের সম-লাইনে দাঁড়ালেই কি অফসাইড ধরতে হবে ?

● (১) বলের সমলাইনে দাঁড়ালে অফসাইড হবে না।

(২) প্রতিপক্ষের সমলাইনে থাকলে অফসাইড হবে।

বার নম্বর আইন

ফাউল ও মিস্‌কনডাক্ট
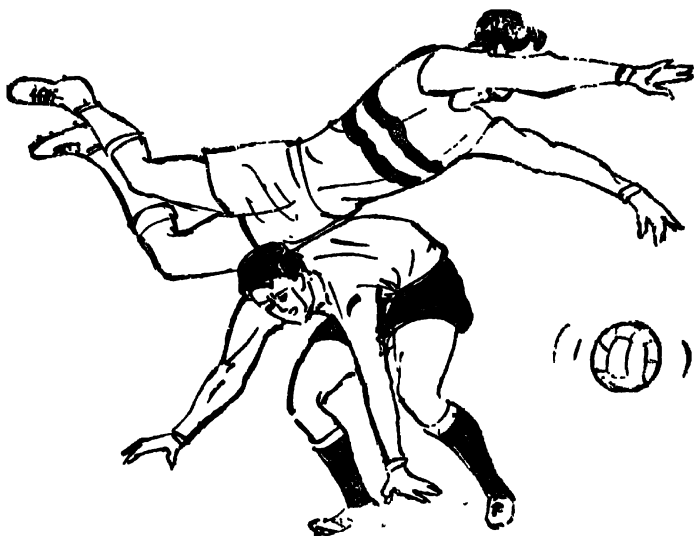
একটি স্টাপিং ফাউলের এ্যাকশন লক্ষ্য করুন।

এই আইনের ভূমিকা :

[এই আইনের সারবস্তু ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৪৫৪) এবং (৪৫৫) নম্বর উত্তর মালায়। কাজেই এইখানে তার পুনরোক্তি করছি না। এই আইনটি সমগ্র আইন-মালার মধ্যে সর্ববৃহৎ। বৈচিত্র্যেও এর জুড়ি নেই। ফুটবলের যা কিছু ভাল-মন্দ, সূক্ষ্মতা-জটিলতা এবং মহিমা-কালিমা তা এই আইনের উপরই একান্তভ'বে নির্ভরশীল। সবারই এই আইন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং শ্রদ্ধা থাকা দরকার। এই আইনের মূল সুর হল দুটি। অর্থাৎ অপরাধটি ইচ্ছাকৃত ৎ নয়, না অনিচ্ছাকৃত প্রকৃতির। এই আইনটি প্রয়োগের কালে রেফারীকে 'অ্যাড্‌ভানটেজের' কথাও গভীর ভাবে ভাবতে হবে। কোন কোন অপরাধের বা নিয়ম লঙ্ঘনের কি কি শাস্তি হতে পারে এখানে তার বিশদ ব্যাখ্যা রাখা হয়েছে।]

প্রঃ (৪৫৪) কখন কখন 'ডিরেক্ট ফ্রি-কিক্‌' দিতে হবে, বলুন তো?

● কেবলমাত্র 'নাইন-পেনাল অফেন্স' করা হলে ডিরেক্ট কিকের ব্যবস্থা করতে হয়। এই অপরাধের প্রধান লক্ষ্য বস্তু হবে—

(১) অপরাধ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত কিনা। (২) একমাত্র হ্যাণ্ডবল করা ছাড়া বাকিগুলি প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে কিনা।

(এ) লাথি মারা বা মারতে চেষ্টা করা (kicking);

(বি) ল্যাং মারা। অর্থাৎ পায়ে পা বাঁধিয়ে ফেলে দেয়া বা দেবার চেষ্টা করা এবং প্রতিপক্ষের সামনে বা পিছনে ঝুঁকে পড়ে (stooping) তাকে ফেলে দেয়া বা দেবার চেষ্টা করা (tripping)।

(সি) লাফিয়ে বা ঝাঁপিয়ে পড়া (jumping)।

(ডি) মারাত্মক ভাবে বা সাংঘাতিক ধরনের 'চার্জ' করা (charging)।

(ই) বাধা না দেয়া সত্ত্বেও পিছন দিক থেকে 'চার্জ' করা (charging from behind)।

(এফ) আঘাত করা বা করতে চেষ্টা করা (striking)।

(জি) ধরে বা আটকে রাখা (holding)।

(এইচ) ঠেলে দেয়া বা ধাক্কা মারা (pushing)।

(আই) হ্যাণ্ডবল করা।

সকল রেফারীকে এই নয়টি অপরাধের কথা মুখস্থ রাখা দরকার। শুধু পরীক্ষার জন্য নয়। প্রয়োগের জন্যও। মুখস্ত রাখার সহজ সূত্র হল—প্রতি অপরাধের প্রথম অক্ষরগুলি সাজিয়ে নিয়ে একটা গৎ ঠিক করে নেয়া। যেমন Kicking-এর K, Tripping-এর T এই ভাবে। সাজান গৎটি হবে—

K, T, J, C, C, S, H, P, H.

প্রঃ (৪৫৫) যদি প্রশ্ন করা হয়, কি কি কারণে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্ হবে, তাহলে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি উল্লেখ করতে হবে, বলুন তো?

(১) রেফারীর মতে কেউ যখন বিপদজনক খেলা খেলবে। যেমন গোলী বল ধরে থাকলে সেই বলে পা দিয়ে কিক্ করা বা করতে চেষ্টা করা।

(২) নাগালের বাইরে থাকা বলটিকে খেলবার চেষ্টা না করে কাঁধের সাহায্যে যখন প্রতিপক্ষের কাঁধে বৈধ চার্জ করা হবে।

(৩) বলটিকে খেলবার কোন চেষ্টা না চালিয়ে- ইচ্ছে করে প্রতিপক্ষকে বাধা দেয়া হলে, বল এবং প্রতিপক্ষের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে অবরোধ সৃষ্টি করা হলে এবং শরীরটাকে এমনভাবে এগিয়ে দেয়া হচ্ছে যাতে করে প্রতিপক্ষের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে।

(৪) বল ধরে থাকা অবস্থায়, প্রতিপক্ষকে বাধা দেয়া অবস্থায় এবং গোল এরিয়ার বাইরে থাকা অবস্থায় ছাড়া গোলীকে চার্জ করা হলে।

(৫) [ক] বল ছেড়ে, অপরকে খেলার মত সুযোগ না দিয়ে গোলী যদি বলটি ধরে থেকে, মাটিতে আছড়াতে আছড়াতে এবং শূন্যে ছুড়ে আবার তা লুফে নিতে নিতে চার পদক্ষেপের বেশী অগ্রসর হয়।

(৫) [খ] নিজ দলের অনুকূলে অসংগত সুযোগ-গ্রহণ করার জন্য, কোনরকম অভিসন্ধির মাধ্যমে যখন গোলী এমন উপায় নিতে থাকবে যেটা রেফারীর মতে খেলার সময় নষ্ট করা এবং গতিময়তার মধ্যে অযথা ছেদ টেনে রাখার সামিল হবে।

[জে] রেফারীর অনুমতি ছাড়া মাঠে প্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশ করা হলে।

[কে] বার বার করে নিয়ম ভঙ্গ করা হলে।

[এল] ভাবে ও ভাষায় রেফারীর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করা হলে।

[এম] অভদ্রোচিত আচরণ করা হলে।

[এন] উগ্র আচরণ করা হলে (ভায়োলেন্ট কন্‌ডাক্ট)।

[ও] অত্যন্ত কটু ভাষা প্রয়োগ করা হলে।

(পি] সতর্ক করার পর যদি পুনরায় অসদাচরণ করে।

প্রঃ (৪৫৬) ১০ নম্বর, ১২ নম্বর এবং ১৪ নম্বর নিয়মে হাতের ব্যবহার সম্পর্কে যে প্রকারভেদ ব্যক্ত করা আছে তার বর্ণনা দিন।

● (ক) ১০ নম্বর নিয়মে বলছে (১) বলটি ছুড়ে (thrown) (২) বলটি বহন করে (carried) (৩ বলে হাত চালনা করে (propel. l) কোন আক্রমণকারী গোল করতে পারে না।

(খ) ১২ নম্বর নিয়মের "আই"-ধারাতে বলছে—যদি কোন খেলোয়াড় (১) বলটি বহন ক'রে (carried) (২) বলে চাপড় চালিয়ে (stricks) (৩) বলে হাত চালনা করে (propelled) তাহলে তার বিরুদ্ধে হ্যাণ্ডবল দিতে হবে।

(গ) ১২ নম্বর নিয়মের ৫ এর "এ" ধারায় বলছে—একজন গোলী স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে চার-পদক্ষেপ পর্যন্ত যেতে পারবে যদি সে বলটিকে (১) ধরে থেকে (Holding) (২) মাটিতে ঠুকে নিয়ে (Bouncing) (৩) বল শূন্যে ছুড়ে আবার লুফে নিতে নিতে (Throwing the ball in the air and catching it again.)

(ঘ) ১৪ নম্বর নিয়মে বলছে কোন খেলোয়াড় যদি স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার ভিতর "খ"-এর মত করে হ্যাণ্ডবল করে (গোলী বাদে, কারণ গোলীর হ্যাণ্ডবল হয় না) তাহলে পেন্যাল্টি হবে।

প্রঃ (৪৫৭) রেফারীর বিনা অনুমতিতে মাঠে নেমে, জনৈক খেলোয়াড়

প্রতিপক্ষের ব্যাকের দ্বারা সজোরে লাথি খেলো (১) স্বীয় পেনাল্টি এরিয়াতে (২) প্রতিপক্ষের পেনাল্টি সীমায় ভিতরে। রেফারী কি করবেন উভয় ক্ষেত্রে?

● যে খেলোয়াড় লাথি চালাবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিতে হবে 'অ্যাডভানটেজ' সাপেক্ষ অবস্থায়। বহিষ্কৃত হলে পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। বিনা অনুমতিতে মাঠে নামার জন্য লাথি খাওয়া খেলোয়াড়টিও সতর্কিত হবে। তার নামেও রিপোর্ট পাঠাতে হবে। যেহেতু লাথি খাওয়া খেলোয়াড়টি না বলে কয়ে মাঠে ঢুকে আগে অপরাধ করেছিল, সে হেতু তার বিরুদ্ধেই ইনডিরেক্ট কিক্ বসিয়ে খেলাটি শুরু করতে হবে।

প্রঃ (৪৫৮) দ্রুত ধাবমান আউট, বলটি ব্যাকের পাশে ঠেলেই আবার সেই বলটি খেলবার প্রত্যাশায় টাচ লাইনের বাইরে দিয়ে দৌড় শুরু করলো। ব্যাক আউটকে রুখতে না পেরে তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল মাঠের বাইরে। রেফারী কি করবেন?

● লাথি মারার গুরুত্ব বিচার করে ঐ ব্যাককে নয় সতর্ক আর নয় বহিষ্কার করতে হবে। পরে তার জন্য রিপোর্ট পাঠাতে হবে। খেলাটি শুরু করতে হবে ড্রপ থেকে। কারণ ব্যাকের অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল মাঠের বাইরে। অপরাধ মাঠের বাইরে হলে সর্বক্ষেত্রেই ড্রপ হবে। অবশ্য খেলাটি যদি বন্ধ করা হয়।

প্রঃ (৪৫৯) একজন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষকে ছাপিয়ে ছুটে গিয়ে বলটি ধরতে যাবার মুখে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়টি যদি মুখ দিয়ে 'হিসিং' শব্দ করে তার মনযোগ নষ্ট করে, তাহলে রেফারী কি দেবেন?

● ও ধরনের ভূমিকাটি হবে অভদ্রোচিত আচরণ। ওর জন্য রেফারী যদি খেলা থামান তাহলে তাকে খেলা শুরু করতে হবে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্ দিয়ে। অবশ্য তার আগে খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে হবে এবং পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (৪৬০) নীল দলের আউট, লাল দলের গোলের মুখে সুন্দর একটি সেন্টার করলো। লাল দলের ব্যাক এবং গোলী সেই সেন্টারটি প্রতিরোধ করবার জন্য একত্রে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। ইত্যবসরে গোলী হঠাৎ মাঠ কাঁপানো চিৎকার করে বলে ওঠে "লিভ ইট টু মি"। এ অবস্থায় রেফারী কি করবেন?

● এটা এক ধরনের অভদ্রোচিত আচরণ ছাড়া আর কিছু হবে না। এ ধরনের

সংলাপ স্বাভাবিক কারণেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে দেখা যায়। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের কাছে গিয়ে বারণ করে দেয়াটা হবে শ্রেয়ঃ কাজ। আচরণের পুনরাবৃত্তি দেখলেই সতর্ক করে দিয়ে ইন্‌ডিরেক্ট বসাতে হবে। অবশ্য খেলাটি যদি বন্ধ করতে হয়।

প্রঃ (৪৬১) একটি ক্রশ পাস দিতে গিয়ে বলটি রেফারীর গায়ে লেগে বিপথগামী হবার দরুণ অসহিষ্ণু ফরোয়ার্ড লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলে ওঠে—"কানা নাকি, সরে দাঁড়াতে পারেন না।" কি করবেন রেফারী ওরকম মন্তব্যে ?

● এটা হবে উগ্র ধরনের আচরণ অর্থাৎ 'ভায়োলেন্ট-কনডাক্ট'। কাজেই, রেফারীকে সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ করতে হবে এবং ফরোয়ার্ডকে সতর্ক করে দিতে হবে। পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। ওর জন্য যদি খেলা বন্ধ করতে হয় তাহলে শুরু করতে হবে ইন্‌ডিরেক্ট দিয়ে।

প্রঃ (৪৬২) দলের স্কিমার রাইট ইন, খেটেখুটে, দুজনকে ফাঁকি দিয়ে চমৎকার একটি পাস দিল দলীয় আউটের পায়ে। আউট বলটিকে ধরতে না পারার দরুণ সেই ইন খুব চটে উঠে দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে একটি গাল দিল। রেফারী কি করবেন ?

● রেফারী সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ করবেন। 'ভায়োলেন্স' আচরণের জন্য সেই ইনকে সতর্ক করে দেবেন। এবং সেখান থেকেই তার বিরুদ্ধে নির্দেশ দেবেন ইন্‌ডিরেক্ট কিকের। পরে এর জন্য রেফারীকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (৪৬৩) আউট চমৎকার একটি সেণ্টার করলো—গোলের মুখে। সেই বলে 'হেড' এবং 'ফিস্ট' করার জন্য ফরোয়ার্ড এবং গোলী একত্রে লাফিয়ে উঠলো শূন্যে এবং জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে গিয়ে জালের কাছে চলে এলো। ঐ অবস্থায় অপর একজন ফরোয়ার্ড গোল করতে উদ্যত হলে, যদি দেখা যায়—(১) গোলী ফরোয়ার্ডের জামা টেনে ধরে রেখেছে। (২) ফরোয়ার্ড গোলীর প্যাণ্ট টেনে ধরে রেখেছে—কি হবে ?

● যদি গোলী ফরোয়ার্ডকে ধরে রাখে তবে অপর ফরোয়ার্ডকে গোলে সট মারার সুযোগ দিতে হবে। ফরোয়ার্ডের সট মারার মুহূর্তে যদি জালের ভিতরে থাকা সহ খেলোয়াড়টি লাইনের ওপর অবস্থান ক'রে থাকে তাহলে তার অফসাইড

নেয়া যেতে পারে। আর যদি সেই ফরোয়ার্ডের অবস্থান লাইনকে অতিক্রম করে জালের ভিতরেই থাকে এবং তার যদি অন্য কিছু অভিসন্ধি না থেকে থাকে তবে সেই শটের ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

ফরোয়ার্ড যদি গোলীকে আটকে রাখে, তবে সাথে সাথে খেলা বন্ধ করতে হবে এবং তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। যেহেতু অপরাধ মাঠের বাইরে সংগঠিত হয়েছিল সেহেতু খেলা শুরু করতে হবে ড্রপ থেকে। যেখানে খেলা থামান হবে সেখানেই ড্রপ দিতে হবে। অপর ফরোয়ার্ডের গোলের সুযোগ বানচাল করে দিতে হবে।

প্রঃ (৪৬৪) ফেয়ার চার্জ করা হল অথচ শাস্তির বিধান দিতে হবে কোন সময়?

● (১) গোলী বল ধরে নেই বা প্রতিপক্ষকে বাধা দিচ্ছে না ঐ অবস্থায় গোল এরিয়ায় গোলীকে কেউ বৈধ চার্জ করলে। (২) আয়ত্বের বাইরে থাকা বলটিকে খেলবার চেষ্টা না করে যখন অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ ঠেকিয়ে বৈধ চার্জ করা হবে।

বল আয়ত্বের বাইরে, কাজেই গোলীকে ওভাবে বৈধ চার্জ করা আইন-বিরুদ্ধ।

প্রঃ (৪৬৫) গোলীকে কখন কখন চার্জ করা যাবে বলুন তো?

● ১। গোলী যদি হাতে করে বল ধরে থাকে। ২। গোলী যদি প্রতিপক্ষকে বাধা দিতে থাকে। ৩। গোলী যদি গোল এরিয়ার বাইরে অবস্থান করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে জানা দরকার, গোলীর হাতে বল থাকলে সেই বলে পা দিয়ে চার্জ করা যায় না।

গোলী বল ধরে থাকলে তাকে বৈধ চার্জ করা চলবে। এমন কি ওভাবে ঠেলে গোলীকে গোলে ঢুকিয়ে দিতে পারলে গোল দিতে হবে।

প্রঃ (৪৬৬) গোলী প্রতিপক্ষকে বাধা দিলে তাকে পিছন দিক থেকে

চার্জ করা যায়। বল যদি গোলীর হাতে থাকে তাহলে গোলীকে কিভাবে পিছন দিকে চার্জ করা যাবে—বলুন তো?

● একটা 'স্যাণ্ডো' গেঞ্জি পরলে, বগলের কাছাকাছি পিঠ এবং কাঁধের যে অংশটুকু খালি থাকবে সেখানেই কেবলমাত্র কাঁধ ঠেকিয়ে পিছন দিক থেকে চার্জ করা যায়। চার্জের সময় কনুই-এর ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। তাছাড়া মেরুদণ্ডের উপর চার্জ করা চলবে না কোন মতেই।

প্রঃ (৪৬৭) কর্ণার হচ্ছে। গোলী ফরোয়ার্ডের মাথা থেকে বল ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে, দলীয় ব্যাকের কাঁধে ভর দিয়ে অনেকটা শূন্যে উঠে বল ধরার চেষ্টা চালালে—রেফারী কিছু করতে পারেন কি?

● হ্যাঁ পারবেন। তিনি সাথে সাথে খেলা থামাবেন। ও ধরনের প্রহসনমূলক সুযোগ গ্রহণ থেকে গোলীকে বিরত করার জন্য সতর্ক করে দেবেন। পরে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। এটা হবে এক ধরনের অভদ্রোচিত আচরণ। ওর জন্য খেলা বন্ধ করা হলে গোলীর বিরুদ্ধে বসাতে হবে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্।

প্রঃ (৪৬৮) গোলীর বিরুদ্ধে পেন্যাল্‌টি দেয়া চলবে কি, চললে কি কি কারণে?

● হ্যাঁ চলবে। স্বীয় পেন্যাল্‌টি সীমার মধ্যে কেবলমাত্র হ্যাণ্ডবল করা ছাড়া বাকি আটটি পেন্যাল-অফেন্সের জন্য পেন্যাল্‌টি বসান চলবে।

প্রঃ (৪৬৯) গোল পোস্টের পিছন দিককার লাগোয়া জমিটুকুতে অর্থাৎ যে অঞ্চলটুকু নেটে ঢাকা থাকে সেখানে যদি একজন গোলী (১) পেন্যাল (২) টেকনিক্যাল অফেন্স করে, তাহলে রেফারী কি করবেন—উভয় ক্ষেত্রে?

● (১) গোল লাইনের লাগোয়া নেটে ঢাকা জমিটুকু কখনোই কিন্তু মাঠের অংশ হিসেবে গণ্য হয় না। কাজেই ঐ স্থলে গোলীর অপরাধ হলে সেই অপরাধ মাঠের বাইরে হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। (২) গোলীকে নয় সতর্ক, আর না হয় বহিষ্কার করতে হবে। এবং তা হলে সেই মত রিপোর্ট পাঠাতে হবে। (৩) বল যদি খেলার বাইরে থাকে তাহলে যেভাবে খেলা শুরু হবার কথা সেইভাবেই শুরু করতে হবে। (৪) বল যদি খেলার মধ্যে থাকে এবং আক্রমণকারীর যদি সুযোগ থাকে তাহলে সে সুযোগ বহাল রাখতে হবে। (৫) বল খেলার মধ্যে অথচ আক্রমণকারীদলের সুযোগ নেই, সেক্ষেত্রে রেফারী খেলা থামিয়ে ড্রপ সহকারে খেলা শুরু করবেন।

প্রঃ (৪৭০) গোলীর হাতে বল। সেই অবস্থায় একজন আক্রমণকারী যদি গোলীকে বুক দিয়ে, পেট দিয়ে, 'হিপ' দিয়ে অথবা মাথা দিয়ে ঠেলে বল সমেত গোলে ঢুকিয়ে দেয়—তাহলে রেফারী কি দেবেন ?

● সবকটি ক্ষেত্রেই গোল বাতিল করতে হবে এবং ওভাবে চার্জ করার জন্য সতর্ক করে দিতে হবে। পরে তারজন্য রিপোর্ট পাঠাতে হবে। গোলীর হাতে বল থাকলে, কেবলমাত্র কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে চার্জ করা চলে। ওভাবে চার্জ করা হলে সেটা হবে ধাক্কা মারার সামিল (Pushing)।

প্রঃ (৪৭১) আচ্ছা বলুন তো, একজন গোলী কতক্ষণ পর্যন্ত হাতে বল ধরে থাকতে পারে ?

● আইনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার করে কিছু বলে দেয়া নেই। তবে প্রথম সুযোগেই গোলী যাতে বল ছেড়ে দেয় তারজন্য রেফারী ইঙ্গিত করতে বা 'কল' দিতে পারেন।

প্রঃ (৪৭২) 'ক্যারীং' আর 'রোলিং' - এর মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে কি ?

● আছে বৈকি। গোলী যখন বলটিকে কেবলমাত্র বহন করেই এগোতে থাকবে তখন সেটা হবে ক্যারীং। একজন গোলী বল বহন করতে পারে চার 'স্টেপ' পর্যন্ত। তার বেশী এগোলেই তাকে শাস্তির আওতায় পড়তে হবে। আর রোলিং হল, বলটি ধরার পর মাটিতে গড়িয়ে দেয়া। গড়ান মানে অপরকে খেলার সুযোগ করে দেয়া। বল গড়ান অবস্থায় গোলী যত পা খুশী যেতে পারবে। তবে বল ধরে রোলিং করার পর, রোলিং-এর আগে এবং পরে সব মিলিয়ে গোলী চার স্টেপ পর্যন্ত যেতে পারবে।

প্রঃ (৪৭৩) মাঠ কাদায় ভর্তি। বল মাটিতে ঠুকতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই গোলী কেবলমাত্র বলটিকে মাটিতে ছুইয়ে ছ'পা পর্যন্ত অগ্রসর হল। কিছু করার আছে কি ?

● হ্যাঁ আছে। ওভাবে বল মাটিতে ছুঁইয়ে গোলী চার স্টেপের বেশী যেতে পারে না। কাজেই গোলীর বিরুদ্ধে ইনডিরেক্ট ধার্য করতে হবে 'ফোর স্টেপ' নিয়ম ভাঙার জন্য।

প্রঃ (৪৭৪) 'রোলিং' করার ভিত্তিতে 'ফোর-স্টেপ' নিয়মটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন তো ?

● গোলী বলটি ধরার পর, যদি কোনরকম স্টেপ না দিয়ে থাকে, তবে বলটি রোল করানোর পর, আবার বলটি হাতে তুলে নিয়ে সেই গোলী যেতে পারবে চার 'স্টেপ' পর্যন্ত। এমনি ভাবে বল ধরার পর, রোল করিয়ে নিয়ে গোলী যদি যথাক্রমে

এক-পা, দু-পা, তিন-পা কিম্বা চার-পা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে, তাহলে পরবর্তী অধ্যায়ে সেই গোলী আর এগোতে পারবে যথাক্রমে—তিন-পা, দু-পা, এক-পা এবং আর কোন পদক্ষেপ নয়।
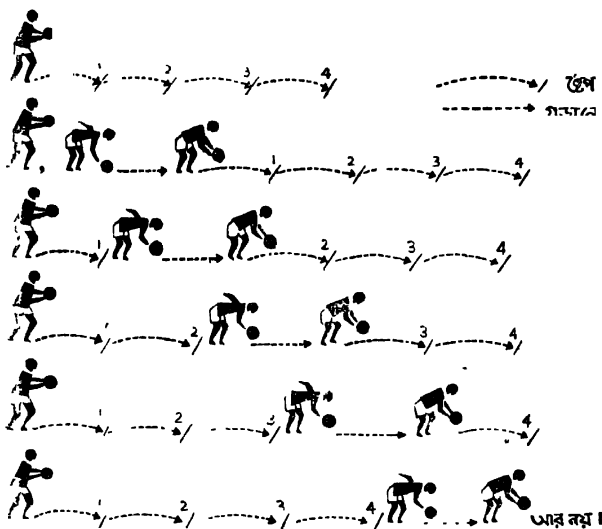
এই ছবিতে 'ফোর-স্টেপ' প্রথাটির ব্যাখ্যা রাখা হচ্ছে। ছবিতে তিন ধরনের 'ফিগার' আছে। একটি বল ধরার, আরেকটি বল গড়ানোর এবং অপরটি বল মাটি থেকে তুলে নেবার। বল তুলে নেবার আগে ও পরে স্টেপগুলি বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে।

প্রঃ (৪৭৫) গোলী বল বহন করে নিয়ে যাবার কালে, চার 'স্টেপ' এগোবার পর তাল সামলাতে না পেরে পাঁচ-স্টেপ দিয়ে ফেললো। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই পঞ্চম স্টেপটি গিয়ে পড়লো—পেন্যাল্টি সীমার বাইরে। রেফারী কি করবেন?

● পঞ্চম-স্টেপটি সীমার বাইরে পড়লেও বলের অবস্থান যদি সীমার বাইরে না থাকে, তাহলে কেবলমাত্র ফোর-স্টেপ নিয়ম ভাঙার জন্য গোলীর বিরুদ্ধে ইনডিরেক্ট বসাতে হবে পঞ্চম পদক্ষেপের স্থলে। আর বলের অবস্থান যদি সীমার বাইরে হয় তাহলে অধিকতর গুরু-অপরাধের জন্য হ্যাণ্ডবল ধার্য ক'রে ডিরেক্ট কিক্ বসাতে হবে।

প্রঃ (৪৭৬) গোলী বলটি ধরে—তিন পা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে, থেমে থেকে কেবলমাত্র বলটিকে ড্রপ করাতে থাকলো—কিছু করা যাবে কি ?

● হ্যাঁ করা যাবে। রেফারীর মতে যখন কোন গোলী, নিজ আয়ত্বে বলটিকে অযথা আটকে রেখে, স্বীয় দলের অনুকূলে অসংগত সুযোগ গ্রহণ করার জন্য, খেলার গতিময়তায় ছেদ টেনে সময় অপহরণ করতে থাকে তাহলে গোলীর বিরুদ্ধে ১২ নম্বর নিয়মের ৫-এর "বি" ধারা অনুসারে শাস্তি দেয়া চলবে। সেই শাস্তি হবে—ইন্‌ডিরেক্ট কিক্। এক্ষেত্রে গোলীর অভিসন্ধি বিচার করার একমাত্র মালিক হবেন স্বয়ং রেফারী।

প্রঃ (৪৭৭) বলটি ধরার পর, বল 'রোল' করিয়ে গোলী আবার বল খেলতে পারে কি ?

● হ্যাঁ পারবে। বল রোল করান কোন নিয়মবিরুদ্ধ কাজ নয়। রোল করান মানে অপরকে খেলার সুযোগ করে দেয়া। তবে, বল একবার রোল করানোর পর, ফের যদি বলটি হাতে তুলে নেয় তখন তার অগ্রগতির সীমাবদ্ধতা থাকবে সর্বমোট চার 'স্টেপ' পর্যন্ত। এই অগ্রগতিকে বিচার করতে হবে দুরকম ভাবে। অর্থাৎ রোল করানোর আগে এবং পরে মোট কত পা ফেলা হচ্ছে তার সামগ্রীক যোগফলই হবে রেফারীর কাছে মূল ধর্তব্যের বিষয়।

প্রঃ (৪৭৮) প্রচণ্ড একটি সট গোলী 'ফিস্ট' করে বহু উঁচুতে তুলে দিল, তারপর ছ-পা এগিয়ে গিয়ে সেই বলটি বুকে জাপ্‌টে ধরলো, কিছু ভুল হয়েছে কি গোলীর ?

● না, মোটেই না। কারণ বলটি গোলী নিজ আয়ত্বে ধরে রাখে নি। তাই ঘুষি মারার পর গোলী যত পা খুশী তত পা পর্যন্ত যেতে পারে।

প্রঃ (৪৭৯) বলটি গোলীর হাতে জমা পড়া মাত্রই দুজন ধাবিত ফরোয়ার্ড হাত দেড়েকের মত ব্যবধান রেখে—গোলীকে যদি ঘিরে ধরে—কিছু করতে পারবেন, রেফারী তার জন্য ?

● হ্যাঁ পারবেন। বলটিকে খেলার মধ্যে দিয়ে দিতে ঐ অবস্থায় গোলীর যদি অসুবিধা সৃষ্টি হতে দেখা যায়, রেফারী সাথে সাথে খেলা বন্ধ করবেন এবং গোলীর গতিপথ রুদ্ধ করে রাখার দরুণ সেই খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে ধার্য করবেন ইনডিরেক্ট কিক্।

আর যদি বোঝা যায় গোলী আক্রমণকারীকে চার্জ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে

এবং সময় নষ্ট করার জন্য বল না ছুড়ে দিয়ে অযথা খেলায় বিলম্ব ঘটাচ্ছে সেক্ষেত্রে গোলীকে সতর্ক করে তার বিরুদ্ধেও ইনডিরেক্ট দেয়া চলতে পারে। গোলীর অভিসন্ধি বিচার করবেন স্বয়ং রেফারী।

প্রঃ (৪৮০) প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য একজন উগ্র গোলী বল ছেড়ে হঠাৎ আগত ফরোয়ার্ডের মাথায় সজোরে ঘুঁষি চালালো। বিপদ বুঝে ফরোয়ার্ড চট্‌ করে মাটিতে বসে পড়ে সে যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেল। কিছু করবার আছে কি?

● রেফারী 'অ্যাডভানটেজ' সাপেক্ষভাবে খেলাটি থামাবেন। থামালে সর্বপ্রথম তিনি গোলীকে সতর্ক করে দেবেন এবং পরে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। রেফারী যদি ঘুঁষি চালানোর জন্যই খেলাটি বন্ধ করেন তাহলে তাকে খেলাটি শুরু করতে হবে ডিরেক্ট কিক্‌ দিয়ে। কারণ ঘুঁষির আঘাত করাও যা আঘাত করতে চেষ্টা করাও তা। অর্থাৎ সম অপরাধ এবং সম শাস্তি। ঘটনাটি পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে ঘটলে—পেন্যাল্টি দিতে হবে।

প্রঃ (৪৮১) ফ্রি-কিক্‌ মারার কালে, প্রতিপক্ষেরা দশ গজ দূরে যথার্থ ভাবে দাঁড়িয়ে যদি নানান্‌ অশোভন অঙ্গ-ভঙ্গি করতে থাকে —তাহলে রেফারীর কি কিছু করণীয় থাকতে পারে?

● হ্যাঁ পারে। যারা যারা ঐ দোষে লিপ্ত হবে তাদের সবাইকে রেফারী সতর্ক করে দেবেন এবং পরে ওদের নামে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। সতর্কের পর কেউ পুনরাবৃত্তি করলে তাকে বহিষ্কার করা যাবে। খেলাটি যেহেতু শুরু হয় নি, সেহেতু সেই ভাবেই শুরু হবে।

প্রঃ (৪৮২) গোল-এরিয়ায় একটি বল ধরবার জন্য গোলী এবং প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ড একত্রে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। ঐ অবস্থায় ফরোয়ার্ড যদি গোলীর কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বৈধভাবে চার্জ করে, ঠেলা মারে—তাহলে কি কিছু দোষের হবে?

● হ্যাঁ হবে। ফরোয়ার্ড ওভাবে বৈধ চার্জ করলেও সেটা নিয়ম লঙ্ঘনীয় কাজ হবে তাছাড়া গোল এরিয়ার মধ্যে গোলীকে ওভাবে চার্জ করা যায় না। করলে ইন্‌ডিরেক্ট হবে।

প্রঃ (৪৮৩) একজন উগ্র ব্যাক্‌ হঠাৎ ক্ষেপে উঠে, আগত ফরোয়ার্ডের মুখে সজোরে ঘুঁষি চালাবার সাথে সাথে, সেই ফরোয়ার্ড ঘুরে দাঁড়িয়ে

প্রতিশোধ তোলার জন্য পর পর চারটি ঘুঁষি চালিয়ে তার যোগ্য জবাব দিল। রেফারী এক্ষেত্রে কি করবেন ?

● (১) বলটি যদি খেলার মধ্যে থাকে, রেফারী সাথে সাথে খেলা থামিয়ে ঘুষোঘুষিতে লিপ্ত উভয় খেলোয়াড়কেই মাঠ থেকে বহিষ্কার করে দেবেন। পরে তাদের নামে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। তাদের স্থলে কোন বদলী নামতে পারবে না। খেলাটি শুরু হবে—ডিরেক্ট কিক্ থেকে। কিক্‌টি পাবে, যে আগে ঘুষি চালিয়েছিল অর্থাৎ উগ্র ব্যাকের বিরুদ্ধ দল। আঘাত করার দরুণই ঐ শাস্তি বহাল থাকবে।

(২) বলটি যদি খেলার মধ্যে না থাকে, তাহলেও দুজনই বহিষ্কৃত হবে এবং রিপোর্টও পেশ করতে হবে। খেলাটি শুরু হবে ঠিক যে ভাবে শুরু হবার কথা ছিল সেই ভাবে।

(৩) বল খেলার মধ্যে থাকলে ও ঘুষোঘুষি যদি মাঠের বাইরে হয়, তাহলেও সেই দুজন বহিষ্কৃত হবে এবং তাদের নামে রিপোর্ট যাবে। খেলাটি ঠিক যেখানে থামান হবে সেখানে ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করতে হবে। এক নম্বরের ক্ষেত্রে ব্যাকের ঘুঁষি যদি পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে হয়, তাহলে পেন্যাল্টি ধার্য করতে হবে।

প্রঃ (৪৮৪) একই দলের দুজন যদি প্রচণ্ড মারামারি শুরু করে দেয়, তাহলে রেফারী কি করবেন ?

● (১) রেফারী সেই দুজনকেই বহিষ্কার করে দেবেন এবং পরে তাদের নামে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। খেলাটি শুরু হয়ে থাকলে তাঁদের স্থলে কোন বদলী নামতে পারবে না। খেলা চালু থাকাকালীন ওরকমটি ঘটলে প্রতিপক্ষ দল ইনডিরেক্ট পাবে।

(২) ঘটনাটি যদি মাঠের বাইরে ঘটে এবং প্রতিপক্ষের যদি কোনরকম সুযোগ না থাকে, তাহলে খেলোয়াড় দুজনকে তাড়াতে হবে, তাদের নামে রিপোর্ট করতে হবে এবং খেলাটি শুরু করতে হবে ড্রপ দিয়ে যেখানে খেলা থামান হবে। আর যদি ঐ অবস্থায় প্রতিপক্ষের সুযোগ থাকে তাহলে সুযোগ পর্যন্ত অপেক্ষা করে পরে সমুচিত ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রঃ (৪৮৫) বারো নম্বর নিয়মটি প্রয়োগ করার আগে রেফারীকে কি কি ভাবতে হবে ?

● (১) অপরাধ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত কিনা ?

(২) অপরাধটি পেন্যাল, না টেকনিক্যাল পর্যায়ভুক্ত ?

(৩) এরজন্য খেলোয়াড় সতর্কিত হবে, না বহিষ্কৃত হবে ?

(৪) অপরাধ ইচ্ছাকৃত হলেও সেটা 'অ্যাডভানটেজ' সাপেক্ষ কিনা ?

(৫) "অ্যাডভানটেজ" দেয়া হলেও 'রিটালীয়েশনের' সম্ভবনা আছে কিনা ?

(৬) অপরাধ পেন্তাল পর্যায়ভুক্ত হলেও একমাত্র হ্যাণ্ডবল ছাড়া বাকিগুলি সব প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা হচ্ছে কিনা ?

প্রঃ (৪৮৬) একজন ব্যাক, পেন্যাল্টি সীমার বাইরে, গোলীর মত, দু হাত দিয়ে বল ধরে, মাটিতে বসিয়ে দিল—কি করবেন রেফারী ?

● রেফারী শুধু ডিরেক্ট কিক্ দেবেন না। সেই খেলোয়াড়কে শেষবারের মত সতর্ক করে দেবেন। পরে এরজন্য একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। একটি মারাত্মক 'ফাউল'কে রেফারী যে দৃষ্টিতে দেখবেন এই হ্যাণ্ডবলকেও রেফারীর সেই দৃষ্টিতে দেখতে হবে। 'ফিফা' এসব ক্ষেত্রে রেফারীদের দৃঢ় হবার পরামর্শ দিয়েছেন। পুনরাবৃত্তি হলে খেলোয়াড় বহিষ্কার করা চলবে। ওভাবে সতর্কিত হবার পর, পুনরায় হ্যাণ্ডবল করার দরুণ ভারতীয় খেলোয়াড় মোহন সিংকে একবার বহিষ্কার করা হয়েছিল মারডেকা ফুটবলে।

প্রঃ (৪৮৭) একজন খেলোয়াড় বার বার করে রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ কর্‌ছে, কি করবেন রেফারী ?

● এটা হবে অভদ্রোচিত আচরণ। কাজেই খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দিতে হবে এবং পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। পুনরাবৃত্তিতে বহিষ্কার করা যাবে। এর জন্য খেলা থামানো হলে শুরু করতে হবে ইনডিরেক্ট দিয়ে।

প্রঃ (৪৮৮) জনৈক খেলোয়াড় আহত হয়ে মাঠের বাইরে গেল শুশ্রূষার জন্য। যে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়টির জন্য সে আহত হয়েছিল তাকে ছুটন্ত অবস্থায় লাইনের ধারে পেয়ে, সে পা বাড়িয়ে ফেলে দিল, রেফারীর কিছু করণীয় থাকতে পারে কি ?

● হ্যা পারে। রেফারী সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ করে দেবেন (অবশ্য 'অ্যাডভানটেজের' কথা বিবেচনা করে) এবং লাইনের ধারে বসে থাকা আহত খেলোয়াড়কে সাবধান করে, পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। পা বাড়িয়ে প্রতিপক্ষকে ইচ্ছে করে ফেলে দেয়াটা হবে 'Tripping'. কাজেই পরবর্তী অধ্যায় ধার্য করতে হবে ডিরেক্ট ফ্রি-কিক্।

প্রঃ (৪৮৯) ইচ্ছাকৃতভাবে লাথি চালান হলেই কি ডিরেক্ট ফ্রি-কিক্ দিতে বাধ্য থাকবেন রেফারী ?

● না, সর্বক্ষেত্রে নয়। প্রথমে দেখতে হবে বলটা খেলার মধ্যে ছিল কিনা।

তারপর দেখতে হবে লাথিটা মাঠের বাইরে মারা হয়েছিল কিনা। এরপর দেখতে হবে লাথিটা স্বপক্ষের কারুর উদ্দেশ্যে চালান হয়েছিল কিনা এবং সর্বশেষে দেখতে হবে রেফারী, লাইনম্যান এবং কোন দর্শকের উদ্দেশ্যে সেরকমটি করা হয়েছিল কিনা।

প্রঃ (৪৯০) একটি গোলের যথার্থতা নিয়ে ছ'জন খেলোয়াড় রেফারীকে ঘিরে বচসা শুরু করে দিল। রেফারী কি করবেন?

● রেফারী সেই ছ'জনকেই সতর্ক করে দেবেন। বচসা এবং অবৈধ ঘেরাও-এর জন্য পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

প্রঃ (৪৯১) একজন ব্যাক্, নিজ গোলের দিকে মুখ করে ছুটবার কালে পিছন দিক থেকে বলটি এসে তার কনুইতে লাগলো। রেফারী তার জন্য হ্যাণ্ডবল দেবেন কি?

● না, দেবেন না। খেলা চালু থাকবে। পিছন দিক থেকে ওভাবে বল লাগলে সে হ্যাণ্ডবল কখনোই ইচ্ছাকৃত হতে পারে না।

প্রঃ (৪৯২) অনিবার্য গোল হতে চলেছে। শেষ চেষ্টা হিসেবে বলটিকে রক্ষা করবার জন্য ব্যাক্ বলে ঘুষি চালাল। বল বারের তলে লেগে গোলে ঢুকলো—রেফারী কি দেবেন, গোল, না পেন্যাল্টি?

● এ সব ক্ষেত্রে রেফারীকে একটু দেরী করে বাঁশী বাজাতে হবে। কারণ পেন্যাল্টি দেয়া হলে গোল হয়তো নাও হতে পারে। অথচ সামান্য দেরী করা হলে গোলটি দিতে অসুবিধা হবে না। তাছাড়া রেফারীর পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত হবে না, যাতে করে অপরাধীদল অপরাধ করা সত্ত্বেও সুযোগ পেয়ে যায়।

প্রঃ (৪৯৩) আচ্ছা বলুন তো, হ্যাণ্ডবল কত পর্যন্ত গ্রাহ্য হবে?
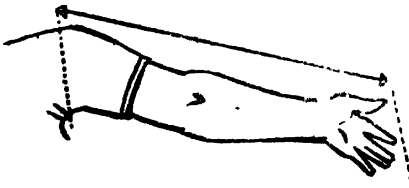
● যে কোন হাতের আঙুলের ডগা থেকে শুরু করে 'ডেলটয়েড' পেশীর শেষাংশ পর্যন্ত। অর্থাৎ বগল পর্যন্ত।

প্রঃ (৪৯৪) টাল সামলাতে না পেরে জনৈক খেলোয়াড় মাটিতে পড়ে গেল। পড়ে যাবার পর, বল এসে তার হাতে লাগলো—কি দেবেন রেফারী?

● রেফারী খেলা চালু রাখবেন। ওটা ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল হবে না।

প্রঃ (৪৯৫) প্রচণ্ড জোরে মারা একটি সট ব্যাকের হাতে প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো—রেফারী কি দেবেন।

● কিছুই দেয়া যাবে না। খেলা চালু থাকবে। কারণ বল সরাসরি কারুর হাতে লেগে প্রতিহত হয়ে ফিরে এলে হ্যাণ্ডবল হয় না। প্রসঙ্গান্তরে বলা দরকার যে, হাতে বল লাগলে হ্যাণ্ডবল হয় না। বলে হাত লাগালেই হ্যাণ্ডবল ধরতে হবে। এখানে "লাগলে" আর "লাগালে" কথাটার তাৎপর্য বুঝে নিতে হবে।

হঠাৎ বল ওভাবে হাতে লাগলে হ্যাণ্ডবল হয় না।

প্রঃ (৪৯৬) আহত হয়ে খেলোয়াড়টি মাঠের বাইরে চলে এলো। নিরাময় হবার পর সেই খেলোয়াড় রেফারীর অনুমতি না নিয়ে মাঠে ঢুকে যদি হ্যাণ্ডবল করে বসে—রেফারী কি দেবেন?

● অনুমতি নিয়ে হোক্ আর না নিয়ে হোক্ মাঠে ঢুকে হ্যাণ্ডবল করলেই ডিরেক্ট কিক্ হবে। সেটা যদি আবার স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে হয় (গোলী ছাড়া) তাহলে পেন্যাল্টি হবে। উপরন্তু বিনা অনুমতিতে মাঠে নামার জন্য সতর্কিত হবে এবং তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (৪৯৭) রেফারীকে না বলে কয়ে মাঠে ঢুকে অথবা মাঠের বাইরে গিয়ে কাউকে যদি সজোরে ঘুষি মারা হয়—রেফারী কি করবেন?

● সেই খেলোয়াড়কে বহিষ্কারের আদেশ দিতে হবে এবং পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। খেলা শুরু হয়ে থাকলে তার স্থলে কোন বদলী নামতে পারবে না। মাঠে ঢুকে প্রতিপক্ষকে মারলে তবে 'ডিরেক্ট' আর স্বপক্ষের কাউকে মারলে হবে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্। অবশ্য 'অ্যাডভানটেজ' আছে কিনা তা পরখ করে নিতে হবে। মাঠের বাইরে এসে মারা হলে যদি প্রতিপক্ষের সুযোগ না থাকে তাহলে রেফারী খেলা থামাবেন। থামিয়েই সেই খেলোয়াড়কে বহিষ্কার করবেন এবং পরে রিপোর্ট পাঠাবেন। খেলা শুরু করতে হবে ড্রপ থেকে। খেলা বন্ধ থাকাকালীন ওরকমটি ঘটলে সেই খেলোয়াড় বহিষ্কৃত হবে এবং তার নামে রিপোর্ট যাবে। খেলাটি শুরু হবে যে-ভাবে শুরু হবার কথা ছিল সেই-ভাবে।

প্রঃ (৪৯৮) বিরতির কালে একজন খেলোয়াড় রেফারীর সামনেই—

(১) প্রতিপক্ষকে সজোরে ঘুষি চালালো।

(২) প্রতিপক্ষের কোচকে অত্যন্ত কটু ভাষা প্রয়োগ করলো।

(৩) লাইন্সম্যানের ফ্লাগ কেড়ে নিয়ে তাকে অপমানিত করলো। —রেফারী কি করবেন?

● বিরতি শেষ হলেই, মাঠে নামবার মুখে বা ড্রেসিং রুমের সুবিধাজনক স্থানে তাকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিতে হবে তার আগের আচরণের জন্য খেলার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হোল। অর্থাৎ তখন থেকে তাকে বহিষ্কৃত খেলোয়াড় হিসেবেই গণ্য করতে হবে। তার স্থানে অপর কোন বদলী মাঠে নামতে পারবে না। পরে তার নামে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দিতে হবে। ঘটনাটি দলপতিকেও জানান যেতে পারে।

প্রঃ (৪৯৯) টেন্টে ঢুকবার মুখে, সাধারণ পোষাকে একজন পরিচিত খেলোয়াড় রেফারীকে খুব গাল মন্দ করলো। বেশ কিছুক্ষণ পর, খেলা শুরু করতে গিয়ে রেফারী দেখলেন সেই খেলোয়াড়টি যথার্থ পোষাকে একটি দলের হয়ে মাঠে খেলতে নেমেছে। রেফারী কি করবেন?

● কোন মতেই রেফারী তাকে খেলায় অংশ নিতে বাধা দিতে পারবেন না। তবে তিনি পূর্ববর্তী অসদাচরণের কথা রিপোর্ট করে দেবেন।

প্রঃ (৫০০) গাল মন্দ করার দরুণ রেফারী খেলোয়াড় তাড়ালেন। কিভাবে এবং কোনখান থেকে তিনি খেলাটি শুরু করবেন?

● যেখানে গালমন্দ দেয়া হবে, সেখান থেকে ইনডিরেক্ট কিক্ নিতে হবে অবশ্য যদি বল খেলার মধ্যে থাকে। তার আগে খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে হবে এবং পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। মাঠের বাইরে গাল দিলে বল ড্রপ করাতে হবে—যেখানে খেলা থামানো হবে।

প্রঃ (৫০১) একটি অপরাধের জন্য রেফারী খেলা থামিয়ে ছুটলেন সেই খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে। সতর্কিত হবে জেনে সেই খেলোয়াড়টি পথিমধ্যে রেফারীকে আরও একটি মারাত্মক ধরনের মন্তব্য করে বসল—রেফারী কি করবেন?

● রেফারী সতর্ক করার উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটলেও, এক্ষেত্রে তিনি আর সতর্ক করতে যাবেন না। সরাসরি বহিষ্কারের আদেশ দিতে হবে। পরে তার নামে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।

প্রঃ (৫০২) আচ্ছা বলুন তো, কোন্ ক্ষেত্রে, একজন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ডিরেক্ট কিকের নির্দেশ দিতে হবে?

● যে কোন খেলোয়াড়ই যখন স্বীয় পেন্যাল্টি সীমা ছাড়িয়ে তার বাইরে গিয়ে যে কোন একটি 'নাইন-পেন্যাল' অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে।

প্রঃ (৫০৩) বল বাইরে থাকাকালীন, রেফারী কি কোন শাস্তি দিতে পারেন।

● কেবলমাত্র সতর্ক এবং বহিষ্কার ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। পরে অবশ্য তার জন্য রিপোর্ট পাঠাতে হবে। খেলাটি শুরু করতে হবে যে-ভাবে শুরু হবার কথা ছিল সেই ভাবেই।

প্রঃ (৫০৪) বলের ওপর পা চালাতে গিয়ে প্রতিপক্ষের বুক, মুখ, মাথা এবং তলপেটের কাছাকাছি পা চলে এলে—কি করবেন রেফারী?

● খেলোয়াড়ের লক্ষ্য যদি হয়ে থাকে বলের ওপরে অথচ সেটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিপক্ষের শরীরের ঐ সব অঙ্গগুলিকে কেন্দ্র করে—তখন সেটাকে বলতে হবে—বিপদজনক খেলা। কাজেই সাথে সাথে খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দিতে হবে। ওর জন্য খেলা বন্ধ করা হলে শুরু করতে হবে—ইন্‌ডিরেক্ট কিক্ দিয়ে।

খেলোয়াড়ের লক্ষ্য যদি বলের ওপর না হয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি হয় তাহলে সেটা হবে 'সিরিয়াশ ফাউল প্লে'। তার জন্য ধার্য হবে ডিরেক্ট ফ্রি-কিক্। এক্ষেত্রে খেলোয়াড়কে নয় সতর্ক, আর না হয় বহিষ্কার করা যাবে।

বিঃ দ্রঃ—প্রতিপক্ষের সামনে 'সিজার কিক্' করাটা হবে বিপদজনক খেলা।

একে বলে বিপদজনক খেলা। কারণ খেলোয়াড়টি খেলতে যাচ্ছে বলের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অন্যের বিপদের কারণ।

প্রঃ (৫০৫) ইচ্ছে করে বল বসাতে দেরী করা হলে, সেই বলে আবার কিক্ নিতে বিলম্ব করা হলে অথবা বার বার করে বল বাইরে মেরে সময় নষ্ট করার চেষ্টা দেখা গেলে—রেফারী কি করবেন?

● প্রতিটি ক্ষেত্রে রেফারী 'সিরিয়াস-মিসকণ্ডাক্টের' দায়ে খেলোয়াড়কে সতর্ক

করে দেবেন এবং পরে তার জন্য রিপোর্ট পাঠাতে হবে। পুনরাবৃত্তিতে তিনি বহিষ্কারও করতে পারেন। ওর জন্য যে সময় নষ্ট হলে, সেটার হিসেব রেখে রেফারী পরে তা পুষিয়ে দিতে পারেন।

বলকে উদ্দেশ্য করে কারুর দেহের কাছাকাছিতে ওভাবে সিজার কিক্ চালানোটা হবে বিপদজনক খেলা।

প্রঃ (৫০৬) রেফারী কিম্বা লাইন্সম্যানের গায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সজোরে কিক্ মেরে কোন খেলোয়াড় যদি মুখ টিপে হাসতে থাকে—কি হবে?

● সঙ্গে সঙ্গে সেই খেলোয়াড়কে বহিষ্কার করতে হবে। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। এরজন্য যদি খেলা বন্ধ করতে হয় তাহলে শুরু করতে হবে ইনডিরেক্ট কিক্ দিয়ে। খেলোয়াড়ের ঐ আচরণ হবে 'ভায়োলেণ্ট কন্‌ডাক্ট'।

প্রঃ (৫০৭) (১) রেফারী বল ড্রপ করতে চলেছেন (২) একজন আউট থ্রো করতে উদ্যত হয়েছে (৩) একজন ব্যাক—গোল কিক্ করতে চলেছে (৪) একজন ফরোয়ার্ড পেন্যাল্টি কিক্ মারতে এগিয়ে আসছে (৫) উইং হাফ্ কর্ণার কিক্ মারবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে—ঠিক ঐ অবসরে একজন রক্ষণকারী একজন আক্রমণকারীর তলপেটে লাথি চালালে—রেফারী কি করবেন।

● রেফারী খেলাটি শুরু করতে বারণ করবেন। সেই খেলোয়াড়কে বহিষ্কার করবেন ও পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। খেলাটি শুরু করতে হবে সেই ভাবেই, অর্থাৎ যে ভাবে খেলাটি শুরু করতে যাওয়া হচ্ছিল।

প্রঃ (৫০৮) গোল লাইন অতিক্রম করার মুখে, একজন ব্যাক্ বলটাকে সামনে রেখে, তাকে আগলে থেকে আগত ফরোয়ার্ডকে বাধা দিতে থাকলো। রেফারী কি তার জন্য 'অবষ্ট্রাক্শন্' দেবেন ?

● না, এক্ষেত্রে মোটেই অবষ্ট্রাক্শন হবে না। কারণ বলটা ব্যাকের খেলার মতো দূরত্বেই আছে। ইচ্ছে করলে ব্যাক যখন খুশী সেই বলকে খেলতে পারে। না খেলাটাই হবে এক ধরনের কৌশল। সে কৌশল কেউ অবলম্বন করলে তাকে কোন মতেই অবষ্ট্রাকশন দেয়া যাবে না। তবে ঐ পরিস্থিতিতে তাকে পিছন দিক থেকে চার্জ করা যাবে। তবে, মারাত্মক ভাবে নয়।

বল আয়ত্বের মধ্যে থাকলে অবষ্ট্রাকসন হয় না।

প্রঃ (৫০৯) প্রতিপক্ষের সাথে কখন কখন বৈধ চার্জ করা যায়

● (১) যখন খেলোয়াড় বলটি খেলতে থাকবে। (২) বলটি যখন তার খেলার মতো দূরত্বে থাকবে। (৩) গোলী যদি (ক) বলটি ধরে থাকে। (খ) প্রতিপক্ষকে বাধা দেয়। (গ) গোল এরিয়ার বাহিরে চলে আসে।

প্রঃ (৫১০) আক্রমণের মুখে গোল ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া গোলী যাতে যথাস্থানে ফিরে আসার সুযোগ পায়—তার জন্য স্টপার দু' হাঁটুর মাঝখানে বল আটকে রাখলো—বেশ কিছুক্ষণ। ঐ অবস্থায় কি করবেন রেফারী।

● এটা হবে 'সিরিয়াস্-মিস্কণ্ডাক্ট'। স্টপারকে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিতে হবে। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। এরজন্য 'স্টপারের' বিরুদ্ধে ধার্য করতে হবে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্।

প্রঃ (৫১১) হেড করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন খেলোয়াড় যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিপক্ষের বুকে বা পিঠে সজোরে হেড চালায়, রেফারী কি দেবেন ?

● রেফারী 'অ্যাডভান্‌টেজ' সাপেক্ষভাবে খেলা থামাবেন। থামাবার পর সেই খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন ও পরে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। খেলাটি শুরু করতে হবে ডিরেক্ট কিক্ থেকে। অপরাধ হবে—আঘাত করায়। অপরাধ পেনাল্টি সীমার মধ্যে হলে হবে পেনাল্টি।

তের নম্বর আইন
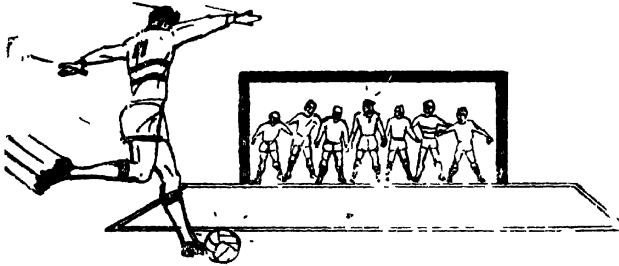
ফ্রি-কিক্

একটি ফ্রি-কিক্ শট নেয়া হচ্ছে। কিক্‌টি ইনডিরেক্ট। নিচ্ছে আক্রমণকারী খেলোয়াড়।

এই আইনের মূল বক্তব্য :

[ফ্রি-কিক্ দুধরনের। একটি-ডিরেক্ট। অপরটি ইন্‌ডিরেক্ট। ডিরেক্ট-কিক্ কেবলমাত্র বিপক্ষের গোলেই সরাসরি গোল করা যায়। নিজের গোলে নয় কথনো। আর ইন্‌ডিরেক্ট-কিক্ থেকে গোল ধার্য করতে হলে, সেই কিক্ গোলে ঢুকবার আগে কিকার ছাড়া অন্যের স্পর্শ থাকতে হবে। যথন কোন খেলোয়াড় স্বীয় পেনাল্টি সীমার ভিতর থেকে কোন ফ্রি-কিক্ নেবে, তথন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের দাঁড়াতে হবে—সেই দিককারই পেন্তাল্টি সীমার বাইরে এবং প্রয়োজনে ১০ গজ ব্যবধানে। বল খেলার মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে পেন্তাল্টি সীমা অতিক্রম করা মাত্রই। মনে রাখবেন গোলী যদি আপন পেন্তাল্টি সীমার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে—তখন তার হাতে বল ঠেলে খেলা শুরু করা যাবে না। বল যথার্থভাবে সীমা না ছাড়লে খেলা শুরু হয় না। সেক্ষেত্রে পুনরায় কিক্ নিতে হবে। যথন কোন খেলোয়াড় স্বীয় পেন্তাল্টি সীমার বাইরে থেকে ফ্রি-কিক্ নেবে তথন প্রতিপক্ষদের দাঁড়াতে হবে বল থেকে কম করে ১০ গজ দূরে। অবশ্য খেলোয়াড়েরা যদি নিজ দিককার দুই গোল পোস্টের মধ্যকার গোল লাইনের ওপর দাঁড়াতে চায় সেক্ষেত্রে আর ১০ গজ গণ্ডির বাধ্যবাধকতা থাকবে না। বল এক্ষেত্রে তার আপন পরিধি গড়ালেই খেলা শুরু হয়ে যাবে। ফ্রি-কিক্ নেবার কালে বল থাকবে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চল। একবার খেলার পর অপরের স্পর্শ ছাড়া কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলতে পারবে না।]

প্রঃ (৫১২) ডিরেক্ট কিক্ আর ইন্‌ডিরেক্ট কিকের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

● (১) ডিরেক্ট কিক্ থেকে সরাসরি গোল হতে পারে, অবশ্য কেবলমাত্র প্রতিপক্ষের গোলে। আর ইনডিরেক্ট থেকে কোন পক্ষের গোলেই সরাসরি গোল হতে পারে না। গোল হতে গেলে, কিকার ছাড়া অন্য যার-ই হোক না কেন, স্পর্শ থাকতে হবে।

(২) খেলা শুরুর ক্ষেত্রে, ডিরেক্টের বেলায় রেফারী কেবলমাত্র বাঁশীর সঙ্কেত দিয়ে নির্দেশ জানাবেন। আর ইন্‌ডিরেক্টের বেলায়, খেলোয়াড়দের অবগতির জন্য বাঁশীর সাথে একটি হাত মাথার ওপর তুলে রাখতে হবে কিক্‌টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

(৩) কেবলমাত্র হ্যাণ্ডবল করা ছাড়া ডিরেক্ট কিকের মূল লক্ষ্য বস্তু হবে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়। ইন্‌ডিরেক্টের বেলায় সে বালাই নেই।

(৪) ডিরেক্ট কিকের জন্য খেলোয়াড়দের বড়রকম ভাবে খেলার 'স্পিরিট-কে নষ্ট করতে দেখা যায়। আর ইন্‌ডিরেক্টের বেলায় তার প্রতিফলন হবে অন্য ধরনের। অর্থাৎ খেলোয়াড়দের পদ্ধতিগত ভাবে ভুল করাব ঝোঁক-ই তখন প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

(৫) ডিরেক্ট কিকের জন্য যে অপরাধ তাকে বলা হয় 'পেন্যাল অফেন্স'। অর্থাৎ ১২ নম্বর আইনের A থেকে I হবে পেন্যাল অফেন্স আর ঐ আইনের-ই ১ থেকে ৫-এর B এবং J থেকে P পর্যন্ত হবে ইন্‌ডিরেক্টের সূত্র। ইন্‌ডিরেক্টের অপরাধগুলিকে বলা হয়ে থাকে 'টেকনিক্যাল অফেন্স'।

(৬) ডিরেক্টের মূল বিচার্যের বিষয় হবে অপরাধ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ভাবে সংগঠিত হচ্ছে কিনা, আর ইন্‌ডিরেক্টের আসল বিচার্য হবে অপরাধগুলি রীতি-বহির্ভূত ভাবে হচ্ছে কিনা।

প্রঃ (৫১৩) ফ্রি-কিকের কালে একজন রেফারীকে কি কি বিষয়গুলি ভাল করে অবলোকন করতে হবে ?

● (১) কিকার যখন কিক্‌টি স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার বাইরে থেকে মারবে ;

(ক) বলটা যথাস্থানে নিশ্চল ভাবে বসান হচ্ছে কিনা ?

(খ) মারাব মত অবস্থা সৃষ্টি হলে বা বাঁশীব নির্দেশ পেয়ে কিক্‌টি মারছে কিনা ?

(গ) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিক্‌টি মারা হচ্ছে কিনা ?

(ঘ) বল তার আপন পরিধি গড়াতে পারলো কিনা ?

(ঙ) অপবের স্পর্শ ছাড়া কিকার দ্বিতীয়বার বলটি খেলছে কিনা ?

(চ) প্রতিপক্ষেরা বল থেকে ১০ গজ দূরে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে দুই গোল পোস্টের মধ্যকার গোল লাইনে (স্বীয় দিকের) দাড়াচ্ছে কিনা ?

(ছ) স্বপক্ষীয় কোন খেলোয়াড় হাওয়ার দরুণ বলটি স্পর্শ করে আছে কিনা ?

(২) কিক্‌টি যখন স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার ভিতর থেকে মারা হবে ;

(ক) প্রতিপক্ষরা কেবলমাত্র বল থেকে ১০ গজ দূরে নয়, পেন্যাল্টি সীমার বাইরেও তাদের দাঁড়াতে হবে।

(খ) বলটা কিক্ করে সীমার বাইরে পাঠান হলে তবে তা খেলার মধ্যে গণ্য হবে।

প্রঃ (৫১৪) দশ গজ দূরে প্রতিপক্ষরা 'ওয়াল' দিয়ে দাঁড়ানোর পর, যদি সটের আগেই একাধিক খেলোয়াড় 'ওয়াল' ছেড়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে —রেফারী কি করবেন?

● এর ফলে খেলা শুরু হতে দেরী হবে। কাজেই প্রথমক্ষেত্রে রেফারী সংশ্লিস্ট খেলোয়াড়দের সতর্ক করে দেবেন। দ্বিতীয়বার হলে সেই দলের অধিনায়ককে ডেকে জানিয়ে দিতে হবে তৃতীয়বারের বেলায় তিনি আর সতর্ক করবেন না, একেবারে বহিষ্কার করে দেবেন। যাদের যাদের সতর্ক করা হবে তাদের নামে পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (৫১৫) হাওয়ার প্রাবল্যের জন্য, ফ্রি-কিক্ নেবার কালে, স্বপক্ষের কোন খেলোয়াড় কি বলটি নিশ্চল থাকার জন্য হাত দিয়ে বা পায়ের পাতা দিয়ে বল ছুয়ে থাকতে পারে?

● না, পারে না। কারণ ওভাবে বল ছুঁয়ে থাকলে প্রমাণিত হয়, বল তার আপন পরিধি গড়াবার আগেই কারুর স্পর্শ নিচ্ছে বা একত্রে দুজনে মিলে বলটিকে খেলতে চাইছে।

প্রঃ (৫১৬) গোলী বল ছুঁড়ে মেরে বা বল ধরে থেকে, সেই বল দিয়েই আক্রমণকারীর মুখে আঘাত করলো—কি হবে?

● গোলীর আচরণ হবে 'সিরিয়াস ফাউল প্লে'। কাজেই তাকে বহিষ্কার করা যাবে। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। কে গোলী খেলছে সেটা জেনে নিতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে ডিরেক্ট সট হবে। অপরাধ পেনাল্টি সীমার মধ্যে হলে পেন্যাল্টি হবে। এটা হবে 'Striking'

প্রঃ (৫১৭) পেন্যাল্টি সীমার ভিতর থেকে ফ্রি-কিক্ নেয়া হচ্ছে। বলকে প্রতিক্ষেত্রে সীমার বাইরে যেতে হবে কি?

● না। আক্রমণকারী ইন্‌ডিরেক্ট কিক্ পেলে কেবলমাত্র তার আপন পরিধি গড়ালেই চলবে।

প্রঃ (৫১৮) হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে, ইচ্ছে করেই সজোরে বলটিকে বাহিরে কিক্ মারা হল। রেফারী কি তাকে সেই বলটি কুড়িয়ে আনার আদেশ দিতে পারেন?

● না মোটেই না। ওরকমটি হলে কেবলমাত্র সতর্ক করে দেবেন।

প্রঃ (৫১৯) উভয় হাঁটুর মাঝখানে যদি বলটিকে ধরে রাখা হয়, মাথা হেলিয়ে ঘাড়ের কাছে যদি বলটিকে আটকাবার চেষ্টা কার্যকর করা হয় অথবা উভয় হাঁটু পেটের কাছাকাছি মুড়ে নিয়ে বলটিকে যদি আড়াল করে রাখা হয়—রেফারী কি করবেন ?

● রেফারী সাথে সাথে খেলাটি বন্ধ করে দিয়ে সেই খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন। প্রহসনমূলক ভাবে বল আটকে রেখে কোন খেলোয়াড়ই অসঙ্গত সুযোগ নিতে পারে না। কাজেই খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ধার্য করতে হবে ইন্‌ডিরেক্ট। সতর্ক করার জন্য পরে একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (৫২০) একটি ডিরেক্ট সট সরাসরি নিজের গোলে মারা হলে, রেফারী কিভাবে খেলা শুরু করবেন ?

● ১। স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার ভিতব থেকে মারা হলে :—রি-কিক্।

২। সীমার বাইর থেকে মারা হলে :—কর্ণার কিক্।

প্রঃ (৫২১) কখন খেলোয়াড়েরা দশগজ দূরত্বে দাঁড়াতে বাধ্য থাকবে না ?

● খেলোয়াডেরা যখন দুই গোল পোস্টের মাঝে, নিজ অর্ধের গোল লাইনে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে, প্রতিপক্ষের ইনডিরেক্ট কিকের সময়, যার দূরত্ব হবে দশ গজের চাইতেও অনেক কম। নিজ দলের কিক্ হলে, দলীয় অন্যান্য খেলোয়াড়েরা যেখানে খুশী দাঁড়াতে পারে কেবলমাত্র পেন্যাল্টি কিক্ ছাড়া।

প্রঃ (৫২২) না বলে কয়ে মাঠে ঢোকার জন্য, ড্রপ ২.ব, না-কিক্ হবে। কিক্ হলেও কি ধরনের ফ্রি-কিক্ হবে ?

● কিক্ হবে। পরে সেই খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে হবে এবং তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। খেলা শুরু হবে ইনডিরেক্ট থেকে।

প্রঃ (৫২৩) ফ্রি-কিক্ নেবার কালে, রেফারী কি সর্বক্ষেত্রে সময় বাড়াতে পারেন ?

● ফ্রি-কিক্‌টি পরিপূর্ণভাবে শেষ করার জন্য সময় বর্ধিত রাখার কথা আইনে কোথাও লেখা নেই। তবে আগে যদি কো- কারণে রেফারী নষ্টসময়ের হিসেব 'নোট' করে থাকেন এবং তার জন্য যদি তিনি সময় পুষিয়ে দিতে চান তাহলে পারবেন।

প্রঃ (৫২৪) যে কোন ধরনের ফ্রি-কিক্ কি পিছন দিকে মারা যায় ?

● যেতে পারে—(১) যদি বলটি তার আপন পরিধি গড়াবার সুযোগ পায়। (২) যদি বলটি যথ.র্থভাবে পেন্যাল্টি সীমা অতিক্রম করতে পারে।

প্রঃ (৫২৫) ফ্রি-কিকের কালে, প্রতিপক্ষেরা পাঁচ গজ যেতে না যেতে

বলটি মেরে দেয়া হল। কিন্তু বলটি গিয়ে পড়লো সেই প্রতিপক্ষেরই পায়ে। এই অবস্থায় কিকার আবেদন তুললে রেফারী কি খেলা থামিয়ে রি-কিক্ দেবেন ?

● না, দেয়া যাবে না। খেলা চালু থাকবে।

প্রঃ (৫২৬) একজন আক্রমণকারী কি, পেন্যাল্টি বক্সের ভিতরে অবস্থান করতে পারে, যখন প্রতিপক্ষ দল সেই বক্স থেকে কোন কিক্ মারতে উদ্যত হবে ?

● আইনের আক্ষরিক অর্থে পারে না। কিন্তু রেফারীর পক্ষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেলাটি চালু করা দরকার। সেটা করাই হবে আবশ্যিক কাজ। বক্সের ভিতরে অবস্থান করতে থাকলেও আক্রমণকারী যদি একেবারেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে বা তার অবস্থান থেকে কোনরকম সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে তাহলে খেলাটি শুরু করে দিতে অযথা বিলম্ব না করাই শ্রেয়।

প্রঃ (৫২৭) পেন্যাল্টি এরিয়ার মধ্যে কোন ফ্রি-কিক্ দেয়া যায় কি ? যদি যায় তবে কি কি কারণে ? দেয়া হলে উভয় দলের খেলোয়াড়রা সেইসব ক্ষেত্রে কোথায় দাঁড়াবার অধিকারী হবে ?

● হ্যাঁ দেয়া যাবে। ১২ নম্বর আইনে বর্ণিত ন'টি পেন্যাল অপরাধ ছাড়া বাকি অন্যান্য সব অপরাধগুলির জন্য রক্ষণভাগের বিরুদ্ধে ইনডিরেক্ট কিক্ দেয়া যাবে পেন্যাল্টি সীমার ভিতরে। সেক্ষেত্রে দুই গোলপোস্টের মধ্যকার গোল লাইনের ওপর রক্ষণকারীরা দাঁড়াতে পারবে। তাছাড়া তারা দাঁড়াবার অধিকারী হবে বল থেকে ১০ গজ দূরে। ঐ ক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা যেখানে খুশী দাঁড়াতে পারবে। এবারে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে, ১২ নম্বর আইনের যাবতীয় অপরাধগুলির জন্য অর্থাৎ ডিরেক্ট এবং ইনডিরেক্টের কালে রক্ষণকারীরা যেখানে খুশী সেখানে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু আক্রমণকারীরা তখন দাঁড়াবে, সীমানার বাইরে দাঁড়ালেও তাদের ব্যবধান রাখতে হবে বল থেকে ১০ গজ দূরে।

প্রঃ (৫২৮) যে কোন ফ্রি-কিক্ স্বীয় দলীয় গোলীর হাতে তুলে দেয়া যায় কি ?

● (১) পেন্যাল্টি সীমার ভিতর থেকে করা হলে যাবে না, অবশ্য গোলী যদি সেই সীমার ভিতরে থাকে। ভিতর থেকে বাইরেও করা যেতে পারে। সেটা হলে গোলীর হাণ্ডবল হতে পারে কিনা দেখে নিতে হবে।

(২) বাইর থেকে ভিতরে মারা হলে বল যদি তার আপন পরিধি গড়াতে পারে তাহলে গোলীর হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে।

চোদ্দ নম্বর আইন

পেন্যাল্টি-কিক্
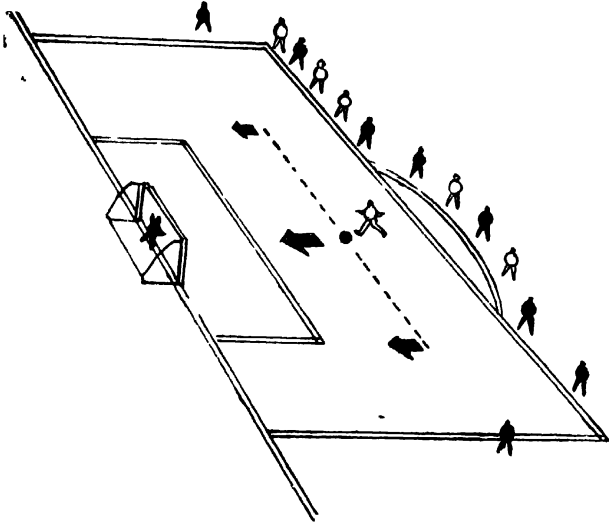
পেন্যাল্টি-কিক্ কি ভাবে মারতে হবে, খেলোয়াড়দের অবস্থান কি হবে এবং কিকার কি ভাবে কিকটি মারবে-তা এই ছবি' • দেখানো হচ্ছে।

এই আইনের মূল বক্তব্য ও ভূমিকা ঃ

[পেন্যাল্টি কিক কখনোই পেন্যাল্টি মার্ক বা স্পট, ছাড়া মারা যায় না। কিকের সময় কিকার এবং তার বিপক্ষ গোলী ছাড়া বাকি সবাইকে দাঁড়াতে হবে মাঠের মধ্যে অথচ সেই দিককার পেন্যাল্টি সীমানার এবং সেই সীমানার মাথায় টানা ১০ গজ আর্কের বাইরে। ঐ সময় গোলীকে দাঁড়াতে হবে দুই গোল পোস্টের মধ্যকার নিজ গোল লাইনের ওপরে। সেই সময়টুকুর জন্য গোলীর পায়ের পাতা নড়তে পারবে না। এই কিক অতি অবশ্যই সামনের দিকে মারতে হবে। বল তার আপন পরিধি গড়ানো মাত্রই—খেলা শুরু হয়ে যাবে। কিক করার পর, কিকার অন্যের স্পর্শ ছাড়া দ্বিতীয়বার আর বলটিকে খেলতে পারবে না। এই কিক থেকে সরাসরি গোল হবে। প্রথমার্দ্ধের অথব দ্বিতীয়ার্দ্ধের একেবারে শেষ মুখে এই কিক্ নিতে গেলে, সেটা যতক্ষণ না ঠিক মতভাবে নেয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সময় বাড়ানো থাকবে। ঐ সময় বল গোলের মধ্যে ঢুকবার আগে গোলীর স্পর্শ পেলেও গোল বাতিল করা যাবে না। রক্ষণকারীর আইন ভঙ্গের মধ্যে গোল না হলে রি-কিক্ হবে। আক্রমণকারী আইন ভঙ্গ করে গোল দিলেও গোল হবে না, হবে—রি-কিক। কিকারের কোন অপরাধ হলে তার বিরুদ্ধে বসাতে হবে—ইনডিরেক্ট কিক্। ইতিহাস থেকে পাওয়া নয়—পেন্যাল্টি কিকের প্রবর্তক হচ্ছে আইরিশ ফুটবল সংস্থা। তারা ঐ আইনটি চালু করেছিল ১৮৯০ সনে। ইংল্যাণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন তাকে সমর্থন জানিয়েছিল ১৮৯১ সনের সেপ্টেম্বর। ১৮৯২ সনে ঠিক করা হল উভয়ার্দ্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে পেন্যাল্টি হলে, সেটা যতক্ষণ নিয়ম মতো ভাবে মারা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সময় বাড়ানো থাকবে।]

প্রঃ (৫২৯) পেন্যাল্টি কিকের কালে রেফারীর অবলোকন কি হবে ?

● (১) নিশ্চলভাবে বলটি পেন্যাল্টি 'স্পট' বা 'মার্কে' বসাতে হবে।

(২) রেফারী সঙ্কেত পেলে তবেই কিকার কিক্‌টি মারতে পারবে।

(৩) বাঁশী না বাজা পর্যন্ত কিকার যেন সীমার মধ্যেই দাঁড়ায়।

(৪) কিক্ মারার আগে কিকার এবং প্রতিপক্ষ গোলী ছাড়া বাকি সবাইকে মাঠের ভিতরে অথচ পেন্যাল্টি এরিয়া ও পেন্যাল্টি আর্কের বাইরে দাঁড়াতে হবে।

(৫) কিক্‌টি না নেয়া পর্যন্ত, গোলীর দুই পায়ের পাতা দুই পোষ্টের মধ্যকার গোল লাইনের ওপর অনড় অবস্থায় থাকতে হবে।

(৬) কিক্‌টিকে অতি অবশ্যই সামনের দিকে মারতে হবে।

(৭) বলটি তার আপন পরিধি গড়ালেই খেলার মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।

(৮) কিকার একবার খেলার পর অপরের স্পর্শ ছাড়া দ্বিতীয়বার আর খেলতে পারবে না।

(৯) এই কিক্ থেকে সরাসরি গোল হতে পারে।

(১০) উভয়ার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে কোন দল কিক্ পেলে সেই কিক্ যতক্ষণ না নিয়মমাফিক ভাবে নেয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত খেলার সময় বর্ধিত থাকবে।

(১১) বর্ধিত সময়ে বল গোলের দিকে যাবার মুখে গোলীর স্পর্শ পেলেও গোল বাতিল করা যাবে না।

(১২) কেউ অনধিকার প্রবেশ করলেই খেলা থামান উচিত হবে না। পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

(১৩) কিকার যেন কিকের কালে তার 'কিকিং অ্যাকশন' পরিবর্তন না করে।

(১৪) লাইন্সম্যানকে তখন গোল-জাজের দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রঃ (৫৩০) পেন্যাল্টি কিক্ মাত্র এক ফুট সামনে মারা হল। তারপর একজন সহখেলোয়াড় ছুটে এসে কিক্ করে গোল করলে কি হবে ?

● গোল বাতিল হবে। রি-কিক্ করতে হবে। বল তার আপন পরিধি না গড়ালে খেলার মধ্যে গণ্য হয় না। ওভাবে কেউ খেললে তাকে সতর্ক করা হবে।

প্রঃ (৫৩১) পেন্যাল্টি কিক্ বারে লেগে, রেফারীর গায়ে লেগে তারপর গোলে ঢুকলে কি হবে ?

● গোল ধার্য করতে হবে। রেফারীর গায়ে লাগলে খেলা থামান যাবে না।

প্রঃ (৫৩২) পেন্যাল্টির কালে রেফারী কি গোলীকে দুই গোল পোস্টের মধ্যকার গোল লাইনের ওপর দাঁড়াতে বাধ্য করবেন ?

● হ্যাঁ, তাই করবেন।

প্রঃ (৫৩৩) পেন্যাল্টি নেয়া হচ্ছে। কিকের আগেই একজন সহখেলোয়াড় এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়লো এবং বলও বাইরে গেল কি হবে?

● প্রতিপক্ষের গোল-কিক্।

প্রঃ (৫৩৪) ঐ কিক্ যদি বাইরে না গিয়ে গোলে প্রবেশ করে?

● গোল বাতিল হবে। রি-কিক্ হবে। অনুপ্রবেশকারী সতর্কিত হবে। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (৫৩৫) কায়দা করে কিক্‌টি পেছনে মারা হল। অপর একজন সহখেলোয়াড় গোল করলো কি হবে?

● গোল বাতিল হবে। কিকার সতর্কিত হবে। আবার কিক্‌টি নিতে হবে। পেন্যাল্টি কখনো পিছন দিকে মারা যায় না।

প্রঃ (৫৩৬; পেন্যাল্টির কালে রক্ষণকারী ব্যাক মাঠ ছেড়ে বাইরে গিয়ে পোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে রইল কি হবে?

● কিক্‌টি শুরু করা যাবে না। কারণ পেন্যাল্টির কালে মাঠের মধ্যে অথচ পেন্যাল্টি সীমা ও আর্কের বাইরে দাঁডাতে বাধ্য থাকতে হবে খেলোয়াড়দের।

প্রঃ (৫৩৭) ডান পায়ে ভড়কী দেখিয়ে বাঁ পায়ে গোল করলে—কি হবে?

● গোল বাতিল হবে। কিকার সতর্কিত হবে। পেন্যাল্টির কালে কোনরকম ভড়কী চলবে না। স্বাভাবিক ভাবেই কিক্‌টি মারতে হবে। মাট কথা কোনরকম ভাবে 'কিকিং-অ্যাক্‌শন' পরিবর্তন করা যাবে না।

প্রঃ (৫৩৮) গোলীর পা নড়ে যাবার জন্য রি-কিক্ হচ্ছে। ঐ সময়ে—(১) রক্ষণকারী তার গোলীকে (২) আক্রমণকারী তার কিকারকে পরিবর্তনের আবেদন জানালে কি হবে?

● আবেদন গ্রাহ্য করতে হবে। বিশেষকরে গোলীর ক্ষেত্রে রেফারীকে ভালো মতো সচেতন করতে হবে।

প্রঃ (৫৩৯) কোন্ সময় একমাত্র কিকার ছাড়া বাকি সবাইকে ১০ গজের চেয়েও অনেক বাইরে দাঁড়াতে হবে?

● পেন্যাল্টির কালে।

প্রঃ (৫৪০) পেন্যাল্টি মারতে গিয়ে কিকার যদি ইচ্ছে করে মাঠের বাইরে গিয়ে কিক্ মারার জন্য দৌড়তে থাকে কি হবে?

● কিকার সতর্কিত হবে। পুনরাবৃত্তিতে বহিষ্কৃত হবে।

প্রঃ (৫৪১) পেনাল্টি স্পটে জল জমে আছে, কিকার তাই অন্যত্র সরিয়ে বল মারতে চাইছে—কি করবেন রেফারী ?

● খেলোয়াড়ের আবেদন অগ্রাহ্য হবে। পেনাল্টি-মার্ক ছাড়া বল অন্যত্র সরিয়ে মারা যায় না। যে করেই হোক না কেন জল সরিয়ে বা বল ভাসতে না পারে এমন ব্যবস্থা করে কিক্‌টি নিতে হবে। সেই ব্যবস্থা সম্ভব না হলে খেলা বন্ধ করে দিতে হবে এবং পরে তারজন্য রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (৫৪২) পেনাল্টির কালে, কোন খেলোয়াড় কি শুধুমাত্র বলটিকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে কোন সহখেলোয়াড়কে দিয়ে গোল করাতে পারে ?

● হ্যাঁ পারে, যদি :—

(১) বলের পরিপূর্ণ অংশ অর্থাৎ তার আপন পরিধি সামনের দিকে যথার্থ ভাবে গড়াতে পারে।

(২) দুই গোল পোষ্টের মধ্যকার গোল লাইনের ওপর গোলীর পদযুগল যদি অনড় অবস্থায় থাকে এবং অন্য কোন খেলোয়াড়ের যদি কোনরকম অনুপ্রবেশ না থাকে।

(৩) সহ-খেলোয়াড়টি যদি কোনরকম ভাবে অফসাইড বিধি লঙ্ঘন করে না থাকে।

(৪) কিক্‌টি যদি বর্ধিত সময়ে না হয়ে সাধারণ সময়ে নেয়া হয়ে থাকে।

প্রঃ (৫৪৩) পেনাল্টি থেকে ব্যাক হিল করে গোল করলে কি হবে ?

● গোল বাতিল হবে। কিকার সতর্কিত হবে। এবং রিকিক্ হবে।

প্রঃ (৫৪৪) কেন হবে, কোন যুক্তিতে হবে বলুন তো ?

● আইন স্পষ্টই বলছে—"Must kick the ball forward." কেউ নিজ গোলের দিক মুখ করে, পিছন দিকে বল মারলে তাকে 'forward' বলা যাবে কি ? তাছাড়া 'হিল' করা যখন 'কিক' করার পর্যায়ে পড়ে না তখন নিশ্চয় কাজটা অবৈধ। আরও একটা যুক্তি দাঁড় করানো যেতে পারে একমাত্র পেনাল্টি কিকের বেলাতে কিকার কখনো তার 'কিকিং-অ্যাকশন' পরিবর্তন করতে পারে না। কাজেই 'হিল' করে প্রহসন সৃষ্টি করা বা ভড়্কী দেখান চলতে পারে না।

প্রঃ (৫৪৫) পেনাল্টির কালে, কখন কিকার আবার বল খেলতে পারবে না ?

● (১) অপরের স্পর্শ না হওয়া পর্যন্ত।

(২) বারে লেগে বল ফিরে এলে।

প্রঃ (৫৪৬) সাধারণ সময়ে পেন্যাল্টি কিক্ করা বলটি বারে লেগে ফেটে গেল কি হবে ?

● বারের তলাতেই ড্রপ করাতে হবে, নিয়মমাফিক আরেকটি বল এনে।

প্রঃ (৫৪৭) উভয় দলের একজন করে খেলোয়াড় কিকের আগেই সীমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করলো। কি হবে যদি গোল হয় এবং না হয় ?

● যারা ঢুকবে তাদের সবাইকে সতর্ক করে দিতে হবে। পরে তাদের নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। গোল হলেও রি-কিক্, না হলেও রি-কিক্। এমন কি বর্ধিত সময়তেও রি-কিক্ হবে।

প্রঃ (৫৪৮) পেন্যাল্টি মারার আগেই কিকারের সহ-খেলোয়াড় একজন সীমার মধ্যে ঢুকে পড়লো। রেফারী তা দেখেও ছেদ টানলেন না খেলায়। ইত্যবসরে বলটি গোলীর ঘুষি খেয়ে, বা পোস্টে লেগে অথবা ক্রশবারে লেগে ঢুকে পড়া সেই সহ-খেলোয়াড়ের পায়ে পড়ল, যা থেকে সে গোল করতে দেরী করলো না—কি হবে ?

● গোলটি বাতিল হবে। অনুপ্রবেশকারী সতর্কিত হবে। তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। যেখান থেকে সট মেরে সেই খেলোয়াড় গোলটি করবে সেখানেই ধার্য করতে হবে—ইন্ডিরেক্ট কিক্।

প্রঃ (৫৪৯) কিকের আগেই প্রতিপক্ষ ব্যাক সীমার মধ্যে ঢুকে পড়লো ঐ অবস্থায় যদি গোল হয় এবং গোল না হয় কি হবে ?

● রক্ষণকারী ব্যাক সতর্কিত হবে। তার নামে রিপোর্ট যাবে। গোল না হলে রি-কিক্। আর গোল হলে সেটা বহাল থাকবে।

প্রঃ (৫৫০) গোলী চিৎকার করে জানতে চাইছে, "কে কিক্ মারবে—জানাও।" রেফারী তা জানাতে কি বাধ্য থাকবেন ?

● মোটেই নয়। এক্ষেত্রে রেফারীর জানাবার কিছু নেই। কারণ সট মারার পূর্বে একমাত্র কিকার ছাড়া আর কেউ-ই ঐ সীমার মধ্যে ঢুকতে পারে না। কাজেই বলকে লক্ষ্য করে ছুটে এলেই ধরে নিতে হবে সেই ব্যক্তিই কিকার। যদি দুজন ছুটে আসে রেফারী সেই মত পরে ব্যবস্থা নিতে পারেন। তাছাড়া বাঁশী বাজানো না হলে কোন কিকারই সীমার বাইরে যেতে পারে না। বাঁশীর নির্দেশ জানাবার পর তবেই কিকার দীর্ঘ দৌড়ের জন্য সীমার বাইরে যেতে পারে। সুতরাং বাঁশী না বাজা পর্যন্ত কিকারকে যখন সীমার মধ্যে থাকতে হয়, তখনই নির্দিষ্ট হয়ে যায় কে কিকটি মারছে। কাজেই আলাদা করে গোলীকে অবগত করানোর প্রশ্ন উঠতে পারে না।

প্রঃ (৫৫১) পেন্যাল্টির কালে গোলীর পায়ের পাতা লাইনের ওপর অনড় অবস্থায় থাকলেও, গোলী কি হাঁটু বা মাজা অথবা হাত নাড়তে পারবে, শরীরকে তৎপর রাখার জন্য ?

● আইনে গোলীর উভয় পায়ের পাতাকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অন্য কিছুকে নয়। কাজেই পারবে। তাই, কোন রকম action বা motion-এর মাধ্যমে গোলী যদি তৎপর থাকতে চায় পায়ের পাতা না নড়িয়ে তাতে বাধা দেবার কিছু থাকতে পারে না। তাই বলে গোলী এমন ভাবে অন্য কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াতে পারবে না যাতে করে কোনরকম প্রহসন সৃষ্টি হতে পারে বা কিকারের মনযোগ নষ্ট হতে পারে। ও রকম করা হলে গোলী সতর্কিত হবে।

প্রঃ (৫৫২) স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ ইচ্ছে করেই লাথি চালালো জনৈক রক্ষণকারী কি হবে ?

● স্বীয় দলের খেলোয়াড়কে মারলে, রেফারীকে মারলে বা বলটা খেলার মধ্যে না থাকলে পেন্যাল্টি দেয়া যাবে না। নচেৎ বাকি ক্ষেত্রে দেয়া যেতে পারে।

প্রঃ (৫৫৩) পেন্যাল্টি কিক্ বারে লেগে, রেফারীর গায়ে লেগে সেই কিকারের কাছে গেল যা থেকে গোল করতে তার ভুল হল না। কি হবে ?

● গোল বাতিল হবে। দ্বিতীয়বার খেলাব অপরাধে তার বিরুদ্ধে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্ হবে। রেফারীর গায়ে লাগাটা কোন ঘটনাই হবে না।

প্রঃ (৫৫৪) বর্ধিত সময় ঠিক কখন শেষ হবে ?

● যতক্ষণ পর্যন্ত কিক্‌টি নিয়ম মতো ভাবে না নেয়া হবে।

প্রঃ (৫৫৫) পেন্যাল্টি নেয়া হচ্ছে। সহ-খেলোয়াড় অনুপ্রবেশ করলো কিকের আগেই এবং গোলও হল কি হবে ?

● গোল বাতিল হবে। অনুপ্রবেশকারী সতর্কিত হবে। তার নামে রিপোর্ট যাবে। খেলাটি শুরু হবে রি-কিক্ থেকে, যদি অবশ্য সাধারণ সময়ে হয়। আর বর্ধিত সময়ে হলে গোলও বাতিল হবে এবং খেলাও সেখানে শেষ হয়ে যাবে।

প্রঃ (৫৫৬) বর্ধিত সময়ের কিক্‌টি গোলীর হাতে লেগে, বারের নীচে লেগে গোল হল ?

● গোল হবে। কারণ বলের গতি ছিল গোলের দিকেই।

প্রঃ (৫৫৭) বর্ধিত সময়ে কিক্‌টি বারে লেগে গোলীর হাতে গেল। গোলী সেই বল মাটিতে ড্রপ করাতে গিয়ে গোলে ঢুকিয়ে দিলে কি হবে ?

● গোল হবে না। বারে লেগে গোলী বলটি ধরা মাত্রই খেলা শেষ হয়ে

যাবে। বলের গতি যে মুহূর্তে থেমে যাবে বা প্রতিহত হয়ে বিপরীত মুখো হবে, সেই মুহূর্তেই খেলা শেষ হয়ে যাবে।

প্রঃ (৫৫৮) বর্ধিত সময়ে বলটি বারে লেগে গোলীর হাতের স্পর্শ নিয়েই গোলে প্রবেশ করলো?

● গোল হবে। যেহেতু বলে গতি ছিল গোলাভিমুখী।

প্রঃ (৫৫৯) বর্ধিত সময়ে বলটি বারে লেগে, মাটিতে ড্রপ পড়ল তারপর গড়াতে গড়াতে গোলে ঢুকলো—কি হবে?

● গোল হবে না। বল মাটিতে ড্রপ পড়ার সাথে সাথে খেলা শেষ হয়ে যাবে।

প্রঃ (৫৬০) পেন্যাল্টি মারার কালে কিক্‌টি না মেরে বল টপকে চলে যাবার পর অপর খেলোয়াড় তা থেকে গোল করলো কি হবে?

● গোল বাতিল হবে। বলকে ডিঙোবার জন্য খেলোয়াড় সতর্কিত হবে। পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। বি-কিক্‌ দিতে হবে। ওভাবে একত্রে দুজন ছুটে এসে ভড়কী দিয়ে গোল করতে পারবে না। তাছাড়া প্রথম জন কিক্‌ না মারলে তাকে অনধিকার অনুপ্রবেশের আওতায় আনা যাবে।

প্রঃ (৫৬১) গোলী স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে প্রচণ্ড জোরে বল ছুঁড়ে মারলো আগত ফরোয়ার্ডের মুখে কি হবে?

● পেন্যাল্টি (আঘাত করার জন্য)

প্রঃ (৫৬২) খুব জোড়ে ছুঁড়লো অথচ লাগলো না?

● তাতেও পেন্যাল্টি (আঘাতের চেষ্টা করাব জন্য)।

প্রঃ (৫৬৩) অনুরূপভাবে কাদা, গ্লাভস্‌, সিনগার্ড ইত্যাদি কিছু একটা ছুঁড়ে মারা হলে?

● পেন্যাল্টি হবে (আঘাত কবার জন্য)।

প্রঃ (৬৪) বল-সমেত প্রতিপক্ষকে ধাক্কা মারা হলে?

● পেন্যাল্টি (ধাক্কা বা ঠেলার জন্য)।

প্রঃ (৫৬৫) হাতের গ্লাভস এমন জোরে ছুঁড়ে মারা হল—(১) বলের প্রতি (২) আগত ফরোয়ার্ডের প্রতি—যার ফলে বলের গতি নষ্ট হল ও অন্য পথে বাঁক নিল এবং ফরোয়ার্ডও হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল এবং অব্যর্থ গোলের সুযোগ হারালেন?

● বলের প্রতি ছোঁড়া হলে এবং তার গতি অন্য পথে বাঁক নিলে ইন্‌ডিরেক্ট

কিক্ হবে। আর ফরোয়ার্ডের প্রতি ছোঁড়া হলে পেন্যাল্টি হবে উভয়ক্ষেত্রে গোলী সতর্কিত হবে। পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রঃ (৫৬৬) পেন্যাল্টিতে গোল হোল না অথচ গোল কিক্ দিতে হবে না কখন কখন ?

● (১) বর্ধিত সময়ে বল গোলের বাইরে যাবার সাথে সাথেই খেলা শেষ।

(২) সহ খেলোয়াড় ঢোকার দরুণ গোল হলে আর প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় ঢুকে পড়ায় গোল না হলে।

(৩) বল বারে লেগে ফেটে গেলে।

প্রঃ (৫৬৭) খেলার বিশেষ এক মুহূর্তে রেফারী পেন্যাল্টি দিতে বাধ্য হলেন সেই দলের বিরুদ্ধে, যে দলে খেলোয়াড় ছিল মাত্র ৭ জন। যে খেলোয়াড়টির অপরাধের জন্য পেন্যাল্টি দিতে হয়েছিল তার অপরাধ এমন গুরুতর ছিল যে, রেফারী তাকে না তাড়িয়ে আর পারলেন না। এরপর রেফারীর করণীয় কি হবে ?

● ৭ জনের কম হলে, সে খেলা নিয়মমাফিক বলে গণ্য হবে না বলে যদি সেই প্রতিযোগিতায় কোন প্রস্তাব নেয়া থাকে তাহলে সেইখানেই খেলা শেষ করে দিতে হবে এবং পরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিতে হবে। রিপোর্টে দুটি বিষয়ের উল্লেখ থাকবে। বহিষ্কারের এবং খেলা বন্ধের।

প্রঃ (৫৬৮) খেলা চলছে নীলের সাথে লালের। রেফারী লালের বিরুদ্ধে একটি পেন্যাল্টি দিলেন। নীল দল কিক্ নিলে কি হবে নীচের ঘটনাগুলিতে :—(১) সিদ্ধান্ত জানান (২) সেই সিদ্ধান্তের কারণ-গুলিও ব্যক্ত করুন।

(এ) নীলেরা কিক্ মারতে উদ্যত। গোলী লাইন ছেড়ে এগিয়ে এলো এবং বলে ঘুঁষি চালাল। বলটি বারে লেগে গোলে ঢুকলো ?

● গোল হবে। গোলী অবৈধভাবে এগিয়ে এলেও প্রতিপক্ষকে এখানে সুযোগ দিতে হবে।

(বি) নীল দলের খেলোয়াড় ব্যাক হিল করে সামনের দিকে বল গড়িয়ে দিল তার আপন পরিধি। অপর একজন সহ-খেলোয়াড় তা থেকে গোল করলো ?

● গোল বাতিল হবে। ব্যাক হিল করার জন্য খেলোয়াড় সতর্কিত হবে। তার নামে রিপোর্ট যাবে। খেলাটি শুরু হবে রি-কিক্ থেকে। পেন্যাল্টি মারতে গেলেই সামনের দিকে তা মারতে হবে।

প্রঃ (৫৬৯) কিক্‌টি, গোল লাইনের সমান্তরালভাবে পাশে ঠেলা হল এবং তা থেকে অপর একজন সহ-খেলোয়াড় গোল করলে কি হবে?

● গোল বাতিল হবে। কিকার সতর্কিত হবে। তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। রি-কিক্ হবে। বল ওভাবে পাশে মারা যাবে না। সামনের দিকে মারতে হবে।

প্রঃ (৫৭০) খেলা চলছে মহমেডান দলের পেন্যাল্টি সীমার ভিতর। হঠাৎ হাওড়ার ব্যাক ঐ পরিস্থিতিতে স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার ভিতর, মহমেডানের রাইট্‌ইন্‌কে সজোরে ঘুঁষি চালিয়ে মাঠে শুইয়ে দিলে রেফারী কি করবেন?

● রেফারী সাথে সাথে খেলাটি বন্ধ করে দেবেন। ঘুঁষি মারার জন্য হাওড়ার ব্যাককে বহিষ্কৃত করবেন। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাবেন। এখানে 'অ্যাডভানটেজের' কোনরকম প্রসঙ্গ উঠতে পারছে না বলে, সেই ব্যাকের বিরুদ্ধেই শাস্তি দিতে হবে। কাজেই ও প্রান্ত থেকে বল এনে এ প্রান্তে বসাতে হবে—পেন্যাল্টি কিক্। মাঠের যে কোন প্রান্তে খেলা চলুক না কেন 'অ্যাডভানটেজ' না থাকলে অপরাধের স্থান-ই হবে কিক্ নেবার যথার্থ স্থল।

প্রঃ (৫৭১) পেন্যাল্টির কালে কিকারের ওপর কি কি বিধি নিষেধ আরোপ করা আছে?

● (১) রেফারীর বাঁশী না বাজলে কিক্‌টি মারা যাবে ।
(২) বাঁশী বাজানোর পর কিকার কিকের জন্য সীমা ছাড়তে পারে।
(৩) বলটাকে অতি অবশ্যই সামনের দিকে মারতে হবে।
(৪) অপরের স্পর্শ ছাড়া কিকার দ্বিতীয়বার বলটি খেলতে পারে না।
(৫) কিকার কখনোই তার 'কিকিং অ্যাক্‌শন্' পরিবর্তন করতে পারে না।
(৬) বলটি নিশ্চল অবস্থায় থাকার পর কিক্‌টি নিতে হবে।

প্রঃ (৫৭২) রেফারীর বাঁশীর পর, কিকার কিক্ মারার জন্য সীমার বাইরে গেল লম্বা দৌড় নেবার জন্য। পথিমধ্যে বিপক্ষের অবস্থানের জন্য তাদের সরে দাঁড়ানোর আবেদন জানালে রেফারী কি কিকারকে সমর্থন জানাবেন?

● না, জানাবেন না। সীমার বাইরে প্রতিপক্ষেরা যেখানে খুশী দাঁড়াতে পারে। কাজেই এখানে কিকারের অসুবিধা দূরীকরণের কোন উপায় নেই রেফারীর হাতে।

প্রঃ (৫৭৩) পেন্যাল্টি কিক্ বারে লেগে ফেটে গেলে ?
১। সাধারণ সময়ে—ড্রপ।
২। বর্ধিত সময়ে—খেলা শেষ।

প্রঃ (৫৭৪) পেন্যাল্টি কিক্ তার আপন পরিধি না গড়িয়েই ফেটে গেল ?
১। সাধারণ সময়ে—রি-কিক্।
২। বর্ধিত সময়ে—রি-কিক্।

প্রঃ (৫৭৫) পেন্যাল্টি কিক্ তার আপন পরিধি গড়াবার পর ফাটলো ?
১। সাধারণ সময়ে—ড্রপ।
২। বর্ধিত সময়ে—রি-কিক্।

প্রঃ (৫৭৬) পেন্যাল্টি কিক্, আপন পরিধি গড়াবার পর, বহিরাগতের স্পর্শে থেমে গেল ?
১। সাধারণ সময়ে—রি-কিক্।
২। বর্ধিত সময়ে—রি-কিক্।

প্রঃ (৫৭৭) পেন্যাল্টি কিক্ আপন পরিধি গড়াবার পর বহিরাগতের স্পর্শ পেল, কিন্তু গোল হল ?
১। সাধারণ সময়ে—রি-কিক্।
২। বর্ধিত সময়ে—রি-কিক্।

প্রঃ (৫৭৮) বর্ধিত সময়ে কিক্‌টি ফিরে পেয়েই কিকার গোল করলে কি হবে ?

● গোল বাতিল হবে। যে মুহূর্তে বলটি প্রতিহত হয়ে বিপরীত দিকে 'টার্ণ' নেবে ঠিক সেই মুহূর্তেই খেলাটি শেষ হয়ে যাবে।

প্রঃ (৫৭৯) কি কি কারণে পুনরায় পেন্যাল্টি নিতে বলবেন রেফারী ?

● (১) গোলীর পায়ের পাতা নড়তে থাকলে বা গোল লাইন ছেড়ে এগিয়ে আসার জন্য গোল না হলে।

(২) সহ খেলোয়াড়ের অনুপ্রবেশের মধ্যে গোল হলে।

(৩) প্রতিপক্ষের অনুপ্রবেশের পর গোল না হলে।

(৪) উভয় পক্ষের অনুপ্রবেশের পর গোল হলে বা না হলে।

(৫) বল সামনের দিকে না মারা হলে।

(৬) ব্যাক হিল করে বা ভড়কী দেখিয়ে গোল দিলে।

(৭) বল তার আপন পরিধি না গড়ালে।

(৮) কিকের পর বহিরাগতের স্পর্শ পেলে।

প্রঃ (৫৮০) পেন্যাল্টি কিক্ থেকে অফসাইড হতে পারবে কি ? হলে কি ভাবে ?

● হ্যাঁ পারবে। কিকের কালে সবাইকার অবস্থান ছিল আর্কের কাছে। কেবল মাত্র একজন সহ-খেলোয়াড়ের অবস্থান ছিল পেন্যাল্টি এরিয়ার সাইড

লাইনের ধারে। বল কিক্ করার পর কেটে গিয়ে সরাসরি তার কাছে গেলে বা বারে প্রতিহত হয়ে তার কাছে এলে সেই খেলোয়াড় অফ সাইড হবে।
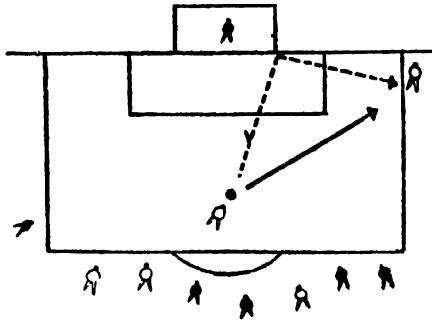
পেন্যাল্টি-কিক্ থেকে অফসাইড হবার নক্শা লক্ষ্য করুন।

প্রঃ (৫৮১) টাইব্রেক পদ্ধতিটি প্রবর্তিত হবার কারণ কি বলুন তো?

● অমীমাংসিত খেলার জন্য, প্রতিযোগিতার ভবিষ্যত কর্মসূচী যাতে ভেঙ্গে না যায়, অথবা স্বীকৃত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে যাতে কোনরকম বাধা না পডতে পারে বা প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হতে পারে—সেটা নিরশনের জন্যই টুর্ণামেণ্ট কমিটির হাতে এই অস্ত্রটি উপহার দেয়া হয়েছে। এখন থেকে এর সাহায্য নিয়ে, অমীমাংসিত খেলাগুলির মোকাবিলা করার জন্য টুর্ণামেণ্ট কমিটি রেফারীর মাধ্যমে এই ব্যবস্থার প্রচলন রেখে ঠিক করে নিতে পারবে—কোন দল পরবর্তী রাউণ্ডে উন্নীত হতে পারবে বা কোন দলকে সে বছরের জন্য বিজয়ী হলে ঘোষণা করা যাবে।

প্রঃ (৫৮২) বলুন দেখি, এই প্রথা কি বাধ্যতামূলক?

● মোটেই না। এটা গ্রহণ করা, বা না করা নির্ভর করবে টুর্ণামেণ্ট কমিটির ওপর। অবশ্য গৃহীত থাকলে আগে থেকে উভয় দলকে তা জানিয়ে রাখতে হবে।

প্রঃ (৫৮৩) মূল খেলার সাথে এর সম্পর্ক কি বলুন তো?

● কোনরকম সম্পর্ক নেই। কারণ ঘোষণাতেই বলা আছে—"স্যাল নট্ বি কনসিডারড পার্ট অফ দি ম্যাচ।"

প্রঃ (৫৮৪) 'টাই ব্রেক' পদ্ধতিকে প্রকৃত অর্থে কি আখ্যা দেয়া যায়, বলুন তো?

● "কিক্স ফ্রম দি পেন্যাল্টি স্পট বা মার্ক।"

প্রঃ (৫৮৫) কোনদিককার গোলে কিক্‌গুলি মারতে হবে ?

● দিক পছন্দ করার দায়িত্ব অর্পিত আছে কেবলমাত্র রেফারীর ওপরে।

প্রঃ (৫৮৬) দর্শকদের দাবীতে এ পোস্টে পাঁচটি এবং ও দিককার পোস্টে পাঁচটি কিক্ মারা চলবে কি ?

● না চল'ব না। সমস্ত কিক্‌গুলি মারতে হবে একদিককাব পোস্টে।

প্রঃ (৫৮৭) উদ্যোক্তা প্রধান, রেফারীকে অনুরোধ জানালেন, কিক্‌গুলি, ভি.আই.পি. গ্যালারীর সামনেকার পোস্টের দিকেই যেন ব্যবস্থা করা হয়—কি করবেন রেফারী ?

● রেফারী এ ব্যাপারে কারুর অনুরোধ রাখতে বাধ্য নন। তিনি তাঁর সুবিধা মতো দিক্ পছন্দ করে দেবেন।

প্রঃ (৫৮৮) বলুন তো, উভয় দল প্রথম সুযোগে কটি করে কিক্ করার অধিকারী হতে পারবে ?

● মোট পাঁচটি করে। অর্থাৎ উভয় দলের মিলিত কিক্ দাঁড়াবে দশটি। অবশ্য পাঁচটির আগেই যদি গোলেব ব্যবধান পরিস্কার হয়ে যায়, তাহলে যে দল, তুলনায় পেছিয়ে থাকবে—তারা যদি বাকি শর্ট মেরে গোল করেও প্রতিপক্ষকে ধরতে না পারে তাহলে সে কিক্‌গুলি ছাঁটাই করে দিতে হবে।

প্রঃ (৫৮৯) কিভাবে সেই কিক্‌গুলি মারতে হবে বলুন তো ?

● মারতে হবে—দল পবম্পরায়। অর্থাৎ এ দল একবার, ও দল একবার—এই ভাবে।

প্রঃ (৫৯০) কোন দল আগে কিক্ মারবে ?

● যে দল টসে জয়লাভ করবে, সে দলই আগে কিক্ মারতে বাধ্য থাকবে।

প্রঃ (৫৯১) টসে জয়ী দলপতি জানালো—“কিক্ শুরু করুক প্রতিপক্ষ দল” রেফারী কি সে ইচ্ছায় সম্মতি দেবেন ?

● না, দেবেন না। আপত্তি জানিয়ে জয়ী দলকেই কিক্ মারতে বাধ্য করাবেন।

প্রঃ (৫৯২) এবারে বলুন তো কে টস করবেন এবং কে তাতে ‘কল’ দেবে ?

● রেফারী নিজেই টস্ করবেন। কল দিতে পারবে যে কোন অধিনায়ক।

প্রঃ (৫৯৩) টাই ব্রেকে কোন্ দলকে বিজয়ী ঘোষণা করতে হবে ?

● তুলনায় যারা বেশী গোল দেবে।

প্রঃ (৫৯৪) কিক্‌গুলি মারবার অধিকারী হবে কারা কারা ?

● খেলার শেষ অবধি অর্থাৎ 'এক্সট্রা-টাইম' শেষ হয়ে গেলে, সেই সেই দলের যে সমস্ত খেলোয়াড়েরা মাঠে অংশরত অবস্থায় ছিল, তারাই কেবলমাত্র কিক্ মারার অধিকারী হবে।

প্রঃ (৫৯৫) পাঁচটি কিক্ শেষ হলে পর, উভয় পক্ষের গোল সংখ্যা যদি সমান থাকে রেফারী কি করবেন ?

● রেফারীকে দ্বিতীয় পর্বের কিক্ শুরু করাতে হবে। দ্বিতীয় পর্ব, অর্থে কিন্তু এই বোঝাবে না—আবার পাঁচটি করে কিক্।

প্রঃ (৫৯৬) দ্বিতীয় পর্বের ব্যবস্থাটি কি হবে বলুন তো ?

● উভয় দলের পাঁচটি করে কিক্ শেষ হলে পর, আগেকার আদেশ মতো অর্থাৎ 'এ দল—ও দল' করে কিক্‌গুলি মেরে যেতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ সমান সংখ্যক কিক্ মেরে কোন দল এগিয়ে যেতে না পারবে।

প্রঃ (৫৯৭) এবার বলুন তো, প্রথম পর্বে পাঁচটি করে কিক্ মারতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি ?

● না সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যদি দেখা যায় সব কিক্‌গুলি শেষ করার আগেই দু' দলের গোলের ব্যবধান এমন পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে, যেখানে বাকি কিক্‌গুলি মারাব প্রয়োজন পড়ছে না, সেখানে বাকি সর্টগুলি নিতে বারণ করা হচ্ছে।

প্রঃ (৫৯৮) প্রথম দল, প্রথম তিনটি কিকের তিনটিতেই গোল করলো এবং অপর দল কোন গোল করতে পারলো না। খেলায় আর কটি কিক্ নেয়াতে হবে বলুন তো ?

● আর কোন কিকের দরকার পড়বে না। কারণ, প্রথম দল বাকি দুটি কিকে যদি একটিও গোল না দিতে পারে এবং অপরপক্ষ যদি বাকি দুটির মধ্যে দুটিতেই গোল দিতে পারে, তাহলেও ফল দাঁড়াবে ৩—২ গোল। কাজেই দ্বিতীয় দলের হাতে যখন ড্র অথবা জেতার কোন সম্ভাবনা নেই তখন বাকি কিক্‌গুলি করানোর আর দরকার হবে না।

প্রঃ (৫৯৯) একই খেলোয়াড় পর পর দুটি কিক্ মারতে পারবে কি ?

● হ্যাঁ পারবে। প্রথম পালার শেষ কিক্ এবং দ্বিতীয় টাণের প্রথম কিকের বেলায়।

প্রঃ (৬০০) পাঁচটি কিক্ শেষ হলে পর, আবার যদি কিক্ নিতে হয় তাহলে পূর্বেকার সেই খেলোয়াড়রা কি, যথাক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম কিক্ নিতে পারবে ?

● না, তারা আর পারবে না। দলের সকলের পালা শেষ হলে, নূতন করে

যদি আবার পালা শুরু করার অবকাশ থাকে তাহলেই পারবে, নচেৎ নয়। কাজেই পালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কিক্ ভিন্ন ভিন্ন খেলোয়াড়কেই মারতে হবে।

প্রঃ (৬০১) দলের 'ষ্টপার' একাদশতম কিক্‌টি মেরে, গোল দেবার পর নূতন করে পালা শুরু করার অবস্থা সৃষ্টি হল। এবারে বলুন তো নূতন পালায় সেই ষ্টপার প্রথম কিক্ নিতে পারবে কিনা?

● কোন বাধা নেই। পারবে।

প্রঃ (৬০২) টাই ব্রেকের কালে কোন ফরোয়ার্ড কি গোলীর সাথে স্থান পরিবর্তন করে নিয়ে গোলরক্ষা করতে পারে?

● হ্যাঁ পারবে, তবে রেফারীকে জানাতে হবে।

প্রঃ (৬০৩) মূল খেলায় দুজন বদলী খেলোয়াড় নেয়া হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সেই দলের গোলী যদি আহত বা অক্ষম হয়, তাহলে অপর কোন গোলী বদলী হিসেবে আসতে পারবে কি?

● নতুন আইনের বলে পারবে না।

প্রঃ (৬০৪) টাই ব্রেকের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়েরা কে কোথায় অবস্থান করবে?

● কিকার এবং উভয় দলীয় গোলী ছাড়া বাকি সবাইকার অবস্থানস্থল হবে মধ্য মাঠের সেণ্টার সার্কেলের ভিতরে। কিকার পক্ষের গোলীকে দাঁড়াতে হবে পেন্যাল্টি এরিয়ার বাহিরে এবং পেন্যাল্টি আর্কের বহু পাশে।

প্রঃ (৬০৫) আলোকাভাবের জন্য রেফারী টাই ব্রেক শেষ করতে পারলেন না কি করতে পারেন রেফারী পরবর্তী পদক্ষেপে?

● আইন বলছে 'লটে'র মাধ্যমেই সেটা নির্ধারণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্দেশ মতো রেফারীকে কাজ শেষ করতে হবে।

প্রঃ (৬০৬) বল, পেন্যাল্টি এরিয়া পার করে দেয়া হল। তবুও কি রেফারী সেই পেন্যাল্টি এরিয়ার মধ্যে পেন্যাল্টি বসাতে পারেন?

● হ্যাঁ পারবেন। বল যেখানেই থাকুক না কেন, রেফারীর মতে কোন রক্ষণকারী যদি সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে সেই এরিয়ার মধ্যে অপরাধ করে এবং সেই অপরাধ যদি পেন্যাল অপরাধভুক্ত হয় তাহলে নিশ্চয় পেন্যাল্টি বসাতে পারেন।

প্রঃ (৬০৭) রেফারী একাধারে খেলোয়াড় তাড়াবেন, আবার অপরদিকে পেন্যাল্টিও বসাবেন। রেফারী কখনো কি এতখানি নির্মম হতে পারেন?

● হ্যাঁ পারেন। রেফারীর অভিধানে—"লঘু পাপে গুরু দণ্ড" বা গুরু পাপে লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা নেই। আইনের যথার্থ প্রকাশভঙ্গী যতই নির্মম বা হাল্কা ধরনের হোক না কেন রেফারী তা পালন করে যেতে বাধ্য থাকবেন।

পনের নম্বর আইন

থ্রোইন

এই আইনের সারবস্তু ও ভূমিকা ঃ

[টাচ লাইনের বহিরাংশকে সার্বিকভাবে ছাপিয়ে বল বাইরে যাওয়া মাত্রই হবে থ্রোইন্। যাদের স্পর্শে বল বাইরে যাবে থ্রো পাবে তার বিপরীত পক্ষ। থ্রোইনের অন্যান্য বিষয়গুলি বর্ণনা করা হয়েছে (৬০৮) প্রশ্নের উত্তর মালায়। ইতিহাস থেকে, থ্রোইনের বিচিত্র গতির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৫৮ সনে শেফিল্ড নিয়মাবলীতেই সর্বপ্রথম থ্রোইনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। তখন এর ধরণ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। তখন ঐ ব্যবস্থায় হাতের ব্যবহার চলতো না। পায়ে করেই করতে হোত-খেলা শুরু। তারপর এলো হাতের যুগ। কিছুকাল আবার এক হাতে ছোঁড়ারও ব্যবস্থা ছিল। দুহাতে ছোঁড়ার নীতি গৃহীত হয়েছিল ১৮৮২ সনে। বহুদূর থেকে ছুটে এসে থ্রো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ১৮৯৫ সনে। থ্রো থেকে অফসাইড হতে পারবে না সেটা ঠিক করা হয়েছিল ১৯২০ সনে। ১৯২৫ সনে, পায়ের পাতাকে স্থাপন করতে বলা হল টাচ লাইনের ওপরে। আর, ১৯৩১ সনে ঠিক করা হয়েছিল—থ্রোইন ভুল করা হলে টাচ লাইনের ওপর থেকে যে কিক করার ব্যবস্থা ছিল তার পরিবর্তে প্রতিপক্ষ দল অনুরূপ ভাবেই বল ছোঁড়ার সুযোগ পাবে।]

প্রঃ (৬০৮) ১৫ নম্বর নিয়মের মূল বক্তব্যগুলি ব্যক্ত করুন।

● বলের পরিপূর্ণ অংশ যখন কি শূন্যে থাকা অবস্থায়, কি গড়ান অবস্থায় সার্বিকভাবে টাচ লাইন অতিক্রম করবে—তখনই থ্রো-ইনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১) বল শেষবারের মত যাদের স্পর্শে মাঠ ছাড়বে তাদের প্রতিপক্ষ-ই থ্রোইন করবে।

(২) যে স্থান দিয়ে বল অতিক্রান্ত হবে ঠিক সেই স্থান থেকেই থ্রোইনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) থ্রোইন যদি অশুদ্ধ হয় তাহলে প্রতিপক্ষের থ্রোইন হবে!

(৪) বলের অংশ টাচ লাইন স্পর্শ করলেই থ্রো-ইন্ পরিপূর্ণ হবে না। থ্রোইন্ তখনই গণ্য হবে যখন বলের সার্বিক অংশ মাঠের মধ্যে ঢুকবে।

(৫) ছোঁড়ার সময় নিক্ষেপকারীর মুখ মাঠের দিকে থাকতে হবে।

(৬) একটা অবিচ্ছিন্ন গতি রেখে, দুহাতে সমান জোর দিয়ে মাথার পিছন দিক থেকে শুরু করে মাথার ওপরের মধ্যে বলটিকে ছেড়ে দিতে হবে।

(৭) উভয় পায়ের কোন না কোন অংশ টাচ লাইনের ওপরে, নয় তার বাইরে মাটি স্পর্শ অবস্থায় থাকতে হবে।

(৮) অন্যের স্পর্শ ছাড়া 'থ্রোয়ার' দ্বিতীয়বার বলটি খেলতে পারবে না।

(৯) থ্রো-থেকে সরাসরি গোল হয় না বা অফসাইডও হয় না।

প্রঃ (৬০৯) উভয় খেলোয়াড়ের স্পর্শে বল টাচ লাইন অতিক্রম করলে কি হবে?

● অবস্থাটি বুঝতে বা বিচার করতে অসুবিধা হলে ড্রপ সহকারে খেলাটি শুরু করতে হবে। তবে এ সব ক্ষেত্রে ড্রপ না দেওয়াই শ্রেয়। তৎপর ভাবে রক্ষণভাগের অনুকূলেই থ্রোইন দেয়া যেতে পারে।

প্রঃ (৬১০) থ্রোইনের কালে একজন ব্যাক স্বীয় পেন্যাল্টি সীমায়, প্রতিপক্ষকে ঘুষি চালালো—কি হবে?

● সেই ব্যাক বহিষ্কৃত হবে। রিপোর্ট যাবে তার নামে। খেলাটি শুরু হবে সেই থ্রোইন থেকে। থ্রো ঠিক মতো না নেয়া পর্যন্ত বল 'ডেড' থাকে।

প্রঃ (৬১১) জনৈক হাফ তাড়াতাড়ি করে থ্রোইন করার জন্য মাঠের বহুবাইরে থেকে থ্রো করলে কি হবে?

● যে স্থান দিয়ে বল অতিক্রান্ত হবে ঠিক সেই স্থান থেকেই থ্রোইন করতে হবে। ওভাবে থ্রো করা হলে, সে নীতি বজায় থাকতে পারে না। কাজেই রি-থ্রো হবে। সাধারণ ভাবে নির্দেশ দেয়া আছে লাইন থেকে এক গজের মধ্যে যেন থ্রোয়ার বলটি ছোঁড়ে।

থ্রো-ইনের সময় হাতের গতি থাকবে এইরকম

প্রঃ (৬১২) 'থ্রোয়ার' বলটি ছুঁড়লো নিজ গোলীকে লক্ষ্য করে। বলটি মাঝপথে কাদায় আটকে গেল। ইত্যবসরে ঐ বল ধরে গোল করার চেষ্টায় জনৈক ফরোয়ার্ড ছুটে এলো বলের কাছাকাছি। দলের সমূহ পতন রোধ করার জন্য 'থ্রোয়ার'-ও সাথে সাথে ছুটে মাঠে ঢুকে পড়ল এবং সজোরে একটি কিক্ চালিয়ে গোলীকে ব্যাক পাশ করতে গিয়ে নিজ গোলে বল ঢুকিয়ে দিল। ঐ অবস্থায় থ্রোয়ার যদি পায়ে বল না খেলে হাতে করে বল তুলে নেয় তাহলে কি দেবেন রেফারী উভয়ক্ষেত্রে?

● গোলটি বাতিল করতে হবে। এখানে দ্বিতীয়বার খেলার অপরাধে

'থ্রোয়াবের' বিরুদ্ধে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্ হবে। কারণ অপরেব স্পর্শ ছাড়া থ্রোয়ার কখনো দ্বিতীয়বার বল খেলতে পারে না। থ্রোয়ার হাত দিয়ে খেললে ডিরেক্ট কিক্ দিতে হবে এবং পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে হলে পেন্যাল্টি দিতে হবে কারণ দ্বিতীয়বার খেলার অপরাধের চেয়েও হ্যাণ্ডবল করা অধিক গুরুতর ধরনের অপরাধ।

প্রঃ (৬১৩) গোড়ালি তুললেই ফাউল থ্রো হবে কি?

● গোড়ালি তোলার জন্য পায়েব যাবতীয় অংশ যদি মাঠের মধ্যে ঢুকে পরে তাহলেই অপরাধ নচেৎ নয়।

প্রঃ (৬১৪) থ্রোইনের কালে মাটি ছেড়ে একটি পা শূন্যে উঠে গেল, ফাউল থ্রো হবে কি?

● হ্যাঁ হবে। কারণ উভয় পায়েব কোন না কোন অংশ মাটিব সাথে যুক্ত থাকতে হবে থ্রো-ইনের কালে।

প্রঃ (৬১৫) একটি পা মাঠের ভিতর অপর আরেকটি পা টাচ লাইনের বাইরে স্থাপন করে থ্রো হলে কি হবে?

● এটাও ফাউল থ্রো। কারণ, উভয় পায়েব কোন-না-কোন অংশ নয় টাচ লাইনের ওপব, আব না হয় টাচ লাইনের বাইরে স্থাপন করতে হবে।

প্রঃ (৬১৬) লাইন অতিক্রমের জন্য লাইন্সম্যান পতাকা দিয়ে নির্দেশ জানালেন। রেফারী সেটা দেখতে বা বুঝতে পারলেন না। ইত্যবসরে একজন ব্যাক সজোরে ঘুঁষি চালালো ফরোয়ার্ডের মুখে।

● ঘুষি মারার জন্য সেই ব্যাক বহিষ্কৃত হবে এবং পরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। খেলাটি চালু থাকলেও শুরু হবে থ্রোইন থেকে। কারণ, ঘুষি মারার ঘটনাটি

ঘটেছিল লাইন অতিক্রম করার পর। এবং তার জন্য লাইন্সম্যানও তার নির্দেশ জানিয়েছিলেন। বল লাইন অতিক্রম করলো কি না সে ব্যাপারে লাইন্সম্যানের ক্ষমতা থাকার দরুণ, রেফারীকে তার ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে—এ ক্ষেত্রে।

প্রঃ (৬১৭) থ্রোইনের নামে প্রতিপক্ষের পিঠে সজোরে বল ছুঁড়ে মারা হলে কি হবে?

● থ্রোয়ার সতর্কিত হবে। পরে তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। ওভাবে থ্রোইন করা হয়ে থাকলে থ্রোয়ারের বিরুদ্ধে ডিরেক্ট কিক্ ধার্য করতে হবে। এটা হবে প্রতিপক্ষকে ইচ্ছে করে আঘাত করার ঘটনা।

প্রঃ (৬১৮) থ্রোইনের কালে বল সমেত হাত মাঠে ঢুকে গেলে হ্যাণ্ডবল হবে কি?

● না হবে না। হাত থেকে বল বেরিয়ে না গেলে থ্রোইন গণ্য হয় না।

প্রঃ (৬১৯) থ্রোইন করছে নীল দল। বল রেফারীর মাথায় লেগে লাল দলের বা নিজ দলের গোলে ঢুকলো সরাসরি—কি হবে?

● ১। লাল দলের গোলে ঢুকলে :—লাল দলের গোলকিক্।

২। নিজ দলের গোলে ঢুকলে :—লাল দল কর্নার পাবে।

প্রঃ (৬২০) একটি খেলায় রেফারী থ্রোইন সম্পর্কে ভীষণ ভাবে সচেতন থেকে প্রায় এক ডজন যথার্থ ভুল থ্রোইন ধরলেন। এটা কি যথার্থ ভূমিকা হবে?

● নিঃসন্দেহে ব্যাড রেফারীং হবে। শুধুমাত্র হাতের সাহায্যে পুনঃ শুরুর বেলায় এতখানি কঠোরতা অবলম্বন করা মোটেই উচিত নয়। পরামর্শে বলা আছে দেখতে একেবারেই বিসদৃশ—এমন ঘটনা ছাড়া ভুল থ্রোইন না দেয়াই শ্রেয়।

এভাবে থ্রো করা হলে ফাউল থ্রো না ধরাই শ্রেয়। কারণ হাতের গতি পেছন থেকেই শুরু হয়েছিল।

প্রঃ (৬২১) বল পিছলে গিয়ে ঠিকমত থ্রো হল না বা বহুদূর থেকে থ্রো করার জন্য বল মাঠের বাইরে ড্রপ খেয়ে তারপর মাঠে এলে—কি হবে?

● উভয় ক্ষেত্রেই রি-থ্রো হবে। সর্বদাই বলকে থো করে মাঠের মধ্যে পাঠাতে হয় সরাসরি। মাটিতে ঠুকে মাঠের মধ্যে বল দেয়া যায় না।

প্রঃ (৬২২) অশুদ্ধ একটি থ্রোইন হল। কিন্তু বলটি জমা পড়লো প্রতিপক্ষের পায়ে। সে বল নিয়ে গোল করতে উদ্যত হল। রেফারী কি করবেন—ফাউল-থ্রো ডাকবেন, না অ্যাডভানটেজ দিয়ে গোল করার সুযোগ করে দেবেন?

● অশুদ্ধ থ্রোইন হলেই, রেফারী প্রতিপক্ষকে থ্রো-ইন করার সুযোগ দেবেন। সে সুযোগ না দিলে অশুদ্ধ থ্রোইনের কোনরকম মূল্য বোধ থাকে না। অবশ্য থ্রোইনের কালে সবক্ষেত্রে রেফারী অশুদ্ধতার জন্য চুলচেরা বিচারের মধ্যে যাবেন না। না গেলেও কোন মতেই রেফারী ভুল থ্রোইনের জন্য 'অ্যাডভানটেজ' দিতে পারবেন না। 'অ্যাডভানটেজ' প্রয়োগের একমাত্র কেন্দ্রস্থল হল বার নম্বর আইন।

প্রঃ (৬২৩) থ্রোয়ার তাড়াতাড়ি করে বলটি তুলে নিয়ে, সামনে থাকা কোন স্বপক্ষীয় বা বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের পিঠে বলটি মৃদুভাবে প্রতিহত করে নিয়ে গোল করতে উদ্যত হলে কি করবেন রেফারী?

● তার গোল করার চেষ্টায় বাধা দিতে হবে। তার জন্য রেফারী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন ও পরে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। এটা হবে এক ধরনের অভদ্রোচিত আচরণ। এর জন্য থ্রোয়ারের বিরুদ্ধে ধার্য করতে হবে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্। বলটি বসাতে হবে সেখানে, যেখানে বল দিয়ে খেলোয়াড়ের পিঠে মারা হবে।

জানেন কি?

● মুখে বাঁশী নিয়ে একজন রেফারীকে সর্বপ্রথম খেলা পরিচালনা করতে দেখা যায় ১৮৭৮ সনে। সেই খেলায় অংশ নিয়েছিল নটিংহাম ফরেষ্ট ও শেফিল্ড নরফোক।

ষোল নম্বর আইন
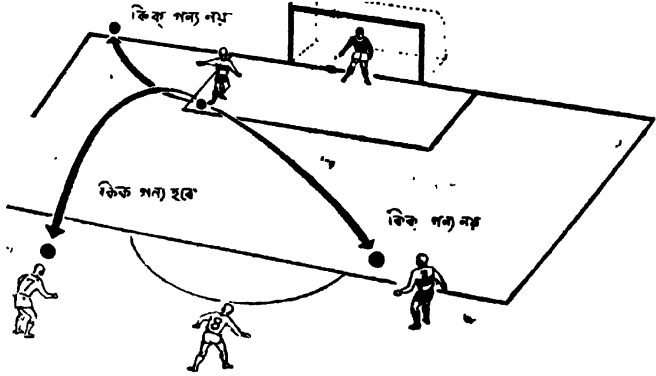
গোল কিক্

তিন রকমভাবে গোলকিক্ নেওয়া হচ্ছে।

এই আইনের সারবস্তু ও ভূমিকা ঃ

[শেষবারের মত আক্রমণকারীর স্পর্শে, গোল না হবার মতো কারণ নিয়ে, যখন বলের সার্বিক অংশ প্রতিপক্ষের গোল লাইনকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে বাইরে চলে যাবে, তখনই রক্ষণ-কারী দলের ভাগ্যে জুটবে গোল কিক্। এই আইনের অন্যান্য বৈশিষ্টগুলি আলোচিত হয়েছে (৬২৪) প্রশ্নের উত্তর মালায়। দর্শক মহলের ধারণা, গোল হবার পর যে কিক্ করা হয় তারই নাম বুঝি গোল কিক্। তাই তারা 'গোল কিক'কে বলে আউটসট। ইতিহাস বলছে-গোল কিক্ কথাটা এসেছে 'কিক্ আউট' প্রথা থেকে। সেই কিক্ আউট শব্দটিকে গোলকিকে পরিবর্তিত করা হয়েছিল ১৮৬৯ সালে।]

প্রঃ (৬২৪) গোলকিকের সারমর্ম ব্যক্ত করুন।

● দুই গোলপোস্ট এবং ক্রশবারের মধ্যকার অংশ দিয়ে গোল হতে পারে এমন পরিস্থিতি ছাড়া বলের পরিপূর্ণ অংশ যখন কি শূন্যে থাকা বা গড়ান অবস্থায় শেষ বারের মতো কোন আক্রমণকারীর স্পর্শে রক্ষণকারীর গোল লাইন অতিক্রম করবে তখনই রক্ষণকারীর ভাগ্যে জুটবে গোলকিকের সুযোগ।

(১) যে 'সাইড' দিয়ে বল অতিক্রান্ত হবে, সেই সাইডকে রক্ষা করেই গোল এরিয়ার মধ্যে নিশ্চল ভাবে বলটিকে বসাতে হবে।

(২) কিকের সময় প্রতিপক্ষরা দাঁড়াবে সেই দিককার পেনাল্টি সীমার বাইরে।

(৩) গোল কিক্ সীমা না ছাড়ালে খেলার মধ্যে গণ্য হবে না। প্রতিপক্ষেরা

ওই সময়ে কেউ সীমার মধ্যে আসতে পারবে না বা বলটিও খেলতে পারবে না, অতিক্রম না করা পর্যন্ত।

(৪) অন্যের স্পর্শ ছাড়া কিকার দ্বিতীয়বার বলটি খেলতে পারে না।

(৫) গোল কিক্ থেকে সরাসরি গোল হবে না বা অফ-সাইডও হবে না।

(৬) বল পেন্যাল্টি সীমা পার হবার আগে সীমার মধ্যে কেউই সে বল খেলতে পারে না। কাজেই সীমার মধ্যে গোলীকে পাশ দেয়া যাবে না বা কিকার নিজেও খেলতে পারবে না সে বল। কেউ খেললে রি-কিক্ হবে।

প্রঃ (৬২৫) 'গোলকিক্'—পুনরায় নিতে হবে কখন কখন?

● (১) বল সীমা না ছাড়ালে (২) সীমা ছাড়াব আগেই যদি কোন প্রতিপক্ষ ঢুকে পড়ে। (৩) বল নিশ্চল ভাবে না বসিয়ে মারলে। (৪) যেদিক দিয়ে কিক্ মা... সেই অঞ্চলে বল না বসিয়ে কিক্ মারা হলে। (৫) বল সীমা ছাড়ানোর আগেই যদি কোন অপরাধ বা নিয়ম লঙ্ঘণীয় ঘটনা ঘটে। (৬) এরিয়ার মধ্যে থাকা গোলীর হাতে বল তুলে দেয়া হলে বা অন্য কোন সহঃ খেলোয়াড়কে বল ঠেলা হলে।

প্রঃ (৬২৬) গোলকিকের কালে খেলোয়াড়দের অবস্থান—কি হবে?

● (১) প্রতিপক্ষের সবাইকে দাঁড়াতে হবে সীমার বাইরে।

(২) স্বপক্ষেরা যেখানে খুশী দাঁড়াতে পারে।

প্রঃ (৬২৭) গোলকিক্ হয়ে যাবার পরই সেই বল ক...'ই খেলতে পারে কি?

● (১) পেন্যাল্টি সীমা অতিক্রম না করলে কেউই পারবে না খেলতে।

(২) সীমা অতিক্রম করলেও কিকার ছাড়া বাকি সবাই সে বল খেলার অধিকারী হবে।

প্রঃ (৬২৮) গোলকিক্ সরাসরি গোলীর কাছে মারা যাবে কি—খেলার উদ্দেশ্য?

● যেতে পারে, গোলী যদি সীমার বাইরে থাকে। ভিতরে থাকলে, যাবে না। সীমার বাইরে গোলী বল ধরতে পারলে ' হাতে পারবে না।

প্রঃ (৬২৯) 'গোলকিক্'-এরিয়ার টপের দিকে না বসিয়ে লাইনের উপর বসিয়ে মারা যাবে কি?

● গোল এরিয়ার মধ্যে যেখানে খুশী সেখানে বসিয়ে মারা যেতে পারে, তবে অঞ্চলটা ঠিক রাখতে হবে। অর্থাৎ পোস্টের বাঁ দিকে বল গেলে ডান দিকের অঞ্চলে বল বসান যাবে না।

প্রঃ (৬৩০) গোলকিক্ পিছনের দিকে মারা যাবে কি ?

● যেতে পারে, যদি নিয়মশুদ্ধ ভাবে বলটি পেন্যাল্টি সীমা অতিক্রম করতে পারে।

প্রঃ (৬৩১) গোলকিক্ নিতে যাচ্ছে। ইত্যবসরে ব্যাক একজন ফরোয়ার্ডকে প্রচণ্ড ঘুঁষি চালালো—কি হবে ?

● ব্যাক্ বহিষ্কৃত হবে। তার নামে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। কিক্‌টি যেহেতু সীমা ছাড়ায়নি সেহেতু খেলার মধ্যে ধরা যাবে না। যাবে না বলেই বহিষ্কার করা ছাড়া আর কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। কাজেই সেই কিক্ই বহাল থাকবে।

প্রঃ (৬৩২) গোলকিক্ সীমা ছাড়াতে চলেছে। সামান্য কয়েক ইঞ্চি শুধু বাকি। ইত্যবসরে একজন ফরোয়ার্ড সীমার মধ্যে ঢুকে সেই বল ধরে গোল করল, কিম্বা একজন ব্যাক সেই ফরোয়ার্ডকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল সীমার মধ্যে—কি হবে ?

● কয়েক ইঞ্চি কেন, বল লাইনেব ওপরে থাকলেও সীমার মধ্যে আছে বলে ধরে নিতে হবে। কাজেই ওরকম পরিস্থিতিতে বল থাকলে খেলার মধ্যে গণ্য করা যাবে না। যাবে না বলেই ফরোয়ার্ডের দেয়া গোল বাতিল হবে বা তাকে ল্যাং মারার জন্য শাস্তি দেয়া যাবে না, কেবলমাত্র সতর্ক করা ছাড়া।

প্রঃ (৬৩৩) দলীয় গোলী· গোলকিক্ করার পর, বল ১৬ গজের মতো এগিয়ে কাদায় আটকে গেল। বিপদ বুঝে গোলী দৌড়ে গিয়ে বলটিকে হাতে তুলে নিল বা পায়ে করে কিক্ মেরে দিল—কি হবে ?

● গোলীর বা অন্য যে কোন কিকারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার খেলার অপরাধ দেয়া যাবে না। কারণ বল সীমা না ছাড়ালে খেলার মধ্যে গণ্য হতে পারে না। কাজেই রি কিক্ করতে হবে।

প্রঃ (৬৩৪) গোলী, গোলকিক্ নিল। বল সীমা অতিক্রম করার পর হাওয়ার তোড়ে ফিরে এলো গোলাভিমুখে। এই অবস্থায় বল গোলে ঢুকতে যাচ্ছে দেখে, গোলী (১) আবার হাত দিয়ে বল ধরে নিল (২) বল থামাল বটে, কিন্তু বল হাতে লেগে গোলে প্রবেশ করলো (৩) বল গোলীর হাতে না লেগেই গোলে ঢুকলো। (৪) গোলী বল ঘুঁষি মেরে বারের ওপর দিয়ে তুলে দিল—রেফারী কি দেবেন ঐ সব ঘটনায় ?

● (১) গোলী, দ্বিতীয়বার খেলার জন্য শাস্তি পাবে। কাজেই যেখানে বলটি ধরবে সেখানেই বসাতে হবে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্।

(২) গোল হবে না। গোলী দ্বিতীয়বার খেলার সাথে সাথেই রেফারীকে অতি তৎপর বাঁশী বাজাতে হবে। কাজেই ইন্‌ডিরেক্ট কিক্ ধার্য করতে হবে।

(৩) ওভাবে সরাসরি বল গোলে ঢুকলে কর্ণার পাবে প্রতিপক্ষরা।

(৪) সেই দ্বিতীয়বার খেলার অপরাধের জন্য গোলীর বিরুদ্ধে বসাতে হবে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্।

প্রঃ (৬৩৫) এবারে গোলী নয়, গোলকিক্ নিচ্ছে ব্যাক। বল আগের মতোই সীমা অতিক্রম করে হাওয়ার তোড়ে ফিরে এলো নিজ গোলের দিকে। সেই ব্যাক গোল বাঁচাতে গিয়ে যদি (১) হাতে করে বল থামায় (২) হাতে থামাবার পরও যদি গোল হয় (৩) হাতে না স্পর্শ হয়ে যদি সরাসরি গোলে ঢোকে (৪) ঘুষি মেরে যদি বল বারের ওপর দিয়ে তুলে দেয় (৫) হেড করে বল বাইরে পাঠিয়ে দেয় (৬) হেড করা বলটি নিজের গোলেই ঢুকে যায়—কি হবে?

● (১) হাত দিয়ে বল ধরে ফেললে পেন্যাল্টি হবে। দুবার খেলার চেয়েও গুরুতর অপরাধ হ্যাণ্ডবল করা। কাজেই পেন্যাল্টি হবে।

(২) বল হাতে লাগার সাথে সাথেই রেফারীকে বাঁশী বাজাতে হবে পেন্যাল্টির। কাজেই গোল হবে না।

(৩) তৃতীয় ক্ষেত্রে কর্ণার হবে।

(৪) পেন্যাল্টি হবে আগের অপরাধে অর্থাৎ এক নম্বরে কারণে।

(৫) দ্বিতীয়বার খেলার অপরাধে ব্যাকের বিরুদ্ধে ইন্‌ডিরেক্ট ধার্য করতে হবে। কিক্ যেখানে হেড করা হবে।

(৬ গোল বাতিল হবে। হেড করার সাথে সাথেই রেফারীকে অতি তৎপর ভাবে বাঁশী বাজিয়ে দ্বিতীয়বার খেলার অপরাধে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্ ধার্য করতে হবে।

প্রঃ (৬৩৬) ব্যাক গোলকিক্ নিচ্ছে। বলের আগের মত সীমা ছাড়িয়ে হাওয়ায় ফিরে এলো। গোলী সেই বল 'সেভ' করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ গোল করে বসলো নিজ গোলেই—কি হবে?

● এবারে গোল ধার্য করতে হবে। কারণ কিক্‌টি নিয়েছিল ব্যাক্। ভিন্ন খেলোয়াড়ের ভূমিকা থাকায় দ্বিতীয়বার খেলার প্রসঙ্গ আর উঠতে পারছে না।

প্রঃ (৬৩৭) অনেক সময় দেখা যায়, গোল কিকের বেলায় প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা ধীরে ধীরে সীমা ছেড়ে চলে আসছে বা আসার তেমন

গরজ দেখা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় কি গোলকিক্ মারার নির্দেশ দেয়া যায়? কেউ মেরে দিলে তা কি বাতিল করে দিতে হবে?

● রেফারীরা সর্বদাই চেষ্টা করবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেলাটি চালু হোক। কাজেই ওরকম অবস্থায়, কেউ কিক্ নিয়ে ফেল্লে বাধা দেওয়া উচিত হবে না। তবে দেখতে হবে আক্রমণকারীরা যেন ঐ অবস্থার সুযোগ না নিতে পারে। নেবার সামান্য উদ্যম দেখা গেলেই খেলা থামানো যেতে পারবে।

প্রঃ (৬৩৮) 'গোলকিক্' রেফারীর মাথায় লেগে গোলে ঢুকলো—কি দেবেন রেফারী?

● (১) রেফারীর মাথায় লেগে বিপক্ষের গোলে ঢুকলে গোল হবে না। হবে প্রতিপক্ষের গোল কিক্। কারণ এই কিক্ থেকে সরাসরি গোল হয় না।

(২) রেফারীর মাথায় লেগে নিজের গোলে ঢুকলে—

(ক) রেফারী যদি পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে থাকেন তবে—রি-কিক্।

(খ) রেফারী যদি সীমার বাইরে থাকেন তবে—কর্ণার কিক্।

প্রঃ (৬৩৯) একজন, সকলের সামনে, পরিস্কার অফসাইডে দাঁড়িয়ে একটি কিক্ থেকে বল পেয়ে গোল করলে রেফারী তাতে সায় দিতে পারবে কখন?

● যখন সেই খেলোয়াড, গোল কিক্ বা কর্ণার কিক্ থেকে সরাসরি বল পেয়ে গোল দেবে। কাবণ গোল কিক্ বা কর্ণার কিক্ থেকে সরাসরি অফসাইড হয় না।

জানেন কি?

● সর্বপ্রথম 'ফ্লাড লাইট' ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ সনের ১৪ই অক্টোবর। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল শেফিল্ডের ব্রামল লেনে। ওর উদ্যোক্তা ছিল শেফিল্ড ফুটবল সংস্থা।

সতের নম্বর আইন

কর্ণার কিক্
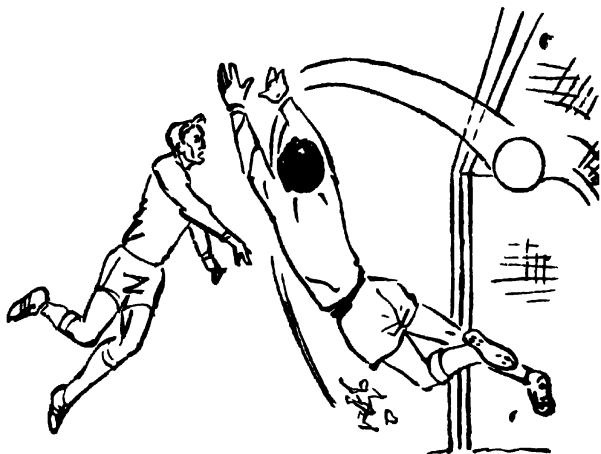
কর্ণার থেকে গোল হবার ছবি।

এই আইনের সারবস্তু ও ভূমিকা ঃ

শেষবারের মত রক্ষণকারীর স্পর্শে, গোল হতে পারবে না এমন কারণ বজায় রেখে, বলের সার্বিক অংশ যখন সেই দিককার গোল লাইনের বহিরাংশকে অতিক্রম করে বাইরে চলে যাবে-তখনই প্রতিপক্ষ দলের ভাগ্যে জুটবে—কর্ণার কিক্। কর্ণার কিকের অন্যান্য বৈশিষ্টগুলি ব্যক্ত করা হয়েছে (৬৪০) নম্বর প্রশ্নের উত্তর মালায়। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় শেফিল্ড নিয়মাবলীতে এর অন্তর্ভূক্তি হয়েছিল ১৮৬৮ সনে। এফ-এ'-তে এই প্রথার প্রচলন হয়েছিল ১৮৭২ সনে। মজার ঘটনা ছিল, তখন এই কিক্ কেবলমাত্র নিতে পারতো উইং হাফেরা। ১৮৯০ সন থেকে ঠিক হল, উইং ফরোয়ার্ডেরাও সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। ১৯১৪ সনে কর্ণার কিকের কালে প্রতিপক্ষরা দশগজ ব্যবধানে দাঁড়াবে বলে ঠিক করা হল। ১৯২৪ সনে ঠিক হল কর্ণার কিক্ থেকে সরাসরি গোল হতে পারবে। সত্তর দশকের প্রথম দিকে বলের অবস্থানকে ঠিক করা হল পুরোপুরি ভাবে কোয়াটার সার্কেলের মধ্যে বসিয়ে মারার।]

প্রঃ (৬৪০) 'কর্ণার-কিকে'র মূল নিয়মটি কি ?

● দুই গোলপোস্টের মধ্যকার অংশ দিয়ে, গোল হতে পারে এমন অবস্থা ছাড়া যখন বলের সার্বিক অংশ, কি শূন্যে থাকা অবস্থায়, কি গড়ান অবস্থায় শেষবারের

মত কোন রক্ষণকারীর স্পর্শে, গোল লাইনকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে বাইরে চলে যাবে—তখনই কর্ণারের নির্দেশ দিতে হবে।

(১) বল যে অঞ্চল দিয়ে বাইরে অতিক্রান্ত হবে সেই অঞ্চলের কর্ণার এরিয়ায় বসিয়ে বলটি কিক্ নিতে হবে।

(২) কিক্ মারার কালে বলটিকে নিশ্চল থাকতে হবে।

(৩) বলের পরিপূর্ণ অংশ কোয়াটার সার্কেলের মধ্যেই স্থাপন করতে হবে।

(৪) কিকার পতাকা তুলে বা হেলিয়ে কিক্‌টি মারতে পারবে না।

(৫) প্রতিপক্ষেরা বল থেকে দশ গজ দূরে দাঁড়াবে।

(৬) বল তার আপন পরিধি গড়াবার পর-ই খেলার মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।

(৭) অন্যের স্পর্শ ছাড়া কিকার দ্বিতীয় বার বলটি খেলতে পারবে না।

(৮) কর্ণার থেকে সরাসরি গোল হবে, কিন্তু অফসাইড হবে না।

প্রঃ (৬৪১) কর্ণার কিক্ সব দিকেই মারা যাবে কি?

● বল যদি তার আপন পরিধি গড়াতে পারে তাহলেই পারবে, নচেৎ—নয়।

প্রঃ (৬৪২) কিক্ করার পর বল পোস্টের মাথায় লেগে ফিরে এলো কিকারের কাছাকাছি। কিকার সবার আগে ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড সটে গোল করলে কি হবে?

● গোল বাতিল হবে। দ্বিতীয়বার খেলার অপরাধে কিকারের বিরুদ্ধে ইন্‌ডিরেক্ট বসাতে হবে যেখানে সে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় কিকটি মেরেছিল।

প্রঃ (৬৪৩) কর্ণার থেকে কখনো অফসাইড হতে পারবে কি?

● সরাসরি হতে পারে না। তবে, তার পরবর্তী কোন অধ্যায়ে হতে পারে।

প্রঃ (৬৪৪) কর্ণার কিক্ করার পরে ফ্লাগটি যদি হেলে পড়ে খেলোয়াড়ের দেহের ভারে, কিছু করণীয় আছে কি?

● কিক্‌টি হয়ে যাবার পর যদি ফ্লাগ হেলে যায়, তাহলে কিক্‌টির শেষ প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ গোল হলে, গোল দেবার পর ফ্লাগটি যথার্থভাবে সোজা করে নিয়ে খেলা শুরু করতে হবে।

প্রঃ (৬৪৫) কিক্ করতে উদ্যত, এই অবস্থায় যদি ফ্লাগটি হাওয়ায় হেলে পড়ে তাহলে কি হবে?

● কিক্‌টি মারতে বারণ করতে হবে। ফ্লাগ ঠিক না করে বা রেখে কখনো কিক্ মারা যায় না। কারণ ফ্লাগ বাইরে বা ভিতরে হেলে থাকলে—কিকারের অতিরিক্ত সুবিধা বা অসুবিধা হতে পারে।

প্রঃ (৬৪৬) নীচের ছবিগুলি লক্ষ্য করার পর বলুন তো কোনটা সঠিক পদ্ধতি ? অর্থাৎ ঠিক মত বল বসানো হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে ?

● একমাত্র ছ নম্বরের ছবিটিতে বল ঠিকমত বসানো হয়েছে। বাকিগুলি সব অশুদ্ধ পদ্ধতি।
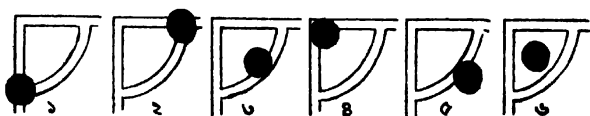
প্রঃ (৬৪৭) কর্ণারের কালে অপর একজন সহ-খেলোয়াড় মাত্র দু গজের মধ্যে দাঁড়াল। তাকে প্রতিহত করার জন্য একজন প্রতিপক্ষও তার ধার ঘেঁষে দাঁড়াতে চাইলো। পারবে কি ?

● না, পারবে না। প্রতিপক্ষকে বল থেকে কম করে ১০ গজ দূরে দাঁড়াতে হবে। আর সহ-খেলোয়াড়েরা যেখানে খুশী দাঁড়াতে পাবে।

প্রঃ (৬৪৮) মাঠের মধ্যে না থেকে গোল করা যায় কি ?

● হ্যাঁ যাবে। কর্ণার কিকের বেলায়।

প্রঃ (৬৪৯) কর্ণার কিকের ব্যাপারে কিকারের বিরুদ্ধে ইন্‌ডিরেক্ট হতে পারবে কি ?

● হ্যাঁ পারবে। দ্বিতীয়বার বলটি খেলে ফেল্লে।

প্রঃ (৬৫০) কর্ণার থেকে গোল হল। গোলের মধ্যে, মাঠে কোন অপরাধ বা নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা ছিল না, তবুও গোলটি বাতিল হল, কি কারণে ?

● কর্ণার কিক্ হাওয়ায় বেঁকে মাঠের বাইরে গিয়ে আবার যদি হাওয়ার সাহায্যে মাঠে ঢুকে গোল হয় তাহলে গোলটি বাতিল হবে।

প্রঃ (৬৫১) 'ডিরেক্ট' বা 'ইন্‌ডিরেক্টে' সাথে কর্ণার কিকের পার্থক্য কিছু আছে কি ?

● হ্যাঁ আছে। প্রথমতঃ কর্ণার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের-একটি আলাদা ধরনের কিক্। কর্ণার কখনোই ডিরেক্ট কিক্‌ও নয়, আবার ইন্‌ডিরেক্ট কিক্‌ও নয়। নয় বলেই তার জন্য একটি আলাদা আইন সৃষ্টি করা হয়েছে। যে আইন ১৭ নম্বরের আওতাভুক্ত। নীচে দুটি পার্থক্যের বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

কর্ণার থেকে সরাসরি গোল হয় কিন্তু ডিরেক্ট ছাড়া ইন্‌ডিরেক্ট থেকে কোন পক্ষেই সরাসরি গোল হবে না। আবার যে কোন ফ্রি-কিক্ থেকে অফসাইড হতে পারে, কিন্তু কর্ণার থেকে তা হবার জো নেই।

প্রঃ (৬৫২) কি কি কারণে কর্ণারের সময়, কিকারকে সতর্ক করে দিতে হবে?

● (১) পতাকা হেলিয়ে দিয়ে বা তুলে নিয়ে কিক্ মারার চেষ্টা করা হলে।

(২) কর্ণার সার্কেলে ঠিকমত বল বসিয়ে না মারলে।

(৩) বলটা নিশ্চল ভাবে না বসিয়ে কিক্ করলে।

(৪) কিক্ নিতে অযথা দেরী করলে।

(৫) কিকের আগে অসদাচরণ করলে।

প্রঃ (৬৫৩) ইচ্ছে করে কিকার পতাকা হেলানোর জন্য রেফারী তাকে পতাকাটি ঠিক করে দেবার আদেশ জানাতে পারেন কি?

● হ্যাঁ পারবেন। যদি সেই খেলোয়াড়টি করে থাকে।

প্রঃ (৬৫৪) পেন্যাল্টি কিক্ করা হচ্ছে। কিকার সর্ট নেবার আগেই একজন সহ-খেলোয়াড়ের অনুপ্রবেশ ঘটলো। রেফারী খেলাটি না থামিয়ে কিক্‌টি মারতে দিলেন। বলটি গোলী ঘুষি মেরে বারের ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিলো। কি ভাবে রেফারী তখন খেলা শুরু করবেন, অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে ইন্‌ডিরেক্ট দেবেন, না রি-কিক করাবেন—কোনটা?

● কোনটাই হবে না। হবে কর্ণার কিক্। অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে এই কারণেই ইন্‌ডিরেক্ট দেয়া যাবে না, যেহেতু বলটি প্রতিহত হয়ে তার কাছে ফিরে আসেনি বা অনুপ্রবেশকারী অন্য কোন রকম অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি সেই কিক্ থেকে।

দ্বিতীয়তঃ রি-কিকের কোনরকম প্রশ্নই উঠতে পারবে না এখানে। কারণ অনুপ্রবেশের দোষে দোষী হচ্ছে আক্রমণকারীরাই। কাজেই কর্ণার দেয়া ছাড়া আর কোন সুষ্ঠু সমাধান নেই এ ক্ষেত্রে।

প্রঃ (৬৫৫) 'কর্ণার-কিক্' স্বপক্ষের গোলে সরাসরি কিক্ মেরে গোল করা হলে কি দেবেন রেফারী?

● প্রশ্নটির স্বপক্ষে যেমন বলা যায়, বিপক্ষেও তেমনি অনেক কিছু বলা যায়। আইন এ সম্পর্কে কিছু একটা সঠিক সিদ্ধান্ত জানায়নি। কারণ এ ধরনের ঘটনা

আজ পর্যন্ত কোথাও ঘটেনি। ঘটেনি বলেই, আইনের কর্ণধারগণ ও ধরনের প্রশ্নকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে বলেছে।

প্রঃ (৬৫৬) কর্ণার হাওয়ায় বাঁক খেয়ে মাঠে ঢুকে গোল হল—কি দেবেন রেফারী ?
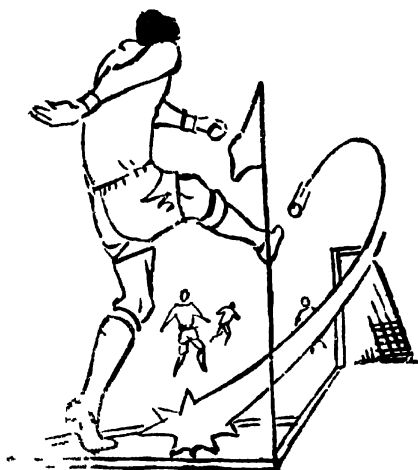
● হাওয়ায় বাঁক খাওয়া বলের গতি যদি গোল লাইন অতিক্রম করে সার্বিক ভাবে বাহিরে চলে এসে আবার হাওয়ায় বেঁকে গোলে ঢোকে তবে গোল হবে না। নচেৎ গোল হবে।

জানেন কি ?

টাই-ব্রেক্ প্রথাটি প্রথম চালু হয়েছিল ১৯৭০ সনে। দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম টাই ব্রেকের আসর বসানো হয়েছি ৫ই আগষ্ট । মূল খেলার ফলাফল ১-১ হলে, টাই ভেঙে 'হাল সিটি' দলকে ৪-৩ গোলে হারতে হয়েছিল ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেডের কাছে।

বিবিধ প্রশ্নোত্তর

(১) আলোচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রঃ (৬৫৭) ফুটবল আইন রচিত হয়েছে কেন? তার মূল উদ্দেশ্য বা তাৎপর্যগুলি কি?

● (১) ফুটবল খেলাকে এমন কতগুলি আইনের আওতায় বেঁধে রাখা হয়েছে, যাতে করে সকলেই সচেতন থাকতে পারে— কি ভাবে, কোন্ উপায়ে এবং কি কি পন্থায় এই খেলায় অংশ নিতে হবে।

(২) অসঙ্গতভাবে না খেললে বা অবৈধ কিছু সুযোগ না নেয়া হলে, আইন কখনো কোন দলকে বাড়তি সুযোগ দেবে না বা কমতি প্রাপ্য মেটাতে চাইবে না। আইনের মধ্যস্থতায় উভয় দলের প্রাপ্য হবে সমান সমান।

(৩) আইন শুধুমাত্র খেলার জটিলতা দূর করছে না বা বিতর্কিত অধ্যায়ের মীমাংসা রাখছে না। আইন সারাক্ষণের জন্য খেলার মধ্যে সুস্থ আবহাওয়া ও সুষ্ঠু পরিবেশ রচনা করতে সাবিক ভাবে সাহায্য করছে। আইন খেলার পূর্ণতাকেও রক্ষা করছে।

(৪) আইন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অসংগত, অসংযত এবং অদক্ষ আচরণ প্রকাশ করতে শুধু বিরত করছে না, আইন সর্বসময়ের জন্য সকল খেলোয়াড়ের সাবিক নিরাপত্তাও রক্ষা করে চলেছে।

(৫) আইন শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছে না খেলার যাবতীয় উপকরণ সামগ্রী এবং খেলার সাথে জড়িত সকলের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রণ করছে।

(৬) আইন খেলাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে এক সহজতর মাধ্যম হিসেবে দর্শকের দরবারে খেলার আকর্ষণকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে।

প্রঃ (৬৫৮) আচ্ছা বলুন তো মাঠের রেখাগুলি টানবার অর্থ কি?

● (১) আইনকে সাহায্য করা, আইনকে রক্ষা করা ও আইনের আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলার জন্যই রেখাগুলি টানা হয়েছে।

(২) মাঠের বিভিন্ন রেখাগুলির চরিত্র, ধর্ম বা বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ-ভিন্নমুখী। ওদের ধরন এক নয় বলেই রেখাগুলির প্রাধান্য বা গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেই সচেতন থাকতে পারছে।

(৩) রেখাগুলি খেলার জটিলতাকে দূর করছে। ক্ষেত্রবিশেষে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তাও জোরদার করছে।

(৪) রেখাগুলি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক সুবিধাজনক ভূমিকা রাখতে সাহায্য করছে। ফলে রেফারীদের পরিচালন কার্য সহজতর হতে পারছে।

(৫) রেখাগুলি পরিস্থিতিনির্ভর ভাবে একটি দলকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে, পক্ষান্তরে সেই মুহূর্তের জন্য অপর দলের প্রতি কঠোর হতে পারছে বলেই খেলার মধ্যে উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাব ছড়াতে সক্ষম হচ্ছে।

(৬) রেখাগুলি খেলার পরিপূর্ণতাকেও রক্ষা করে চলেছে। রেখাগুলি ঠিক মতো টানা সম্ভব না হলে বা হঠাৎ তার অস্তিত্ব বিপন্ন হলে—তা যদি ঠিক করা সম্ভব না হয় রেফারী কোনমতেই আর খেলা চালু রাখতে পারবেন না।

প্রঃ (৬৫৯) আপনার মতে, সতেরটি আইনের মধ্যে কোন আইনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন?

● আমার মতে যাবতীয় আইনগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল বার নম্বর আইন। যে আইনে খেলোয়াড়দের 'ফাউল' এবং 'মিসকন্‌ডাক্ট' সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা রাখা হয়েছে।

(১) এই আইনটি যাবতীয় আইনগুলির তুলনায় আকারে শুধু বৃহৎ নয়, এই আইন যেমন জটিল, তেমনই বিতর্কিত এবং বৈচিত্রময়।

(২) এই আইনটির ওপর প্রতিযোগিতার মর্যাদা, দর্শকদের আনন্দলাভ, খেলোয়াড়দের শিষ্টাচার ও খেলার সার্বিক সুষ্ঠুতা এবং পূর্ণতা একান্তভাবে নির্ভরশীল।

(৩) রেফারীর মানসিক চাপ এই আইনকে কেন্দ্র করেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। রেফারীর দক্ষতা এবং স্বকীযতা এই আইনেই যাচাই হতে পারে যথার্থ ভাবে। রেফারীর সুনাম বা দুর্নামের সাথে তাই এই আইনটির সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী।

(৪) এই আইনে খেলোয়াড়দের যাবতীয় আচরণবিধি সম্পর্কে নানান ব্যাখ্যা রাখা হয়েছে। খেলোয়াড়েরা কি ভাবে খেলবে, তাদের কোন কোন ভূমিকা অবৈধ হবে, পরিণামে তারা কি ধরনের শাস্তি পাবে তা বুঝিয়ে সচেতন করা হচ্ছে।

(৫) এই আইন খেলোয়াড়দের সার্বিকভাবে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব বহন করছে।

(৬) অসংযত বা অসঙ্গতভাবে খেলার দরুণ এই আইনের বলেই রেফারী খেলোয়াড়দের সতর্ক বা বহিষ্কার করতে পারছেন।

প্রঃ (৬৬০) ফুটবল-নিয়মে 'অফ-সাইড' বিধিটি না থাকলে কি অসুবিধা হোত—বলুন তো?

● ফুটবল খেলার মূল উদ্দেশ্য হল গোল করা। একটি গোলের জন্য দলগুলির

কত না হাহাকার? সেই গোলটির পিছনে আবার দলীয় খেলোয়াড়দের কত না মেহনৎ আর পরিকল্পনা?

কাজেই গোল করার মূল উদ্দেশ্যটি যাতে অল্পেতেই সারা না যায় বা অনায়াস-ভঙ্গিতে সমাপন করা সম্ভব না হয় তার জন্যই আক্রমণকারীদের সামনে একটা বাধা হিসেবে রাখা হয়েছে অফসাইডের গণ্ডি।

এর ফলে কোন আক্রমণকারী বিনা বাধায় বা দ্বিধায়, কোনরকম মেহনৎ না করে বা মগজ না খাটিয়ে গোল করার সহজতর সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না।

অফসাইড থাকার জন্যই আক্রমণকারীরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ থাকছে। তারা সকলকে ছাপিয়ে থেকে বরাববের জন্য গোলীর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রহসনমূলক কিছু করতে পারছে না। আক্রমণ বচনার ক্ষেত্রে ঐ বাধাটুকু থাকার জন্য আক্রমণধাবা কোন সময়ের জন্য অসার বা আকর্ষণহীন হতে পারছে না। ফলে আক্রমণের গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য কোন সময়ের জন্য মাধুর্য হারাচ্ছে না।

প্রঃ (৬৬১) আচ্ছা বলুন তো— "কর্ণার-কিক্", "গোল-কিক্", "পেন্যাল্টি-কিক্" এবং "কিক্ অফ" এরা কি ডিরেক্ট-কিক্ না ইনডিরেক্ট-কিক্?

● আপাতদৃষ্টিতে ঐ সব কিক্‌গুলিকে ডিরেক্ট এবং ইন্‌ডিরেক্ট কিকেব মতো মনে হলেও ঐ কিক্‌গুলি কখনোই পুরোপুরি ভাবে সেই গোত্রের মধ্যে পড়ে না।

আইন-বইতে ঐ সব কিক্‌গুলির জন্য স্বতন্ত্র এবং সুনির্দিষ্ট আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন কর্ণারের জন্য সতেব নম্বব আইন, গোল কিকের জন্য ষোল নম্বর আইন, পেন্যাল্টির জন্য চোদ্দ নম্বর এবং কিক্-অফের জন্য আট নম্বর আইন।

ঐ সব কিকের ধর্ম, চবিত্র বা পারস্পারিক বৈশিষ্ট্য কখনো এক নয়। যেমন কর্ণার বা পেন্যাল্টি থেকে সরাসরি গোল হতে পারে কিন্তু গোল কিক্ বা কিক্ অফ থেকে তা হবার জো নেই। আবার পেন্যাল্টি ছাড়া অন্য সব কিক্‌গুলিতে অফ-সাইড দেয়া চলে না। কর্ণাব আব কিক্ অফের বেলায় বল থেকে দশ গজ দূরে দাঁড়াতে হয় প্রতিপক্ষকে। কিন্তু গোল কিকের বেলায় ১০ গজের চেয়েও আরো দূরে দাঁড়াতে হয় প্রতিপক্ষকে। আবার পেন্যাল্টিব বেলায় কিকার আর গোলী ছাড়া বাকি সবাইকে থাকতে হয় সীমার বাইরে। কাজেই নানা ধরনের রকমফেব থাকায় এবং সার্বিকভাবে ডিরেক্ট বা ইন্‌ডিরেক্টের ধর্মে দীক্ষিত না হওয়া ঐ সব কিক্‌গুলিকে সরাসরি ডিরেক্ট বা ইন্‌ডিবেক্ট বলা যাবে না।

প্রঃ (৬৬২) 'অ্যাডভান্‌টেজ' বৈচিত্র সম্পর্কে কিছু মন্তব্য ব্যক্ত করুন।

● বস্তুতপক্ষে 'অ্যাডভানটেজ' বলে বাধা-ধরা বা সুনির্দিষ্ট কোন আইন নেই। পাঁচ নম্বর আইনের 'বি' ধারাতে 'অ্যাডভান্‌টেজ' সম্পর্কে কিছু ধারনা ব্যক্ত করা

হয়েছে। অ্যাডভানটেজ কে বলা যেতে পারে রেফারীর প্রয়োগ ক্ষমতার একটা সূক্ষ্মতম দিক। খেলার একটা বিশেষ মুহূর্তে এসে, কিছু না দিয়ে অনেক কিছু দিয়ে কেলাটা হবে 'অ্যাডভানটেজ'। খেলার অন্যতম এক সৌন্দর্য রক্ষার পরম হাতিয়ার হল ঐ অ্যাডভানটেজ। কাব্যকরে বলা যেতে পারে, ফুটবল খেলাটা যদি হয় এক প্লেট সাজান মিষ্টির সম্ভার, তাহলে অ্যাডভানটেজ হবে সেই প্লেটেরই সবচাইতে সুস্বাদুতম মিষ্টি।

'অ্যাডভানটেজ' দিতে পারাটা নির্ভর করে রেফারীর তাৎক্ষনিক সচেতনতা এবং সৃজনশীলতার ওপর। প্রবল আত্মবিশ্বাস, অদম্য সাহস এবং প্রখর অনুধাবণশক্তির অধিকারী না হলে যথা সময়ে, যথার্থভাবে 'অ্যাডভানটেজ' দেয়া যায় না। এর জন্য খেলানোর অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতা থাকা চাই অনেক। একটি অনিবার্য অপরাধের ঘটনাকে উপেক্ষা করার জন্য, ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে বিরত থেকে প্রতিঘটনায় ফিরে আসাটাই হল 'অ্যাডভানটেজ' বিচার্যের মূল লক্ষ্য। 'অ্যাডভানটেজ' মাত্রই একটি বিশেষ পরিস্থিতির টোপ। সেই টোপ, সময় মতো যে রেফারী খেলাতে পারেন তার প্রয়াস হবে ততই উল্লেখ্য। রেফারীর গুনগত পার্থক্য এই 'অ্যাডভানটেজ' কে দিয়েই সার্থকভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে। 'অ্যাডভান্‌টেজ' না দিতে পারলে হয়তো ক্ষনিকের জন্য কোন কোন খেলোয়াড়ের বা দলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে, কিন্তু তাই বলে একথা বলা যাবে না যে,—"রেফারী আইনত ভুল করে ফেলেছেন"।

'অ্যাডভান্‌টেজ' ফুটবল চিত্রকলার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্ট। অ্যাডভান্‌টেজ প্রয়োগ করে রেফারীরা যেমন খেলার মধ্যে অনুপম পরিস্থিতি এবং মূল্যবান মুহূর্ত উপহার দিতে পারেন, তেমনি আবার ঠিক সময় তা না দিতে পারলে অনেকের ধিক্কারের কারণ হয়ে উঠতে পারেন। বিশেষজ্ঞের অভিমত হল নিজ অর্দ্ধাংশ বা মধ্য মাঠ ছেড়ে প্রতিপক্ষের বিপদ-সীমায় অ্যাডভান্‌টেজকে সীমাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়।

প্রঃ (৬৬৩) আহত হলে, রেফারীর করণীয় কি হবে, পর্যায়ক্রমিক ভাবে ব্যাখ্যা করুন?

● সামান্যধরণের আহত হলে বা আহত হবার ভান করলে অথবা আক্রমণকারী গোল করতে উদ্যত এই অবস্থায় আহতের ঘটনাটি যদি ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে ঘটে থাকে তাহলে সাথে সাথে খেলা থামানোর কোন প্রশ্ন উঠতে পারবে না। রেফারী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি মনে করেন, আঘাত অত্যন্ত গুরুতর এবং অবিলম্বে তার সমুচিত ব্যবস্থা না নিলেই নয়, তখনই কেবলমাত্র তিনি সাথে সাথে খেলাটি থামাতে পারেন। খেলা থামিয়েই তিনি সর্বাগ্রে ডাকবেন—পোষ্টেড মেডিক্যাল ইউনিটকে। অনুমতি চাইলে দলীয় কোচ কিম্বা ডাক্তারকেও মাঠে ঢুকতে দেয়া

যেতে পারে। মাঠে কোনরকম পরিচর্যা চলবে না সবিশেষ জরুরী পরিস্থিতি ছাড়া। যত শীঘ্র সম্ভব আহতের স্থানান্তর ঘটাতে হবে মাঠের বাইরে। সে মাঠে নামতে পারবে কিনা এবং তার স্থলে কোন বদলী নামছে কিনা সেটা তৎপর ঠিক করে নিয়ে ড্রপ সহকারে খেলা শুরু করতে হবে। সেই খেলোয়াড়টি যদি সুস্থ হবার পর মাঠে নামতে চায়, তবে তাকে রেফারীর অনুমতি নিয়ে, খেলার যে কোনসময় টাচলাইন দিয়ে নামতে হবে।

প্রঃ (৬৬৪) বলুন তো, ফুটবল খেলায় গোল জাজের ভূমিকা কতখানি অপরিহার্য?

● মোটেই অপরিহার্য নয়। গোল-জাজের কোনরকম ভূমিকার কথা আইনে কোথাও লেখা নেই। তাই অবস্থাপন্ন কোন টুর্নামেন্টে গোলজাজের কোনরকম ব্যবস্থা থাকে না। গোলের যথার্থতা যাচাই-এর ব্যাপারে রেফারী কেবলমাত্র সেইদিক্‌কার লাইন্সম্যানের কাছে সাহায্য চাইতে পারেন। কাজেই তার জন্য ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত করার প্রয়োজন হয় না কখনো। ছোট-খাটো প্রতিযোগিতায় পোস্টের পাশে বা নেটের পিছনে লোক রেখে গোলজাজের যে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে সেটা একধরণের প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। প্রসঙ্গান্তরে একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। পেন্যাল্টি-কিকের বেলায় রেফারীর নজর সীমাবদ্ধ থাকবে গোলীর পা এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের অনধিকার অনুপ্রবেশের দিকে। আর লাইন্সম্যানের অন্যতম কাজ হবে তখন গোল-জাজের ভূমিকা নেয়া। কাজেই জেনে রাখুন ফুটবলে আলাদাভাবে কোন গোল-জাজ থাকতে পারে না।

প্রঃ (৬৬৫) 'নেট' দিয়ে ঢাকা জমিটুকু মাঠের অংশ হিসেবে গণ্য হবে কি?

● মাঠের উভয় পার্শ্বে, পোস্ট এবং বারকে ঘিরে নেট দিয়ে মুড়ে থাকা যে আবদ্ধ জমিটুকু আছে অনেকের ধারণা সে অঞ্চলটুকু মাঠেরই অংশ এবং সেখানে অবস্থানকালে কোন খেলোয়াড় যদি কোন ঘটনায় লিপ্ত হয় তাহলে রেফারী তারজন্য সমুচিত ব্যবস্থা নিতে পারেন। আসলে ধারণাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। ঐ অংশকে কোনমতেই মাঠের অংশ হিসেবে ধরা যায় না। মাঠের চতুঃদিক্‌কার লাইনের শেষ অংশ পর্যন্ত গণ্য হয় মাঠের অংশ হিসেবে। তার বাহিরের কোন অংশ-ই কখনো মাঠের আওতায় আসতে পারে না। কাজেই ঐ অঞ্চলে কিছু ঘটলে মাঠের বাহিরে ঘটার দরুণ রেফারীকে যে যে ব্যবস্থা নিতে হয়, তাই করতে হবে। ও ভাবে নেট দিয়ে ঘিরে একটা আবদ্ধ অঞ্চল সৃষ্টি করার কারণ হল (১) বাহির দিয়ে বলটা যাতে গোলে ঢুকে গোলমালের সূচনা করতে না পারে (২) বল গোলে ঢুকে ঐ

অঞ্চলের মধ্যেই যাতে আবদ্ধ থাকতে পারে (৩) চলমান খেলোয়াড়েরা যাতে ঐ অঞ্চলে চলাফেরা করতে অসুবিধা বোধ করতে না পারে।

প্রঃ (৬৬৬) . বলুন তো, ফটোগ্রাফারেরা মাঠের কোথায় বসতে পারবে?

● টুর্ণামেণ্ট কমিটির আয়োজিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে বা দলের ও রেফারীর কোনরকম অসুবিধা সৃষ্টি করে—ফটোগ্রাফারেরা মাঠে ছবি তুলতে পারবেনা। গোলাভিমুখের বিশেষ মুহূর্তের ছবি তুলতে গেলে তাদের কতগুলি বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। আন্তর্জাতিক খেলায়, মাঠের চারপাশে ফটোগ্রাফারদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিৎ। ওদের জন্য একটা লাইন নির্দিষ্ট রাখতে হবে, যার নাম হবে, 'ফটোগ্রাফার-লাইন'। সেই লাইনটি শুরু করতে হবে গোল লাইনের পিছন দিকে, কর্ণার ফ্লাগ থেকে ২ মিটারের ব্যবধান নিয়ে এবং সেখান থেকে কম করে ৩.৫ মিটার পিছনের দিকে এগিয়ে যেস্থলে গোল লাইন গিয়ে মিশছে, গোল এরিয়ার দাগের সাথে—ঠিক সেইস্থল বরাবর। সেখান থেকে আবার লাইনটি প্রসারিত হবে গোল-পোস্ট বরাবর ৬ মিটার পিছন দিকে। ফটোগ্রাফারদের পক্ষে ঐ লাইন অতিক্রম করে বসা—নিষিদ্ধ। তারা বিশেষ মুহূর্তে কোনরকম 'ফ্লাস লাইট' বা কৃত্রিম আলোর ব্যবহার করতে পারবেনা।

প্রঃ (৬৬৭) বিরতির কালে আহার্য বা পানীয় আইনে আটকায় কি?

● বিরতির কালে—আহার্য বা পানীয় গ্রহণ করা চলবেনা—এমন কথা আইনে কোথাও বলা নেই। নেই বলেই তাতে বাধা দেবার পথ নেই। বিরতিকে অনেক স্থলে বলা হয়ে থাকে—'লিমন টাইম'। সাধারণভাবে বি তিরকালে যে সমস্ত খাদ্যবস্তু বা পানীয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে—তার মধ্যে পরে—'লেমোনেড', লেবুর জল, সরবৎ, হরলিক্স, চা, কফি, তরল গ্লুকোজ, বোর্ণভিটা, ওভাল্টিন, কমলালেবুর কোয়া, বরফকুচি, কাটা পাতি লেবু ইত্যাদি ধরণের খাদ্যবস্তু। বিশ্বকাপের এবং অলিম্পিকের আসরে খেলার আগে কিম্বা মাঝে উত্তেজক ওষুধ সেবন করা নিষিদ্ধ আছে। বাড়তি শক্তি কিম্বা দ্বিগুণ উদ্যম অর্জন করা সম্ভব—এমন ট্যাবলেটও গ্রহণ করা চলবে না। এই প্রসঙ্গে 'ডোপ' ট্যাবলেটের কথা উল্লেখ্য।

প্রঃ (৬৬৮) দলীয় গোলীরা পেন্যাল্টির কালে যে ভূমিকা রাখতে পারে না মোটেও—সেটা কি?

● পেন্যাল্টির কালে, কিকার যে মুহূর্তে কিকৃটি নিতে উদ্যত হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে গোলীরা অনেক সময় একটা কৌশল অবলম্বন করে, কিকারকে ধোঁকা দেবার জন্য বা তার মনযোগ নষ্ট করার জন্য হঠাৎ লাইন ছেড়ে চলে এসে, বলটিকে হাতে করে তুলে, ঘুরিয়ে বসিয়ে দিয়ে আবার যথাস্থানে চলে যেতে দেখা যায়। ও ধরণের

ভূমিকা হবে—'সিরিয়াস মিস্‌কনডাক্ট' ভুক্ত অপরাধ। কাজেই, কোনমতেই—গোলীকে এগোতে দেয়া উচিৎ হবে না। এগোবার চেষ্টা দেখলেই তাকে বিরত করতে হবে। প্রয়োজনে সতর্ক অথবা বহিষ্কারও চলতে পারে। অনেক সময় গোলীরা যুক্তি তুলে বলে—বলের মুখ তাদের দিক করে বসানোর দরুণ তাদের বিপদ হতে পারে। তাই তারা বল ঘুরিয়ে বসাতে চায়। তাদের যুক্তিতে কর্ণপাত করার কোন হেতু নেই। কারণ, অন্যের বিপদের কারণ হতে পারে—এমন বল রেফারী কখনোই মনোনীত করতে পারেন না।

প্রঃ (৬৬৯) ফ্রি-কিক্ নেবার কালে, কিক্ মারতে উদ্যত ছুটন্ত খেলোয়াড়টি বলে সট না মেরে লাফিয়ে চলে যেতেই অপর একজন অনুসরণকারী সহ খেলোয়াড় সেই বলে সট মেরে গোল করলে কিছু দোষের হবে কি?

● না হবে না। কারণ ওভাবে কিক্ মারা হলে সেটা মোটেই আইন বিরুদ্ধ কাজ হবে না। ঐ ভাবে ধোঁকা দিয়ে কিক্ মারাটা—খেলারই এক ধরণের কৌশল বা অঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে। গণ্য হয়ে থাকে বলেই বহু স্থানে ঐ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বিত হতে দেখা যায়। তবে যে খেলোয়াড়টি বলের ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে যাবে, তার যদি উদ্দেশ্য থাকে বলকে টপকে সোজা গোলীর দিকে ছুটে গিয়ে, গোলীর গতিপথকে রুদ্ধ বা আড়াল করে রাখা, যাতে করে গোলী পরবর্তী কিকারের সটটি বুঝতে বা দেখতে না পারে তাহলে রেফারী সে সব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ চালাতে পারেন। কাজেই এক সটে গোল হতে পারে—এমন জায়গা থেকে কিক্ মারার কালে, রেফারীকে বেশ একটু সজাগ থাকতে হবে যাতে করে কোন খেলোয়াড় কৌশল চরিতার্থের নামে দুরভিসন্ধির আশ্রয় না নেয়।

প্রঃ (৬৭০) বুটের ডগা দিয়ে, চামচে তোলার মতো করে কোন ফ্রি-কিক্ মারা হলে, রেফারী কি করবেন?

● এ ধরণের কিক্ মারা হলে—রেফারী নির্দিষ্টভাবে কি করতে পারেন সে সম্পর্কে আইনে প'রস্কার করে কিছু বলা নেই। কাজেই এই কিক্—বৈচিত্র্যটির ওপর গভীর অনুধাবন চালিয়ে রেফারীর মনে যদি সন্দেহ বা দ্বিধা উপস্থিত হয়—তাহলে তিনি কিক্‌টি যথার্থ হয়নি বলে, গণ্য করতে পারেন এবং গোল হলে গোলটি বাতিলও করতে পারেন। আবার রেফারীর মনে সে রকম কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না দিলে—তিনি কিক্‌টি ন্যায্য বলে মনে করতে পারেন এবং গোলও দিতে পারেন। কাজেই ঘটনাটি—একান্তভাবে নির্ভরশীল—রেফারীর মনে করার ওপর।

এখন ভেবে দেখা যাক্‌—কিক্‌ কাকে বলে? অর্থাৎ—কিকের সংজ্ঞা কি? অভিজ্ঞ মহলের মতে, বলে কেবলমাত্র পায়ের ব্যবহার করলেই কিক্‌ হয় না। কিক্‌ হবে তখন, যখন বলের সাথে লাথির তাৎক্ষণিক সংঘর্ষকে একেবারেই অনুমানের মধ্যে আনা যাবে না। সুতরাং সেই অনুমানকে আওতার মধ্যে আনা সম্ভব হলেই—কিক্‌টি গণ্য করা যাবে না। নচেৎ গণ্য করতে হবে।

প্রঃ (৬৭১) গোড়ালী তুলে থ্রো-ইন্‌ করাটা কি দোষের?

● অনেকের ধারণা, গোড়ালী তুলে থ্রো-ইন করাটা নাকি নীতিবহির্ভূত—থ্রো-ইন। আসলে—সর্বক্ষেত্রে সেটা মোটেই কিন্তু আইন বিরুদ্ধ নয়। গোড়ালী তোলার জন্য পায়ের অন্যান্য সমস্ত স্পর্শিত অংশ যদি টাচ লাইনকে ছাপিয়ে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে—তাহলেই সেটা হবে ভুল—থ্রো-ইন। কারণ থ্রো-ইনের কালে নিক্ষেপকারীর উভয় পায়ের কোন-না-কোন অংশ নয় টাচ লাইনের ওপরে আর না
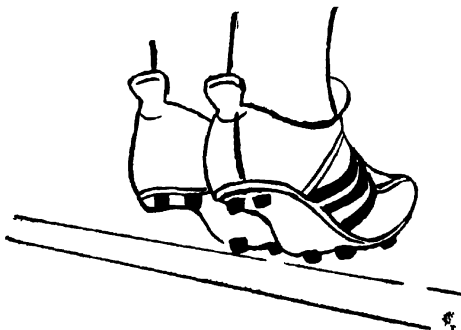
হয় টাচ লাইনের বাইরে মাটিকে স্পর্শ করে থাকতে হবে। কাজেই, কেউ যদি পায়ের অগ্রভাগকে অর্থাৎ—'টো'কে ঠিক লাইনের ওপর স্থাপন করে, গোড়ালী তুলে থ্রো-ইন করে তাতে দোষের কিছু থাকতে পারে না। কারণ গোড়ালী উঠলেও 'টো'-এর অবস্থান যথাথ ভাবেই মাটিকে স্পর্শ করে থাকায়—ভুল থ্রো-ইন হতে পারছে না। কাজেই গোড়ালী তোলার অধ্যায়টি বিবেচিত হতে পারবে তখন, যখন লাইনের ওপর গোড়ালী রেখে, গোড়া‍ি তোলার জন্য পায়ের বাকি স্পর্শিত অংশ মাঠের মধ্যে চলে আসবে।

(২) উপমা বহুল উত্তর

প্রঃ (৬৭২) কোন কোন সট্ সব দিকে মারা যায় না ?

১। গোলকিক্ সেইদিককার পেন্যাল্টি সীমা না ছাড়িয়ে মারা যায় না।

২। 'কিক্-অফ্' সামনের দিকে এবং বিপরীত অর্ধাংশে তার আপন পরিধি না গড়ালে খেলা শুরু হবে না।

৩। পেন্যাল্টি কিক্ সামনের দিকে ছাড়া মারা যায় না।

৪। কর্ণার কিক্ মাঠের দিকে তার আপন পরিধি গড়ানো চাই। পিছনে বা পাশে ঐ কিক্ মারা হলেও, দেখতে হবে তার আপন পরিধি গড়াচ্ছে কিনা ?

৫। যে কোন ধরণের ফ্রিকিক্ গোল লাইন বা টাচ্ লাইনের ওপর বসিয়ে মারা হলে তা মাঠের দিকেই তার আপন পরিধি গড়িয়ে মারতে হবে।

৬। যে কোন ফ্রিকিক্ স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার মধ্য থেকে মারতে গেলে—তা সীমা অতিক্রম না করলে চলবে না। যে কোন ফ্রিকিক্ আক্রমণকারী মারতে গেলে বলের আপন পরিধি না গড়ালেই নয়।

প্রঃ (৬৭৩) কখন কখন পুনরায় কিক্ নিতে আদেশ করতে হবে ?

(১) কিক্-অফের কালে :

(ক) বল তার আপন পরিধি না গড়ালে। (খ) গড়ালেও, তা বিপরীত অর্ধাংশে না গেলে। (গ) গড়াবার আগেই কারুর অনুপ্রবেশ ঘটলে। (ঘ) গড়াবার আগে কেউ খেলে ফেললে।

(২) গোল-কিকের কালে :

(ক) বল পেন্যাল্টি সীমা না ছাড়ালে। (খ) ছাড়াবার আগেই যদি কেউ খেলে ফেলে বা অপরাধ করে বসে। (গ) প্রতিপক্ষের যদি অনুপ্রবেশ ঘটে।

(৩) পেন্যাল্টির কালে :

(ক) বল সামনের দিকে না মারা হলে। (খ) মারলেও তার আপন পরিধি না গড়ালে। (গ) রক্ষণকারীর অপরাধে যদি গোল না হয়। (ঘ) আক্রমণকারীর অপরাধে যদি গোল হয়। (ঙ) 'ব্যাক-হিল' করে বা কিকিং অ্যাকশন পরিবর্তন করে গোল করা হলে। (চ) বহিরাগতের স্পর্শে গোল হলে। (ছ) উভয় পক্ষের অনুপ্রবেশের পর গোল হলে বা না হলে।

(৪) ফ্রি-কিকের কালে :

(ক) যথাস্থানে বল না বসিয়ে মারলে। (খ) বলের আপন পরিধি না গড়ালে। (গ) ক্ষেত্র বিশেষে পেন্যাল্টি সীমা না ছাড়ালে বা তার আগেই ঢুকে পড়লে।

(৫) কর্ণার-কিকের কালে :

(ক) আপন পরিধি না গড়ালে। (খ) কর্ণার কোয়ার্টার সার্কেলে বল না বসালে। (গ) ফ্লাগ হেলিয়ে নিয়ে বা তুলে নিয়ে কিক্ করলে। (ঘ) কিকের আগেই ঢুকে পড়লে।

(৬) টাচ্-লাইনের বা গোল লাইনের ওপর বসান কিক্ গড়াবার মত করে মাঠের দিকে না মারা হলে।

প্রঃ (৬৭৪) বিভিন্ন ক্ষেত্রে খেলোয়াড়েরা কোথায় কোথায় দাঁড়াতে পারে ?

(১) কিক্ অফের কালে, মধ্যরেখাকে স্পর্শ না করে যে যার অর্ধাংশে দাঁড়িয়ে থাকবে। এবং যারা কিক্ অফ নেবে না তাদের খেলোয়াড়েরা ১০ গজ বৃত্তের বাইরে দাঁড়াবে। সার্কেলের মধ্যে দাঁড়ান নিষিদ্ধ।

(২) গোল কিকের কালে—প্রতিপক্ষকে সেই দিককার পেন্যাল্টি সীমার বাইরে দাঁড়াতে হবে। বল সীমা না ছাড়ালে কেউ সীমার মধ্যে ঢুকতে পারবে না।

(৩) পেন্যাল্টি কিকের কালে কিকার এবং প্রতিপক্ষ গোলী ছাড়া বাকি সবাইকে মাঠের ভিতরে এবং পেন্যাল্টি সীমার ও পেন্যাল্টি আর্কের বাইরে দাঁড়াতে হবে। গোলীর পা লাইনের ওপর অনড় থাকবে।

(৪) স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার ভিতর থেকে যে কোন ফ্রি-কিক্ নেবার কালে প্রতিপক্ষরা দাঁড়াবে নয় সীমার বাইরে আর না হয় সীমার বাইরের দশ গজ দূরে। সে ক্ষেত্রেও বল সীমা না ছাড়ালে খেলার মধ্যে গণ্য হবে না বা কেউই সে বল খেলতে পারবে না।

(৫) কর্ণার কিকের কালে প্রতিপক্ষরা বল থেকে ১০ গজ দূরে দাঁড়াবে।

(৬) যে কোন ফ্রি-কিকের কালেও প্রতিপক্ষরা বল থেকে সর্বদাই ১০ গজ দূরে দাঁড়াবে। অবশ্য তারা যদি দুই গোল পোস্টের মধ্যকার গোল লাইনটুকুতে দাঁড়াতে চায় তাহলে আর কোন দূরত্ব বজায় না রাখলেও চলবে।

(৭) থ্রো-ইনের কালে থ্রোয়ারের পায়ের স্পর্শিত অংশ থাকবে টাচ্‌লাইনের ওপরে কিম্বা তার বাইরে।

(৮) অপেক্ষমান বদলীরা মাঠে ঢুকবার কালে টাচ্‌লাইনের ওপর মধ্যরেখা দিয়েই ঢুকবে।

(৯) টাই-ভাঙার কালে গোলী আর কিকার ছাড়া বাকি সবাইকে থাকতে হবে সেণ্টার-সার্কেলের ভিতর। অন্য গোলী পেন্যাল্টি আর্কের একেবারে কোণের দিকে থাকতে পারবে।

(১০) একমাত্র পেন্যাল্টি ছাড়া কিকারের সহ-খেলোয়াড়েরা যেখানে খুশী দাঁড়াতে পারে।

প্রঃ (৬৭৫) একজন আক্রমণকারী, গোলীর বিরুদ্ধে যত ধরনের টেক্‌নিক্যাল অপরাধ করতে পারে, তার মধ্য থেকে যে কোন পাঁচটি ঘটনার কথা উল্লেখ করুন।

(১) বলটিকে খেলবার চেষ্টা না করে, গোলীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার অবরোধ সৃষ্টি করা।

(২) গোলী হাতে বল। সেই বলে পা দিয়ে চার্জ করা বা পা তুলে চার্জ করতে উদ্যত হওয়া।

(৩) গোলী হাই কিক্ করতে চলেছে। সেই কিক্‌কে বাধা দেবার জন্য গোলীর পা বরাবর পা পেতে রাখা।

(৪) শূন্যে লাফিয়ে গোলী বলটি ধরতে চলেছে। ইত্যবসরে কোন আক্রমণকারী যদি কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে গোলীকে ঠেলে দেয়।

(৫) বল পেয়ে গোলী বল ড্রপ করাচ্ছে। বল মাটি এবং হাতের মাঝ বরাবর শূন্যে থাকাকালীন কেউ যদি সেই স্থলে কিক্ চালাবার চেষ্টা চালায়।

প্রঃ (৬৭৬) এমন আটটি ঘটনার কথা উল্লেখ করুন যার জন্য গোলীর বিরুদ্ধে ইনডিরেক্ট কিক্ দেয়া যাবে?

● ১) গোলী যদি বিপদজনক খেলা খেলে।

(২) গোলী যদি দ্বিতীয়বার বলটি খেলে ফেলে।

(৩) গোলী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিপক্ষকে বাধা দেয়।

(৪) গোলী যদি অভদ্রোচিত আচরণ করে।

(৫) গোলী যদি ফোর-স্টেপ-নিয়ম ভঙ্গ করে।

(৬) গোলী যদি কোনরকম উগ্র আচরণ প্রকাশ করে (ভায়োলেন্ট কন্‌ডাক্ট)।

(৭) গোলী যদি রেফারীর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ দেখায়।

(৮) গোলী যদি বল ধরে থেকে, খেলার গতিতে ছেদ টেনে সময় নষ্ট করে।

প্রঃ (৬৭৭) কখন কখন বল ড্রপ দিতে হবে?

● (১) বল অকেজো প্রতিপন্ন হলে (ফেটে গেলে, হাওয়া কমলে, আকারের বিকৃতি ঘটলে, লেস্ খুলে গেলে, সেলাই ছিঁড়ে গেলে ইত্যাদি কারণে)

(২) বহিরাগত কোন বস্তু বা পদার্থের সাথে বলের সংস্পর্শ ঘটলে।

(৩) বন্ধ করা খেলা কিভাবে শুরু হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ ঠিক করা না থাকলে :

(৪) রেফারী নিজের ভুল সাথে সাথে ধরে নিতে পারলে।

(৫) কেউ আহত হবার দরুণ খেলা বন্ধ করা হলে।

(৬) উভয় দলের সম অপরাধ বিবেচ্য হলে।

(৭) উভয় দলের সম স্পর্শে বল বাইরে চলে গেলে।

(৮) এমন অপরাধ বা নিয়ম লঙ্ঘন যা রেফারীর পক্ষে বোঝা মুশকিল।

(৯) জড়াজড়িব মধ্যে কোনরকম বিপদের আশংকা দেখা দিলে।

(১০) বল খেলার মধ্যে অথচ অপরাধ হচ্ছে মাঠের বাইরে।

(১১) অকেজো সাজ পোশাক নিয়ে খেলায় অংশ নিলে।

(১২) বল গোলে ঢোকাব আগে ক্রসবার ভেঙে পড়লে।

প্রঃ (৬৭৮) একেবারেই খেলা শুরু করা যাবে না —কখন কখন ?

● (১) মাঠে যথার্থ রেখা টানা না থাকলে।

(২) বল ভেসে থাকার মত জল দাঁড়িয়ে থাকলে।

(৩) যে বাধা কোন মতেই সরান সম্ভব হচ্ছে না।

(৪) মাঠে যথার্থ আলোব অভাব থাকলে।

(৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অন্য কোন কারণে মাঠ বিপদজনক হয়ে উঠলে।

(৬) ক্রসবার, গোল পোস্ট এবং কর্ণার পতাকা যথার্থ ভাবে না থাকলে।

(৭) জনতার চাপে মাঠের আয়তন ছোট হয়ে উঠলে।

(৮) খেলার আগেই যদি কোর্ট থেকে খেলা বন্ধের আদেশ আসে।

(৯) একটি দল মাঠে না এলে।

(১০) দলে কোন গোলরক্ষক না থাকলে।

(১১) মাঠে বল না থাকলে। যেকটি আছে সেগুলি অকেজো প্রতিপন্ন হলে।

(১২) দলে ১১ জনের বেশী ও ৭ জনেব কম থাকলে।

(১৩) জামার রঙ এক ধরনের অথচ বদলানো সম্ভব না হলে।

(১৪) এক দলের খেলোয়াড়েরা খালি গায়ে নামলে।

(১৫) দুজন লাইন্সম্যান যোগাড় করা সম্ভব না হলে।

(১৬) প্লেয়ার লিষ্ট জমা না দিলে।

(১৭) প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে জার্সির পিছনে নম্বর না থাকলে।

(১৮) কোন দল খেলতে অস্বীকার করলে।

(১৯) টুর্ণামেন্ট কমিটি যদি বিশেষ কারণে খেলা শুরু করতে বারন করে।

(২০) চতুর্থ রেফারীর ব্যবস্থাদি ঠিক মত না থাকলে।

প্রঃ (৬৭৯) বিরতির পর, পুনঃ শুরুতে রেফারীর অবলোকন কি হবে ?

● (১) উভয় দল দিক পরিবর্তন করেছে কিনা ?

(২) বিরতির মধ্যে কাউকে বহিষ্কার করতে হয়েছিল কিনা ?

(৩) উভয় দলে যথাযথ খেলোয়াড় আছে কিনা ?

(৪) গোলীরা মাঠে ঢুকেছে কিনা ?

(৫) কোন বদলী এসেছে কিনা কারুর স্থলে।

(৬) লাইন্সম্যানেরা যথা স্থানে দাঁড়িয়েছে কিনা ?

(৭) মনোনীত বলটি মাঠে ফেরৎ এসেছে কিনা ?

(৮) বৃষ্টি হয়ে থাকলে মাঠে আবার দাগ দিয়ে নিতে হবে কিনা ?

(৯) যে দল এবারে কিক্ করবে তারাই কিক্ করছে কিনা ?

(১০) মাঠের সার্বিক পরিবেশ খেলা শুরুর পক্ষে আছে কিনা ?

(১১) হাতের ঘড়িটি যথার্থভাবে চলছে কিনা ?

প্রঃ (৬৮০) রেফারী কখন কখন সময় বাড়াতে পারেন ?

● ১। খেলোয়াড় সতর্ক করতে গিয়ে যে সময় নষ্ট হবে।

২। খেলোয়াড় বহিষ্কার করতে গেলে।

৩। কোন খেলোয়াড় আহত হলে।

৪। বল যদি হঠাৎ অকেজো হয়ে যায়।

৫। পোস্ট বা বার যদি ভেঙে পড়ে।

৬। নেট যদি খুলে যায়।

৭। বদলী হতে গিয়ে যে সময় নষ্ট হবে।

৮। কিক্ বা থ্রো করতে যদি সময় নষ্ট করা হয়।

৯। কিক্ মারতে দিতে যদি দেরী করিয়ে দেয়া হয়।

১০। বল বার বার বাইরে পাঠিয়ে যদি সময় নষ্ট করা হয়।

১১। রেফারী বা লাইন্সম্যান অক্ষম হলে।

১২। খেলায় যদি অতিরিক্ত সময় খেলাতে হয়।

১৩। পেন্যাল্টি কিক্ উভয়ার্দ্ধের শেষের দিকে হলে তা যতক্ষণ না নিয়মমাফিক-ভাবে নেয়া হবে।

১৪। কোন কারণে রেফারী যদি মনে করেন খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ করা দরকার তাহলে যতক্ষণ তিনি বন্ধ রাখবেন।

প্রঃ (৬৮১) টস্ করার আগে, মাঠে ঢুকেই রেফারী কি কি করবেন?

● (১) প্লেয়ার লিস্ট বিতরণ করা ও সংগ্রহ করা।

(২) বল এবং লাইন্সম্যানের ফ্লাগ নিয়ে মাঠে নামা।

(৩) মাঠ ও তার যাবতীয় উপকরণাদি পরীক্ষা করা।

(৪) খেলোয়াড়দের সংখ্যা গুনে নেয়া ও তাদের সাজ সরঞ্জাম আরেকবারের জন্য দেখে নেয়া। বিশেষ করে গোলীদের।

(৫) দুই দলপতিকে ডাকিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করানো এবং তাদের সাথে করমর্দন করান।

(৬) সহযোগী দুই লাইন্সম্যানদের সাথেও পরিচয় করিয়ে দেয়া।

(৭) ছবি তোলা, পুষ্প স্তবক বিনিময়, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরিচিতি বিনিময়, স্মারক বিনিময় ইত্যাদি পর্বগুলি সেরে নেয়া।

(৮) উভয় দলপতিকে কাছে ডেকে মুদ্রাটির উভয়দিককার বিশেষত্ব ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দেয়া।

(৯) টস্ করার কালে রেফারীকে দাঁড়াতে হবে মূল প্যাভেলিয়ানের মুখোমুখি ভাবে। অর্থাৎ মাঠের যে স্থলে মূল প্যাভেলিয়ন আছে, যেখানে বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতেরা বসবার সুযোগ পান সেই দিকে মুখ করে।

(১০) রেফারীর কিছু বলার থাকলে তা সেরে নেয়া।

(১১) দুই দলপতি মুদ্রাটি গ্রহণ করতে আপত্তি করলে, নিজেই টস্ করা।

প্রঃ (৬৮২) রেফারী কখন কখন রিপোর্ট পাঠাবেন?

● ১। কোন কারণে কাউকে বহিষ্কার করা হলে।

২। কোন কারণে কাউকে সতর্ক করা হলে।

৩। বহিষ্কার বা সতর্কের সুযোগ না থাকলেও ট্রেনার কোচ, ক্লাব কর্মকর্তা, সমর্থক, মালী বা অন্য আর কেউ যদি এমন আচরণ করে যার নামে নালিশ না জানালেই নয়।

৪। কোন কারণে খেলা মাঝপথে বানচাল হয়ে গেলে।

৫। নিজেই যদি কোন কারণ বশতঃ খেলা বন্ধ করে দেন।

৬। খেলা যদি মোটেই শুরু করা সম্ভব না হয়।

৭। খেলা সাময়িক বন্ধ থাকার পর আবার যদি খেলা চালু করা সম্ভব হয়, বা না হয়।

৮। রেফারী যদি নিজের ভুল স্বীকার করে নিতে চান।

৯। রেফারীর আদেশ যদি কোন দল বা খেলোয়াড় মানতে না চায়।

১০। অতিরিক্ত সময় খেলতে যদি না চায় বা টাই ব্রেকারে যদি আপত্তি থাকে আগে বলা সত্ত্বেও।

১১। কোন দলে যদি অবৈধ খেলোয়াড় খেলে থাকে।

১২। খেলা শুরুর আগে বা খেলা শেষের পরে কারুর আচরণ যদি রিপোর্ট করার মত হয়।

প্রঃ (৬৮৩) দলীয় অধিনায়কেরা কোন্ কোন্ দায়িত্ব পালন করলে রেফারী খুশী হতে পারেন ?

(১) ঠিক সময় মত মাঠে নামলে।

(২) বিনা প্রতিবাদে সিদ্ধান্তগুলি মেনে চললে।

(৩) দলের কেউ অন্যায়, উগ্র বা অবৈধ আচরণ করলে রেফারীর অনুকূলে যদি ভূমিকা রাখে।

(৪) দলীয় কর্মকর্তা এবং সমর্থকদের উগ্র আচরণের বিরুদ্ধে যদি সুষ্ঠু ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৫) মাঠে ঢুকবার বা মাঠ ছাড়বার কালে যদি রেফারীকে সাহায্য করে।

(৬) আহত বা কোন ঘটনার জন্য যদি যথাসময়ে রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(৭) রেফারীর যে কোন ধরনের আদেশের প্রতি যদি তার আন্তরিকতা থাকে।

(৮) টসের কালে, দিক পরিবর্তনের কালে যদি তৎপর থাকতে পারে।

প্রঃ (৬৮৪) ফুটবল-আইনকে রক্ষা করা এবং প্রয়োগ করা ছাড়া রেফারীর আর কিছু করণীয় আছে কি ?

● হ্যাঁ আছে। যথা :—

(১) নিজের ভুলের কোনরকম ব্যাখ্যা শোনাতে যাবেন না কোন দর্শক বা সমর্থকদের।

(২) মেজাজ রুক্ষ করে, অশোভন অঙ্গ-ভঙ্গি করে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যাবেন না।

(৩) অযথা বেশী করে বাঁশী বাজিয়ে খেলার আনন্দ এবং মাধুর্যকে যেন নষ্ট না করেন।

(৪) বিশেষ কোন প্রভাবের চাপে পড়ে তিনি যেন যথার্থ আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে পড়েন।

(৫) কোন সময় যেন অন্য রেফারীর পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে নিন্দায় মশগুল না হন।

(৬) আইনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, যে কোন ধরনের প্রতিকূলতাকে সহ্য করার মতো যেন মানসিকতাকে গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

প্রঃ (৬৮৫) রেফারী কি কি কারণে, খেলা শুরু করে দেবার পর, সেই খেলা বরাবরের জন্য বন্ধ করে দিতে পারেন ?

(১) হঠাৎ মার্কিং মুছে গেলে এবং তা টানা সম্ভব না হলে।

(২) মাঠে অসময়ে আলোর অভাব ঘটলে।

(৩) প্রাকৃতিক কারণে মাঠ বিপদজনক হয়ে উঠলে।

(৪) ক্রসবার, গোল পোস্ট বা কর্ণার দণ্ড অকেজো হলে।

(৫) বল নিয়ম শুদ্ধ না থাকলে।

(৬) জনতার চাপে মাঠের আয়তন ছোট হয়ে উঠলে।

(৭) কোর্ট থেকে খেলা বন্ধের আদেশ এলে।

(৮) কোন দল মাঠ ছেড়ে চলে গেলে।

(৯) কোন দলে সাতজনের কম হলে।

(১০) কোন দলে, বার জন অংশ নিলে।

(১১) থ্রী অফিসিয়ালের একজন কমে গেলে।

(১২) উগ্র জনতাকে ঠেকান সম্ভব না হলে।

(১৩) মাঠে নিরাপত্তার অভাব থাকলে।

(১৪) দলীয় কলহ এবং হাতাহাতিতে অবস্থা আয়ত্বের বাইরে গেলে।

(১৫) কোন খেলোয়াড় বা দল রেফারীর আদেশ না মানলে।

(১৬) রেফারী যদি মাঠের মধ্যেই প্রহৃত হন।

(১৭) বিরাটাকারের কোন অঘটনের জন্য যদি মাঠ জুড়ে হাহাকার ওঠে।

(১৮) একদল যদি ইচ্ছে করে মারধোর করে খেলে অপর পক্ষের ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠে।

(১৯) বিষাক্ত গ্যাস বা গন্ধে মেঠো পরিবেশ যদি প্রতিকূল হয়ে ওঠে।

(২০) কোন দল যদি রেফারীকে জানায় "আমরা আর খেলছি না।"

প্রঃ (৬৮৬) কোন টুর্ণামেন্টে খেলাতে গেলে রেফারীকে কি কি তদারক করে নিতে হবে এবং কোন কোন বিষয়গুলি জেনে নিতে হবে ?

(১) মাঠের যাবতীয় রেখা এবং তাদের পরিমাপগুলি দেখে নিতে হবে।

(২) মাঠের অন্যান্য যাবতীয় উপকরণগুলি যাচাই করে নিতে হবে।

(৩) বলের ওজন, পরিধি, বায়ুর চাপ, বহিরাবরণ, রঙ-ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হবে।

(৪) খেলোয়াড়দের সাজ সরঞ্জাম তদারক করতে হবে। বিশেষ করে গোলীর জামা এবং সকলের বুট।

(৫) সহযোগী লাইন্সম্যানদের যাবতীয় করণীয় কর্তব্য বুঝিয়ে দিতে হবে।

(৬) খেলোয়াড় বদল করার নীতি গৃহীত আছে কিনা জেনে নিতে হবে।

(৭) সাতজনের কম থাকলে সে খেলা বাতিল করার নীতি গৃহীত আছে কিনা জেনে নিতে হবে।

(৮) চতুর্থ রেফারীর ব্যবস্থা আছে কিনা জানতে হবে।

(৯) "খালি-পায়ে—খেলা নিষিদ্ধ"—শুধু এই নীতি গৃহীত আছে, না—"ফুটবল-বুট" অপরিহার্য সেই নীতি গৃহীত রয়েছে।

(১০) খেলার মূল সময় কত এবং বিরতির সময়ই বা কত।

(১১) অতিরিক্ত সময় খেলাতে হবে কিনা, খেলাতে হলে তার স্থিতিকালই বা কত?

(১২) টাই ব্রেকের ব্যবস্থা করতে হবে কিনা এবং তা শেষ না করতে পারলে টসের সাহায্য নিতে হবে কিনা?

(১৩) জার্সিতে 'নাম্বারিং' আবশ্যিক করা আছে কিনা?

(১৪) জার্সি এক হয়ে গেলে কমিটির নির্দেশ কিছু দেয়া আছে কিনা?

(১৫) কত সময় হাতে রেখে রেফারীকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

(১৬) টীম আসতে দেরী করলে রেফারী কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য থাকবেন।

(১৭) খেলার শুরুতে, প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান কিছু সেরে নিতে হবে কিনা?

(১৮) টুর্ণামেন্টের অতিরিক্ত 'স্পেশাল' বা 'বাই-ল' কিছু আছে কিনা?

(১৯) রেফারী কোন্ পথ ধরে মাঠে ঢুকবেন এবং ফিরবেন, চতুর্থ রেফারী কোথায় বসছেন, মালী বা মাঠ-সম্পাদকের সাথে চট্ করে কোন্ স্থানে যোগাযোগ করা সম্ভব, মার্শাল বা কর্তব্যরত পুলিশ-ইনচার্জ কোথায় থাকছেন, মেডিক্যাল ইউনিট কোথায় বসছে, ক্যামেরাম্যানরা গোললাইন ছাড়িয়ে যথা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখছে কিনা এবং উভয় দলের অতিরিক্ত খেলোয়াড়গণ ও 'কোচ' কোথায় বসছে সেগুলি ভাল করে দেখে নেয়া।

প্রঃ (৬৮৭) অফসাইড দেয়া যাবে না কখন কখন?

● (১) খেলোয়াড় যদি বলের পিছনে থাকে।

(২) খেলোয়াড় যদি বলের সমলাইনে থাকে।

(৩) যেখানে দাঁড়ালে সুযোগ পাবে না।

(৪) যেখানে থাকলে প্রতিপক্ষের কোনরকম মনযোগ নষ্ট হবে না।

(৫) খেলোয়াড় যদি নিজ অর্দ্ধাংশেই থাকে।

(৬) প্রতিপক্ষের দুজন যদি তার চেয়ে আগে থাকে।

(৭) সরাসরি গোল কিক্, কর্ণার কিক্, থ্রোইন এবং রেফারীর ড্রপ থেকে বলটি পেলে।

(৮) প্রতিপক্ষের স্পর্শের দ্বারা বলটি পেলে।

(৯) বলটা ঠেলবার মুহূর্তে নয়, 'রিসিভ' করার কালে যদি অফসাইডে থাকে।

প্রঃ (৬৮৮) কি কি কারণে খেলোয়াড়রা সতর্কিত হতে পারবে।

● (১) বিনা অনুমতিতে মাঠে প্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশ করলে।

(২) বিনা অনুমতিতে মাঠ ছেড়ে গিয়ে থাকলে।

(৩) বার বার খেলার নিয়ম ভাঙলে।

(৪) রেফারীর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করলে।

(৫) অভদ্রোচিত ব্যবহার বা আচরণের জন্য দায়ী হলে।

(৬) যদি 'ভায়োলেন্ট-কন্‌ডাক্ট' এর দোষে দোষী হয়।

(৭) একবার বারণ করার পর আবার যদি অসদাচরণ করে।

(৮) যেভাবে কিক্ মারা উচিত সেভাবে যদি না মারে।

(৯) ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করার অভিসন্ধি থাকলে।

(১০) নিষিদ্ধ এলাকায় অনধিকার ভাবে প্রবেশ করলে।

(১১) ক্রশবার ধরে ঝুললে।

(১২) কর্ণার পতাকা দণ্ড হেলিয়ে বা সরিয়ে কিক্ মারতে গেলে।

(১৩) কারুর সাথে তর্ক জুড়ে দিলে।

(১৪) কারুকে লক্ষ্য করে বল ছুড়ে মারা হলে।

(১৫) কারুর কাঁধে ভর দিয়ে বল ধরতে বা হেড করতে গেলে।

(১৬) কথায় বা আকার-প্রকারে কাউকে বিভ্রান্ত করলে।

(১৭) যথাস্থান থেকে বল কিক্ বা থোইন না করলে।

(১৮) পেন্যাল্টি বা কিক্ অফ পিছনে দিকে মারা হলে।

(১৯) মাঠের কোণে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেলে।

(২০) গোলী পোস্ট ধরে অযথা টানাটানি করলে।

(২১) বলের ওপর শুয়ে থাকলে।

(২২) ড্রপের আগেই বল ছুঁলে।

(২৩) থ্রোইনের কালে এগিয়ে গেলে।

প্রঃ (৬৮৯) মাঠ থেকে খেলোয়াড় বার করা যাবে কখন কখন ?

● ১। মারামারি বা হাতাহাতি করলে।

২। অত্যন্ত কটু ভাষা প্রয়োগ করলে।

৩। সাংঘাতিক ধরনের চার্জ করলে বা করতে উদ্যত হলে।

৪। একবার সতর্কের পর সে ধরনের অপরাধ আবার করা হলে।

৫। রেফারীর যে কোন আদেশ মানতে না চাইলে।

৬। নিজ দলীয় খেলোয়াড়, লাইন্সম্যান, রেফারী বা দর্শককে মারা হলে।

৭। বুট বা অন্য কোন সাজসরঞ্জাম ঠিকমত পরে আসার পর তা অকেজো প্রতিপন্ন হলে।

৮। লিস্টে নাম নেই এমন খেলোয়াড যদি খেলতে নামে।

৯। কোন দলে খেলা শুরুর সময় ১২ জন থাকলে।

১০। বরাবরের জন্য আহত হলে।

১১। কেউ বদলী চাইলে, স্লিপের নাম অনুযায়ী একজনকে বেরিয়ে যেতে হবে।

১২। বিনা অনুমতিতে মাঠে নামলে।

১৩। বহিষ্কৃত খেলোয়াড় যদি আবার মাঠে নামে, অথবা বদলী হয়ে মাঠের বাইরে গিয়ে পরবর্তী সুযোগে সে যদি আবার মাঠে আসে।

প্রঃ (৬৯০) কি কি কারণে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্‌ দেয়া যায় ?

● ১। রেফারীর মতে যখন কেউ বিপদজনক খেলা খেলবে।

২। বল আয়ত্বে না থাকাকালীন প্রতিপক্ষের সাথে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বৈধ চার্জ করা হলে।

৩। 'অব্‌ষ্ট্রাকশন' নিয়ম ভঙ্গ করা হলে।

৪। গোলীকে অন্যায়ভাবে চার্জ করা হলে।

৫। গোলী, 'ফোর ষ্টেপ' নিয়ম ভাঙলে।

৬। অপরের স্পর্শ ছাড়া কিকার দুবার বল খেললে।

৭। অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করলে।

৮। বলের ওপর শুয়ে থাকলে।

৯। একই দলের দুজনে মারামারি করলে।

১০। রেফারী, লাইন্সম্যান বা দর্শকদের মারা হলে।

ইনডিরেক্টের সাইন লক্ষ্য করুন

১১। অপরের কাঁধে ভর দিয়ে শূন্যে উঠে বল হেড করতে গেলে।

১২। রেফারীর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করলে।

১৩। অফসাইডের কবলে পড়লে।

১৪। পেন্যাল্টির আগে, সহ-খেলোয়াড ঢুকে পড়ল এবং বল যদি তারপর গোলীর হাতে, বারে বা পোস্টে লেগে তার কাছে যায় এবং সে যদি বল ছোঁয়।

১৫। বার বার নিয়ম লঙ্ঘন করলে।

১৬। অভদ্রোচিত ব্যবহার প্রকাশ করলে।

১৭। আকারে-প্রকারে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করা হলে।

১৮। কারুর গায়ে থুথু ছিটোলে।

১৯। নিজদলের অনুকূলে গোলী যদি এমন উপায় গ্রহণ করে যা রেফারীর মতে খেলার গতি ও সময় নষ্টর কারণ হবে।

জানেন কি ?

ইতিহাস থেকে পাওয়া যাচ্ছে, বহু আগে কেবলমাত্র আবেদনের ভিত্তিতে রেফারীরা বাঁশী বাজিয়ে থাকতেন। এই নীতি বদলানো হয়েছিল ১৮৮০ সনে। রেফারীদের ওপর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার বা সার্বিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল ১৮৯৪ সনে এবং সে বছরেই ঠিক করা হয়েছিল রেফারীর দেয়া সিদ্ধান্তের ওপর কোনরকম প্রশ্ন করা যাবে না।

(৩) টীকা ও সংজ্ঞা

প্রঃ (৬৯১) "আন্‌জেন্‌টেলম্যান্‌লী-কন্‌ডাক্ট" :

● যখন কোন খেলোয়াড় অভদ্রোচিত আচরণ কিম্বা ব্যবহার প্রকাশ ক'রে কোন ব্যক্তি বিশেষের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং নীতিবহির্ভুতভাবে খেলে,- খেলার আইনকে অমান্য কিম্বা অবজ্ঞা করতে উদ্যত হবে—তখনই সেটা হবে 'আন্‌জেন্‌টেল্‌ম্যান্‌লী-কনডাক্ট'। ওর জন্য খেলা থামান হলে, ধার্য করতে হবে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্ এবং খেলোয়াড়কেও সতর্ক করতে হবে। যেমন :—রেফারীকে না বলে কয়ে মাঠ ছাড়া বা মাঠে ঢোকা, এবং রেফারীর সিদ্ধান্তে মন্তব্য করা।

প্রঃ (৬৯২) "ভায়োলেন্ট-কন্‌ডাক্ট" :

● ভাবে, ভাষায় এবং আচরণে যখন কোন খেলোয়াড় অতীব উগ্র মনোভাব কিম্বা চরম আচরণ প্রকাশ করে ফেলবে। এর জন্য খেলোয়াড়কে শুধু সতর্ক নয়, বহিষ্কারও করা চলে। খেলা থামালে, শুরু করতে হবে ইনডিরেক্ট দিয়ে। যেমন :—কারুর সাথে হাতাহাতি করা, কারুর উদ্দেশ্যে থু থু ছিটানো এবং কাউকে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা।

প্রঃ (৬৯৩) "জুরিসডিকশন্ পাওয়ার" :

● এই কথাটির অর্থ-রেফারীর এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষমতা। রেফারীর এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে খেলা সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনার ওপর। রেফারীর সেই এক্তিয়ার শুরু হয় কিক্ অফের বাঁশী থেকে আর শেষ হবে মূল বাঁশীর সাথে সাথে। খেলার সাময়িক বিরতিতে সেই এক্তিয়ার কখনো লোপ পাবে না।

প্রঃ (৬৯৪) "ডিস্‌ক্রিশনারী পাওয়ার"

● এই কথাটির অর্থ—নিজ বিবেচনা মত রেফারী যখন তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। খেলার সবকিছু ঘটনাগুলিকে সবসময় যথার্থভাবে সমাধান করে দেয়া রেফারীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বাধ্য হয়ে রেফারীকে তখন প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তিতে নিজ বিবেচনা মতো কিছু ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয় :—যেমন নষ্ট সময়ের হিসেব রেখে পরে তা পুষিয়ে দেয়া নিজ বিবেচনা মতো, কোন রকম সতর্ক না করেও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে রেফারী যে কোন সময় খেলোয়াড় বহিষ্কার করতে পারেন এবং অপরাধ থাকলে তিনি তা উপেক্ষা করে 'অ্যাডভানটেজ' দিতে পারেন।

প্রঃ (৬৯৫) 'মিস্‌কন্‌ডাক্ট' ও 'সিরিয়াস মিস্‌কন্‌ডাক্ট' :

● মিস্‌কনডাক্ট হবে এমন ধরণের ইচ্ছাকৃত নিয়ম লঙ্ঘণীয় ঘটনা যার দ্বারা খেলার 'স্পিরিট' নষ্ট হয় এবং বল খেলতে দেরী করে সময় নষ্ট করার দরুণ খেলার বৈশিষ্ট এবং আনন্দ ব্যাহত হয়। ঐ ধরনের অপরাধ করার পর কোন খেলোয়াড় যদি সতর্কিত হয় এবং সতর্কিত হবার পরও যদি সেই খেলোয়াড় তার পুনরাবৃত্তি করে তাহলে তখন সেটা হবে 'সিরিয়াস মিস কনডাক্ট'। বল যদি খেলার মধ্যে থাকে এবং তার জন্য যদি খেলা বন্ধ করতে হয় তাহলে খেলা শুরু করতে হবে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্ থেকে।

যেমন :—(১) কিক্ মারতে দেরী করা।

(২) ইচ্ছে করে বল বাইরে মেরে সময় নষ্ট করা।

(৩) কিক্ মারার আগেই নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করা।

(৪) বার ধরে ঝুলে পড়া বা ফ্লাগ সরিয়ে কর্ণার কিক্ নিতে যাওয়া।

প্রঃ (৬৯৬) "সিরিয়াস ফাউল প্লে" :

● বলটিকে না খেলবার চেষ্টা করে, প্রতিপক্ষকে শারীরিকভাবে আঘাত হানবার পরিস্কার এক উদ্দেশ্য নিয়ে যখন কোন খেলোয়াড় ভয়ানক মারাত্মক বা বিশ্রী ধরণের চার্জ করবে বা করতে উদ্যত হবে তখনই সেটা হবে 'সিরিয়াস ফাউল প্লে'। যেমন—(১) প্রতিপক্ষকে লাথি মারা বা মারতে যাওয়া। (২) প্রতিপক্ষকে আঘাত করা বা করতে যাওয়া। এই অপরাধের জন্য খেলোয়াড় বহিস্কৃত হবে এবং শুরু করতে হবে ডিরেক্ট কিক্ দিয়ে। মনে রাখতে হবে এই প্রসঙ্গটি ইনডিরেক্টের ঘরে প্রাধান্য পেলেও ডিরেক্ট ছাড়া আর কিছু দেয়া যাবে না। ১২ নম্বর আইনে আছে দুটি কথা। 'ফাউল ও মিস্‌কন্‌ডাক্ট'। 'ফাউল' পর্যায়ের সব কটি অপরাধ হবে ডিরেক্ট এবং মিস্‌কন্‌ডাক্টের জন্য হবে ইনডিরেক্ট।

প্রঃ (৬৯৭) "পেন্যাল অফেন্স" :

● খেলার স্পিরিটকে ব্যাহত করার—পরিস্কার এক উদ্দেশ্য নিয়ে, ইচ্ছাকৃতভাবে, কোন খেলোয়াড় যখন ১২ নম্বর আইনে বর্নিত "এ" থেকে "আই"-এর মধ্যে যে কোন অপরাধ সংগঠিত করে রেফারী কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হবে তখনই সেটা হবে 'পেন্যাল অফেন্স'। 'পেন্যাল অফেন্সের' আওতায় আছে মোট নয়টি অপরাধ। তাই ঐ অপরাধকে বলা হয়ে থাকে 'নাইন পেন্যাল অফেন্স।' একমাত্র হ্যাণ্ডবল ছাড়া বাকি আটটি অপরাধকে সংগঠিত হতে হবে প্রতিপক্ষকে কেন্দ্র করে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে। ঐ অপরাধ স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে হলে (গোলীর হ্যাণ্ডবল

ছাড়া) পেন্যাল্টি ধার্য করতে হবে। যথা—(১) প্রতিপক্ষকে ল্যাং মারা, লাথি মারা, আঘাত করা, ধাক্কা মারা আটকে ধরা ইত্যাদি।

প্রঃ (৬৯৮) "টেক্‌নিক্যাল্ অফেন্স" :

● যখন কোন খেলোয়াড় খেলতে গিয়ে, খেলার স্পিরিটকে নষ্ট না করে, কেবলমাত্র পদ্ধতিগতভাবে বা প্রথাপ্রকরণগতভাবে আইন বিরুদ্ধ খেলা খেলে ফেলবে তখনই সেটা হবে 'টেক্‌নিক্যাল অফেন্স।' এই অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে হবে ইনডিরেক্ট কিক্।

১২ নম্বর আইনের, "আই"-এর পর থেকে যে কটি অপরাধের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে সেই সব অপরাধগুলি হবে 'টেকনিক্যাল অফেন্স।' যেমন :—

(১) গোলীর 'ফোর-ষ্টেপ' বিধি লঙ্ঘন।

(২) প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করা।

(৩) অন্যের স্পর্শ ছাড়া দ্বিতীয়বার বল খেলে ফেলা।

প্রঃ (৬৯৯) কিকিং :

● কিকিং মানে হল—লাথি মারা বা লাথি চালানো। বলে লাথি চালানোটা মোটেই অপরাধের নয়। তবে সেটা যে মুহূর্তে খেলোয়াড়ের প্রতি হয়ে উঠবে, সেই মুহূর্তেই হবে অপরাধ। এর শাস্তি দুরকম ভাবে দেয়া যায়। প্রতিপক্ষের প্রতি হলে, হবে ডিরেক্ট কিক্ এবং স্বপক্ষের প্রতি হলে, ইন্‌ডিরেক্ট। আবার শুধুমাত্র লাথি মারা হলেই অপরাধ হবে না। লাথি চালানোর চেষ্টা করা হলেও সম-অপরাধ বিবেচিত হবে। উদ্দেশ্য যদি খেলোয়াড়ের প্রতি না হয়ে বলের প্রতিও হয়, তাহলেও দেখতে হবে সেই লাথির দরুণ অপরের বিপদ সূচীত হচ্ছে কিনা? হলে সেটা হবে 'ডেন্‌জারাস প্লে'। তার শাস্তি হবে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্।

প্রঃ (৭০০) ষ্ট্রাইকিং :

● যে কোন ভাবে আঘাত করাটাই হবে আইন বিরুদ্ধ কাজ। শুধু আঘাত নয়, আঘাত করার চেষ্টা চালানোটাও অপরাধ। এর শাস্তি ডিরেক্ট কিক্ অবশ্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হলে। তেমন ভাবে আঘাত করা হলে সাথে সাথে সেই খেলোয়াড়কে বহিষ্কার করা যেতে পারে।

প্রঃ (৭০১) পুসিং :

● প্রতিপক্ষকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা মারা হলে, বা ঠেলে দেয়া হলে হবে, 'পুসিং'। পুসিং এর মূল আধার ছিল হাত। এখন হাতের সীমাবদ্ধতাকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ শরীরের যে কোন অংশ দিয়ে কোনরকম ভাবে ধাক্কা মারার

চেষ্টা করা হলেই সেটাকে গণ্য করতে হবে পুসিং বলে। কেউ যদি বাধা দিতে থাকে সেই অবস্থায় তাকে কোন মতেই ধাক্কা দেয়া যায় না। পুসিং অপরাধের শাস্তি হল ডিরেক্ট কিক্।

প্রঃ (৭০২) হোল্ডিং :

● প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ভাবে ধরে রাখা হলে বা আটকে রাখা হলে, হবে—হোল্ডিং। 'হোল্ডিং' এও হাতের ব্যবহার ছিল সব কিছু। তখন হাতের ঘটনা ছাড়া অন্য উপায়কেও প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। কেউ যদি প্রতিপক্ষের শরীরের ওপব চেপে বসে থাকার চেষ্টা চালায় বা পায়ে পা জড়িয়ে উঠতে দিতে না চায়, সেটাকেও হোল্ডিং-এর আওতায় আনা যেতে পারে। এই অপরাধের শাস্তি হবে—ডিরেক্ট কিক্।
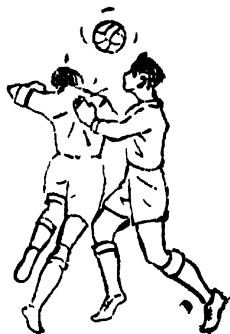
প্রঃ (৭০৩) ট্রিপিং :

● অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়া। ট্রিপিং ইচ্ছাকৃত ধরনের হচ্ছে, কি 'চ্ছ না সেটা খুব লক্ষ্য রাখতে হবে রেফারীকে। অনেক সময় বলের ওপর পা চালাতে গেলে, খেলোয়াড়কে ভূপতিত হতে দেখা যায়। অনেকে আবার এমন ভাবে পড়ে যাবার ভান করে, যাতে মনে হবে, তাকে মারাত্মক ভাবে ল্যাং মারা হয়েছে। কেবলমাত্র ল্যাং মারাটাই অপরাধ নয়। মারার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলেও শাস্তি দিতে হবে। এর শাস্তি হবে ডিরেক্ট কিক্। ট্রিপিং-এর অন্যতম আরেকটি অঙ্গ হল 'ষ্টুপিং'। অর্থাৎ ধাবিত বা শূন্যে থাকা খেলোয়াড়কে ফেলে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে যখন তার সামনে কিম্বা পিছনে ঝুঁকে পড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা থাকবে।

প্রঃ (৭০৪) প্লেস-কিক্ :

● সেণ্টার-স্পটে বসান নিশ্চল বলটিকে দলের যে কোন একজন খেলোয়াড় যখন কিক্ ক'রে, তার আপন পরিধি গড়িয়ে বিপরীত অর্ধাংশে ঠেলে পাঠিয়ে (৮নম্বর নিয়মকে সার্বিক ভাবে রক্ষা করে) খেলা শুরু করবে তখনই তাকে বলা হবে 'প্লেস্‌কিক'।

প্রঃ (৭০৫) "কিক্-অফ" :

● কিক্ অফ-এর বৈশিষ্ট্য প্লেস কিকেরই মতো। কোন রকম পার্থক্য নেই

বৈচিত্রে বা বৈশিষ্ট্য। তবে দিনের প্রথম কিকটিকে কেবলমাত্র আখ্যা দেয়া যাবে কিক্-অফ হিসেবে।

প্রঃ (৭০৬) "অবস্ট্রাক্‌শন্" :

● বলটিকে খেলবার চেষ্টা না করে ইচ্ছে করে প্রতি-পক্ষকে বাধা দিলে, বল এবং প্রতিপক্ষের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে বাধা সৃষ্টি করা হলে, শরীরটাকে এমন ভাবে আগ্‌লে রাখা হচ্ছে যাতে করে বিপক্ষের অবরোধ সৃষ্টি হতে পারে এবং বল খেলার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বাধা দেবার অভিসন্ধি নিয়ে যখন এদিক-ওদিক পদক্ষেপ ফেলে—প্রতিপক্ষকে অপেক্ষা করতে বা তার গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য করান হবে—তখনই রেফারী 'অবস্ট্রাকশনের' জন্য বাঁশী বাজাতে পারেন। এই অপরাধের শাস্তি হবে—ইন্‌ডিরেক্ট ফ্রি-কিক্।

এখানে বলটি খেলার মত দূরত্বে নেই। কাজেই না খেলে ওভাবে বাধা দিলে অবস্ট্রাক্‌শন হবে। বলটি খেলার মতো দূরত্বে থাকলে—না খেলাটা কৌশল হিসেবে ধরতে হবে এবং তখন কোন শাস্তি দেয়া যাবে না।

প্রঃ (৭০৭) চার্জিং :

● বলটিকে খেলবার জন্য প্রতিপক্ষের সাথে কোনরকম কায়িক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াকেই বলা হয়—চার্জ।

চার্জ করা মোটেই অন্যায় বা নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ নয়। চার্জ ফুটবল খেলার অন্যতম এক অঙ্গ বা কৌশল। চার্জ—দুরকমের। বৈধ এবং অবৈধ চার্জ। চার্জ কখনো সর্বশক্তি দিয়ে বিপদজনক বা মারাত্মকরূপে করা যায় না। পিছন দিক থেকেও আবার চার্জ করা যায় না, যদি না কেউ বাধা সৃষ্টি করে। চার্জে কনুই এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। অবৈধ চার্জ হলেই রেফারী প্রয়োজন বুঝে তার শাস্তি দিতে পারেন আর বৈধ চার্জের জন্যে কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রেই তা করা সম্ভব।

প্রঃ (৭০৮) "ফেয়ার-চার্জ":

● বৈধভাবে চার্জ করা। কোন খেলোয়াড় যখন অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োগ না চালিয়ে, মারাত্মক বা বিপদজনক ভাবে না খেলে, ঠেলবার উদ্দেশ্যে বাহু বা কনুই-এর অপব্যবহার না চালিয়ে যখন আইন অনুযায়ী চার্জ করবে—তখনই সেটা হবে বৈধ চার্জ। তবে নাগালের বাহিরে থাকা বলটিকে খেলবার চেষ্টা না করে—যখন অপবের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বৈধ চার্জ কবা হবে সেটা কিন্তু অবৈধ চার্জ হয়ে যাবে। কাজেই তখন শাস্তির আওতায় পড়তে হবে।

প্রঃ (৭০৯) "আন্‌ফেয়ার-চার্জ":

● রেফাবীর মতে যখন কোন খেলোয়াড় অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োগ চালিয়ে, বিপক্ষের বিরুদ্ধে যখন মারাত্মক ধরনের বা বিপদজনক রকমের চার্জ করবে—তখনই সেটা হবে আনফেয়ার চার্জ। বাহু তুলে ঠেলা, কনুই দিয়ে গুতোগুতি করা, কাঁধের পরিবর্তে শীর-দাঁড়ায় চার্জ করা, বাধা না দেয়া সত্বেও পিছন দিক থেকে চার্জ করা এবং প্রতিপক্ষেব সামনে কিম্বা পিছনে ঝুঁকে পড়ে তাকে ধে[illegible] দেবার চেষ্টা করা—ইত্যাদি ধরনের চার্জগুলি সবই হবে 'আনফেয়ার'। আবার বৈধ চার্জ করলেও একটি মাত্র ক্ষেত্রে সেই চাজকে অবৈধগণ্য করা যাবে, যখন দেখা যাবে বলটি তার আয়ত্বের বাইরে আছে এবং খেলবারও কোন ইচ্ছে নেই। সেই অবস্থায় চার্জ করলে তার বিরুদ্ধে ইন্‌ডিরেক্ট দেয়া যাবে।

প্রঃ (৭১০) "জাম্পিং ও অ্যাক্‌সিডেন্টাল্ জাম্পিং":

● প্রতিপক্ষের প্রতি ইচ্ছে করে লাফিয়ে বা ঝাঁপিয়ে পড়াটা হবে নিয়মবিরুদ্ধ কাজ বা চার্জ। ওরকমটি হলে রেফারী বিনা দ্বিধায় ডিরেক্ট কি[illegible] দেবেন। কিন্তু খেলোয়াড়ের প্রতি না লাফিয়ে যদি বলের প্রতি লাফান হয় তাহলে সেটা কোন অপরাধের মধ্যে পড়বে না অবশ্য তা যদি বিপদজনক ধরণের না হয়। কাজেই রেফারীকে মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করে নিতে হবে কি ধরণের উদ্দেশ্য নিয়ে খেলোয়াড়টি লাফিয়েছিল। ফুটবল আইনে হঠাৎ লাফানোর বা সহসা লাফান হয়ে গেছে বলে কোনরকম বিষয় থাকতে পারে না। ফলে সহসা লাফানোর জন্ত কোন রকম শাস্তিও

দেয়া চলবে না। যেমন :—লাফিয়ে উঠে হেড করার পর যদি সংঘর্ষ বাধে সেটা অপরাধের হবে না। কারণ খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্য ছিল হেড করা এবং খেলেও সে হেড করেছিল যথার্থভাবে। এখানকার সংঘর্ষটা তাই খুব স্বাভাবিক ধরণের ঘটনা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তাই শাস্তির প্রশ্ন উঠতে পারবে না। তবে আগে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে পরে হেড করতে যাওয়াটা অন্যায় হবে।

বলের প্রতি ঝাঁপানো অপরাধ নয়
কিন্তু মানুষের প্রতি হলে
অপরাধ হবে।

প্রঃ (৭১১) "ড্রপিং দি বল" :

● ড্রপ মানে হল বলকে অবতরণ করান। খেলার সাময়িক বিরতির পর অনেক ক্ষেত্রে রেফারীকে বল ড্রপ করিয়ে খেলা শুরুর ব্যবস্থা করতে হয়। যেমন—কেউ আহত হলে বা বল যখন অকেজো প্রতিপন্ন হবে সে রকম ধরণের ক্ষেত্রে। বলটিকে কোমরের সমান উঁচুতে এনে, হাতের তালুর ওপর স্থাপন করে বা পাঁচ আঙুলের সাহায্যে নীচু করে ধরে থেকে আস্তে করে জমির ওপর ছেড়ে দেবার রীতিকে বলা হয়—ড্রপ। রেফারীদের মনে রাখতে হবে বল মাটিতে আছাড় মেরে বা ঠুকে দিয়ে কখনো ড্রপ করান যায় না। ড্রপ মাটিতে পড়ার আগে কেউই সেই বল স্পর্শ করতে পারবে না। ড্রপের সময় কোন পক্ষের কতজন, কিভাবে কত দূরে অবস্থান করতে পারবে তা কিছু বলা নেই আইনে। বল মাটি স্পর্শ করলেই খেলার মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।

প্রঃ (৭১২) 'ফোর-ষ্টেপ-রুল' :

● দলীয় গোলরক্ষকেরা যখন অন্যকে খেলবার কোনরকম সুযোগ না দিয়ে বল ধরে রেখে, বল মাটিতে আছাড় দিতে দিতে এবং বল শূন্যে ছুড়ে আবার তা লুফে নিতে নিতে চার পদক্ষেপের বেশী চলে যাবে—তখনই সেটা হবে আইন বিরুদ্ধ কাজ। এর জন্য গোলীর বিরুদ্ধে শাস্তি হবে—ইন্‌ডিরেক্ট কিক্। এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে বল ধরার পর থেকে। তবে গোলীরা বল ধরে মাটিতে গড়িয়ে দিয়ে যত পা খুশী এগোতে পারবে। কারণ বল গড়িয়ে দেয়া মানেই হল অপরকে খেলার সুযোগ করে দেয়া। বল গড়ানোর পর, গোলী বলটি ধরলেও গড়ানোর আগে বা পরে সব মিলিয়ে সেই গোলী মোট চার পা ফেলতে পারবে। কাজেই রেফারীকে বল গড়ানোর আগের ও পরের পদক্ষেপ সম্পর্কে খুব সচেতন থাকতে হবে। গোলী বল

ধরে যদি কোন পদক্ষেপ না দেয় তাহলে গড়ানোর পর সে বলটি ধরে নিয়ে মোট চার পা পর্যন্ত যেতে পারবে। এইভাবে, গড়ানোর আগে যদি গোলী এক-পা, কিম্বা দু-পা, কিম্বা তিন-পা অথবা চার-পা বাড়িয়ে থাকে তাহলে গড়ানোর পর সে যাবার অধিকারী হবে যথাক্রমে তিন-পা, দু-পা, এক-পা এবং আর কোন পা নয়।

প্রঃ (৭১৩) "কভারিং দি বল":

● অনেক সময় দেখা যায়, কোন একজন রক্ষণকারী নিজ গোলের দিকে মুখ করে, বলটিকে তার সামনে আড়াল করে রেখে, খেলতে না দেবার চেষ্টায় প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। এ ধবনেব প্রচেষ্টাকে কখনো নিয়মবিরুদ্ধের পর্যায়ে ফেলা যাবে না। আপাতঃ দৃষ্টিতে একে অবরোধ বলে মনে হলেও একে অবরোধ বলে গণ্য করা যাবে না। কাবণ বলটি তার সামনে থাকা মানে, তার আয়ত্বের মধ্যেই থাকা এবং বলের প্রতি তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকা। ঐ পরিস্থিতিতে ইচ্ছে করলে সেই খেলোয়াড় বলটি খেলতে পারে আবার নাও পারে। এখানে না খেলা হবে এক ধরনের কৌশল। তবে ঐ সব ক্ষেত্রে খেলোয়াড়কে পিছন দিক থেকে বৈধ চার্জ করা যাবে।

প্রঃ (৭১৪) "কারটেন-রেজার":

● বহু মঞ্চে মূল নাটকের পর্দা ওঠবার আগে সেই মঞ্চে গৌন ধরনের নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হতে দেখা যায়। মঞ্চের অনুষ্ঠান ছেড়ে বাইরে চলে আসুন— মেঠো অনুষ্ঠানে। কোন আন্তর্জাতিক খেলায়, নির্ধারিত মাঠে নির্দিষ্ট মূল খেলাটি শুরু হবার আগে সেই মাঠে অন্য কোন গৌন ধরনের খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারবে কিনা সেটা নিভর করবে—দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রতিনিধি এবং নিযুক্ত রেফারীর পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্তের ওপর। সব কিছু ব্যবস্থা ঠিক হবে মাঠেব অবস্থার কথা বিবেচনা করে।

প্রঃ (৭১৫) "অফেন্স অ্যাট্ ডিসটান্স":

● খেলার মধ্যে অনেক সময় ব্যবধান মূলক অপরাধ সংগঠিত হতে দেখা যায়। যেমন কোন খেলোয়াড হঠাৎ রেগে গিয়ে, ইচ্ছে করে কিছুটা বা বেশ কিছুটা দূরে থাকা প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে যদি ঘুঁষি, বল, গ্লাভস, সিনগার্ড, মাটি, কাদা, পতাকা দণ্ড অথবা ঐ জাতীয় কিছু বস্তু ছুঁড়ে মারে, তাহলে রেফারীকে অপরাধের স্থল নির্ণয় করতে হবে ঠিক সেই স্থান থেকে যেখানে অভিযুক্ত খেলোয়াড়টি ছুঁড়বার 'action' শুরু করবে। স্থানটি যদি পেন্‌াল্টি সীমার মধ্যে পড়ে তাহলে পেন্‌াল্টি হবে।

প্রঃ (৭১৬) "অফেন্স অফ কন্‌টাক্ট" :

● সংগঠিত অপরাধটি ঠিক যে স্থানে অপরের সাথে সংযোগ হচ্ছে, ঠিক সেই স্থল থেকেই অনেক সময় কিক্‌ মারতে হয়। যেমন, কোন উগ্র খেলোয়াড়, স্বীয় সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি, সীমার বাইরে দাঁড়ানো কোন আক্রমণকারীর মুখে সজোরে ঘুঁষি চালায়—রেফারী তার জন্য পেন্যাল্টি দিতে পারবেন না। কারণ ঘুঁষির আর মুখের সংযোগ-স্থলটি কিন্তু সীমার মধ্যে পড়ছে না। সেটার যথার্থ স্থলটি পরিগণিত হবে সীমার বাইরে। সর্বক্ষেত্রে যথার্থ স্থলটি নির্ণয় করবার একমাত্র অধিকারী হবেন স্বয়ং রেফারী।

প্রঃ (৭১৭) "ফাউল কমিটেড্‌ ইন্‌ রিলেশন টু দি বল" :

● অনেক সময় বলের অবস্থান স্থলকে অপরাধ নির্ণয়ের যথার্থ স্থান হিসেবে ধরতে হয়। যেমন স্বীয় পেন্যাল্টি সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন গোলী যদি হাত বাড়িয়ে সীমার বাইরে অবস্থিত বলকে ধরে বা ছুঁয়ে ফেলে তাহলে সীমার বাইরেই তার বিরুদ্ধে ডিরেক্ট কিক্‌ দিতে হবে হ্যাণ্ডবলের জন্য। অর্থাৎ কিনা বলের তাৎক্ষণিক স্পর্শ স্থলই হবে শাস্তি দেবার যথার্থ স্থল।

প্রঃ (৭১৮) "স্যাল্‌ বি ইন প্লে" :

● বলটি যখন নিয়মসুদ্ধ অবস্থায় তার আপন পরিধি গড়িয়ে যাবে, পেন্যাল্টি-সীমা ছাড়িয়ে যাবে, মাটিতে ড্রপ পড়বে এবং হাতে ছোঁড়া বলটির সম্পূর্ণ অংশ মাঠের মধ্যে প্রবেশ করবে—তখনই সেটাকে খেলার মধ্যে বলে গণ্য করা যাবে।

প্রঃ (৭১৯) "স্যাল বি ডিম্‌ড্‌ ইন প্লে" :

● কোন কারণে খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলে সেই খেলাকে পুনরায় শুরু করে খেলার মধ্যে আনাই হল—"স্যাল বি ডিম্‌ড্‌ ইন প্লে"। যেমন বল ড্রপ করিয়ে খেলা শুরু করে, খেলার মধ্যে আনতে গেলে তা যতক্ষণ না ভূমি স্পর্শ করবে ততক্ষণ খেলাটি শুরু বলে গণ্য হতে পারছে না।

প্রঃ (৭২০) "কিক্‌ড্‌ ইন টু প্লে" :

● কিক্‌ করে বলটিকে খেলার মধ্যে আনা। ক্ষেত্র বিশেষে কিক্‌ মারলেই তা খেলার মধ্যে গণ্য হয় না। কাজেই নিয়মরক্ষা করে কিক্‌ না নিতে পারলে খেলা শুরু হতে পারবে না। যেমন গোলকিক্‌—সেই সেই দিককার পেন্যাল্টি সীমা না ছাড়িয়ে গেলে, পেন্যাল্টি-কিক্‌ বা কিক্‌অফ তার আপন পরিধি সামনের দিকে না গড়ালে, গোল কিম্বা টাচ লাইনের ওপর বসান কিক্‌ মাঠের দিকে তার আপন পরিধি না গড়াতে পারলে অথবা যে কোন ফ্রি-কিক্‌ তার আপন পরিধি না গড়ালে বা ক্ষেত্র বিশেষে পেন্যাল্টি সীমা না ছাড়ালে খেলার মধ্যে গণ্য হতে পারে না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে কিক্ করলেই খেলা শুরু হয় না। যথার্থ নিয়ম পালন করেই তবে কিক্‌কে খেলার মধ্যে আনতে হয়।

প্রঃ (৭২১) "অ্যাড্‌ভান্‌টেজ" :

● একটি অপরাধ হওয়া সত্বেও যদি দেখা যায় সেই-অপরাধের মধ্য দিয়ে প্রতি-পক্ষের সুযোগ অব্যাহত থেকে যাচ্ছে তাহলে রেফারী সেই ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান না দিয়ে উক্ত সুযোগটুকু গ্রহণের জন্য খেলা চালু রাখতে পারেন। মনে রাখতে হবে সুযোগ একবার ব্যর্থ হয়ে গেলে পরে রেফারীর আর কিছু করবার অবকাশ থাকে না। রেফারী 'অ্যাড্‌ভান্‌টেজ' দিলে আকারে-প্রকারে তিনি, অবগতির জন্য সচেতন করে দেবেন।

প্রঃ (৭২২) "রিফ্রেন-ফ্রম" :

● একজন রেফারী হিসেবে তিনি সেই সব ক্ষেত্র থেকে ক্ষমতা প্রয়োগে বিরত থাকতে পারেন, যেসব ক্ষেত্রে তিনি নিজে বুঝে নিতে পারবেন যে অপরাধের দণ্ড দেয়া হলে অপরাধী দলকেই সুযোগ করে দেয়া হয়ে যাবে।

প্রঃ (৭২৩) "পারসিস্‌টান্স-ইন্‌ফ্রিঞ্জমেণ্ট" .

● কোন খেলোয়াড় বা কোন দল যদি বার বার করে নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করতে থাকে বা অপরাধজনিত ঘটনায় জড়াতে থাকে। এর জন্য রেফারী সতর্ক করে দিতে পারেন এবং বহিষ্কারের আদেশও দিতে পারেন। এই ঘটনার জন্য রেফারী যদি খেলা বন্ধ করেন তাহলে খেলা শুরু করবেন ইন্‌ডিরেক্ট-কিক্ দিে

প্রঃ (৭২৪) "রিটালীয়েশন্" :

● আঘাত খাবার পর সেই আঘাতের প্রতিশোধ তুলবার জন্য যখন কোন ধৈর্য হারানো খেলোয়াড় প্রত্যাঘাত করে বসবে ; তখনই হবে রিটালীয়েশন।

প্রঃ (৭২৫) "অন্‌সাইড" :

● 'অফ-সাইড' মুক্ত অঞ্চল। অর্থাৎ যে অঞ্চলে চলে এলে বা অবস্থান করলে, সেখানকার অবস্থানকে কোনমতেই অফ-সাইড বলে গণ্য করা যাবে না।

প্রঃ (৭২৬) "অফেন্‌ডিং-সাইড" :

● একটি পক্ষ অথবা দল যে দলের অপরাধের জন্য বা কোন একজন খেলোয়াড়ের নিয়ম লঙ্ঘনীয় কাজের জন্য সেই দলটি রেফারী কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রঃ (৭২৭) "ডিফেন্‌ডিং-সাইড" :

● সেই দিক্‌কার পক্ষ, যে পক্ষ প্রতিপক্ষের আক্রমণের চাপে পড়ে, সেই

আক্রমণকে বুঝবার জন্য বা প্রতিরোধ করবার জন্য নিজ রক্ষণ ব্যবস্থাকে সাজানোয় ৮ ব্যাপৃত থাকে।

প্রঃ (৭২৮) "ভি-শেপ্-রাট্":

● মাঠের দাগ বা রেখাগুলিকে স্পষ্ট রাখার জন্য, সহজ উপায় হিসেবে, বহু স্থানে দেখা যায়, মাটিকে কেটে বা খুঁড়ে ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মত করে মাঠে দাগ টানার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এটা কিন্তু আইনতঃ নিষিদ্ধ। কারণ খেলতে গিয়ে সেই গর্ত-রেখায় পা পড়লে খেলোয়াড়দের বিপদের সম্ভাবনা থাকে প্রচুর।

প্রঃ (৭২৯) "আপ-রাইট":

● 'বার-পোস্ট'কেই বলা হয় আপ-রাইট। অর্থাৎ যে দুটি খুঁটি মাটির ওপর লম্বালম্বি ভাবে পোঁতা থাকে, যার পারস্পারিক দূরত্ব হবে ৮ গজ এবং যার মাথায় জুড়ে দিতে হয় ক্রশবারকে—সেটাকেই বলা হয় "আপ-রাইট"।

প্রঃ (৭৩০) "ডেড-বল":

● বলটি যখন খেলার বাইরে চলে যাবে। অর্থাৎ কোন কারণে যখন রেফারী খেলাটিকে সাময়িক ভাবে বন্ধ করবেন—তখন বলকে আর খেলার মধ্যে ধরা যাবে না।

প্রঃ (৭৩১) "ডিসেন্ট":

● রেফারীর দেয়া সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে না পেরে যখন কোন অসহিষ্ণু খেলোয়াড় তাতে উষ্মা বা অসন্তোষ প্রকাশ করবে তখনই সেটা হবে 'ডিসেন্ট'।

প্রঃ (৭৩২) "এন্‌ক্রোচ্‌মেন্ট":

● বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গ করে যখন কোন খেলোয়াড় নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে অনধিকারভাবে প্রবেশ করবে। এর জন্য খেলোয়াড় সতর্কিত হবে এবং পুনরাবৃত্তিতে বহিষ্কৃত হতে পারে।

প্রঃ (৭৩৩) "আনফেয়ার-অ্যাডভান্টেজ" অথবা "ইন্‌ডালজেন্স ইন্ ট্যাক্‌টিস্":

● নিজ দলের অনুকূলে অসঙ্গত সুযোগ গ্রহণ করার জন্য যখন কোন গোলী এমন উপায় নিতে থাকবে, যেটা রেফারীর মতে হবে, অবৈধ ধরনের কালক্ষেপনের অধ্যায়- এবং খেলার ধারাবাহিকতায় বা গতিময়তায় ছেদ টেনে রাখার অভিসন্ধি। এ ধরনের অপকৌশল নিতে দেখলে রেফারী গোলীকে সতর্ক করতে পারেন এবং তার বিরুদ্ধে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্ বসাতে পারেন।

প্রঃ (৭৩৪) "বডি-কন্‌টাক্ট" :

● চার্জের উদ্দেশ্যে অপর খেলোয়াড়ের শরীরের সাথে নিজ শরীরের সংযোগ ঘটান হলেই হবে 'বডি-কনটাক্ট'। গোলী শূন্যে লাফিয়ে বলটি ধরতে চলেছেন, ইত্যবসরে সেই বলে হেড করার জন্য গোলীকে যখন কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে চার্জ করা হবে—সেই চার্জ হবে নিয়মবিরুদ্ধ খেলা। এরজন্য ধার্য করতে হবে ইন্‌ডিরেক্ট কিক্‌।

প্রঃ (৭৩৫) "ষ্টুপিং-ফাউল" :

● কোন খেলোয়াড় যখন প্রতিপক্ষের সামনে কিম্বা পিছনে ঝুঁকে পড়ে তাকে ফেলে দেবে বা দেবার চেষ্টা চালাবে তখনই সেটা হবে 'ষ্টুপিং'। এটা ট্রিপিং পর্যায়ের একটি অঙ্গ। এর জন্য বহাল থাকবে ডিরেক্ট-কিক্‌। ১২নং আইনের "বি" ধারায় এর উল্লেখ আছে।
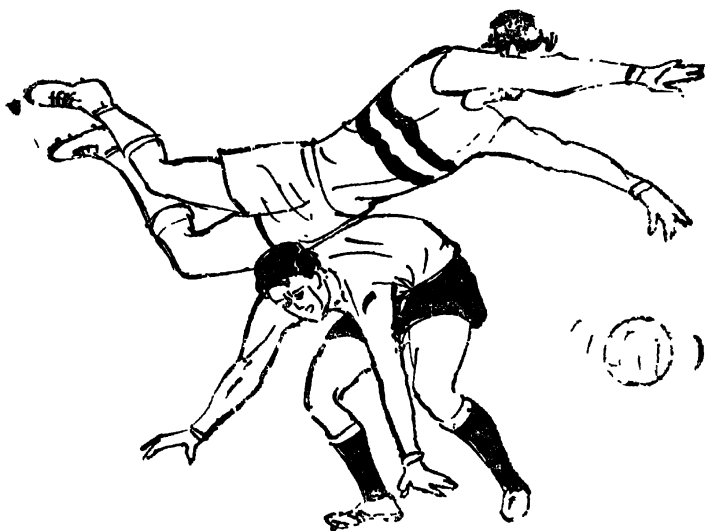
প্রঃ (৭৩৬) "বাউনসিং" :

● বল মাটিতে আছড়ানোকেই বলা হয় 'বাউনসিং'। খেলায় একধরনের কৌশল হিসেবে একমাত্র গোলীরাই এই পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারে। অবশ্য স্বীয় সীমার মধ্যে। মনে রাখতে হবে রেফারী বল বাউন্স করাতে পারেন না। রেফারী বলকে ড্রপ দিতে পারেন। কাজেই বাউন্স আর ড্রপের মধ্যে পার্থক্য আছে।

প্রঃ (৭৩৭) নীচেকার সাজানো শব্দগুলি কোন আইনে লিপিবদ্ধ করা আছে বলুন তো?

● (a) Except as otherwise provided by these laws.

(b) Shall be placed within the quarter circle.

(c) At the moment the ball is played.

(d) The ball shall be in play immediately it enters into the field of play.

(e) Within that half of the goal area nearest to where it crossed the goal line.

(f) Shall not be change during the game unless authorized by the Referee.

(g) Subject to the decision of the Referee

(h) One of whom shall be goal-keeper.

(i) Unless other wise mutually agreed upon.

(j) Any cause not mentioned elsewhere in these laws.

(k) From the place where the ball was when the Referee stoped the game.

(l) From which a goal can be scored direct ag offending side.

A=১০ নম্বর, B=১৭ নম্বর, C=১১ নম্বর, D=১৫ নম্বর,

E=১৬ নম্বর, F=২ নম্বর, G=৬ নম্বর, H=৩ নম্বর,

I=৭ নম্বর, J=৮ নম্বর, K=১২ নম্বর, L=১৩ নম্বর,

●●● পাঠকবর্গের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ—এই বইয়ের কোন অংশ বা অধ্যায়ের সাথে একমত হতে না পারলে, বিশ্লেষণ সমেত সেটা লেখককে জানাতে দ্বিধা করবেন না। লেখকের ঠিকানা: রবি চক্রবর্তী, ১১৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

* প্রশ্নপত্রের ধরন বোঝানোর জন্য, রেফারী পরীক্ষার্থীদের প্রথম এবং শেষ পরীক্ষার দুটি প্রশ্নমালার নমুনা এখানে যোগ করা হল।

(প্রশ্নপত্র দুটি 'সি আর এ'র সৌজন্যে প্রাপ্ত)

Calcutta Referees' Association

(West Bengal)

Entrance Examination,
(Theoretical)

Full marks—100 Time allowed—3 hours.

1. State the following :

(a) Dimension of a most general size Football ground.

(b) Height of the cross-bar from the ground.

(c) Height of the corner flag post.

(d) Distance of the penalty kick-mark from the middle point of the nearest goal line.

(e) Diameter of the centre circle.

(f) Minimum and maximum of the circumference and the weight of the ball.

(g) Width and depth of the upright posts and the cross-bar.

(h) Dimension of the penalty area.

2. (a) How many players are required to form a team ?

(b) What are the usual equipments of a player ?

(c) What are the materials of which bars and studs of a boot are made ?

3. What are the provisions of the Rule for substitution of players ? State the occasions when substitution is permissible and the formalities that are to be followed to allow a substitute to join the game.

4 (a) How many officials are required for supervision of a soccer match ? What are their respective powers and duties ? How they will co-operate for efficient supervision of the game ?

(b) When a Referee can reverse his decision ?

5. (a) What is the duration of a game of international standard ? What is the prescribed duration of a C. F. L 1st division match ; does it differ from the time prescribed for a 4th Division game in C F. L ?

(b) How the game is started and when it is deemed to have been started ?

6. (a) The ball hits one of the half way line flag posts and rebounds into the field of play. What will you do as the Referee ?

(b) The ball hits the Referee who is standing little outside the penalty area within the field of play and rebounds into the net. What will be your decision ?

(c) State how a goal is scored.

7. (a) A player is nearer the opponents goal line than the ball when it played by one of his colleagues, still he is not deemed offside. What are the occasions when it is possible under law 11 ?

(b) When the Referee will not penalise a player although he is clearly lying offside ?

8. (a) State the offences for which a penalty kick is awarded.

(b) State five offences for which an indirect free-kick is awarded

9. When a player is to be sent off and how the game will be restarted ?

10. (a) When the players of the defending team are allowed to remain within 10 yds. from the ball during free kick.

(b) When a fair charge is regarded as an offence and is penalised ?

(c) When all the players excepting one of the team taking the kick are required to remain 10 yds. away from the ball ?

(d) When the Referee is not required to send a Report although he has sent off a player ?

(e) The ball is in play ; a player has been tripped by an opponent. The offender is cautioned but the game is restarted by a drop. When it is regular under the Rules.

11. (a) State the occasions when the Referee will order a penalty kick to be retaken.

(b) When the game terminates after a penalty kick taken during the time extended for taking it ?

12. What are the Laws which regulate restarting the game after the ball has crossed over either of the goal lines excepting the portion between the upright posts and below the cross bar ?

State how the game is restarted in such cases, when the ball is in play from the restart and whether a goal may be scored direct by the player restarting ?

13. (a) State how a throw-in is to be correctly taken.

(b) An attacking player with only the defending goal keeper nearer than him to the goal line receives a ball direct from a throw-in taken from the midway of the touch line and shoots the ball into the net. Will you signal for a goal ?

14. "Whites" are playing with the "Blues" and you are the Referee. Please give your decision on the following incidents happening during the game :

(a) A white player takes a very strong place-kick and favoured by the wind the ball enters into the opponents' goal.

(b) One of the Linesmen is interfering with your decisions repeatedly.

(c) A Blue forward takes a powerful shot towards the Whites' goal, a white back in his hurry to save the goal handles the ball within the penalty area but the ball goes into the net off his hands.

(d) A Blue player is cautioned for dissenting from your decision and a free kick is awarded to the Whites to restart the game. The White player kicks the ball straight into the goal.

(e) A colleague of the White player who is taking a penalty kick rushes into the penalty area when the ball has travelled only about 6 yds. from the penalty kick towards the goal and kicks the ball into the goal.

(f) A White player assaults you when you are in the White's penalty area and have already signalled for hands against a White player slightly outside the penalty area.

(g) The ball is about to enter into Whites' goal A White named substitute who is waiting near the touch line rushed into the ground and stopped the ball with hands.

(h) The White goal keeper and a White full back change places during the course of the game without notifying the Referee. Almost immediately the Blues attack and to prevent a goal being scored the White new full back (formerly goal keeper) tips the ball over the cross bar.

(i) You are about to caution a White player for ungentlemanly behaviour but meanwhile he commits yet another offence for which he should be cautioned.

(j) The Blue goal keeper kicks a White forward in the area behind the goal line and within the net after the white player has run into the net.

(k) During the operation of Tie-Breaker the Blue goalkeeper is severely injured. The Blue Captain wants to replace a goal keeper by a substitute.

(l) 9 kicks each have been taken from the penalty mark alternately both by the Whites and the Blues in a Tie-Breaker. You are convinced that it is no longer fair to continue the process in view of the falling light although the score is 5 goals to 5.

15. Draft the Report which you are required to send to the Football Association on the game during which a White player was sent off and two Blue players cautioned and there was a temporary suspension of the game for 2 minutes, as the White player had at first refused to leave the ground but ultimately complied on persuation by the White Captain.

16. Show by diagrams the position of the Referee and Linesmen in the following cases :

(a) Penalty kick. (b) Corner kick. (c) A free kick near the Penalty area.

জানেন কি ?

এ পর্যন্ত দুনিয়ার সর্ব বৃহৎ ফুটবল স্টেডিয়ামের সম্মান পেয়ে আসছে— ব্রেজিলের মারাকানা-স্টেডিয়াম। তাতে লোক ধরে ২ লক্ষ ২০ হাজার।

All India Football Federation

Referees Examination—

Class-1 (National)

Theoretical Question

Time : 3 Hrs Total Mark 100

1. Having maintained the principles of the Laws of the Game what modifications can be made therein with regard to their applications ? What are the modifications ?

2. What are the conditions under which penalty-kicks shall be taken to determine which of two teams in a drawn match, in a Knock-out Competion, shall be declared the winner-as recommended by FIFA ?

3. A player takes permission to leave the field and as he is walking off, the ball comes towards him and he shoots a goal. What action should the Refree take ?

4. Does a player infrings the Law if he is in an off-side position and moves a little way beyond the boundary of the field of play to show clearly to the Referee that he is not interfering with play ?

5. What are the decisions of the Referee if the signal of a penalty kick having been given, but before the ball is kicked, a colleague of the player taking the kick encroaches into the penalty-area and the Referee notices the offence but allows the kick to be taken and the ball rebounds form the goal-keeper, Cross-bar or goalposts to the player who has encroached and this player sends the ball into goal ?

6. What discretionary power has been given to the Referee under Section (h) of Law V ?

7. What shall be your decision if a player commits an offence under Section (L) of Law XII ?

8. What action will you take if a player commits two offences simultaneously under Section (g) & (o) of Law XII ?

9. In a match at the time of taking a free-kick the kicker made use of both feet in such a way as to lift the ball into the air. The ball was directed towards a colleague who shot it into

the goal. The Referee awarded a goal. Is the Referee justified in his award ? Give reasons to your answer.

10. Should the Referee award an indirect free-kick, on the grounds that the goal-keeper has played the ball twice, or should he apply the advantage, and award a goal, in the following circumstances :—

'A goal-keeper, from a goal kick, kicked the ball beyond the penalty area, into play. It was blown back by the wind and in order to prevent an attacker from playing it, the Goal-keeper punched it, but it landed at the feet of the attacker who shot it into goal.'

11. The goal-keeper takes the goal kick. The ball left the penalty area. The Goal-keeper runs towards and handles the ball there before it has been touched or played by another Player. Please give your decision with reasons.

12. If a player taking a throw-in, throws the ball sideways and it does not enter the field of play. What shall be your award ?

13. Show by diagrams :—

(a) Two cases of off side

(b) Two cases of not off-side

14. Show by diagrams the position of the Referee and the linesmen at the time of taking a :—

(i) Corner Kick, (ii) Free kick in the midfield, (iii) Penalty kick.

15. A back, with his goal-keeper out of position, heads the ball out into the field of play, but in doing so falls into the net. A forward gets the ball and passes it to a comrade who has only the goal-keeper to beat. Is this player off-side ?

16. A defender, other than the goal-keeper, in the penalty area stumbles in his efforts to clear the ball, but he pushes out his hand deliberately and stops the ball on the penalty line. What is your decision ?

17. A goal-keeper takes a goal kick correctly, but a strong wind is blowing and the ball, after passing out of the penalty area, is blown back and the goal-keeper attempts to stop it from entering the net. He gets his fingers to it, but fails to stop it going into the net. What is the correct decision the Referee should give ?

18. The same action as in Q No. 17 above, except that the ball does not pass outside the penalty area. What is the correct decision ?

19. A player standing outside the penalty area reaches out and handles the ball inside the penalty area. Would you give a penalty ?

20. A player is just taking a penalty kick when you see one of his own side steps into the penalty area. Would you stop the kick from being taken immediately ?

21. An indirect free-kick is given and 13 players line up on the goal-line between the posts. The ball glances off an attacker on the line, or to a defenders into the net. What is the decision ?

22. If, in your opinion, a player has been badly concussed, but to outward appearance he is fit and the player also expresses his desire to play, can the Referee have him removed from the pitch ?

23. A forward feints to take a penalty-kick and the goal-keeper dives towards a post when the kicker taps the ball into the goal at the other end. Is this a goal ?

24. The game should not be conducted strictly in accordance with the Laws, but rather with the spirit of the Laws of the game. Amplify your idea.

25. "A Referee should not trust h memory alone"—Elucidate.

26. Offences may be classified under two Categories namely "Penal" and 'Technical." What are the differences between them ?

27. State fully the name of the Organisation which determines the actual Laws of the game of football to which players all over the world must conform and its Headquarters.

28 What should be your observations at the time when a penalty kick is taken.

29. State the circumstances under which a Referee can abandon the Game.

30. What, according to you, are the qualities that a Referee should possess in order to win the respect of players and spectators ?

রেফারী বিষয়ক কয়েকটি মূল্যবান তথ্য

১। ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন রেফারী সংস্থা কোনটি?—সি, আর, এ, অর্থাৎ ক্যালকাটা রেফারীজ এসোসিয়েশন।

২। আই, এফ, এ, শীল্ড ফাইন্যালের সর্বপ্রথম অনুষ্ঠানে কাঁর হাতে বাঁশী ছিল বলুন তো?—মিঃ ব্রাউন (১৮৯৩)।

৩। ভারতীয় রেফারীদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম আই, এফ, এ, শীল্ড ফাইন্যাল খেলিয়েছিলেন?—পঙ্কজ গুপ্ত (১৯৩৩)।

৪। পঙ্কজবাবুর পর পর্যায়ক্রমিকভাবে আরও পাঁচজন ভারতীয় রেফারীর নাম উল্লেখ করুন যারা আই, এফ, এ, শীল্ড ফাইন্যাল খেলিয়েছেন?—(ক) সুশীল ঘোষ (খ) পি, মিশ্র (গ) নৃপেন সেন (ঘ) অলোক রায় (ঙ) রমেন বাগচী।

৫। কোন্ বাঙালী তথা ভারতীয় রেফারী সর্বপ্রথম রোভার্স কাপ ফাইন্যাল খেলিয়েছেন?—সুশীল ঘোষ।

৬। ভারতের প্রথম 'ফিফা' ব্যাজধারী রেফারী কে?—প্রতুল চক্রবর্ত্তী।

৭। মারডেকার ফাইন্যালে প্রথম ভারতীয় রেফারী কে?—প্রতুল চক্রবর্ত্তী।

৮। পৃথিবীর অন্যতম সেরা ক্রিকেট মাঠ ইডেন উদ্যানে সর্বপ্রথম ফুটবল আসরে কে বাঁশীর দায়িত্ব বহন করেছিলেন বলুন তো?—প্রভাত অরুণ সোম।

৯। এশিয় কাপের (ক্লাবদের জন্য) ফাইন্যালে প্রথম ভারতীয় রেফারী কে ছিলেন?—নৃসিংহ চ্যাটার্জি।

১০। বলুন তো আজ পর্যন্ত কতজন বাঙালী রেফারী সরকারীভাবে 'ফিফা' ব্যাজ পেয়েছেন?—মোট ছজন। (১) প্রতুল চক্রবর্ত্তী (২) প্রভাত অরুণ সোম (৩) নৃসিংহ চ্যাটার্জি (৪) রবীন্দ্রকুমার দত্ত (৫) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ ও (৬) শৈলেন ভট্টাচার্য (দিল্লী)।

১১। প্রথম জাতীয় দল হিসেবে, ১৯১১ সনে মোহনবাগান দল শীল্ড জয় করে যে অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছিল সেদিন কাদের স্কন্ধে বিচারের দায়িত্ব অর্পিত ছিল বলুন তো?—রেফারী ছিলেন এইচ জি পুলার আর লাইন্সম্যান ছিলেন—এ ম্যাক্রেডি ও জে মার্সডেন।

১২। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যে বছর সর্বপ্রথম আই, এফ, এ, শীল্ড ঘরে তুলেছিল সেদিন কার হাতে বাঁশী ছিল বলুন তো?—পি, মিশ্র।

১৩। ইষ্টবেঙ্গলের সাথে মোহনবাগানের প্রথম লীগ সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯২৫ সনে। সেদিন বাঁশী হাতে মাঠে কে নেমেছিলেন বলুন তো?—সি, আর, ক্রেটন্।

১৪। কোনোবার কি ডবল রেফারী দিয়ে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলা পরিচালিত হয়েছিল?—হ্যাঁ হয়েছিল, দুবার। প্রথমবারে ছিলেন (১৯৩৩ সনের

রীটার্ণ লীগ ম্যাচ্) মিঃ বেনেট ও হিলটন। দ্বিতীয়বারে ছিলেন (১৯৩৪ সনের রীটার্ণ লীগ ম্যাচ্) পঙ্কজ গুপ্ত ও ইউ চক্রবর্ত্তী।

১৫। মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের লীগ ম্যাচ পর পর পাঁচ বছর একটানা খেলিয়ে কোন রেফারী অনন্যসাধারণ এক নজীর গড়েছেন বলুন তো ?—অলোক রায়।

১৬। মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের লীগ ম্যাচ পাঁচ বারের বেশী খেলানোর কৃতিত্ব কোন কোন রেফারীর ?—প্রভুল চক্রবর্ত্তী, সার্জেণ্ট ম্যাক্‌ব্রাইড, রমেন বাগচী, অলোক রায় ও নৃসিংহ চ্যাটার্জি।

১৭। ভারতের সবকটি প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে কোন রেফারী বাঁশী বাজানোর অমূল্য সুযোগ পেয়েছেন ?—ইক্রামুল হক (দিল্লী)।

১৮। আই, এফ, এ, শীল্ডের ফাইন্যালে শেষ তিন জন বিদেশী রেফারীর নাম করুন তো ? —১। ক্যাপ্টেন হলওয়ে ২। সার্জেণ্ট ম্যাকব্রাইড ৩। মেজর আপ্‌হোল্ড।

১৯। শীল্ড ফাইন্যালে ভিন্ন প্রদেশীয় রেফারীদের নাম করুন তো ?—(১) শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য (দিল্লী) (২) নটরাজন (বোম্বে) (৩) ইক্রামুল হক (দিল্লী) (৪) লীন ডি'শা (বোম্বে) (৫) টি, এন, লাউ (দিল্লী) ও (৬) বাবুল বারমিজ (আসাম)।

২০। ইংল্যাণ্ডের সুপ্রাচীন ও সুমহান 'এফ-এ' কাপের প্রথম ফাইন্যালে কে রেফারী ছিলেন বলুন তো ?—এ ষ্টেয়ার (অ্যাপটন-পার্ক)।

২১। বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম ফাইন্যালে (১৯৩০) এবং এপর্যন্তকার শেষ অনুষ্ঠানের ফাইন্যালে কাঁরা রেফারীর দুর্লভ দা[illegible]ত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন ? প্রথম অনুষ্ঠানে—বেলজিয়ামের জন ল্যাঙ্গিনাস্। শেষ অনুষ্ঠানে—ইংল্যাণ্ডের জে টেলর।

২২। রেফারীর সিদ্ধান্তকে ঘিরে, ফুটবল দুনিয়ার সবচাইতে ভয়ঙ্করতম এবং বিরাটতম দুর্ঘটনা ঘটেছিল কোথায় কবে এবং কিভাবে। সে খেলার দুর্ভাগ্যতম রেফারী কে ছিলেন ?

পেরু দেশের, লিমা শহরের ন্যাশন্যাল স্টেডিয়ামে ঘটেছিল সেই ভয়ঙ্করতম দুর্ঘটনা। সেদিনটি ছিল ২৪শে মে। খেলাটি ছিল পেরুর জাতীয় দলের সাথে আর্জেনটিনা একাদশের। উদ্দেশ্য ছিল অলিম্পিকের ছাড়পত্র পাওয়া। এক গোলে পেছিয়ে থাকার পর, পেরু দল সেই গোলটি শোধ করলে রেফারী সেটা বাতিল করে দেন। ফলে মাঠ জুড়ে বধে যায় লঙ্কাকাণ্ড। দর্শকে-পুলিশের প্রচণ্ড লড়াইতে সেদিন মারা পড়েছিল চারশোরও বেশী লোক। বেসরকারী মতে মৃতের সংখ্যা ছাপিয়ে গিয়েছিল সাতশোর বেশী। শহরের সমস্ত ডাক্তার ও নার্সদের বাধ্যতামূলকভাবে তিনদিনের জন্য ডিউটি দিতে হয়েছিল সেই স্টেডিয়ামের চত্বর জুড়ে। শহর জুড়ে ঘোষিত হয়েছিল জরুরী অবস্থা। তিনদিনের জন্য সারা দেশে পালিত হয়েছিল জাতীয় শোক। ফুটবল জগতের সবচেয়ে কলঙ্কময় অধ্যায়ের সাথে, সেদিন যে রেফারী যুক্ত ছিলেন, তিনি হলেন—উরুগুয়ের নামী রেফারী—মিঃ পাজোস।

বিগত পঞ্চাশ বছরে, 'আই. এফ. এ.'-শীল্ডের ফাইন্যালে যারা বাঁশী বাজিয়েছিলেন

১৯২৫ সি. আর. ক্লেটন্
’২৬ সি. আর. ক্লেটন্
’২৭ ডব্লু. বেনেট্
’২৮ ডব্লু. বেনেট্
’২৯ র‍্যাল্ফ হল
’৩০ টিক্যামেরণ
’৩১ আর. এইচ. লেগি
’৩২ আর. এইচ. লেগি
’৩৩ পঙ্কজ গুপ্ত
’৩৪ পঙ্কজ গুপ্ত
’৩৫ এস. এস. এম ক্লেচার
’৩৬ এস ম্যানজি
’৩৭ সি. ডানকান
’৩৮ ডব্লু. গিলসন
’৩৯ জে. হ্যান্ডিসাইড
’৪০ এম. টেলর
’৪১ শ্রীসুশীল ঘোষ
’৪২ সার্জেন্ট ম্যাক্‌ব্রাইড্
’৪৩ শ্রী পি. মিশ্র
’৪৪ ক্যাপ্টেন হলওয়ে
’৪৫ সার্জেন্ট ম্যাক্‌ব্রাইড্
’৪৬ খেলা বাতিল
’৪৭ শ্রীসুশীল ঘোষ
’৪৮ শ্রীনৃপেন সেন
’৪৯ মেজর আপহোল্ড
’৫০ শ্রীঅলোক রায়

১৯৫১ মেজর আপহোল্ড
শ্রীঅলোক রায়
শ্রীরমেন বাগচী
শ্রীপ্রতুল চক্রবর্তী
শ্রীবিজলী মুখার্জি
শ্রীরমেন বাগচী
শ্রীধীশঙ্কর ভট্টাচার্য
শ্রীপ্রভাতঅরুণ সোম
বাতিল
শ্রীশৈলেন ভট্টাচার্য (দিল্লী)
শ্রীনৃসিংহ চ্যাটার্জি
এল. নটরাজন (বোম্বে)
শ্রী পি. এ. সোম
শ্রী আর. কে. দত্ত
শ্রীশৈলেন ভট্টাচার্য (দিল্লী)
ইক্রামুল হক্ (দিল্লী)
লীন ডি শা (বোম্বে)
বাতিল
শ্রীনৃসিংহ চ্যাটার্জি
শ্রীরমাকান্ত গাঙ্গুলী
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসগুপ্ত
শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত ও পরে লক্ষ্মী ঘোষ
টি. এন. লাউ (দিল্লী)
শ্রীরত্নাঙ্কুর ঘোষ
বাবুল বারমিজ

'ক্লাস-ওয়ান' (ন্যাশন্যাল) সম্মানপ্রাপ্ত এখানকার রেফারীদের তালিকা (প্রায় দু-যুগের হিসেব)

শ্রীপ্রতুল চক্রবর্তী	শ্রীউমা ভট্টাচার্য	শ্রীকমল সরকার
শ্রীধীশঙ্কর ভট্টাচার্য	শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্তী	শ্রীদিলীপ সেন
শ্রীদ্বীপেন সেন	শ্রীসুশীল ব্যানার্জি	শ্রীপুণ্য ভট্টাচার্য
শ্রীপ্রভাতঅরুণ সোম	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ	শ্রীরবি চক্রবর্তী (লেখক)
শ্রীজ্যোতি দত্ত	শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসগুপ্ত	শ্রীরমেন মুখার্জি
শ্রীরবীন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীরমাকান্ত গাঙ্গুলী	শ্রীঅজয় মুখার্জি
শ্রীনৃসিংহ চ্যাটার্জি	শ্রীহেমন্ত ব্যানার্জি	শ্রীরত্নাঙ্কুর ঘোষ
শ্রীবিশ্বনাথ দাস	শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত	শ্রীমিলন দত্ত
শ্রীজে এল. মজুমদার	শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য	শ্রীসুনীত ঘোষ
		শ্রীলোকনাথ ব্যানার্জি

: কোলকাতার ফুটবল লীগের সেরা আকর্ষণ :

চির-প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের লীগ সাক্ষাতের দিন যাঁরা বাঁশী ধরেছিলেন।

সন	প্রথম সাক্ষাৎ	ফিরতি সাক্ষাৎ
১৯২৫	সি. আর. ক্লেটন	জে. বি. ডায়মন্ড
১৯২৬	টি. ক্যামেরণ	এফ. লে'ভার
১৯২৭	সি. আর. ক্লেটন	সি. আর. ক্লেটন
১৯২৮	এ. লেভার	আর. হল
১৯৩২	জি. স্টট্	জি. স্টট্
১৯৩৩	ডব্লু. বেনেট	বেনেট ও হিলটন
১৯৩৪	এম. আমেদ	পঙ্কজ গুপ্ত ও ইউ. চক্রবর্তী
১৯৩৫	সার্জেণ্ট লাও	সার্জেণ্ট লাও
১৯৩৬	ই. ম্যালকম	এস. ঘোষ
১৯৩৭	ভ্যান্ কান্	লেঃ কঃ জার্কার
১৯৩৮	সাঃ রবিনসন্	সাঃ রবিনসন্
১৯৩৯	গিলসন	খেলা হয়নি
১৯৪০	ইউ. চক্রবর্তী	সি. এস. এম. টেলর
১৯৪১	সাঃ ম্যাক্‌ব্রাইড	সাঃ ম্যাক্‌ব্রাইড
১৯৪২	পি. মিত্র	সাঃ ম্যাক্‌ব্রাইড

প্রথম সাক্ষাৎ		ফিরতি সাক্ষাৎ
সাঃ ম্যাক্‌ব্রাইড		মেজর কেলী
এল. এ. উইলসন		এন. সেন
সাঃ ম্যাক্‌ব্রাইড		সাঃ ম্যাক্‌ব্রাইড
হলওয়ে		সাঃ ম্যাক্‌ব্রাইড
এস. ঘোষ		এন. সেন
এন. সেন		রমেন বাগচী
রমেন বাগচী		অলোক রায়
অলোক রায়		অলোক রায়
অলোক রায়		প্রতুল চক্রবর্তী
অলোক রায়		
অলোক রায়		
বিজলী মুখার্জি		রমেন বাগচী
রমেন বাগচী		এস. ভট্টাচার্য
প্রতুল চক্রবর্তী		রমেন বাগচী
		রমেন বাগচী
পি. এ. সোম		রমেন বাগচী
প্রতুল চক্রবর্তী		পি. এ সোম
নৃসিংহ চ্যাটার্জি		উমা ভট্টাচার্য
আর কে. দত্ত		আর. কে. দত্ত
প্রতুল চক্রবর্তী		প্রতুল চক্রবর্তী
প্রতুল চক্রবর্তী		প্রতুল চক্রবর্তী
চিত্ত·দাশগুপ্ত		বিশ্বনাথ দাস
নৃসিংহ চ্যাটার্জি		নৃসিংহ চ্যাটার্জি
নৃসিংহ চ্যাটার্জি		নৃসিংহ চ্যাটার্জি
খেলা হয়নি		এরিক মিক্রন (মহীশূর)
রত্নাঙ্কুর ঘোষ		নৃসিংহ চ্যাটার্জি
রমাকান্ত গাঙ্গুলী		বিশ্বনাথ দত্ত (সুপারলীগ)
রমাকান্ত গাঙ্গুলী	একটি খেলা	
দিলীপ সেন	একটি খেলা	
রত্নাঙ্কুর ঘোষ		বিশ্বনাথ দত্ত (সুপারলীগ)
খেলা হয়নি		

রবি চক্রবর্তী (লেখক) একটি খেলা

"স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় তাঁরা"

ফুটবলের মাঠে, ভারতীয় রেফারীদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল বিশ দশকের কিছু আগে থেকে। তার আগে, একচেটিয়াভাবে যাদের আধিপত্য ছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন বিদেশী। ঐতিহ্যে, বৈশিষ্ট্যে এবং স্বকীয়তায় ভারতীয় রেফারীদের মধ্যে বাঙালীদের স্বাতন্ত্র্য বা অগ্রগণ্যতা সম্পর্কে কোনরকম দ্বিধা থাকতে পারে না। কোলকাতার মাঠে আমরা বহু প্রতিভাধরের সাক্ষাৎ পেয়েছি। বেছে বেছে সেই সব দিকপালদের পরিচিতি প্রকাশ করার সুযোগ এখানে একেবারেই অসম্ভব। তাই স্মৃতিমন্থনের মধ্য দিয়ে, বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ অগ্রজের অভিমত যাচাই করে, ভোটের ভিত্তিতে চারজন কালোত্তীর্ণ বাঙালী রেফারীকে এখানে হাজির করা হল।

প্রথমেই আমি স্মরণ নিচ্ছি ভারতের ক্রীড়া-ইতিহাসের চির-ভাস্বর প্রতিভা ও মহান ক্রীড়া-চিন্তানায়ক পঙ্কজ গুপ্তকে। আমরা তাঁর শেষভাগের পরিচিতিটুকুই শুধু জানি। তিনি যে এককালে একজন কালজয়ী ফুটবল রেফারী ও হকি আম্পায়ার ছিলেন সে তথ্য ক'জনের স্মরণ আছে? সাদা চামড়াদের যুগে তিনিই ছিলেন প্রথম সার্থক এবং গর্ব করার মত কালো চামড়ার রেফারী। 'সি, আর, এ'-তে যোগ দিয়েছিলেন ১৯১৮ সনে। জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ খেলাটি ছিল ১৯২৬ সনের ইউরোপীয়ান-ইণ্ডিয়ানের খেলা। সে-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যাচ ক্যালকাটা-মোহনবাগানের খেলায় তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় রেফারী।

প্রথম ভারতীয় রেফারী হিসেবে বহির্ভারতে গমন এবং 'আই, এফ, এ'-শীল্ড ফাইন্যালে বাঁশী বাজানোর দুর্লভ কৃতিত্ব তাঁর-ই। বেটে-খাটো, শ্যামবর্ণের মানুষটি ছিলেন সবার খুব প্রিয়। হিটলারী গোঁফের আড়ালে, পান চিবানো লাল ঠোঁটে ও রস মূর্ছনায় তাঁর বাক্ চাতুর্য ছিল অভূতপূর্ব। তিনি একবার এশিয়ান্ রেফারীজ কন্‌ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতের বাইরে রেফারী হিসেবে গিয়েছিলেন খ্রাইষ্টচার্চে, লস্ অ্যাঞ্জেলসে, কালিফোর্নিয়াতে ও কলম্বোতে। বাইটনের ফাইন্যালেও তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় হকি আম্পায়ার। অলিম্পিকের আসরে

হকির বাঁশী বাজিয়েছিলেন যথাক্রমে ১৯৩২, ৩৬ এবং ৪৮ সনে। নানাদিক থেকে ভারতের ক্রীড়া জগৎ পঙ্কজ গুপ্তর কাছে ঋণী।

এবারে যিনি আমার কলমকে ভর করতে আসছেন, তিনিও ছিলেন পঙ্কজবাবুর মত বেটেখাটো, গোলগাল এবং সাদাসিধে ধরনের মানুষ। স্বভাবে তিনি ছিলেন খুবই শান্ত, নম্র, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চেতা। 'সি, আর, এ'-তে তার প্রথম পদার্পণ ঘটেছিল তিরিশ দশকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তিনি সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। মাঠের মধ্যে তার দাপট ছিল প্রচণ্ড। তিনি যে মাঠে আছেন এ কথা বুঝতে দেরী হোত না কোন দলের। ভয়ানক সাহস ছিল তাঁর। কোন অবস্থাতেই তিনি কোন অন্যায়ের সাথে আপোষ করেন নি কখনো। তার বজ্রদীপ্ত বাঁশীব শব্দে তটস্থ থাকতো বহু নামী-দামী খেলোয়াড়। আই, এফ, এ, শীল্ডের ফাইন্যালে বাঁশী বাজিযেছিলেন ১৯৪১ ও ৪৭ সনে। তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি ছিল ১৯৩৫ সনের - ইউরোপীয়ান-ইণ্ডিয়ানের খেলা। বোভার্সকাপ ফাইন্যালের সাথে প্রথম ভারতীয় রেফারীর যে নামটি আজো জ্বল-জ্বল করচে—সে নামটি যে আমাদেরই প্রিয় সুশীল ঘোষেব সেকথা আজ ক'জনের স্মরণে আছে?

শ্রীসুশীল ঘোষ

এবারে আসা যাক্ যুগসৃষ্টিকাবী অলোক রায়ের প্রসঙ্গে। তিনি ছিলেন অমর শিশুসাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সুযোগ্য পুত্র। 'সি, আর, এ'-ব খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন ১৯৩১ সনে। বুকে বাঘ-মার্কা ব্যাজ আটকানো থাকলেও, তাঁর দাপট দেখে মনে হোত সেই ব্যাজটি বৃথাই তাঁর বুকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাঁর দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব এবং স্বকীয়তা নিয়ে এখনো অনেককে নজীর টানতে দেখা যায়। ১৯৫০ ও ৫২-তে শীল্ড ফাইন্যালের বাঁশী ছিল তার হাতে। ন্যাশন্যালের ফাইন্যালেও তাঁর ডাক পড়েছিল ১৯৫০ ও ৫৪-তে। এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলারে ভারতীয় রেফারী হিসেবে তিনি সিলোন ভ্রমণ করেন। এককালে কোলকাতার মাঠে তিনি ছিলেন অপরিহার্য রেফারী। বেশ কয়েক বছর যাবৎ তিনি ছিলেন সর্বভারতীয় পরীক্ষক।

'সি, আর, এ'-র সেবায় তিনি বহুকাল ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯৫১-তে প্রথম এশিয়ান ক্রীড়ায় তিনি ছিলেন ভারতীয় রেফারী। রাশিয়া-ভারতের টেষ্টম্যাচটি ছিল তার জীবনের শেষ খেলা।

শ্রীঅলোক চক্রবর্ত্তী

এই প্রসঙ্গকে যবনিকা টানতে আসছেন অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর রেফারী প্রতুল চক্রবর্তী। পঙ্কজবাবুর মতো তিনিও এসেছিলেন ঢাকা থেকে। তাঁর মত একজন সর্বার্থ সার্থক রেফারী এদেশের মাটিতে খুব কম আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর প্রতিভা এখন প্রবাদে দাঁড়িয়েছে। চলনে, বলনে, চেহারায়, ব্যক্তিত্বে, বাঁশীতে, স্বকীয়তায় এবং ম্যাচের মনস্তত্ত্ব বুঝতে তাঁর জুড়ি ছিল না। তিনি কখনো ধমকে খেলোয়াড় সতর্ক করতেন না, করতেন সহজ চাহনিতে। যে কোন টুর্ণামেন্টে তাঁর আবির্ভাব ছিল পরম আরাধ্যের। ভারতের বাইরে তাঁর ভূমিকা ছিল বুক ফুলিয়ে বলাব মত। প্রথম ভারতীয় রেফারী হিসেবে প্রতুলদাই লাভ করেছিলেন ফিফা ব্যাজ। আই, এফ, এ, শীল্ড, ন্যাশন্যাল ও ডুরাণ্ড ফাইন্যাল ছাড়াও মারডেকার ফাইন্যালে তিনি বাঁশী ধরেছিলেন সার্থকতম নজীর রেখে। বিশ্বকাপের খেলায় প্রথম ভারতীয় রেফারী হিসেবে ডাক পড়েছিল তাঁর-ই। ঢাকায় এবং কোলকাতায় এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গু-লারে ভারতীয় রেফারী ছিলেন তিনি। বেশ কিছুকাল তিনি সর্বভারতীয় পরীক্ষক হিসেবে কাজ করেন। 'সি, আর, এ'-তে

শ্রীপ্রতুল চক্রবর্ত্তী

এসেছিলেন ১৯৪৯ সনে। ভারী আমুদে ও প্রাণখোলা মানুষ আমাদের এই প্রতুলদা। তাঁর রঙ্গ-রসিকতাগুলি সহজে ভোলা যায় না।

"এই কথাটি মনে রেখো"

● ফুটবল আইন কখনোই অপরিবর্তনীয় বা স্থিতিশীল কিছু একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা নয়। প্রতি বছর, আইনের কর্ণধারগণ সঙ্গত প্রয়োজনের ভিত্তিতে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন চালিয়ে থাকেন। কাজেই গত বছর যে আইনটি বিধিবদ্ধ ছিল সেটাই যে পরবর্তী অধ্যায়ে একই বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিরকালের জন্য নির্ভুলের লেবেল পরে থাকবে তা কিন্তু ঠিক নয়। সুতরাং আইনের ধারাবাহিকতার সাথে যোগাযোগ না রেখে কেউ যদি বিগত অভিজ্ঞতা বা জানার পরিধিকে ভিত্তি করে দাবী করেন তার বক্তব্যই অকাট্য এবং নির্ভুল তাহলে তিনি বিরাট ভুল করবেন। তাই প্রতি বছর, দুনিয়াময়, নবকলেবরে যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয়ে থাকে—তার সাথে প্রতি রেফারীর যোগাযোগ রাখা একান্ত প্রয়োজন।